Article ফাইলের সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
জ্ঞানের সংজ্ঞা স্বরূপ	৩
সাধনার অভিজ্ঞান	৪
বৈষ্ণব ব্যবহর	৫
বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য	৬
বৈষ্ণব মহিমা	৮
শ্রীশ্রীভক্তিহৃদয় বন শতাব্দি জয়শ্রী	১১
আত্মীয় কে?	১১
গুরুতত্ত্বোদয়	১২
শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনাচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দর	১৪
রুচি উৎপত্তি রহস্য	১৫
ধর্ম্মনির্ণয়	১৬
জন্ম সাফল্য	১৮
গৌরাবতারে কৃপাসিদ্ধদের পরিচয়	১৯
সম্বন্ধোদয়	২০
স্বরূপ নির্ণয়	২২
পরমার্থ	২৪
গৌড়ীয় সম্প্রদায় ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম	২৫
মানবের জন্ম বিচার	২৭
ভক্তিসংস্কার	২৮
মতবাদ ও মতভেদ	৩০
তত্ত্ববাণী	৩১
কে সুহৃদ্?	৩২
ধর্ম্মই অর্থকাম মোক্ষ হেতু	৩২
শিষ্যতা	৩৩
তপো রহস্য	৩৪
ধর্ম্মের বিবেক	৩৪
চরিত্রগঠন স্বরূপ বিচার	৩৫
স্বরূপের জাগরণ পদ্ধতি	৩৬
সাধনে সাবধানতা সতর্কতা	৩৭
বিধিনিষেধে	৩৯
অবিদ্যার পরিচয়	৪০
বিদ্যার পরিচয়	৪১
সাধন বিবেক	৪২
মহতের পরিচয়	৪৫
সাধককৃত্য	৪৫
রাগভজন ও ষড়্গোস্বামী	৪৬
শ্রীরাধাকুণ্ডের বৈশিষ্ট্য	৪৭
দুর্ভাগ্যের পরিচয়	৪৭
দুর্গতির পরিচয় ও তন্নিষ্কৃতির বিচার	৪৯
শ্রীগোবিন্দ মহিমামৃত	৫২
অনাচার অত্যাচার ব্যভিচার সদাচার	৫৩
কুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠের তাত্ত্বিক বিচার	৫৬
নামধাতুকৃষ্ণস্তুতিঅষ্টকম্	57
ধর্ম্ম বিবেক	৫৮
জন্ম ও আবির্ভাব, মৃত্যু ও তিরোভাব	59
শ্রীমদ্গৌরসুন্দরের সন্যাস রহস্য	৬১
ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাস তাৎপর্য্য	৬৩
ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাস তাৎপর্য্য	৬৪
রাগমার্গ বিবেক	৬৫
বিধি নিষেধের বিচার	৬৮
শ্রীকৃষ্ণের ননীচুরিলীলাস্বাদ	৭০
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেবশ্রৌতিমহারাজদশকম্	৭৫
শ্রীগৌড়ীয়মঠপ্রশস্তিকৌমুদী	৭৬
গৌড়ীয়দর্শনে ভগবদ্ভজন	৭৬
শ্রীগোদাবরীগঙ্গারতি	76
শ্রীগোদাবরীস্তোত্রম্	৭৬
শ্রীমদ্গৌরসুন্দরের সন্ন্যাস রহস্য	৭৭
কলিযুগে ভগবন্মন্দির প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা	৭৯
শ্রীমঠপ্রশস্তিষড্কম্	৮১
শ্রীঅচিন্ত্যকৃষ্ণচতুর্দ্দকম্	৮১
শ্রীগৌরসুন্দরদ্বাদশকম্	৮৩
শ্রীগুরুপাদপদ্মের বৈশিষ্ট্য	**৮৪**
হিতোপদেশ	৮৬
পাপ ওপাতকীর জন্মবিবরণ	৮৭
ইন্দ্রপূজা খণ্ডনের রহস্য	৮৭
শ্রীজগন্নাথদেবের পরিচয়	৮৮
ঝূলনযাত্রা	৮৯
কে ভাগ্যবান্ ও কে দুর্ভাগ্যবান্	৯০
শ্রীকৃষ্ণ বহুবল্লভ কেন?	৯৫
মায়াবাদাদির জন্মকথা	৯৬
ধর্ম্মেই সকল সমস্যার সমাধান	১০০
১১। গোবর্দ্ধন মোহন	১০১
চরাচরমোহন	১০১
রাসে ভগবানের অন্তর্দ্ধানে	১০২
মূর্খলক্ষণম্।	১০৩
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণগোস্বামী মহারাজের	১০৩
শ্রীকৃষ্ণের ননীচুরিলীলাস্বাদ	১০৫
সজনিসাজল	110
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণগোস্বাম্যষ্টকম্	১১১
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদর্শনে নীলাচল	১১২
শ্রীলশ্রৌতিমহারাজদশকম্	১১৪
সনাতনধর্ম্ম	১১৫
কলিতে সন্ন্যাস	১১৬
শ্রীগৌড়ীয়মঠপ্রশস্তিকৌমুদী	১২১
সঙ্গ	১২৩
বেদের পরিচয় পদ্ধতি	১২৪
শ্রীকৃষ্ণের পরিচয়	১২৫
রাধিকার পরিচয়	১২৫
শ্রীশ্রীসন্ধ্যাভোগারতি	১২৬
বৈষ্ণবমহিমা ও কৃষ্ণদাস্যজ্ঞান	১২৬
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদাষ্টকম্	১২৭

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

জ্ঞানের সংজ্ঞা স্বরূপ

যদ্দ্বারা তত্ত্বের প্রকাশ হয় তাহাকেই জ্ঞান বলা যায়। তদ্বস্তুর ভাবই তত্ত্ব তাহা ভাগবতে পরম সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। সেই পরমতত্ত্বের প্রকাশক জ্ঞান পরমজ্ঞান। পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বাস্তবকে প্রকাশ করতঃ পর অর্থাৎ শত্রু অনর্থকে বিনাশ করে বলিয়া জ্ঞানের পরম বিশেষণ। পরঃ শ্রেষ্ঠ বাস্তুকেনমীয়তে পর শত্রুরনর্থস্ছমীয়তে লীয়ে ইতি পরমঃ।

বিষ্ণুপুরাণ বলেন যদ্দ্বারা মুক্ত দোষ নির্ম্মল পরম শুদ্ধ একরূপ সত্যবস্তুর প্রকাশিত জ্ঞাত, দৃষ্ট ও অবিগত অর্থাৎ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকে জ্ঞান বলে তদন্য অজ্ঞান।

সংজ্ঞায়তে যেন তদস্ত দোষং শুদ্ধং পরং নির্মল মেক রূপম্।
সংদৃশ্যতে চাপ্য বিগম্যতে বা তজ্জ্ঞানমজ্ঞান মথান্যদুক্তম্।।

সেই পরম তত্ত্বের জ্ঞান স্বম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনাত্মক। স শক্তি অনাদির আদি গোবিন্দ নামা পরমেশ্বরই সেব্য সম্বন্ধ তত্ত্ব এবং তাহার উপাসক জীবই সেবক সম্বন্ধতত্ত্ব। তাহার উপাসনা রহস্যই অভিধ্যেয় তত্ত্ব এবং তৎপ্রীতিই জীবের পক্ষে প্রয়োজন তত্ত্ব। শব্দব্রহ্মবেদ এই তত্ত্বত্রয় অন্বয় ব্যতিরেকভাবে বা মুখ্য গৌণভাবে প্রকাশ করে।

জ্ঞানের উপাদান ও উদয় রহস্য

জ্ঞানের উপাদান কি তদুত্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণবলেন বিবেক বেদ তপস্ব প্রত্যক্ষ ঐতিহ্য ও অনুমান হইতে জ্ঞানের উদয়।

জ্ঞানং বিবেকো নিগমস্তপশ্চ। প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমথানুমানম্।।

বিষ্ণুপুরাণ বলেন, নিগমোত্থ ও বিবেকজ ভেদে জ্ঞান দ্বিবিধ অর্থাৎ নিগম ও সাধন বিবেক হইতে জ্ঞান সন্জাত হয়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সত্ত্ব হইতে জ্ঞান উদিত হয়। সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্। তিনি আরও বলেন, সত্ত্বগুণাক্রান্ত শান্তচিত্ত যখন আমাতে সমর্পিত হয় তখনই পরম ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হয়। আমার ভক্তিজনকই ধর্ম্ম, সমস্তপদার্থের একাত্ম অর্থাৎ বাসুদেবময়ত্ব দর্শনই জ্ঞান, গুণে অনাসক্তিই বৈরাগ্য এবং সিদ্ধিই ঐশ্বর্য্য।

যদাত্মন্যর্পিতং চিত্তং শান্তং সত্তোপ বৃংহিতম্।
ধর্ম্ম জ্ঞানং স বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চাভি পদ্যতে।।
ধর্ম্ম মদ্ভক্তিকৃৎ প্রো ক্তো জ্ঞানঞ্চৈকাত্ম দর্শনম্।
গুণেষ্বনাসঙ্গ বৈরাগ্য মৈশ্বর্য্যঞ্চানিমাদয়ঃ।।

শ্রীল সূত গোস্বামিপাদ ভাগবতে বলেন ভগবান্ বাসুদেবে প্রযুক্ত ভক্তিযোগই বিশুদ্ধ জ্ঞান বৈরাগ্য জনক। বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগ প্রয়োজিতঃ।

জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্।।

গীতায় ভগবান্ বলেন, শ্রদ্ধাবান্ জ্ঞান লাভ করে অর্থাৎ শ্রদ্ধালু সাধুসঙ্গে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংজিতেন্দ্রিয়ঃ। ইহাদের মধ্যে অচিন্ত্য তত্ত্বে প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ নহে মহাজন শাস্ত্র পরায়ণ। অন্যতঃ কার্য্যাকার্য্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ে শাস্ত্রের প্রামাণিকতা শ্রুত হয়, শ্রুতেস্তু নিত্যত্বাৎ আর অচিন্ত্য লক্ষণ পরম তত্ত্ব শাস্ত্র গম্য বলিয়া শাস্ত্রই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ্।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রণানন্তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ। শাস্ত্র যোনিত্বাৎ

অতএব শাস্ত্রীয় অর্থাৎ বৈদিক জ্ঞানই শ্রেষ্ঠজ্ঞান। আবার বেদকল্পতরুর প্রপক্কফল তথা সমস্ত শাস্ত্রের সার সংগ্রহ রূপ শ্রীমদ্ভাগবত নিরস্তকুহক পরমসত্যের উপাসনায় প্রোজ্ঝিত কৈবত ধর্ম্ম এবং নির্ম্মল জ্ঞান মহাবদান্য অতএব ভাগবতীয় জ্ঞানই পরম ও চরম। ভাগবতীয় জ্ঞান বিজ্ঞানময় কারণ ইহা আত্মদর্শী পরমহংসগণ কর্ত্তৃক পরিগীত। এই ভাগবতীয় তত্ত্ব শ্রীল ব্যাসদেবের ভক্তিযোগ পরিভাবিত অমল সমাধি সংপ্রাপ্ত বিষয় অতএব নিঃসন্দেহে ইহার জ্ঞান সমাদরনীয়।

জ্ঞান লক্ষণ

জ্ঞান আলোকবৎ বস্তু প্রকাশক এবং তম বিনাশক। ইহা অগ্নিবৎ পবিত্র ও মালিন্যনাশী পাবন ধর্ম্মশীল।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।।

স্বরূপার্থে রাগ বৈশিষ্ঠ সংঘটন জ্ঞানের স্বরূপ লক্ষণ এবং অনর্থে রাগ বৈচ্যুত্যই ইহার তটস্থলক্ষণ।

জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

জ্ঞানীর জ্ঞান প্রয়োজন না হইতে পারে কিন্তু অজ্ঞানীর জ্ঞান প্রয়োজন। স্বরূপভ্রষ্ট মায়ামুগ্ধ জীব স্বভাবতঃই অজ্ঞান। অন্যথা অযথার্থ জ্ঞানই অজ্ঞান। কারণ কৃষ্ণ বিস্মৃত জীবের মায়াসঙ্গে বিপর্য্যয় বুদ্ধি জাগে এই বিপর্য্যয় বুদ্ধিই অজ্ঞান ময়। কৃতবিদ্যের বিদ্যার প্রয়োজন না হইতে পারে। কিন্তু অজ্ঞের বিদ্যাধ্যনের প্রয়োজনীয়তা আছে। অপি যাহারা ভগবদ্ভক্তিতে সমাসীন তাহাদের জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা নাই কারণ ভক্তি পরম জ্ঞানময়ী। ভক্তিতে কোন যোগের অভাব নাই কিন্তু ভক্তিলিপ্সু দের পক্ষে জ্ঞানের আবশ্যকতা অপরিহার্য্য। যেমন গীতায় ভগবান্ বলেন, আমি সকলের উৎপত্তির কারণ আমা হইতেই সকলের প্রকাশ ইহা জানিয়া বুধগণ দাস্য-সখ্যাদি ভাবযোগে আমাকে ভজন করেন।

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বংপ্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধাভাব সমন্বিতাঃ।।

আরও বলেন দৈব প্রকৃতি সম্পন্ন মহাত্মাগণ আমাকে ভূতের কারণ অধ্যয় ঈশ্বর জানিয়া অনন্যমনে ভজন করে।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীপ্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদি মব্যয়ম্।।

অপি চ বহু জন্মান্তে জ্ঞানবান্ সমস্তই বাসুদেবময় জানিয়া আমাকে প্রপন্ন হয় এইরূপ মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ।

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেব সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ।।

অপিচ ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।
তমেব বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বিত ব্রাহ্মণঃ।।

অতঃপর আমাকে তত্ত্বতঃ অবগত হইয়া আমার ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করে।

ব্রাহ্মণ সেই পরমেশ্বরকে বিশেষ রূপ জানিয়াই তাহাতে প্রেমভক্তি করিবেন।

অপি চ যো মামেব সংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
সং সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত।।

যিনি নানা মতবাদে মূঢ় না হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম স্বরূপে জানেন হে পার্থ সেই সর্ব্ববিদ্ আমাকে সর্ব্বভাবে ভজন করে। অতএব স্বরূপ লিপ্সুদের পক্ষে আদৌ স্বরূপ ও সাধন জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা তজ্জন্যই শাস্ত্র ও গুরুর প্রকাশ। শাস্ত্র সর্ব্বজ্ঞ ভগবদ্বাণী। যুগে যুগে সাধকগণ তাহা অনুশীলন করতঃ যথার্থ সাধনের সিদ্ধিতে যে তত্ত্ব উপলব্ধি করেন তাহাও শাস্ত্রমধ্যে গণ্য। ব্যাসদেব অমল ভক্তি

সমাধিতে যে তত্ব দর্শন করেন তাহাই শাস্ত্র ভাগবত। অতএব ভক্তি জাত তত্বজ্ঞান ও শাস্ত্রজ্ঞান একই। কারণ ভক্তি জাত জ্ঞানই শাস্ত্র াকারে প্রকাশিত। সাধ্য বস্তু সাধনা দ্বারা লভ্য কিন্তু সাধ্য ও সাধন জ্ঞান না থাকিলে সাধন ও অনুষ্ঠিত এবং সাধ্যও অধিগত হয় না। অতএব সাধক জীবনে আদৌ তত্বজ্ঞান অধীতব্য।

১১/৫/৯০ ভজন কুঠির

-০-০-০-০-০-০-০-০-০

সাধনার অভিজ্ঞান

সাধনার ভূমি এইজগৎ সর্ব্বত্রই সর্ব্বব্যাপারে সাধনা পরিদৃষ্ট হয়। কি আহার কিবিহার সর্ব্বত্রই সাধনার প্রচার ও প্রসারষ সর্ব্বোপরি জীবন গণন একটি প্রধান সাধন। কর্ম্মানুসারে জীবের উত্তর জীবন পঠিত হয়। স্বর্ণকার যেমন কোন স্বর্ণখণ্ডের অভিলষিত রূপ দানের জন্য প্রথমে ঐ স্বর্ণখণ্ডের বর্ত্তমান রূপকে অগ্নিতে গলিত করতঃ অরূপী করে পরে অভিলষিত রূপে ফর্মায় ফেলিয়া তাহার স্বরূপ দান করে তদ্রূপ সাধকগণ স্বরূপ গঠনের জন্য প্রথমে বিরূপভাবকে বিদূরীকৃত করতঃ অরূপ তৎপর স্বরূপ ভাবনার ফর্ম্মায় ফেলিয়া তাহা গঠন করেন। এখানে বিরূপভাব প্রাকৃত, অরূপভাব নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মভাব এবং স্বরূপভাব অপ্রাকৃত। নিত্য সনাতন বৈচিত্র পূর্ণ। বাস্তবিকই বিরূপাবস্থায় স্বরূপ ভাবনা হইতে পারে না যদি হয় তাহাই প্রাকৃত সহজিয়া বাদ। কুণ্ডল কখনই পদক হইতে পারে না। কুণ্ডলকে পদকে পরিণত করিতে হইলে প্রথমে কুণ্ডলকে গলাইয়া নির্ব্বিশেষ করতঃ পদক করিতে হয় যেমন, ক্যাসেটে কোন নূতন গীতাদি উঠাইতে হইলে তাহাতে যে গীতাদি থাকে তাহা মুছাইয়া ফেলিয়াই তুলিতে হয়। তাহা যেমন শুদ্ধ ও সত্য তদ্রূপ বিরূপভাব বিদূরী করণ বিনা স্বরূপের প্রাদুর্ভাব করান যায় না। যিনি যেমন সাধক তিনি যেমন সাধনার জীবনকে গঠিত করেন। সাধন বিনা সাধ্যবস্তু কেহ নাহি পায় যাদৃশী সাধনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী এই ন্যায়ানুসারে সাধনে ভাবনা থাকা চায় অন্যথা সাধনা অন্তঃসার শূন্য ভাবে সিদ্ধি প্রদা নহে। এই ভাবনাই অভিলষিত স্বরূপ গঠনের ফর্ম্মা। যদি প্রশ্ন হয় বীজ যেমন অনুকূল পরিবেশে বৈচিত্রপূর্ণ বৃক্ষে পরিণতা হয় যেমন মানবের গর্ভজাত সন্তানগণ মানব হয় তাহাতে সাধনার বিশেষত্ব কি? মানবীর গর্ভজাত মানবের আকার প্রাপ্ত হয় মাত্র কিন্তু তাহাকে পূর্ণ মানবতায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে বহু শিক্ষা দীক্ষা সঙ্গাদির প্রয়োজন। এই শিক্ষাদীক্ষাদিই সাধনায় ও ভাবনার অভিজ্ঞান দান করে। এই তাহার সাধনা। প্রাকৃত হইতে প্রাকৃত রূপান্তর বৃক্ষ বা মানববৎ সহজ কিন্তু প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃত রূপান্তর সাধনা সাপেক্ষ ইহা বিধির বিধান জাত নহে কিন্তু সাধনাসিদ্ধ ব্যাপার। গায়ক যেমন রুচিপ্রদ গীতটি পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করতঃ আয়ত্ব করে, যথাযথ ভাবে আনে তদ্রূপ সাধক অভিলষিত ভাবকে পুনঃ পুনঃঅভ্যাস করতঃ ভাবসাজাত্য লাভ করে। সাধ্য ও সাধনার অভিজ্ঞান যাহার ন্যায় তাহার সাধনা ভান মাত্র। লোক বঞ্চনা মাত্র। পুনশ্চ যাহারা কেবল সাধ্য সাধনার অভিজ্ঞান লাভ করেছেন কিন্তু সহচর্য্য বা সঙ্গ লাভ হয় নাই তাহারাও সাধনার দিশা হারা ভাবে অকৃতার্থ। লক্ষণ জ্ঞান থাকিলেই যে বস্তুর পরিচয় হয় তাহা বলা যায় না। কিন্তু বস্তুর অভিজ্ঞান শালীর সঙ্গই বস্তুর প্রকৃত বিষয় পাওয়া যায়। গর্দভ ও অশ্ব প্রায়শঃ একলক্ষণবান হইলেও তাহাতে ভেদ আছে। এই ভেদ বোধ হয় অভিজ্ঞতার সংসর্গে। তজ্জন্য সাধনায় সঙ্গের প্রয়োজন। কখনও সাধ্য নিজ পরিচয় দিয়া থাকে যেমন সিতাখণ্ড তাহার মিষ্টত্ব জানাইয়া দেয় কিন্তু তৎপ্রাপ্তি ও প্রস্তুত ও পদ্ধতি জানাইতে পারে না তাহা অভিজ্ঞের নিকট হইতেই জ্ঞাতব্য। যে ভাবে জীবনকে গঠন করিতে হইবে সেই জাতীয় ভাবনার সংসর্গ অত্যাবশ্যক। সেই ভাব সংর্গই তৎভাব জনক ও প্রারক। চিন্তামণিবৎ। চুম্বকের সংর্পে লৌহে আকর্ষণ শক্তি সঞ্চারের ন্যায় ভাব সংসর্গে সাধকে ভাব সাজাত্য ঘটে। এই ভাব সাজাত্যই স্থায়ী ভাবে সিদ্ধ সংজ্ঞক। মানব কালে জাত হইয়া মানবের সংসর্গে যেমন মানবতা প্রসিদ্ধ হয় তদ্রূপ অভিলষিত সৎপরিবেশে সৎ সংসর্গে সদ্ভাব প্রসিদ্ধ হয়। ভাবনা ও ভাবনা সিদ্ধ সঙ্গই সাধককে অভীষ্ট স্বরূপের প্রতিষ্ঠিত করে। কারণ কার্য্যে বাস্তবায়িত হয়। কারণ সংকল্প ভাবনা। ভাবনা মনোধর্ম্ম। মনোভাব প্রকাশিত হয় ভাবনার মাধ্যমে ও কার্য্যকরী হয় উপযুক্ত অভিলষিত সাধন যোগে। যেমন গৃহ নির্ম্মাণের মান অভিলষিত গৃহের রূপ উদিত হয় তাহার প্রথমপ্রকাশ অঙ্কনে তাহার সংশুদ্ধি ইঞ্জিনিয়ার কর্ত্তৃক এবং বাস্তবায়িত হয় কণ্ট্রাক্টরের মাধ্যমে। তদ্রূপ আদৌ সাধকের মনে সাধনে ভাবনা চাই, সেই ভাবনা সঙ্গজাত শুদ্ধ হয়। ভাবুকের দর্শনে এবং সিদ্ধ হয় উপযুক্ত সঙ্গ ও সাধনার মাধ্যমে। যাহার গতি ও গন্তব্য ও তদ্বিধী জ্ঞান আছে তিনিই গন্তব্যে পৌছাইতে পারেন। গতি আছে গন্তব্য ও মার্গজ্ঞান নাই গন্তব্যে পৌছাইতে পারেন। গতি আছে গন্তব্য ও বীথিজ্ঞান নাই গন্তব্যে পৌছাইতে পারেনা। গতি যদি আছে জ্ঞান আছে কিন্তু বীথজ্ঞান নাই তিনি গন্তব্যে যাইতে পারেন না। যাহার গন্তব্য ও বীথিজ্ঞান আছে কিন্তু গতি নাই তিনিও গন্তব্যে পৌছাইতে পারেন না। অতএব যাহার সাধ্য ও সাধনজ্ঞান ও সাধন সামর্থ্য আছে তিনিই সাধনে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। যেমন দৃশ্য দ্রষ্টা, ও দর্শন পরম্পরান্বয়ী ইহাদের একের অভাবে অন্যের কার্য্যকারিতা অপূর্ণ থাকে। তদ্রূপ সাধন সামর্থবান্ সাধক সাধ্য ও সাধনজ্ঞান পরস্পরান্বয়ী একের অভাবে অন্যের কার্য্যকারিতা স্তব্ধ। গণিত বিদ্যায় অঙ্ক সাধন দৃষ্ট হয় যেমন অঙ্কসাধন করিতে হয় ফর্ম্মূলা যোগে অন্যথা অঙ্ক সিদ্ধ হয়না। তদ্রূপ সাধনা করিতে হয় ভাব ফর্ম্মূলার যোগে অন্যথা ভাব সিদ্ধি দুর্ঘট। পুনরায় ফর্ম্মুলা জ্ঞান থাকিলেও সাধন ভ্রান্তি সিদ্ধির অন্তরায় স্বরূপ। একবার না পারিলে দেখ শতবার এই বিবেক সাধনায় সিদ্ধিপ্রদ। সাধনের সাহচর্য্য করে সহিষ্ণুতা উৎসাহ ধৈর্য আশাবন্ধ। দুর্ল্লভ সাধনে ঐ সাহচর্য্য প্রবল হওয়া চাই। যেমন শিশু উঠাপড়া করিতে করিতে একদিন উঠিয়া দাঁড়ায় চলিতে সমর্থ হয়। তাহার উঠিবার অধ্যবসায় ছিল বলিয়াই একদিন উঠিতে পারিয়াছে। তদ্রূপ সাধক যদি সাধনে পদস্খলিত হয় তথাপি তাহাকে প্রচুর ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার সহিত সাধনে তৎপর থাকিতে হইবে। যদি সাধন করিতে করিতে দেহপাতও হয় তাহাতে ক্ষতি নাই। দেহান্তে সেই সাধন পুনরায় আরম্ভ হয় যেন জন্ম শতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেব সমর্চ্চিতঃ শ্লো ক হইতে জানা যায়। ভরতের জন্মান্তরের সাধনা ছিল যেমন অগ্নি উৎপাদনে প্রস্তর খণ্ডদ্বয়ের মধ্যে পুনঃপুনঃ সংঘর্ষণ করিতে হয় তদ্রূপ সাধনে নৈরন্তর্য্য থাকা চাই ও তদ্ব্যতীত সিদ্ধি সুদুর্পরাহত। যেমন অগ্নির নিরন্তর সংসর্গে লৌহ্যে দাহিকা শক্তি সঞ্চারিত হয় তদ্রূপ সাধনার সংসর্গে সিদ্ধি সুলভ হয়। সাধনে একান্ত ভাব না থাকিলেও

সিদ্ধিসুলভ হয় না। যেখানে সাধনাকালে অন্যকার্য্যান্তরাপেক্ষা সেখানে সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। সাধনা যদি দম্ভের কারণ হয়। তবে সিদ্ধি দুর্ঘট আর যদি দৈন্যের কারণ হয় তবে সুলভ। অহমিকা যোগে কখনই অধোক্ষজ ভূমিকায় আরুঢ় হওয়া যায় না বা অধোক্ষজের সান্নিধ্য লাভ ঘটে না। slow and study wirs the rack. ইহাই সাধনার পদ্ধতি। যেমন ফলাভিলাষী মালী ধানরোপণ হইতে বৃক্ষের নিয়মিত জলসেবনাদি সেবাযত্ন করতঃ একদিন ফল প্রাপ্তি হয় অন্যথা সেবাযত্নাভাবে অঙ্কুরোদ্গম বৃদ্ধি আদি কিছুই হয় না তদ্রূপ সাধনার প্রারম্ভ হইতেই নিয়ম নিষ্ঠা যত্নাগ্রহযোগ থাকা চাই। অন্যথা সত্বাগ্রহ বিনা প্রেম না জন্মায় সাধনে এই গুলি সাধনার আনুকূল্য। ইহারা সাধনায় অভিজ্ঞান মূলক।

০-০০-০---০---০০০-০

বৈষ্ণব ব্যবহার

বিষ্ণুভক্তগণ বৈষ্ণব নামে কথিত হয়েন। সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ ভেদে বৈষ্ণব দ্বিবিধ।

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তোবা ন পেক্ষকঃ।
সলিঙ্গাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ।।

এই ভগবন্নির্দেশ ক্রমে লৌকিক ও বৈদিকাচারাতীত ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণই নিরপেক্ষ। কারণ যাহারা মানাপমানে লাভালাভে স্তুতি নিন্দায় পাপপূণ্যে সম তাহাদের লোক-শাস্ত্র ও সমাজের অপেক্ষা থাকিতে পারে না। অপিচ যাহারা ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়াছেন তাদৃশ মুক্তদের কোন প্রকার অপেক্ষাই নাই। তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে। অতএব ত্যক্তগৃহ নিষ্কিঞ্চন গুণাতীত আত্মারাম স্থিতপ্রজ্ঞ পরমহংসগণই নিরপেক্ষ।

অতঃপর লৌকিক ও বৈদিকাচারযুক্ত বৈষ্ণবগণই সাপেক্ষ। তাহারা নিতান্ত বর্ণশ্রমাচার যুক্ত না হইলেও সমাজ সাপেক্ষ। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণই সাপেক্ষ। এতদ্ব্যতীত স্বরূপতঃ নিরপেক্ষ হইলেও ধর্ম্মপ্রচারার্থে লোক সংগ্রহকারী আচার্য্যগণ লোক বেদাচার, প্রদর্শন করিয়াছেন। কারণ আচার্য্য হইতেই ধর্ম্মাচার প্রসিদ্ধি লাভ করে। নিজে আচরণ বিনা অন্যকে আচারে স্থাপন করা কখনই সম্ভব নহে। ইতরগণ উত্তমদের আদর্শানুসর্ত্তা।

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনাঃ।
স যদ্ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।

অতএব লোক শিক্ষার্থে শিক্ষকবৎ আচার্য্য বৈষ্ণবগণের যথাযোগ্য লোক বেদাচার সুসঙ্গতই বটে। অনাচারী ব্যভিচারী অত্যাচারী ধর্ম্মধ্বজী, কখনই আচার্য্য পদে অভিষিক্ত হইতে পারে না, যদি লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠাকল্পে আচার্য্যের কার্য্য করেন তবে তাহা হইবে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মোদয় অবশ্যম্ভাবী। অনধিকারীর নিরপেক্ষাচার উৎপাতের কারণ। যোগ্যাচার হইতেই ধর্ম্ম প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে। আচার প্রভবো ধর্ম্মঃ। লোক শিক্ষার্থে নিরপেক্ষ আচার্য্য বৈষ্ণবের সাপেক্ষাচার নিয়মাগ্রহ দোষ নহে কিন্তু লোক রঞ্জনার্থে নিরপেক্ষাচার ধর্ম্মধ্বজিতা রূপ নিয়মাগ্রহদোষ। এতাদৃশ আচার হইতেই জগতে প্রাকৃত সহজিয়া বাদ সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য অধুনা শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর অনুকরণে ত্যক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সন্ন্যাসী বাবাজীদের মধ্যে অনধিকারচর্চ্চামূলে নিয়মাগ্রহ দোষ সংক্রামক ব্যধির ন্যায় আধিপত্য লাভ করিয়াছে। এই অনধিকার চর্চ্চাকে কলির অমাত্য সহায়ক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রতিষ্ঠাশাহীন নিরপেক্ষ বৈষ্ণবগণ ও কখন আত্মগোপণার্থে সাধারণাচারের অভিনয় করেন ইহা আপাততঃ লোক বঞ্চনাময় হইলেও কাপট্য নহে দৈন্যমাত্র। দৈন্যই ভক্তদের জীবন ভূষণ। স্বাভীষ্টদেবে প্রেমের পরিপাকে দৈন্য পরিপক্কতা লাভ করে। উত্তম হৈঞা মানে আপনাকে তৃণাধম। যেখানে প্রেম নাই সেখানকার দৈন্য কাপট্য মাত্র। কাপট্য কৃত্রিম ন তু স্বাভাবিক। পরম নিরপেক্ষ পরমহংসগণ মূক বধিরবৎ আচরণ করিলেও তাহারা প্রকৃত মূক বা বধির নহেন। শ্রীপাদ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু বৈভব শালী হইলেও তিনি বিষয়ী ছিলেন না। তাহার স্মার্ত্তাচার কেবল সমাজ সংরক্ষণের জন্যই জানিতে হইবে। বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়। সহজ সাপেক্ষা ও নিরপেক্ষদের পরিচয় সহজেই পাওয়া যায় কিন্তু যাহারা নিরপেক্ষ হওয়াও সাপেক্ষাচারী তাদৃশ পদ্মপত্রবৎ নির্ল্লিপ্ত বৈষ্ণবগণের পরিচয় পাওয়া প্রচুর সৌভাগ্য সাপেক্ষ। জগতে অবধূতগণই প্রকৃত নিরপেক্ষতার পরাকাষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদের আচার আপাতত বিরোধী বোধ হইলেও অধর্ম্ম নহে। কারণ অগ্নিবৎ সামার্থ্যবান্‌দের কিছুই বিরোধী নহে। যেমন সভাগত শ্বশুর মহাশয় দক্ষের অনভিবাদন, ঋষিসভায় পার্ব্বতীর রমণ, তথা বানের সহিত কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধকরণ প্রভৃতি লোকাচার ও সদাচার বিরুদ্ধ হইলেও শিবের কিন্তু কৃষ্ণপ্রেষ্ঠতার ত্রুটি নাই। ভূত প্রেত পিশাচারাদির সঙ্গে থাকিয়াও তিনি তত্তৎসঙ্গদোষ মুক্ত। কামাচার করিয়াও ব্রহ্মচারী---অর্থাৎ পার্ব্বতীরমণ হইয়াও আত্মারাম। অতএব শিবই পরম নিরপেক্ষ বৈষ্ণব।

৪/৩/৯১ভজন কুঠির

০-০-০-০

বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য

বিষ্ণুতোষণ ধর্ম্মই বৈষ্ণবধর্ম্ম।
বিষ্ণুকথিত ধর্ম্মই বৈষ্ণব ধর্ম্ম।।
বিষ্ণুভক্তের ধর্ম্মই বৈষ্ণব ধর্ম্ম।।

বিষ্ণু নিত্য-সত্য-সনাতন পুরুষ। তিনি ধর্ম্মের মূল, শান্তির মূল। সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বপ্রাণ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা এই বিশ্বের স্রষ্টা পালয়িতা সংহর্ত্তা। বিষ্ণুপরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ। তারই এক ক্ষুদ্রতম অংশ জীব। মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।। তাই জীব সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণেরই দাস, অন্যের দাস নহে। দাস ভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন। কৃষ্ণদাস্যই তার সনাতন ধর্ম্ম। কৃষ্ণের অংশসূত্রে ও অধিকৃত দাসসূত্রে দেব দেবীগণ বিদ্যমান। তারা পৃথক ঈশ্বর বা ঈশ্বরী নহেন। তারা সকলেই কৃষ্ণ সত্বাই সত্বাবান্। কৃষ্ণদাস্যেই তাদের পরিচয় পূর্ণ। বিশেষতঃ পঞ্চোপাসনায় যে পঞ্চ দেবতা তারাও কৃষ্ণেক অধিকৃতদাস। শিব কৃষ্ণের নিয়ামকত্বে জগৎসংহার কর্ত্তা। হরো হরতি তদ্বাশঃ অতএব শিবের পৃথক্ ঈশ্বত্ব সিদ্ধ নহে। শক্তি-মায়াদেবী তারই ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা বিশিষ্ঠা সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় সাধন শক্তিরেকা ছায়া হি যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দূর্গা। ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি।। অতএব দূর্গদেবীও স্বতন্ত্র আরাধ্য নহেন। সূর্য্য কৃষ্ণের আজ্ঞাবর্ত্তী হয়ে জগতের প্রকাশক।

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকল গ্রহাণাং
রাজা সমস্ত সুরমূর্ত্তিরশেষতেজা।

যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সম্ভৃত কালচক্রো
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি।।

সকল গ্রহের রাজা অশেষ তেজস্বী সমস্ত সুমূর্ত্তি সবিতা যার চক্ষু স্বরূপ। যার আজ্ঞায় সেই কালচক্র ভ্রমণ করে সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

ভাগবতে যচ্চক্ষুরাসীৎ তরণির্দেবযানং অতএব সূর্য্যও পৃথক্ আরাধ্য দেবতা নহে।

গণেশ০-ইনি কৃষ্ণের আনুগত্যেই জগতের বিঘ্নি বিনাশক।

যৎপাদপল্লভযুগং বিনিধায় কুম্ভ
দ্বন্দ্বে প্রণাম সময়ে স গণাধিরাজ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্রয়স্য
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভাজমি।।

অতএব গণেশও পৃথক্ আরাধ্য দেবতা নহে।

বিষ্ণু০-ইনিও কৃষ্ণের একটি ক্ষুদ্রতম প্রকাশ বিগ্রহ।

ব্রহ্মা০-কৃষ্ণের একটি গুণাবতার। কৃষ্ণের আজ্ঞাকারী রজোগুণে তিনি জগৎ স্রষ্টা সৃজামি তন্নিযোক্তো হং।

ইন্দ্র০- কৃষ্ণের অধিকৃত দাস বিরাট পুরুষের বাহুস্থানীয়, বলের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। ভাগবতে মহাবিভূতি গোত্রে বলান্মহেন্দ্রস্ত্রিদশাঃ প্রসাদাৎ অতএব ইন্দ্রের স্বতন্ত্রদেবত্ব নাই। ডিলারকে যারা রাজা মনে করে তারা ত মহামূর্খ।

অগ্নি০-একটি যজ্ঞীয় দেবতা তিনিও কৃষ্ণের যজ্ঞীয় হবির্বাহক তিনিও স্বতন্ত্রসেব্য দেবতা নহে। এককথায় ভাগবতে বলেন দেবগণ নারায়ণের অঙ্গজাত দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ। বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য যারা জানে না, দেবপূজার রহস্যও যারা জানে না তারা মায়ামুগ্ধভাবে তত্ত্বজ্ঞানশূন্য তাদেরই মতে শিব-শক্তি-সূর্য্য-গণেশ অগ্নি ইন্দ্রাদি দেবগণ পৃথক্ পৃথক্ আরাধ্য দেবতা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন-- বেদ বচনগুলি আমাকেই বিধান করে, অভিধান করে, মায়া নিষেধ করতঃ আমাকেই প্রতিপাদন করে। আমিই বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়। আমিই বেদবিদ অন্যে জানে না। যেমন বৃক্ষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি বৃক্ষবাচ্য হতে পারে না পরন্তু বৃক্ষেরই অভিন্ন অঙ্গ বিশেষ বাচ্য তদ্রূপ সর্ব্বময় তত্ত্ব কৃষ্ণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ দেবগণ পৃথক আরাধ্য ও ঈশ্বরবাচ্য হতে পারে না। নারদ একসময় অজ্ঞতাক্রমে ব্রহ্মাকে মদীশ্বর মনে করেছিল কিন্তু ব্রহ্মা তার ভ্রান্তধারণাকে ধ্বংস করিয়া তারও পূজ্য সেব্য ভগবানের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে নিজে তদ্দাস্যত্বেরও পরিচয় দেন। তদ্রূপ অতত্ত্বজ্ঞ অজ্ঞজীবই শিবাদি দেবতাকে পৃথক্ ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করে কিন্তু বিজ্ঞমতে বিষ্ণুই আরাধ্য। বিষ্ণু পূজার রহস্য বিচারে বৈষ্ণবপূজার প্রাধান্য শাস্ত্রে দেখা যায়। তাই বলে কেহ যদি বৈষ্ণবপূজাকেই সর্ব্বেসর্ব্বা করে বিষ্ণুপূজায় উদাসীন হয় তবে তাকে বিজ্ঞ না বলে অজ্ঞই বলা হবে। কারণ সে বিষ্ণুর পূজার রহস্য জানে না।

প্রাজ্ঞের তদ্বস্তুর পূজার পূর্ণতা বিধান কল্পেই তদীয় পূজার ব্যবস্থা কিন্তু সেখানে তদীয় পূজাই সর্ব্বস্ব হতে পারে না। মূর্খজীব না জেনেই তদীয় দেবতাগণকে পৃথক ঈশ্বর জ্ঞান করে। কুষ্ঠ বিপ্রের রমণী ছিলেন পতিব্রতা। তিনি যখন লক্ষ্য করলেন তার স্বামী বেশ্যার সঙ্গেই সুখী হয় তখন তিনি পতির সুখ বিধানার্থে পতিপ্রিয়া বেশ্যার সেবা করেন। কেবল পতির জন্য তার বেশ্যা সেবা ন তু বা বেশ্যা তার সেব্যা নহে। তদ্রূপ দাসেরে সেবিলে কৃষ্ণ মহাতুষ্ট হয়। এই বিচারেই দাস সংজ্ঞক শিবাদি দেবতাগণ সেব্য হয়, পৃথক ঈশজ্ঞানে নহে। তাঁদেরকে পৃথক ঈশ্বরজ্ঞান অজ্ঞতা সূচক। আবার শাস্ত্র আলোচনা করলে জানা যায় যে বেদাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্য দেবতা উপাসনা নহে কিন্তু দেবসেব্য ঈশ্বর উপাসনাই। মথুরার অন্তর্গত বৃন্দাবন। বৃন্দাবন সেবায় মথুরা সেবা নয় কিন্তু মথুরা সত্ত্বাই ত্যাগ করে বৃন্দাবন সত্ত্বা ন্যায় সত্য নহে। শাস্ত্রে বিষ্ণুপূজার অধীনরূপেই তার বিভূতি স্বরূপ অঙ্গস্বরূপ দেবতাদের পূজার বিধান প্রসিদ্ধ, পৃথক্ ভাবে নয়। কিন্তু ভ্রান্তদর্শীগণ গুণের বশে সেই সেই দেবতাকেই পৃথক্ আরাধ্য করেছে মাত্র। ইহা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে বা শাস্ত্রবিদ্ মহাজনদের মত নহে। যারা সেই সেই দেবতাকে আরাধ্য করেছে তারা মহাজনও নহে। তাই পদ্মপুরাণে বলেছেন শৈব শাক্ত, সৌর গাণপত্যদের গুরুত্ব নাই। বৈষ্ণবই গুরুযোগ্য কারণ বৈষ্ণবই যথার্থ তত্ত্বদর্শী আর শৈব-শাক্ত-সৌর-গাণপত্য বা ভ্রান্তদর্শী, আরোপ বাদী-পাষণ্ডী বিশেষ। তাদের প্রকৃত গুরুত্ব নাই। তাদের গুরুত্ব প্রাকৃত স্কুল কলেজের গুরুত্বের ন্যায়। কারণ গুরুমানেই জ্ঞানদাতা। জ্ঞানের যোনি বেদ শাস্ত্র-বেদের আরাধ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ০০---সর্ব্বেশ্চ বৈদৈরফলমেব গুরুশ্চ জ্ঞানোদ্গীরণাৎ। জ্ঞানং স্যাৎ মন্ত্রতন্ত্রয়ো যঃ মন্ত্র স চ তত্রস্তু কৃষ্ণ ভক্তির্য্যতো ভবেৎ। যাদের মধ্যে অজ্ঞতা থাকে ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব দোষ থাকে তারা গুরুবাচ্য নহে। শৈব শাক্ত সৌর গাণপত্যগণ দোষযুক্ত কিন্তু বৈষ্ণবে দোষ নাই বৈষ্ণব যথার্থ তত্ত্ব দর্শী। শৈব শাক্ত্যাদি মত অমহাজন কল্পিত মত কিন্তু বৈষ্ণবমত বিষ্ণুপ্রোক্ত তদীয় মহাজন প্রচারিত মত। বৈষ্ণব ধর্ম্ম শুদ্ধ নিত্য সত্য বাস্তব কিন্তু শৈবাদি ধর্ম্ম অনিত্য কাল্পনিক তাৎকালিক। যাদের কর্ণকুহরে বিষ্ণুর মহত্ব প্রবেশ করে নাই বা বিষ্ণুর মহত্ব ধারণের যোগ্যতা যাদের নাই তারাই শৈব শাক্ত্যাদি মতে প্রবিষ্ট হন।

শিবাদি দেবতা প্রাকৃত ঈশ্বর তাদের ধর্ম্মের নিত্যতা নাই কিন্তু বিষ্ণু অপ্রাকৃত ঈশ্বর তাই তার ধর্ম্মের অপ্রাকৃতত্ব প্রসিদ্ধ। বিষ্ণু নিত্য তার ধর্ম্ম ও নিত্য। ভাল করে জানতে হবে যে শিবাদি দেবতা শৈবাদি মত প্রকাশ করেন নাই কিন্তু তাদের ভ্রান্তদর্শী ভক্তব্রুবগণই শৈবাদি মত প্রকাশ করেছেন। যেমন শ্রীঅনুকূল চন্দ্র নিজেকে ভগবান্ বলেন নাই কিন্তু তার স্তাবক মূর্খ চেলাগণই তাকে ভগবান্ সাজায়েছেন। পরন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিষ্ণু স্বয়ং প্রকাশ করেছেন। ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎ প্রণীতং। বৈষ্ণব ধর্ম্ম শুদ্ধ জীবাত্মার স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। পরন্তু শৈবাদি ধর্ম্ম বদ্ধজীবের আগন্তুক ধর্ম্ম। পাগলামী পাগলের ধর্ম্ম কিন্তু ভাল মানুষের ধর্ম্ম নহে তদ্রূপ শৈবাদি ধর্ম্ম নিতান্ত মায়ামুগ্ধ অতত্ত্বদর্শীদের ধর্ম্ম কিন্তু তত্ত্বদর্শী শুদ্ধজীবাত্মার ধর্ম্ম নহে। শুদ্ধ জীবাত্মার ধর্ম্মই বৈষ্ণব ধর্ম্ম। শিবাদি দেবতা পরম বৈষ্ণব তাদেরকে গুরু করে যারা গোবিন্দ ভজন করেন তারাই প্রকৃত শিবাদির ভক্ত আর যারা শিবাদি দেবগণকে গোবিন্দের সঙ্গে সমান জ্ঞান করে বা গোবিন্দ বিমুখ শিবাদির ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিলেও প্রকৃত পক্ষে তারা কুলাঙ্গার মাত্র কারণ তারা তাদের প্রভুর পূজ্যকে মানে ন জানে না পূজে না। তাই তার শিবাদি দেবগণের প্রকৃত কৃপাভাজনও নহে। যারা প্রকৃত পক্ষে শিবাদির কৃপা ভাজন তারা শুদ্ধ গোবিন্দ শরণ গোবিন্দ ভক্ত গোবিন্দ পরায়ণ শিব সূর্য্যাদি বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের দাস্য সূত্রে তদীয় উপাসকগণেও বৈষ্ণব সংজ্ঞা হয়। কিন্তু তা না হয়ে যদি শৈবাদি সংজ্ঞা হয় তা হলে বুঝতে হবে সেখানে মতভেদ আছে। ব্রাহ্মণ সন্তানের ব্রাহ্মণত্বই স্বধর্ম্ম

আর অসুরত্বই ঔপাধিক ধর্ম্ম, তদ্রূপ বিষ্ণুর ভক্তের বৈষ্ণবত্বই স্বভাব ধর্ম্ম কিন্তু অবৈষ্ণবত্বই বিরূপ ধর্ম্ম। কাহাকেও ঘোড়া আনতে বলা হয় ঘোড়ার লক্ষণ বলায় সে একটি গাধা নিয়ে এল। তার মতে গাধাটা ঘোড়া সত্য কিন্তু তটস্থবিচারে বিজ্ঞমতে গাধাটা ঘোড়া নহে এবং ঘোড়াও গাধা নহে। তদ্রূপ অজ্ঞমতে শিবাদি ঈশ্বর হলেও বিজ্ঞমতে তা নয়। ঠিকমতে বিষ্ণুই ঈশ্বর শিবাদি ঈশিতব্যতত্ত্ব। হাতখানা যেমন দেহ নয় দেহের একটি অংশমাত্র অর্থাৎ দৈহিক তদ্রূপ শিবাদি ঈশ্বর বা বিষ্ণুতত্ত্ব নহে কিন্তু পরতত্ত্বের অংশ উপাসক বৈষ্ণব। বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধন বৈষ্ণবধর্ম্মেরও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। বিষ্ণুই ধর্ম্মের মূল কোন দেবতা নহে। কোন দেবতা বলতে পারেন কি যে সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে আমার শরণাপন্ন হও তোমাকে সর্ব্বপাপ থেকে রক্ষা করব। কৃষ্ণবলেছেন,---আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠ অমৃতের প্রতিষ্ঠা ঐকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠা কোন দেবতা তা বলে পারেন কি? পারেন না। কৃষ্ণবলেছেন মামুপেত্য তু কৌন্তোয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে হে কৌন্তেয় আমাকে লাভ করলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। কোন দেবতা একথা বলতে পারেন কি? বলতে পারে না। আমরা জানি আব্রহ্মভূবনাল্লোক পুনরাবর্ত্তিনোর্জ্জুনঃ ব্রহ্মাদি সবলোক থেকেই পুনরাবর্ত্তন হয়। তাই বিষ্ণু অকূতোভয় বৈষ্ণব অকূতোভয়। কিন্তু শিবাদি দেবতা তার ভয়ে ভীত হয়েই নিজ নিজ কার্য্য তৎপর। বৃককে বর দিয়েও শিব প্রাণ ভয়ে পলায়ন করেন তার রক্ষা কর্ত্তা মধুসূদন মন্ডয়াদ্বাতি বাতোয়ং...

ভগবান্ বলেন আমার ভয়ে ভীত হয়েই বায়ু প্রবাহিত হয় সূর্য্য তাপদেয় অগ্নি পুড়ায় ইত্যাদি। দেবতাদের কার্য্যকারিতা থেকে তাদের বিষ্ণুর আজ্ঞাকারী বৈষ্ণবত্বই সিদ্ধ হয়। পৃথক্ ঈশত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব বৈষ্ণব ধর্ম্ম অভয় স্বরূপ ভয়নাশক। কিন্তু শৈবাদি ধর্ম্মে অভয়ত্ব নাই। আত্মার ধর্ম্ম বিচার করিলেও বৈষ্ণবত্বই প্রমাণিত হয়। শৈবাদি সিদ্ধ হয় না। যেমন স্বপ্ন নিদ্রালুর ধর্ম্ম, জাগ্রতের ধর্ম্ম নহে তদ্রূপ শৈবাদি ধর্ম্ম রাজসিক তামসিকদের ধর্ম্ম, সাত্ত্বিক বৈষ্ণবদের ধর্ম্ম নহে। সত্ত্বে জাগরণ রজে স্বপ্ন তমে সুষুপ্তি। রজগুণে ধর্ম্ম অসম্যক, তমোগুণে ধর্ম্ম বিপরীত রূপে জ্ঞাত হয়। রাজসিক ও তামসিকগণ ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলে জানে না। তারা অধর্ম্মকেই ধর্ম্ম জানে। অতএব তারা যে ভ্রান্তদর্শী এতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব বৈষ্ণবধর্ম্মই জীবের আত্মধর্ম্ম। স্বর্গের রাজা ইন্দ্র, তার ভোক্ষ্য অমৃত কিন্তু একসময় শূকরযোনি পেয়ে মল-মূত্র-খেতে থাকে। বিচার করুন। যখন ইন্দ্র স্বস্বরূপে থাকে তখন তার খাদ্য অমৃত আর যখন সে শূকর যোনি পায় তখন তার খাদ্য হয় মলমূত্র। তদ্রূপ জীব যখন স্বরূপে থাকে তখন তার ধর্ম্ম থাকে বৈষ্ণব। আর যখন বিরূপে অবস্থান করে তখন সে হয় শিবাদির ভক্ত। অন্ন প্রাণ প্রাকৃত খাদ্যের অভাবে যেমন অখাদ্য খায় তদ্রূপ প্রকৃত সেব্যের অভাবে অসেব্যকে সেব্য করে। এই বৈষ্ণব ধর্ম্ম কোন দেশ কোন জাতি কোন বর্ণ বা আশ্রম বিশেষের ধর্ম্ম নয়। কিন্তু ইহা সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বজাতীয় সর্ব্ববর্ণীয় সর্ব্বাশ্রমীয় সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। বাংলা সূর্য্য ও আমেরিকার সূর্য্যে যেমন ভেদ নাই একই তদ্রূপ সর্ব্বদেশীয় ধর্ম্ম এই বৈষ্ণব ধর্ম্ম কারণ স্বরূপে সকলেই বৈষ্ণব বিষ্ণুর অংশ ভূত জীব।

কেহ মানে কেহ না মানে সব তার দাস।
যে না মানে সেইপাপে হয় তার নাশ।।

যেমন আর্য্য বাঙ্গালী আমেরিকায় গিয়ে সেই ম্লেচ্ছ পরিবেশে থেকে ম্লেচ্ছ সঙ্গী হয়ে ম্লেচ্ছাচারী হয়। বংশ পরম্পরায় তদ্রূপ সনাতন ধর্ম্মই নানা দেশে নানা পরিবেশে নানা মতবাদী হয়েছে। যেমন একই গঙ্গাজল তেঁতুল ফলে টক্। আম্র ফলে অম্রস্বাদী ইক্ষুরসে মিষ্ট। ক্রমগতে প্রথম বৈষ্ণব ব্রহ্ম, তার পুত্র সায়ম্ভুব মনু দ্বিতীয় বৈষ্ণব, তার পুত্রগণ মানব নামে পরিচিত। তাহলে মানবদের ধর্ম্ম হয় সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্ম। কিন্তু কি গণ্ডমূর্খতা বুক ফুলায়ে মানব বলে পরিচয় দিয়েও তারা নানা অপধর্ম্ম যাজন করে। ব্রাহ্মণ বলে নিজবংশ পরিচয় দিয়ে সেবাদি চামারের কাজ করে তবে তার যে ধর্ম্মজ্ঞান আছে তাহা বলাই যায় না। কাশ্যপ গোত্রের পরিচয় দিয়ে ম্লেচ্ছাচারী। বিচার করুন সে স্বধর্ম্ম থেকে কোথায় নেমে গেছে। জানবেন এই ভাবেই জগতে স্বরূপ ভ্রষ্ট জীব নানা মত ও পথ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে জীবের স্বরূপতঃ ধর্ম্ম হল বৈষ্ণব ধর্ম্ম। যেমন ভাষা ভেদ আচার ভেদ সভ্যতা ভেদ খাদ্যভেদ থাকলেও সর্ব্বদেশীর প্রাণীদের আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনরূপ সাধারণ ধর্ম্ম একই। তদ্রূপ যত ভেদই থাকুক না কেন জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম একই বহু নহে। স্বরূপে সে বৈষ্ণব। এক কথায় বলা যায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের গ্লানি স্বরূপ, বিকৃত ছায়া স্বরূপ, আভাস স্বরূপই অন্যান্য ধর্ম্ম। তাহা শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন,---

পৃথিবীতে ধর্ম্ম নামে যত কথা বলে।
ভাগবত কহে সব পরিপূর্ণ ছলে।।

রজো তমোগুণীগণ ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মই ধারণ করে। যেকাল পর্য্যন্ত দস্যু রত্নাকর নারদ সান্নিধ্য লাভ না করে যেকাল পর্য্যন্ত সে যে মহাপাতকী অধর্ম্মাচারী তারা জানতে পারে নাই। যাবদ্ নারদের সঙ্গ না হয় তাবৎ মৃগারি ব্যাধ তার কর্ম্মের পরিচয় পায় নাই। তার আচার যে সম্পূর্ণ পাপময় তা জানতে পারে নাই। তদ্রূপ যাবত বৈষ্ণব সঙ্গ না হয় তাবৎ জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণীত হতে পারে না। তার ভ্রান্ত ধারণা কাটে না, কর্ত্তব্য জ্ঞান হয় না। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ মনোধর্ম্মীগণ কখনই স্বরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করতে পারে না। জাগতিক দেহ ও মনের ধর্ম্ম আত্মধর্ম্ম নহে তাহা মায়িকই কারণ জগৎ দেহ ও মন সবই মায়িক। বৈষ্ণবধর্ম্ম শুদ্ধবৈদিক কিন্তু অন্যধর্ম্ম তাহা নহে বৈষ্ণবধর্ম্ম অমায়িক কিন্তু অন্যধর্ম্ম প্রায়শঃ মায়িক নানা কল্পিত মাত্র। বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রকৃত জৈবধর্ম্ম কিন্তু অন্যধর্ম্ম তাহা নহে। যারা বৈষ্ণব নহে তারা বৈদিক হলেও নরপশু সংজ্ঞক। পণ্ডিত হলেও প্রকৃত পক্ষে নির্ব্বোধ গর্দভ তুল্য। বৈষ্ণবতাই প্রকৃত মানবতা। বৈষ্ণব তাই প্রকৃত সভ্যতা ভদ্রতা, বৈষ্ণব ব্যতীত সকলেই অভদ্র অসভ্য পশু তুল্য। কারণ ধর্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ শাস্ত্রে মহাজন বলেন--

একং শাস্ত্রং দেবকী পুত্র গীত
মেকো দেবো দেবকী পুত্র এব।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি
কর্ম্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা।

---০০০----

বৈষ্ণব মহিমা

বিষ্ণুভক্তকে বৈষ্ণব বলে। বিষ্ণু যেমন মহিমা যুক্ত, তদ্ভক্ত বৈষ্ণবও তদ্রূপ মহিমান্বিত। বিষ্ণুই সমগ্র মহত্বের মহাপ্রতিষ্ঠা স্বরূপ। কৃষ্ণ ভক্তে কৃষ্ণেরগুণ সকলি সঞ্চরে এই বিচারে বৈষ্ণবের মহত্ত্বের সমাবেশ হয়। ইহ জগতে একমাত্র বৈষ্ণবীয় প্রতিষ্ঠায় সৎপ্রতিষ্ঠা

তদ্ব্যতীত সকলই অসৎপ্রতিষ্ঠা। যিনি সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাবস্থায় বিষ্ণুর শরণাগত ও সেবা নিরত সেই বৈষ্ণবের মহত্ব স্বতঃ সিদ্ধ বিষয়।

বৈষ্ণবঃ কুল ভূষণেস্তথৈব দেশ পাবনঃ।
সর্ব্বলোক বিভুষণো জগতাং সবিতা যথা।।

বৈষ্ণব কূলভূষণ স্বরূপ তিনি কুলপাবন তিনি জন্মকর্ম্মাদি যোগে জননীকুল বসতি ও বসুন্ধরাকে পবিত্র করেন।
কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধারা বা বসতিশ্চ ধন্যা।
নৃত্যন্তি সর্গে পিতরোপি তেষাং যেষাং কুলে বৈষ্ণব নাম ধেয়ঃ।।

বৈষ্ণব দেশ ভূষণ স্বরূপ। তাহার প্রভাবে দেশ পবিত্র হয় উদ্ধার হয়।

যে দেশে যে কূলে বৈষ্ণব অবতরে।
তাহার প্রভাবে লক্ষণ যোজন নিস্তরে।।

বৈষ্ণব ব্যতীত কর্ম্মী জ্ঞানী যোগী তপস্বী প্রভৃতির এতাদৃশ পাবন শক্তি নাই। যেমন সূর্য্য সকল লোককে আলোকিত করে তদ্রূপ বৈষ্ণবও জন্মাদি দ্বারা সর্ব্বলোকের ঔজ্জ্বল্য বিধান করেন। বৈষ্ণব দেশে বিদ্যমান্ সেই দেশ তীর্থ স্বরূপ। অন্যথা অবৈষ্ণবীয় দেশ কুল শোচ্য অপবিত্র। স্বদেশে রাজা পূজ্য কিন্তু সর্ব্বদেশে পণ্ডিত পূজ্য পরন্তু সর্ব্বদেশে পণ্ডিতেরও পূজ্যপাত্র বৈষ্ণব। বৈষ্ণবাবজ্ঞী পণ্ডিতবাচ্য নহে। বৈষ্ণব পূজকই প্রকৃত পণ্ডিত।

বৈষ্ণবঃ পণ্ডিতঃ সভ্যোভদ্রঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
বৈষ্ণবো ধার্ম্মিকঃ শান্তোমান্যঃ পূজ্যো দয়াস্পদঃ।।

বৈষ্ণবই প্রকৃত পক্ষে পণ্ডিত কারণ তিনি বন্ধু মোক্ষ যিনি অবৈষ্ণব ব্যাকরণ কাব্যাদি নিপুণ হইলেও তিনি তত্ত্ববিচারে অপণ্ডিত। তার পাণ্ডিত্য অবিদ্যাশ্রয়ী। অতএব সংসারজনক। ভোগের জ্ঞানকে জ্ঞান বলেনা। মোক্ষজ্ঞানকেই জ্ঞান বলে। পক্ষে বৈষ্ণবই পরাবিদ্যাবধূর কৃপা ভাজনরূপে সংসার বন্ধন মুক্ত ও মোচনকারী।

বৈষ্ণবই প্রকৃত পক্ষে সভ্য। তিনি সভ্য যিনি ধার্ম্মিক। অধার্ম্মিকের সভ্যতা নাই য়েমন সর্পে সরলতা অভাব। বৈষ্ণব সত্যবান্ ধর্ম্মপ্রাণ তজ্জন্য তিনি একমাত্র সভ্যবাচ্য। বৈষ্ণব মঙ্গলনিলয়। তিনি প্রকৃত পক্ষে ভদ্র। ভদ্রতা বৈষ্ণবেই নিত্যকাল বিরাজকরে। অবৈষ্ণবে ভদ্রতা থাকিতে পারে না। তার ভদ্রতা চোরের ভদ্রতা মাত্র। যেমন গলকম্বল একমাত্র গুরুতে আছে অন্য কোন প্রাণীতে নাই। তদ্রূপবৈষ্ণবের ভদ্রতা অনন্যসিদ্ধ রূপে বিদ্যমান্।

বৈষ্ণব শুচি অর্থাৎ পবিত্র। সমস্ত পবিত্রতার আকর বিষ্ণু। সেই বিষ্ণুসার হৃদয়ের পূজ্যদেবতা সেই বৈষ্ণবেই শুচিতা বিদ্যমান্। বিষ্ণুচিন্তামুক্ত বহির্ম্মুখজীবে বাহ্যিক শৌচাচার থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা অশুচি অদৃশ্য ও অস্পৃশ্য তাহারা তীর্থস্নায়ী হইলেও অপবিত্র। তীর্থ সকল তাহাদিগকে পবিত্র করিতে পারে না যেমন মদভাণ্ডকে পবিত্র করিতে পারে না। পক্ষে হরিচিন্তক বৈষ্ণব সর্ব্বাবস্থাই শুচি। তিনি পাপীদের পাপ মলিন তীর্থকেও পবিত্র করেন। তীর্থ হইতেও বৈষ্ণব অধিক মহিমান্বিত। তীর্থস্পর্শে পবিত্রতালভ্য আর বৈষ্ণব দর্শনেই পবিত্রতা লভ্য হয়।

বৈষ্ণব অকিঞ্চন অর্থাৎ চাওয়া পাওয়া ধর্ম্মমুক্ত। ইহপর জগতে বৈষ্ণবের প্রাপ্ত ও প্রার্থ্য বলে কিছুই নাই। তিনি ভক্তিধনে পূর্ণকাম আত্মারাম। ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ তার দ্বারে ভিখারীর মত ধন্না দিয়া থাকে। সেবার অবসর যাচে। অখিঞ্চন বলিয়া বৈষ্ণব দেবতাদের বিহার ভবন স্বরূপ। তাই বৈষ্ণব সর্ব্বদেবময়। শুদ্ধ বৈষ্ণবই ধার্ম্মিক। ধর্ম্মনিষ্ঠ ধার্ম্মিক। বাস্তব ধর্ম্ম নিত্যধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম একমাত্র বৈষ্ণবেই বিরাজমান। অবৈষ্ণবে সনাতন ধর্ম্ম নাই থাকিতে পারে না। ব্যাধে বৈষ্ণবতা কোথায়? অবৈষ্ণবের ধার্ম্মিকতা বক ধার্ম্মিকতা মাত্র। অবৈষ্ণবের ধর্ম্মাচার বণিকবৃত্তিবিশেষ।

বৈষ্ণবই প্রকৃত শান্ত যেহেতু তিনি ভোগমোক্ষে উদাসীন তিনি ভক্তিতে সমাসীন অতএব শান্ত। কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত পক্ষে, ভুক্তিমুক্তি সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত যারা ভৃঙ্গবৎ ভোগমোক্ষের পশ্চাদ্ধারণে তৎপর তাদের শান্তিভাব থাকিতে পারে না। বাহ্যে শান্ত হইলেও তারা অন্তরে অশান্ত। বৈষ্ণবই প্রকৃত মান ও পূজার পাত্র। বৈষ্ণবপূজায় বিষ্ণুপ্রসাদ সিদ্ধ হয়। ভগবান্ বৈষ্ণবকে নিজবৎ পূজ্য ও মান্য করিয়াছেন। তথা পূজ্যোযথাহ্যহম্। বর্ণাশ্রমীদের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা নিবন্ধন উত্তরোত্তর পূজ্যতা প্রসিদ্ধ হইলেও বৈষ্ণব সর্ব্ববর্ণাশ্রমীর পূজ্য ও মান্য পাত্র। শাস্ত্রে বলেন---তস্মাদ্বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিপূজয়েৎ সর্ব্ববর্ণাশ্রমে মান্যতা ও পূজ্যতা বৈষ্ণবতা বিচারে প্রতিষ্ঠিত। প্রাকৃত বিচারে যে মান্য পূজ্যতা তাহা সাধারণ সনাতন ধর্ম্মীয় নহে। কালে তাদৃশ মান্যতা ও পূজ্যতার উদয় ও প্রলয় হয়। তাহাতে পরমার্থ সিদ্ধ হয় না। অতএব শ্রেয়স্কামীদের পক্ষে বৈষ্ণবই পূজ্য ও মান্য।

বৈষ্ণব দয়ার সাগর তাহার দয়ার তুলনা হয় না। তাহার দয়া অমন্দোদয় কারিণী। অবিদ্যানাশিনী ও সংসার মোচনী। তাহার দয়া নিষ্কপট। পক্ষে অবৈষ্ণবীয় দয়া কাপট্য পূর্ণ যথার্থ্যরহিত। অতএব বঞ্চনাবহুলা ও বিষকুম্ভ পয়োমুখের ন্যায় শত্রুতা মণ্ডিতা। বৈষ্ণবীয় দয়া অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠপ্রদা আর অবৈষ্ণবীয় দয়া প্রাকৃত সংসার মূলা। অবৈষ্ণবীয় দয়ায় জীব ভোগী নারকী হয় আর বৈষ্ণবীয় দয়ায় জীব ভগবদ্ভক্ত হয়। অবৈষ্ণবদয়ায় জীব অজ্ঞানী অবজ্ঞানী হয় আর বৈষ্ণববয় দয়ায় জীবের সংসার বন্ধন দৃঢ় হয় আর বৈষ্ণবীয় দয়ায় সংসার বন্ধন শিথিল হয়। অবৈষ্ণবীয় দয়া জীবকে পরমার্থ থেকে বঞ্চিত করে আর বৈষ্ণবীয় দয়া পরমার্থকে প্রসিদ্ধ করে। অবৈষ্ণবীয় দয়া জীবকে জীবন্মৃত আত্মঘাতী করে আর বৈষ্ণবীয় দয়ায় জীব জীবন্মুক্ত ও আত্মোদ্ধারী হয়।

বৈষ্ণবঃ সৎ পিতামাতাভ্রাতা বন্ধুর্গুরুঃ পতিঃ।
বৈষ্ণবঃ সৎ সুতঃ পাত্র হ্যাত্মীয়ঃ সজ্জনঃ ভুবি।।

বৈষ্ণবই প্রকৃত পিতৃ মাতৃ ভ্রাতৃ বাচ্য। তিনি নিজ প্রভাবে নরক থেকে উদ্ধার করিতে পারেন। তার সঙ্গে ও সম্বন্ধে ভ্রাতা বন্ধুকাধিবৎ পরম গতি লাভ করেন। পক্ষে অবৈষ্ণবে পিতৃত্ব মাতৃত্ব ও ভ্রাতৃত্ব নাই। শাস্ত্র বলেন সেই সে পিতা মাতা সেই বন্ধু ভ্রাতা। শ্রীকৃষ্ণ চরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা।।

নারদ পঞ্চরাত্রে বলেন, যিনি কৃষ্ণভক্তি দাতা তিনিই পিতা মাতা বন্ধু ভ্রাতা বাচ্য। স পিতা যঃ কৃষ্ণভক্তিদঃ। বৈষ্ণবই বন্ধু বাচ্য কারণ তিনি সংসার বন্ধন ছেদন কর্ত্তা। পক্ষে অবৈষ্ণবে বন্ধুত্ব নাই। যেমন নিম্বফলে মিষ্টতার অভাব। বহ্যজগতে বন্ধু কার্য্য করিলেও অবৈষ্ণব তত্ত্ববিচারে শত্রুতাকারী। চুরি কার্য্যে সহায়তা করাকে কি বন্ধু কার্য্য বলা যায়? না তাহা প্রকৃষ্ট শত্রুতা বৈ আর কিছু নহে। বাহ্য দৃষ্টিতে রামচন্দ্রকে দূরে লইয়া মারীচের রাবণের সীতা হরণ কার্য্যে সাহার্য্য বন্ধু নহে বরং শত্রুতা বিশেষ। তাহাতে উভয়ের অমঙ্গল

উপস্থিত হয়। বৈষ্ণব বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু।

বৈষ্ণবই প্রকৃত সদ্‌গুরু। যিনি বৈষ্ণব তিনিই গুরু যোগ্য। অবৈষ্ণব কর্ম্মীজ্ঞানী যোগীধ্যানী তপস্বী, নৈয়াকি, পাতঞ্জলিক, বৈষষিক শৈব-শাক্ত সৌর গাণপত্য বৌদ্ধ শাঙ্কর প্রভৃতের সদ্‌গুরুত্ব নাই। তাহারা অসদ্‌গুরু। তাহারা আত্মপর বৈষ্ণবতাকে মন্ত্র শিষ্যকে নরকে পাতিত করেন। অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। অবৈষ্ণব চতুর্ব্বেদী, ষট্ কর্ম্মজ্ঞ মন্ত্রতন্ত্রবিৎ, সন্ন্যাসী ও গুরুত্ব হীন।

ষট্ কর্ম্ম নিপুণোবিপ্র মন্ত্রতন্ত্রবিশারদাঃ।
অবৈষ্ণবোগুরু নস্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ।।

পক্ষে বৈষ্ণব শ্বপচ গুরুতে গণ্য। বৈষ্ণব যথার্থ শাস্ত্রদর্শী তত্ত্বদর্শী পক্ষে অবৈষ্ণব তত্ত্ববিভ্রমী তত্ত্বদর্শনে অপারগ। বৈষ্ণব বিষ্ণু নিষ্ঠার দ্বারা গুরুত্বের স্বরূপ লক্ষণে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু বিষ্ণু নিষ্ঠার অভাবে অবৈষঅণব শাস্ত্রাদিতে গুরুত্ব আকাশ কুসুমবৎ কথামৃত মাত্র।

অবৈষ্ণব গুরু শিষ্য উভয়ে অজ্ঞ গোখাদ্য বাহী গর্দভের ন্যায় অবৈষ্ণব শিষ্য অবৈষ্ণব গুরুর দাসত্বে গর্দভতুল্য। আর তাদৃশ অবৈষঅণব শিষ্যের ভরণ পোষণে গুরু ও প্রকৃত গর্দভ বানর ও বাটপার তুল্য। বৈষ্ণবই প্রকৃত পতিবাচ্য। কারণ তিনি তার অনুগতকে পতন ধর্ম্ম থেকে রক্ষা করিতে পারেন কিন্তু অবৈষ্ণব পতি তাহা পারেন না। তিনি তার সঙ্গে পতন লাভ করেন। পাথর কুক্ষে ধরে কি সাগর পার হওয়া যায়? কখনই না। যে পতিত তাকে ধরলে উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। অতএব অবৈষ্ণঅব পতি যোগ্য নহে পক্ষে বৈষ্ণবই পতি। তিনি পতিত পাবন। ভক্তিবলে তিনি জগৎ পাবন উদ্ধারক। ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনেজনে।

বৈষ্ণব পুত্রই প্রকৃত পুত্র। তিনি ভক্তিবলে তার পিতামাতাকে পুন্নামক নরক থেকে উদ্ধার করিতে পারেন। তিনি সৎপুত্র পক্ষে অবৈষ্ণবে পুত্রত্বের অভাব। সে নিজদোষে নিজসহ কূলকে নরকে পাতিত করে। সে কুপুত্র ও কুলাঙ্গার নাম বৎ তার পুত্র সংজ্ঞা লোকহাস্যাষ্পদ মাত্র। বৈষ্ণবই প্রকৃত দ্রব্য কন্যাদি দানের সৎপাত্র পতনাত্রায়তে ইতি পাত্রম্। ভগবান্ বলিয়াছেন, আমার ভক্ত চণ্ডাল কূলে জাত হইলেও তাহাকেই দান দিবে বহির্ম্মুখ ব্রাহ্মকে দিবে না।

নমে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈদেয়ং ততোগ্রাহ্যং তথা পূজ্যো যথাহ্যহম্।।

নারদ পঞ্চরাত্র বলেন বৈষ্ণবে কন্যা দানং পরম মুক্তি কারণম্।। বৈষ্ণবে কন্যাদি দান পরমার্থপ্রদ। তাদৃশ দানই সৎ। পক্ষে বিপ্রন্যাসী হইলে অবৈষ্ণব দানের সৎপাত্র নহে। তাদৃশ দান স্বার্থক নহে। শাস্ত্রে যে ব্রাহ্মন দান্য পাত্রে বিবেচ্য তাহা বৈষ্ণবপর অন্যথা অপাত্র বিচারেই গণ্য। অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ চণ্ডালবৎ অদৃশ্য অস্পৃশ্য ও অসম্ভাষ্য। শ্বপাকমিব নেত্রেত বিপ্রমবৈষ্ণবম্। চৈতন্য ভাগবতে বলেন ব্রাহ্মণ হইয়া যেবা অবৈষ্ণব হয়। তাহার সম্ভাষেও সকল কীর্ত্তি যায়।

অতএব অবৈষ্ণব কোন মতেই দানের সৎপাত্র নহে। বৈষ্ণবই একমাত্র সৎ পাত্র। বৈষ্ণবই প্রকৃত আত্মীয়। স্বজন তার সহিত আত্মীয়তা পারমার্থিক পরন্তু অবৈষ্ণবের সহিত আত্মায়তা প্রাকৃত মাত্র। অবৈষ্ণবকে আত্মীয় মানা আর বাটপাড়কে সাধু বলা এককথা।অবৈষ্ণব আত্মীয়রূপে আত্মঘাতক। অবৈষ্ণব স্বজনরূপী দস্যু। একথা বলিরাজ বলেছেন। স্বজনো ন সস্যাৎ যন্ন মোচয়েৎ সমুপেত মৃত্যুম্।। যিনি সমুপেত মৃত্যুথেকে তার শরণাগতকে রক্ষা করিতে পারেন না তিনি স্বজনবাচ্য নহে। আত্মীয় বাচ্যনহে। ক্ষেত্রস্থিত শ্যামাঘাসকে ধান মনে করা যেমন মূর্খতা তেমনই নিজকূলজাত অবৈষ্ণবকে আত্মীয় মনে করাও মূর্খতা বিশেষ। পতির সঙ্গে যার সম্বন্ধ নাই তার সঙ্গ করা বা তাকে আত্মীয় মানা পতির সধর্ম্ম নহে তদ্রূপ ভগবানের সঙ্গে যার সম্বন্ধ নাই তাকে আত্মীয় মানা বঞ্চনার কার্য্য মায়ার কার্য্য বোকামীর কার্য্য।

বৈষ্ণবঃ সদ্‌গুণজ্ঞানতপস্তেজ বলান্বিতঃ।
নির্ম্মৎসরনিয়ন্তা চ বিনয়ী প্রণয়ী প্রভুঃ।।

বৈষ্ণব সর্ব্বসদ্‌গুণ আশ্রয়। যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্য কিঞ্চনা সর্ব্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।। ভক্তি নিলয় বলিয়া বৈষ্ণবসদ্‌গুণ নিলয় স্বরূপ অবৈষ্ণব প্রকৃতপক্ষে সদ্‌গুণ বর্জ্জিত। হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ। ধর্ম্মই সদ্‌গুণ ধাম ভগবানে ভক্তিজনকই ধর্ম্ম। তাহা অবৈষ্ণবে নাই সুতরাং তাহাতে সদ্‌গুণ থাকিতে পারে না। যেমন মরীচিকায় জলভ্রম আছে কিন্তু প্রকৃত জল নাই। বৈষ্ণবই প্রকৃত জ্ঞানী। তত্ত্বজ্ঞানই জ্ঞান বাকী সকলই অজ্ঞান বাচ্য। তত্ত্বরস্তুকৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ। নাম সঙ্কীর্ত্তন সব আনন্দ স্বরূপ। এসব লক্ষণ বৈষ্ণবেই বিদ্যমান। পক্ষে অবৈষ্ণবে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ না থাকায় তাকে জ্ঞানী বলা যায় না ভোগজ্ঞানকে জ্ঞান বলে না তাহা বিষ্ঠাভোজী শুকরেও বিদ্যমান্। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণবলেন জ্ঞানঞ্চৈকাত্মদর্শনম্। সকলই বাসুদেবময় রূপে দর্শনই প্রকৃত জ্ঞান লক্ষণ। স্বপর ভেদাভেদতত্ত্বদর্শী ভক্তই প্রকৃত জ্ঞানী কেবল ভেদ বা অভেদ দর্শী অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়ে অজ্ঞানী। নগ্ননারীর ঘোমটা টানার ন্যায় কেবল ভেদ বা অভেদ দর্শনে অজ্ঞতাই প্রপঞ্চিত হয়। বৈষ্ণব কিন্তু যথার্থ জ্ঞানী। তার আচার বিচার ব্যবহার স্বভাব চরিতে অজ্ঞতা নাই। অদ্বয়জ্ঞানেই তিনি প্রতিষ্ঠিত অতএব প্রকৃত জ্ঞানী। বৈষ্ণবই প্রকৃত তপঃ তেজ ও বলবান্। বৈষ্ণবের তপস্বাদি সকলই সফল। পরন্তু অবৈষ্ণব প্রকৃত তপঃতেজ বল বর্জ্জিত। তিনি বিড়াল তপস্বী, জোনাকী তেজস্বী ও কুকুর বলবান্ মাত্র। বিচার করুন হিরণ্য কশিপুর তপতেজ বলাদি পরপীড়ক ও মৃত্যু কারণ স্বরূপ পক্ষে বৈষ্ণবরাজ প্রহ্লাদের তপতেজ ও বল অনন্ত যথার্থ ও কল্যাণ পরায়ণ। তপস্বী দুর্ব্বাসা ভয়ে লোক থেকে লোকান্তরে ধাবমান্ আর বৈষ্ণব অম্বরীষ একপদে সম্বৎসর নির্ভয়ে অনাহারে দণ্ডায়মান্। বৈষ্ণবে তপস্বা শুভঙ্করী। আর অবৈষ্ণবের তপস্বাদি অশুভপ্রদ কারণ নিম্ববৃক্ষে আম্রফল ফসতে পারে না। লম্পটের পরস্ত্রীতে মাতৃভাব অসম্ভব ব্যাপার। বৈষ্ণব কালমায়া মৃত্যু বিজয়ী আর অবৈষ্ণব কাল মায়া মৃত্যু বশ। অতএব শ্রেষ্ঠ বলি কাল মায়া বিজয়ী বৈষ্ণবই প্রকৃত বলবান্। বৈষ্ণব প্রভাবে একুশকুল উদ্ধার হয় একথা শ্রীনৃসিহংদেব বলেছেন। চৈতন্য ভাগবতে বলেন---

যে দেশে যে কূলে বৈষ্ণব অবতরে।
তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে।।

এশক্তি তেজ কিন্তু অবৈষ্ণবে নাই। অতএব বৈষ্ণবই প্রকৃত তেজস্বী। বৈষ্ণব নির্ম্মৎসর তিনি প্রো জ্ঝিত কৈতব। তিনি নির্ম্মাণমোহ। সুতরাং মাৎসর্য্য তার হৃদয়ে তথা আচার ব্যবহারে স্থান পায় না। তিনি অজাত শত্রু ও সমদর্শী তাই পরশ্রী কাতরতা বর্জ্জিত তিনি পরম পদ বিলাসী তিনি বৈকুণ্ঠ বিগ্রহ। তাতে মাৎসর্য্যের অবকাশই থাকিতে পারে না। পক্ষে অবৈষ্ণব ন্যূনাধিক মৎসর কুকুরধর্ম্মী। অন্যের উৎকর্ষ তিনি দেখতে পারেন না। অন্যের উৎকর্ষ দর্শনে

শ্রবণে তার চিত্ত জ্বলিতে থাকে। তিনি বৈষ্ণবীয় প্রতিষ্ঠা দর্শনে অসূয়া প্রসব করেন। বৈষ্ণব করুণ, বিশ্ব বান্ধব স্বপর ভেদ রহিত অতএব তিনি মৎসর হইবেন কি জন্য। পক্ষে যিনি অবৈষ্ণব তিনি নির্দ্দয় পর পীড়ক তাহাতেই মাৎসর্য্য আসক্তি সহিত বাস করে। হরিভজন না করিলে কলিরাজ সপরিকরে অবৈষ্ণবে রঙ্গমঞ্চ খুলিয়াবসে। যেমন বাটপাড় পথিককে ধুতরা খাওয়াইয়া পাগল করতঃ সর্ব্বস্ব লুট করে তেমনই কলিরাজ অবৈষ্ণবকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মৎসর করে তুলে। অতএব অবৈষ্ণব মৎসর পক্ষে বৈষ্ণব দর্শনে কলিযম ত্রাস পায় মাৎসর্য্য তাহাকে সেবক করিতে পারে না। বৈষ্ণব প্রকৃত নিয়ামক। কারণ তিনি প্রকৃত নীতিবিদ ধর্ম্মবিদ্ আচারবান্। শিক্ষিতই শিক্ষা কর্ত্তা করিতে পারেন না। অবৈষ্ণব ধর্ম্মহীন নীতিহীন তার নীতি দুর্নীতের প্রলোপযুক্ত।

০-০-০--০

শ্রীশ্রীভক্তিহৃদয় বন শতাব্ধি জয়শ্রী।

জয় জয় বন প্রকট শতাব্ধি। জয় জয় চৈত্র শুক্লা পঞ্চমী।।
জয় জয় ধন্য শ্রীবিক্রম পুর। জয় জয় ধন্য দ্বিজপরিবার।। জয় জয় শ্রীভক্তি হৃদয় বন। গোস্বামিচরণ পতিত পাবন।। অনন্ত করুণা কোমল অন্তর। অখণ্ড বৈষ্ণব চরিত সুন্দর।। রুচি বৃন্দাবন শুচি বৃন্দাবন। কৃতি বৃন্দাবন ধৃতি বৃন্দাবন।। নীতি বৃন্দাবন প্রীতি বৃন্দাবন। রস বৃন্দাবন যশো বৃন্দাবন।।
প্রাচ্য পাশ্চাত্য দার্শনিকবর। গৌড়ীয় দর্শন আচার্য্য প্রবর।। রসিকসমাজ বরেণ্যশেখর। নৈষ্ঠিক যতীন্দ্র কুল সুধাকর।।
গৌড়ীয় গগণ আচার্য্য ভাস্কর। শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী শিষ্যবর।। শ্রীরাধাগোবিন্দ পদাব্জ ভ্রমর। স্বরূপানুভূতি বিভূতি ভাসুর।।
স্বভাব সুন্দর সদ্‌গুণ সাগর। জয় জয় কবি কূল কীর্ত্তিধর।। জনতা বিজয় বিগ্নিপ্রবর। প্রবাদাপবাদ বিবাদ সংহরা।।
ভাগবত প্রাণ প্রিয় মহাজন। ভাগবত ধর্ম্মরাজ সভাজন।।
স্বদেশ বিদেশ প্রচারকবর। ধন্য ধন্য জয় শ্রেয়ঃ সৃতিধর।।
রূপানুগভক্তি কৌমুদীন্দুবর। জয় জয় গোপীশ্বরভক্তিবর।।
ভজন কুটির করিয়া নির্ম্মাণ। গাহিলে তুমি যে স্বরূপের গান।।
সে গানে জাগিল সাধকের মান। যে মানে ছুটিল সাধনার যান।। সে যানে মিলিল ব্রজনিধূবন। সেবনে হরি সে যুগল সেবন।।
সেবন রসেতে মজে ভক্তমন। সে মনে সবার বঞ্চিতধন।
সে ধন আমার জীবনন জীবন। সে জীবন কবে পাবে অভাজন।।
লতিকা মঞ্জরী নামে ব্রজবনে। নৃত্যরত তুমি নিকুঞ্জ কাননে।। প্রকট শতাব্দি মহোৎসব দিনে। আশীর্ব্বাদ মাগি তোমার চরণে।।
কৃপা কর প্রভু এ অধম জনে। রাখ নিজপ্রিয় রাধিকা সেবনে।।
সাধবড় প্রভু সাধন বিহীন। হীন হয়েও তব কৃপার ভাজন।।
এবড় ভরসা জাগে অনুক্ষণ। এ দাস না হবে বঞ্চিত কখন।।

গোবিন্দ কুণ্ড ২৮/৬/২০০১

---০০০---০০০---

আত্মীয় কে?

আত্মনঃ এষঃ আত্মীয়ঃ অর্থাৎ ইনি আমার এই অর্থে আত্মীয় পদ সিদ্ধ। প্রিয় ব্যক্তি ও বস্তুতে যে মমতা তাহা হইতেই আত্মীয়তার অভ্যুদয়। এই আত্মীয়তা জীবের অবস্থাভেদে দ্বিবিধা। স্বস্বরূপে অবস্থান কালে জীবের যে আত্মীয়তা তাহা শুদ্ধ সত্য ও ধর্ম্ম সঙ্গত কিন্তু বিরূপাবস্থায় সেই আত্মীয়তা অশুদ্ধ ও অবাস্তব ধর্ম্মময়। মায়াবদ্ধ ভাবই বিরূপাবস্থা। মায়া বাস্তবতা বর্জ্জিত ঔপাধিকী ও বঞ্চনাবহুলা অবিদ্যময়ী। কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ অতএব মায়াবদ্ধজীবের ভোগ্য সংসার স্বপ্ন মনোরথ ও মরীচিকাতুল্য অনিত্য ও ভ্রমাত্মক। সেখানে পান্থশালায় সমাগতের ন্যায় পিতামাতার পতি পুত্র কলত্রাদি রূপী যাহাদের সমাবেশ তাহাদের আত্মীয়তার বাস্তবতা নাই। তাহাদের পিতৃত্ব, মাতৃত্ব পতিত্ব পুত্রত্বা গুরুত্ব স্বজনত্ব বন্ধুত্বাদি স্বরূপ বর্জ্জিত। জন্মান্তরেও তাহাদের আত্মীয়তা সম্বন্ধের অস্তিত্ব নাই। বর্ত্তমান্ সম্বন্ধ ও ঔপাধিক ন তু বাস্তবিক। কারণ আত্মীয়তার আধার যে সংসার যাহা যখন অনিত্য অবাস্তব তখন সাংসারিকদের আত্মীয়তা সম্বন্ধ যে অনিত্য ও অবাস্তব তাহা ন্যায় সঙ্গত। কে কস্য পতি পুত্রাদ্যা মোহ এব হি কারণম্। ভোগের উন্মাদনায় জীবের বুদ্ধির মূঢ়তা ক্রমেই এতাদৃশ অনিত্য ও অবাস্তব সম্বন্ধের প্রস্তাবনা সম্ভাবিত হয়। ছায়ার ন্যায় মায়িক সম্বন্ধ যথার্থ ধর্ম্মহীন। ইহা প্রতারণা বহুল কিন্তু ভবতারণের কারণ নহে বরং বন্ধবনের নিদান। যাহাদের আত্মীয়তা ক্রমে জন্মান্তরবাদ খণ্ডন হয় না তাহাদের আত্মীয়তা মাকাল ফলবৎ মোহ জনক মাত্র। যাহাদের সংযোগ কালধর্ম্মী যাহাদের সঙ্গ পরমার্থহারী ও নিত্য সত্যতা বর্জ্জিত তাহাদের আত্মীয়তা উপধর্ম্ম বহুলা। উপধর্ম্ম অধর্ম্মে একটি প্রধান শাখা। পরন্তু ইহজগতে বৈষ্ণবগণই প্রকৃত পক্ষে অজ্ঞানান্ধজীবের পরমাত্মীয়। স্বরূপধর্ম্মী বৈষ্ণবই অজ্ঞানতা নাশনে গুরু ভববন্ধনচ্ছেদনে বন্ধু ভগবদ্ধর্ম্মাচার দ্বারা পালনে পোষণে পিতামাতা পতিত পাবনে প্রভু পুত্ররূপী আত্মীয়। যাহাদের পদাশ্রয় ও সঙ্গ বিনা ভগবৎ পদাশ্রয় ও প্রসঙ্গ সুদুর্ল্লভ সেই বৈষ্ণবের সহিত আত্মীয়তা পরম ধর্ম্মময়। প্রকৃত স্বার্থের নামে অপস্বার্থান্ধদের মধ্যে যে আত্মীয়তা উপস্থাপিত হয় তাহার বাস্তবতা ব্যোমতা প্রাপ্ত অর্থাৎ শূন্য। সর্ব্বোপরি অংশবিচারে ভগবানই আদিম আত্মীয়। তিনি জীবের প্রভুরূপী আত্মীয় তাহার প্রেমা জীবের প্রয়োজন বলিয়া তাহার আত্মীয়তাও পরমার্থভূত। আত্মীয়তা ভগবত্বায় সোণায় সোহাগা। আত্মনো ভগবত ত্রয়ঃ এই বিচারে জীব ও ঈশ বাস্তবিকই আত্মীয় বন্ধু অর্থাৎ জীবের ও ভগবানের মধ্যে পরস্পর সেবক সব্যময় আত্মীয়তা বাস্তবিকী, নিত্য সত্য ও সনাতনী। ভগবানের গুরুত্ব পতিত্ব বন্ধুত্ব পিতৃমাতৃত্ব স্বতঃ সিদ্ধতা সমৃদ্ধ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, হে অর্জ্জুন আমি এই জীবজগতের পিতা মাতা বিধাতা পিতামহঃ গতি ভরণ কর্ত্তা, প্রভু সাক্ষী নিবাস আশ্রয় এবং সুহৃৎ।

পিতামহস্য জগতো মাতাধাতা পিতামহঃ।
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।

তিনি আরও বলেন হে সখে উদ্ধব আমিই জীবের জ্ঞান দাতা গুরু এবং ভববন্ধনচ্ছেদক বন্ধু। বন্ধুর্গুরুরহং সখে।। অপরপক্ষে জীবের তদীয়ত্ব এবং তৎসেবকত্ব ও নিত্যসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণবলেন, জীবজগতে জীবভূত যে সনাতন পুরুষ সে আমারই অংশ অর্থাৎ বিভিন্নাংশগত।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।।

ইহাতে জীবের তদীয়ত্ব প্রসিদ্ধ। তথা দাসভূতোহরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন অর্থাৎ জীব সর্ব্বথায় হরিরই দাস কদাপি অন্যের

দাস নহে। ইহাতে জীবের তৎসেবকত্ব প্রসিদ্ধ। অতএব ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তজনই জীবের একমাত্র আত্মীয়।

০-০-০-০-০

গুরুতত্ত্বোদয়

তস্য ভাবস্তুতনৌ এই ব্যারুণীয় সূত্রানুসারে গুরু শব্দের উত্তর ত্বং প্রত্যয় যোগে গুরুত্ব শব্দ নিষ্পন্ন হয়। গুরুত্ব অর্থে গুরুর ভাব। এই গুরুত্ব কোন জীব শক্তি বা কৃতি নহে বা কোন দেবশক্তি বা কৃতি নহে কিন্তু ইহা একপ্রকার ভগবত্তা বিশেষ। অর্থাৎ ভগবানের সম্বিৎশক্তির প্রকাশ বিশেষ। ভগবানের ৬৪গুণের মধ্যে মানবে ৫০ গুণ বিন্দু পরিমাণে বর্ত্তমানে সেই সব গুণের মধ্যে এই গুরুত্ব গুরুশক্তিগুণ নাই এমন কি কোন দেবতায়ও এই গুরুগুণ নাই। কিন্তু কোন মহত্তম জীবে ও দেবে এইগুরুত্ব ভগবত্তার আবেশ হয়। গুরু ভগবানের ভক্তি শক্ত্যাবেশ অবতার। যথা নারদে ভক্তি শক্তি ব্রহ্মার সৃষ্টি শক্তি শিবে সংহার শক্তি পৃথুতে পালনী শক্তি চতুঃসনে জ্ঞান শক্তির কথা শুনা যায়। লঘু ভাগবতামৃতে বলেন কোন মহত্তম জীবে ভগবানের জ্ঞান শক্ত্যাদির আবেশ হইলে সেই জীবকে শক্ত্যাবেশাবতার বলা হয়। কিন্তু অন্য অবতার হইতে ইহার বিশেষত্ব এই যে ইহাতে এক শক্তির আবেশ বহু শক্তি নহে। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন গুরুকে আমার স্বরূপ জানিবে। কখনও তাহাকে নরবুদ্ধিতে অবজ্ঞা করিবে না। কারণ শক্ত্যাবেশাবতারঋষভদেব বলেন ইদং শরীরং মন দুর্ব্বিভাব্যং অর্থাৎ আমার এই শরীর দুর্ব্বিভাব্য অর্থা অচিন্ত্য। শ্রীল জীবপাদ ভগবৎসন্দর্ভে বলেন যে,

অতএব ভগবানের ন্যায় গুরুত্বে নরবুদ্ধি নিষিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র গুরু তিনি জগদ্গুরু। যেমন অন্যের ভগবত্বা কৃষ্ণদত্ত সত্বা তেমনই অন্যের (জীবের বা দেবের) গুরুত্বও কৃষ্ণদত্ত সত্বা বই আর কিছুই নহে। কৃষ্ণই করুণা প্রকাশে কোন মহত্তম জীবের মাধ্যমে তাহার গুরুত্ব শক্তির প্রকাশ করেন।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামী রূপে শিখায় আপনে।।

ইত্যাদি বাক্যে কৃষ্ণেই গুরুত্ব সিদ্ধতা ঋদ্ধ। এখন প্রশ্ন সেই মহত্তম জীব কে? মহত্তমত্বের লক্ষণ কি? যিনি সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্ব ভগবানে একান্তভাবে শরণাগত হইয়া তাহার ভজন করেন তিনি সত্তম। তাদৃশ একান্ত শরণাগত অনন্যভাক্ সদাচার সঙ্গী ভক্ত কালে ভজনে নিষ্ঠারুচি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নিত্য ভজনে তখন তাহার ভগবানের নিত্য সঙ্গ হইতে থাকে। সঙ্গের ধর্ম্ম সঙ্গীর গুণ সঙ্গকারীতে সঞ্চারিত হয়। যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসঃ মণিবৎ স্যাৎ স তদ্গুণঃ। অর্থাৎ যাহার যে প্রকার সঙ্গ হয় তাহাতেই সেই সঙ্গীয় গুণ স্পর্শমণির সঙ্গে লৌহের স্বর্ণতা প্রাপ্তির ন্যায় প্রকাশিত হয়। সর্ব্বমহাগুণগণ বৈষ্ণব শরীরে। কৃষ্ণর সকল গুণ ভক্তেতে সঞ্চারে।। শ্রীগুর্ব্বষ্টকে গুরুদেব ভগবানের প্রিয় কিন্তু প্রভোর্য্যঃ প্রিয় এব তস্য বলিয়া উক্ত। শ্রীপাদ দাসগোস্বামী রমণ শিক্ষায় মুকুন্দ প্রেষ্ঠত্বে গুরুবরং স্মর অর্থাৎ গুরুবেদকে মুকুন্দের প্রিয়তম জানিয়া স্মরণ কর। যখন ভক্ত ভজন প্রভাবে ভগবানের প্রিয়তা অর্জ্জন করেন তখনই তিনি প্রিয় আর যখন ভগবানের অন্তরঙ্গ ভজনের বিলক্ষণ প্রিয় প্রাপ্ত হন তখন তিনি (প্রেষ্ঠ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন। যস্য ভাব প্রেমা প্রিয়ভাবই প্রেম অতএব প্রেম প্রাপ্ত ভক্তে অত্যন্ত অন্তরঙ্গতা নিবন্ধন কৃষ্ণের প্রতি নিধিত্ব প্রকাশিত হয় এবং গুরুত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব বদানত্ব শক্তি অর্পিত হয়। যেমন গোপকুমারেও নারদে ভগবানের প্রতিনিধিত্ব প্রসিদ্ধ। প্রেম বিনা ভগবৎ সাক্ষাৎকারাভাবে অন্তরঙ্গত্ব ও প্রতিনিধিত্ব সিদ্ধ হয় না। সেই জন্যই ভাগবতে বলিয়াছেন, শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং অর্থাৎ শব্দব্রহ্মে ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত, নিষ্ঠা প্রাপ্ত, প্রত্যক্ষানুভব প্রাপ্তই গুরুযোগ্য। কেবল শব্দ ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ শাস্ত্রাজ্ঞতা দ্বারা গুরুত্ব সিদ্ধ নহে পরন্তু ভজন যোগে ভজনীয় ভগবানের প্রত্যক্ষানুভাব করিতে গুরুত্ব সিদ্ধ। সার কথা প্রেমাজ্ঞান রঞ্জিত ভক্তি নয়নে ভগবানে সাক্ষাৎকার কারীই প্রকৃত গুরুত্বের অধিকারী। অন্যে নহে কারণ প্রত্যক্ষানুভাবেই হৃদয়ে গ্রন্থিচ্ছিন্ন শংশয় মুক্ত এবং কর্ম্ম বাসনা সমূলে নষ্ট হয়।

ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিচ্ছিন্দন্তে স্বর্ব্ব সংশয়াঃ।
ক্ষিয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পারাবারে।।

প্রত্যক্ষানুভব বিনা নিজেরই যখন হৃদয় গ্রন্থিচ্ছেদ, কর্ম্ম সংশয় নাশ হয় না তখন শিষ্যের হৃদয়গ্রন্থি কর্ম্মপাশ ও সন্দেহ অপনোদনের যোগ্যতা কোথায়? তাই শ্রীপাদ বিশ্বনাথ প্রভু তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন যে প্রত্যক্ষানুভব হীন গুরুর কৃপা ফলবতী হইবে না। অর্থাৎ শিষ্যের সংসার সৃতি মুক্তি ও ভগবৎপ্রাপ্তি রূপ ফলোদয় হইবে না। অতএব সিদ্ধান্ত সার এই যে, প্রেমবিনা ভগবানের প্রত্যক্ষানুভব হয় না আর প্রত্যক্ষানুভব বিনা গুরুত্ব ও সিদ্ধ নহে। শ্রীল নরোত্তম তাই গাহিয়াছেন, প্রেমভক্তি যাহা হৈতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে বেদে গায় যাহার চরিত। ভগবৎ প্রেমিক না হইতে শিষ্যের প্রেমভক্তি নিবেন কে? অন্নহীনের অন্নদাতৃত্ব, অন্ধের পথপ্রদর্শকত্ব, বদ্ধের মুক্তিদাতৃত্ব কোথায়? নাই। প্রেমযোগে ভগবানের প্রত্যক্ষানুভব কারী ভক্তই মহত্তম আর তাহাতে গুরুত্বের প্রতিনিধিত্ব অর্পিত হইলেই তিনি গুরু। হইয়া থাকেন। যেমন গোপকুমার তিনি ভগবৎসাক্ষাৎকারে সঙ্গীভাবে রাধার প্রতিনিধি সূত্রে স্বরূপ নামে কামাক্ষাদেবীর কৃপা পাত্রের গুরু হইয়াছিলেন। এই গুরুত্ব কোন কৌলিক প্রথা বা নেশা বিশেষ নহে। কোন জাত ধর্ম্ম বিশেষ নহে কোন জৈবগুণ বিশেষ নহে। কিন্তু স্বতঃপ্রকাশ ভগবত্বা বিশেষই। ঠাকুর ভক্তিবিনোদও বলিয়াছেন যাহাদের ভজনে বিমল প্রেমযোগ নাই তাহাদের গুরুত্ব দুষ্টতাবিষ্ট পূতনার ন্যায় ছলনা মাতৃবঞ্চনাধর্ম্মী। আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার এই দেশ ইত্যাকার ভগবদাজ্ঞা ধন্য প্রেমপূর্ণ ব্যক্তিই বিশুদ্ধগুরু বা প্রকৃত গুরু তদ্ব্যতীত সকলেই লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাপিশাচী প্রাপ্ত মতিচ্ছন্ন অপসাম্প্রদায় জনক ও ধর্ম্মের হানিকারক এবং অধর্ম্ম বা লুব্ধ কলির সহচর বিশেষ। আজ ধর্ম্ম জগতে এত বিশৃঙ্খলার অপসাম্প্রদায়িকতা মূলে এই প্রকার অপগুরুত্বের প্রতিযোগিতাই দৃষ্ট হয়। জগতে একপ্রকার লোকের বিচার, ব্রাহ্মণে ছেলে যখন ব্রাহ্মণ তখন গুরুর ছেলেও গুরু হবে। কিন্তু প্রকৃত গুরুত্বের অভাবে এই প্রকার অপগুরুগণই অপসম্প্রদায়ের জনক। ইহারাই অধর্ম্ম বান্ধব কলির বসতি স্থান মাত্র। প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যতা অভাবে ব্রাহ্মণ সমাজ আর জাতিগত প্রজ্ঞায় শৌক্র পারম্পর্য্যে অত্যন্ত কলুষিত বিপর্য্যস্ত ও বিষহীন সর্পের ন্যায় কেবল উদারারম্ভী। যথা লৌহের দাহিকা শক্তি নাই কিন্তু অগ্নির সাহচর্য্যে তাহার উদয় হয় তথা নিত্য ভগবন্নিধিধ্যাসনে নিত্য সাহচর্য্যে গুরুত্বের প্রকাশ হয়। যথা চুম্বকের নিত্য সাহচর্য্যে লৌহাতেও আকর্ষণ ধর্ম্ম প্রকাশিত হয় তথা প্রেমযোগে ভগবানের নিত্য সাহচর্য্যে তদীয় গুরুত্বের প্রকাশ

হয়। প্রেমই নিত্য সাহচর্য্যের কারণ। তাই মহাপ্রভু প্রেমকে প্রয়োজন বলিয়াছেন। প্রকৃষ্টরূপেণ যুজ্যতে নেন প্রয়োজনম্। জীব প্রেমযোগেই প্রকৃষ্টরূপে ভগবানের সহিত মিলিত হয় যাহার নাম স্বরূপেন ব্যবস্থিতি। আবার প্রেমপ্রাপ্তের গুরুত্বের যোগ্যতা থাকিলেও সকল প্রেমিকের গুরুত্ব প্রকাশিত হয় না। প্রকাশের মূলে সেখানে ভগবৎকৃপাদেশই বিচার্য্য। কৃপাদেশ হীনের যথার্থ গুরুত্বের অভাব সেখানে মরিচীকামাত্র লোক বঞ্চনারই গুরুত্ব বিদ্যমান্। মহত্তমের অনুভাব কি? য়েমন আসন্নজনা হৃদ্বিলোড় মহাভাবের একটি বিশেষ অনুভাব তেমন দর্শনে ইতর বশতঃ ভগবান্নামের উদয় ও মহত্তমের অনুভব ধার্ম্মিকের ন্যায় মহত্তম প্রেমভক্তিমান ও শরণাগতের তৎপ্রদাতা।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনাঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনু বর্ত্ততে ।।

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা আচরণ করেন ইতর ব্যক্তিও তাহাই অনুসরণ করেন। তিনি যাহা প্রমাণিক বলিয়া স্বীকার করেন ইতরলোক তাহাই স্বীকার করেন। এই বাক্যে ধর্ম্মের প্রসিদ্ধি প্রচার ও স্থিতি দেখা যায় যেমন তেমন এই বাক্য বলে অপধর্ম্মের ও উদয় হয় কারণ শ্রেষ্ঠ কে? তাহা যাহারা জানে না সেখানে মনো কল্পিত ইতর ব্যক্তিকে তাহার আনুগত্যে অপধর্ম্মীতা অবশ্যম্ভাবী। গ্রাম্য সিংহের (কুকুরে) দ্বারা কি প্রকৃত বন সিংহের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়? মরিচীকায় কি তৃষ্ণামিটে বন্ধা গাভীতে দুধ কোথায়? গ্রামের মাতব্বার নির্ব্বাচণের ন্যায় গুরু নির্ব্বাচন অপসিদ্ধান্ত মূলক। তাহাতে পরমার্থের নিশ্চয়তা নাই। কারণ শাস্ত্রজ্ঞানহীন মূর্খের গুরু নির্ব্বাচণের যোগ্যতা আদৌ নাই। শাস্ত্রজ্ঞান থাকিলেও অভব্য লোকের যোগ্যতা নাই। যেমন কালিয়দহে অন্ধকারে জালিয়াতে কৃষ্ণজ্ঞান ভব্যতার অভাব মাত্র। প্রত্যক্ষ দর্শীই ভব্যঃ তিনিই শ্রেষ্ঠ। তাহারই অনুসরণ কর্ত্তব্য। অভব্যদের সিদ্ধান্ত মনঃকল্পিত অতএব উৎপাতের কারণ। তজ্জন্যই আজ মহাপ্রভুর নামে মাত্র ভক্তাভিমানে এত অপসম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তে বাজার বসিয়াছে। গুরু স্বতঃ প্রকাশ। সেবনোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে ভগবন্নামের উদয়ের ন্যায় ভগবদ্ভজনোন্মুখ জীবের কাছে গুরুর আগমন বা গুরুর কাছে গমন হয়। যেমন ধ্রুবের কাছে নারদের আগমন। গুরুমোবাভিগচ্ছেৎ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং। এখানে কিন্তু বিচারের অপেক্ষা আছে কারণ শ্রুতি শাস্ত্র াভিজ্ঞতা ও পরব্রহ্মনিষ্ঠত্ব না বুঝিলে তাহাতে শরণাগত হওয়া কর্ত্তব্য নহে । যিনি সাক্ষাদ্দ্রষ্টা তিনিই সাক্ষাদ্ দেখাইতে পারেন নচেৎ নহে। জ্ঞান বস্তু বোধক কিন্তু বিজ্ঞান বস্তুর যথার্থানুভব দায়ক। মায়া ও ছায়ার ন্যায় সৎ ও অসদ্গুরু জগতে বর্ত্তমান। ভূরি সুকৃতি ভগবৎকৃপায় সদ্গুরুর চরণাশ্রয় পায় আর অসদ্ভাবনা দুষ্টাশয় গণ অসদ্গুরুকেই মনোপূত জ্ঞানে আশ্রয় করে। যথা চিজ্জগদ্বাসী বা প্রতিপদে ভগবৎসেবা পরমানন্দ ভোগকরে। কিন্তু অচিজ্জগদ্বাসী বা প্রতিপদে ভূরি দুঃখফল ভোগ করে তথা সদ্গুরু সেবীরা ভগবৎপ্রেম লাভে ধন্য কৃতার্থ। আর অসদ্গুরু সেবীরা সংসার ভোগে আত্মঘাতি হয়। অসদ্গুরুতো গায় লেখা থাকে না কিন্তু তাহার আচরণেই সৎ অসৎ প্রমাণিত হয়। এখন কিন্তু যিনি সদসৎ কিছুই জানে না তিনিই সদ্জ্ঞান আশ্রয় করেন কেমন ভাবে? কোন নেশা খোর সাধন ভজন করিতে চায় সে তখন মন্ত্র নেওয়ার জন্য গুরুর অন্বেষণ করিতে লাগিল। একজন সাধুর কাছে মন্ত্রের কথা জানাতে তিনি বিধি নিষেধের কথা বলিলেন তাহাতে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। নেশা ছাড়িতে হইবে ও একাদশী উপবাস করিতে হইবে। লক্ষ হরিনাম করিতে হইবে। তিনি হৃদয় দুর্ব্বলতা ক্রমে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন অন্য একজন গোস্বামী গুরুর কাছে তিনি নেশা করছেন। গুরু করণের কথা শুনে তিনি আনন্দিত হয়ে তাকে মন্ত্র দিতে রাজি হলেন, বিধি নিষেধ? নেশা ছাড়তে পার ভাল। একাদশী করতে পার ভাল না হয় ছালার ডাল রুটি খাবে ভাত খাবে না। পার হরিনাম করবে। তিনি তখন পরমানন্দে তাহাকে গুরুপদে বরণ করিলেন। মন্ত্রনিয়ে ঘরে এসে তিনি ঘোষণা করিতে লাগিলেন যে আমার গুরুর মত দয়ালু আর কোন গুরুদেখি না। ভক্তগণ বিচার করুণ। অসদ্গুরু এইভাবেই হইয়া থাকে। এইভাবেই আসে ধর্ম্মের গ্লানি এই ভাবেই আসে জীবনে বঞ্চনা এই ভাবেই আসে ভাবী সংসার দুঃখ। এইভাবেই আসে পরমার্থ জীবনের অধঃপাত। সিদ্ধবাবার শিষ্য হইলেই যে গুরুত্ব সিদ্ধ হইবে তা বলা যায় না। যদি তাহাতে ভগবৎ প্রেমযোগ সিদ্ধ না হয়। নিত্যানন্দের বা অদ্বৈতের বংশধর হইলেই তাহাতে গুরুত্ব সিদ্ধ হইবে তাহা বলা যায় না। যদি তাহাতে প্রেমযোগ না সিদ্ধ হয়। ভগবান্ প্রেমেই বাধা অন্যভাবে নয়। বলির প্রেমে ভগবান্ তাহার দ্বারপালক হইলেও তৎপুত্রের কার্য্য নন। সৎসিদ্ধ সম্প্রদায়ের সিদ্ধপ্রণালী প্রাপ্ত বলিয়া গুরুযোগ্য তাহাতে বলা যায় না যদি তাহাতে ভজনক্রমে বা কৃপায় ভগবৎ প্রে আশির্ব্বাদেশ সিদ্ধ না হয়। যাহাতে ভগবান্ কৃপা করিয়া তাহার গুরুত্ব শক্তির সঞ্চার করেন তিনিই ধন্য তিনিই জগদাচার্য্য গুরু, তিনিই শিষ্যকরণে উপযুক্ত। শাস্ত্রে যে গুরুত্যাগের ফল আছে তাহা ভগবৎ প্রেম কৃপাদেশহীন বন্ধা গুরুসম্বন্ধেই জানিতে হইবে।

বৃন্দাবনে গমন ও বসতির তাৎপর্য্য রহস্য

ব্রজমণ্ডল দ্বাদশ বনাত্মক। দ্বাদশ বন দ্বাদশ রসের বিলাসক্ষেত্র। সেখানে মহাবন বাৎসল্য রসের বিলাসস্থল। কাম্যবন সখ্যরসের বিলাসস্থল। বৃন্দাবন মুখ্যতঃ মধুর রসের বিলাসস্থল হইলেও তাহার স্থান বিশেষে বাৎসল্যাদি রসের বিলাস ও হয়। ভিনি ভিনি বয়সে ভিন্ন ভিন্ন রসের বিলাস হয়। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বাল্যবয়সে বাৎসল্য রস, পৌগণ্ড বয়সে সখ্যরস এবং কৈশোর বয়সে মধুর রস আস্বাদন করেন। যদিও নাট্য শাস্ত্রমতে ৫ বর্ষ পর্য্যন্ত কৌমার অর্থাৎ বাল্য কাল, ১০ বর্ষ পর্য্যন্ত পৌগণ্ড কাল, ১৫ বর্ষ পর্য্যন্ত কৈশোর কাল তৎপর যৌবনকাল কথিত হয়। তথাপি ব্রজলীলায় সাড়ে ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কৌমার কাল, সাড়ে ৬ বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড কাল, সাড়ে ১০বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর কাল সিদ্ধান্তিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ সাড়ে ৩ মহাবনে, সড়ে ৩বর্ষ পর্য্যন্ত বাৎসল্য রস আস্বাদন করতঃ সখ্য ও মধুর রস আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন। তাহার সেই ইচ্ছা মন্ত্রিপ্রবর উপানন্দের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। তজ্জন্য তিনি বাহ্যতঃ বিচার প্রদর্শন করতঃ বৃন্দাবন বাসের প্রস্তাব করেন। কৃষ্ণেচ্ছা তৎপর গোপগণ সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহ শকটযোগে বৃন্দাবনে যাত্রা করেন ও বসতি করেন। বৃন্দাবনের নন্দগ্রাম বর্ষাণায় বাৎসল্যবিলাস পীঠ গোবর্দ্ধন, রাধাকুণ্ড, যমুনা কুঞ্জ নিধূবন নিকুঞ্জবন, বংশীবটাদি মধুর বিলাস স্থল।

আবাল বনিতা বৃদ্ধ কৃষ্ণগত প্রাণ। কৃষ্ণ অনুরাগে তারা সফল জীবন।। মহাবনে জন্ম বাল্যলীলার প্রকাশ। পূতনা তৃণাবর্ত্ত বধের বিলাস। মৃদ্ভক্ষণ মুখে বিশ্বরূপ প্রদর্শন। নবনীত চুরি আর শ্রী দাম বন্ধন।। অর্জ্জুন ভঞ্জন আদিলীলা রসায়ণ।। ইচ্ছামত ঘনশ্যাম

কৈল আস্বাদন। অতঃপর সখ্য রসে বিহারের তরে। নিজ ইচ্ছা উপক্রমে সকলই সঞ্চারে।। উপানন্দের প্রস্তাবে গোপগোপীগণ।হর্ষভরে বৃন্দাবনে করিল গমন।। সুখময় বৃন্দাবনে যমুনা পুলিনে। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গৃহ করিয়া নির্ম্মাণ।। রামকৃষ্ণ কথা রসে হইয়া মগন। বনবাস দুঃখ কিছু না কৈল স্মরণ।। রামকৃষ্ণ মুখাম্বুজ ময় কবি পান। মত্ত হৈল সর্ব্বরস ভক্ত ভৃত্তগণ।। সকলের মনে কৃষ্ণলীলা আরতি। শ্রবণ বদনে কৃষ্ণ কথার বসতি।।

০-০-০-০-০

শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনাচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দর

কলিযুগ, শাস্ত্র বিধানে, যুগধর্ম্ম নাম সঙ্কীর্ত্তন। যুগাচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দর। সেব্যভগবান্ হইয়াও নিজ স্বার্থ বশে তিনি ভক্তভাব রসায়ন পরায়ণ। তিনি চন্দ্রগ্রহনকালে নামসঙ্কীর্ত্তন মুখরিত নবদ্বীপে মায়াপুরে আবির্ভূত হন। বাল্যকালে ক্রন্দনচ্ছলে তিনি নারীদিগকে নামসঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্মে, নিযুক্ত করেন, যৌবন কালে বিশেষতঃ দীক্ষান্তে তিনি সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্মে বিজয় বৈজয়ন্তী পতাকা উড়াইয়া নিজভক্তগণকে ও সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সঙ্কীর্ত্তন মুখরিত শ্রীবাসাঙ্গনে তিনি ভক্তদের অভীষ্ট দেবতারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া ও ভক্তসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন রাস আরম্ভ করেন। নিজ প্রভাবে শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী বালিকা নারায়ণীকে কৃষ্ণনামপ্রেম ধনে সঙ্কীর্ত্তনে ব্রতী করান। তিনি রঙ্গবিজয়ে তত্রস্থ সাধ্যসাধন জিজ্ঞাসু তপন মিশ্রকে নামসঙ্কীর্ত্তনের অনন্য সাধ্য ও সাধনতা জ্ঞাপণ করেন। যথা০-সাধ্যসাধন যে কিছু সকল। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল।। তিনি কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রাযোগে লক্ষলক্ষ জনসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন দ্বেষী চাঁদকাজীকে দলন প্রসঙ্গে যুগধর্ম্মের প্রচার করেন। তিনি নিজমাতা শচীদেবীরকেও যুগধর্ম্মাচরণে ব্রতীকরাণ। সন্ন্যাস গ্রহণান্তে তিনি কৃষ্ণচৈতন্য নামে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন যোগে পঞ্চভক্ত সঙ্গে রাঢ়দেশ ভ্রমণান্তে নীলাচলে প্রয়ান করেন। তৎপূর্ব্বে তদীয় সম্বোধনে আগত নগরবাসীকে তিনি সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম সংস্থাপিত করেন।

আপন গলার মালা সবাকার দিয়া।
প্রভুকহে কৃষ্ণনাম গাই সবে গিয়া।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

প্রভুকহে কহিলাম এই মহামন্ত্র। ইহা জপগিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ।। ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার। সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর।। তিনি আরও নগরবাসীকে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ করাইয়া বলেন,--

আমা প্রতি স্নেহ যদি থাকে সবাকার।
তবে কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর।।

নীলাচলে রাজপণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার পূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্মে দীক্ষিত করতঃ তিনি নাম সঙ্কীর্ত্তনযোগে, দক্ষিণ ভারতের বিবিধ তীর্থস্থান পরিদর্শন কল্পে তত্র নানা ধর্ম্মীয় জন গণকে ও শাস্ত্র যুক্তি বলে ও নিজ প্রভাবে স্বমতে যুগধর্ম্ম শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনে ব্রতী করেন তথা উত্তর ভারতও তিনি নাম সঙ্কীর্ত্তনযোগে স্বীয় দর্শন ও নাম শ্রবণকারীকে পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম উপস্থিত করেন। তিনি দাক্ষিণাত্য বিপ্ররাজ কুর্ম্মকে কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞের আচার্যত্বে স্থাপন করতঃ তদ্দেশীয় জনগণকে উদ্ধার করিতে আজ্ঞা করেন। যথা০-আমার আজ্ঞায় গুরু হৈয়া তার সর্ব্বজন। গৌরসুন্দরও নিজ প্রতি গুরুদেবে উপদেশবাণীকে প্রমাণমূলে প্রকাশানন্দের নিকট প্রকাশ করেন।

নাচ গাহ ভক্তসঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি তার সর্ব্বজন।।

তিনি নামসঙ্কীর্ত্তনকে কৃষ্ণ প্রেমোৎপত্তির অকৃত্রিম ও অভ্রান্ত তথা অব্যর্থ ও একান্ত উপায় বলিয়া উপদেশ করেন।

হর্ষে কহে প্রভু শুন স্বরূপ রামরায়। গৌরসুন্দর নাম সঙ্কীর্ত্তন যোগেই অধ্যপনা পরিত্যাগ করেন ও শিষ্যগণকে হাতে তালিদ্বারা সঙ্কীর্ত্তন শিক্ষাদিয়াছেন।

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমো।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমো।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপিনাথ মদন মোহন।।

গৌরসুন্দর নাম সঙ্কীর্ত্তনযোগে নিজ ভক্তবৃন্দ সহ সহর্ষে গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন প্রক্ষালণ করেন। তিনি ব্রজভাবে বিভাবত হইয়া ভক্তবৃন্দসহ সঙ্কীর্ত্তন যোগে শ্রীল জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা মহোৎসব সম্পাদন করেন। রথোপলক্ষে সমাগত তৎসমস্তকে নাম সংকীর্ত্তনে দীক্ষিত হইবার উপদেশ করেন। কীর্ত্তনীয় সদাহরিঃ মন্ত্র দাতা গৌরসুন্দর সঙ্কীর্ত্তন যোগেই নিজ দেহিক ও বাহ্য কৃত্যাদি সম্পন্ন করিতেন। তিনি ব্রজভাবে বিভাবিত হইয়া সিন্ধুতীরে পুষ্পোদ্যানে তথা আলালনাথে ও বিশেষতঃ গম্ভারীয় সঙ্কীর্ত্তন রস আস্বাদন করেন। অতএব তিনি যে নামসঙ্কীর্ত্তনাচার্য্য তাহা যথার্থই, কারণ আচার্য্যগুণ তাহাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

আচিনোতি য শাস্ত্রর্থ মাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচার্য্যতে সম্মাদাচার্য্যস্তেন কথ্যতে।।

অর্থাৎ যিনি শাস্ত্র হইতে সাধ্য সাধনাত্মক সিদ্ধান্ত চয়ন করেন, অন্যকে অর্থাৎ শিষ্যকে তদাচরণে স্থাপিত করেন এবং স্বয়ংও আচরণ করেন তিনিই আচার্য্য নামে কথিত হন। গৌরসুন্দর সর্ব্বশাস্ত্র সার সংগ্রহরূপ শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রমাণ শিরোমণি রূপে গ্রহণ করতঃ তাহা হইতেই সাধ্য সাধনাদি সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিয়া তত্তৎ আচারণমুখে অন্যকে আচারে স্থাপিত করেন। পূর্ব্বে আচার্য্যচতুষ্টয় শাস্ত্রদৃষ্টিতে সাধ্যমত সিদ্ধান্ত বা বাদ আবিষ্কার করেন। কিন্তু সেই সেই বাদের সম্পূর্ণতার অভাব বর্ত্তমান। কিন্তু যিনি সর্ব্বজ্ঞ স্বরাট্ অর্থেষু অভিজ্ঞ সেই পরম সত্য গৌরকৃষ্ণ জগতে নিজমত রূপ অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদ প্রকাশ ও প্রচার করেন। নিরপেক্ষ বিচারে অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদই সর্ব্বশাস্ত্র ও সর্ব্বমহাজন সম্মতবাদ। এমন নি পূর্ব্বো ক্ত আচার্য্যচতুষ্ট বেদান্ত উপনিষদ্ ভাগবত আলোচনায় টীকা টিপ্পণীতে ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তিমত্যা স্বীকার করিয়াছেন। ইহা আধুনিকবাদ নহে কিন্তু সনাতন বাদ সৃষ্টির প্রারম্ভে তপস্বী ব্রহ্মাকে ভগবান্ চতুঃশ্লোকীতে ইহা প্রকাশ করেন। সত্যকথা এই মানব বা অনি মানব বা মহামানব মণীষাও ভগবত্তত্ত্বের মর্ম্মার্থ অনুধারণে অপারগ। তবে এই কথা সত্যযে, যিনি রচয়িতা তিনি ব্যাখ্যাতা হইলেই গ্রন্থের যথার্থ তত্ত্ব অনুধারণে কোন সন্দেহ থাকে না। কিংধত্তে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ উদ্ধবকে য়ে তত্ত্বরহস্য উপদেশ করেন তাহা আলোচনা করিলে ভগবন্মতের দিগ্দর্শন হয়। ন্যান্যোমদ্বেদ কশ্চন ইত্যাদি বাক্যে ভগবন্মতের দুজ্ঞেয়তা, সিদ্ধ হয়। আবার দেখা যায় যে তদীয় কৃপা পাত্রই তাহার

তত্ত্বাভিজ্ঞতা লাভ করে। তবে প্রশ্ন আচার্য্য চতুষ্টয় কি ভগবানের কৃপা পাত্র নহে? বা তাহাদের মত কি অবৈদিক? না না। তাহারা নিশ্চিতই ভগবৎকৃপা মহাপাত্র এবং তাহাদের বাদগুণিত অবৈদিক নহে কিন্তু সিদ্ধান্ত বিচারে সম্পূর্ণ নহে। যেমন কেবল স্বরূপ লক্ষণ বা তটস্থ লক্ষণ দ্বারাবস্তু নির্ণীত হয় না কিন্তু উভয় লক্ষণ দ্বারাই বস্তুর যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় তেমনই আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত বাদগুলি পূর্ব্বোক্ত স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণাত্মক নহে। যদি তাহাদের মত সম্পূর্ণ ও সর্ব্বশাস্ত্রসম্বন্ধ হইত তবে পরবর্ত্তী আচার্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য মতেই প্রবেশ করিতেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহারা পূর্ব্বাচার্য্যের মতের নূন্যতা দেখাইয়া শাস্ত্র প্রমাণ বলে। শাস্ত্রে তাদৃশ বাদের নির্দ্দিষ্টতা না থাকায় স্ব স্বমতের কল্পিত যে উপাদেয়তা দেখাইয়াছেন তাহা সত্য ও স্বীকার্য্য। বৈষ্ণবের বাদ্য ব্যভিচারী নহে। অবতারীতে কৈমুতীক ন্যায় অবতরত্ব সিদ্ধের ন্যায় মহাবাদরূপ অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদের একদেশীয় বাদগণ পূর্ব্বাচার্য্য স্থাপিত। গৌরকৃষ্ণের অচিন্ত্যবাদ বাদ খণ্ডনের নয়। কেহই হয় নাই বা হইবে না যিনি এইমতকে খণ্ডন করিতে পারেন। বর্ত্তমানেও অদ্যাবধি সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের মহান্তগণও নিরপেক্ষবিচারে গৌরবাদের উপাদেয়তা সম্পূর্ণতা ও উৎকর্ষতা তথা অনন্য সাধারণত্ব স্বীকার করেন। যদিও পূর্ব্ববাদগুলি শাস্ত্রপ্রমাণ মূলক তথাপি তাহা পুষ্প কলিকার ন্যায় আত্মপ্রকাশ করে তাহারা অভিন্নবাদের ন্যায় সম্পূর্ণ বিকার ভাব লাভ করেন নাই বিশেষতঃ সাধ্যসাধন বিষয়ে।।

ওঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ

রুচি উৎপত্তি রহস্য

অদ্বয়জ্ঞান শ্রীগোবিন্দই আদি পুরুষ। তিনি সকলের নিদান, সর্ব্বকারণের কারণ। তিনি লীলাপুরুষোত্তম ও সকল প্রকার মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা। তিনি অনুত্তম অনুপম। বিলক্ষণ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দাদির এক অভিনব পারাবার। তাহারই মাধুর্য্যামৃত পানে জীবিতগণই জীব নামে স্বরূপতঃ কথিত। যেন জাতানি জীবন্তি। তিনি আনন্দময় বলিয়া তদংশভূত জীবও আনন্দময়। তিনি আনন্দজীবী বলিয়া স্বরূপতঃ জীবও আনন্দজীবী। সেই আনন্দময়ের আনন্দ বিলাসের সেবক সূত্রে জীবই বর্ত্তমান। যাহারা নিত্য কাল সেই আনন্দবিলাস রত তাহারা মুক্ত জীব আর যাহারা ঈশ মায়াবশে মায়িক বিষয়ভোগরত তাহারা বদ্ধজীব। বদ্ধদের মধ্যে যাহারা কৃষ্ণ কৃপায় তদ্ভজনোন্মুখ তাহারা সাধক নামে কথিত। সাধক জীবনে পঞ্চবিধা দশা দেখা যায়। প্রথম দশার নাম শ্রবণ দশা। ২য় বরণ দশা, ৩য় কীর্ত্তন দশা ৪র্থ স্মরণ দশা ও ৫ম ভাবাপন দশা। কৃষ্ণ ভজনের প্রবৃত্তিক্রমে উপযুক্ত সাধুগুরুমুখ হইতে স্বাভীষ্ট ঈশ্বরের তত্ত্ব নাম রূপ গুণ লীলা ধাম পরিকর বিষয়ক কথামৃতের কর্ণাঞ্জলি পুটে পানই শ্রবণ দশা। স্বাভীষ্টদেবের তত্ত্ব রূপ গুণাদির মহিমা গরিমা ও মধুরিমা কর্ণ গোচর হইতেই তাহাদের জগদ্বিলক্ষণতা অনুমান ও যৎকিঞ্চিদনুভব হইতে শ্রবণীয় আরাধ্য ভজনে শ্রো তা আদৌ শ্রদ্ধা অর্থাৎ কৃষ্ণ ভজনেই জীবনের সাফল্য এবম্বিধ অনন্য নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধি বৃত্তির উদয় হয়। সর্ব্বোত্তম অনুপমবোধে শ্রবণীয় মাহাত্ম্য হরিকে নিজ প্রাণারাধ্য দেবতা রূপে কায় বাক্য মনে স্বীকারই বরণ দশা নামে কথিত হয়। সর্ব্বোত্তম বরাভিলাষিণী স্বয়ংবরা যেমন বিচারে সর্ব্বোত্তম বরকেই নিজ পতিত্বে বরণ করে তদ্বৎ সাধক জীব ও সর্ব্বোত্তম অনুপম শ্রবণীয় মাহাত্ম্য হরিকে আরাধ্যত্বে বরণ করেন। অতঃপর বরণীয় আরাধ্যের আরাধনায় সাধক প্রথমতঃ কীর্ত্তন দশা এবং তৎপরতঃ স্মরণ দশা ও অবশেষে ভাবাপণ দশায় উপনীত হয়। ভাবাপণ দশায় সাধক স্বরূপ সিদ্ধি অর্থাৎ জীবন্মুক্তি লাভ করে। শ্রবণীয় আরাধ্যের বিলক্ষণ চমৎকারপ্রদ অনুপম রূপ গুণাদিই শ্রো তার শ্রবণ রুচিকে জাগ্রত করে। শ্রোতা যখন প্রতিপদে পদেই শ্রবণীয় আরাধ্যের মহিমার বৈশিষ্ট্য ও বৈলক্ষণ্য অনুভব করে তখন তাহার শ্রবণ পিপাসা অত্যন্ত ও অনন্য হইয়া শ্রবণ রুচিকে উদিত করায়। শ্রবণীয় আরাধ্যের মহিমা গরিমা ও মধুরিমা পানে তাহার মনোপ্রাণ অভূতপূর্ব্ব তৃপ্তি লাভ করে। এবং নিজেকে মনো প্রাণে সেই আরাধ্যের আরাধনায় চিরতরে উৎসর্গিত করে অর্থাৎ আত্ম নিবেদনের সহিত আত্ম সমর্পণ করে। কেবল সমর্পণ করিয়াই সুখী হয় না কিন্তু আরাধ্যকে হৃদয় মন্দিরের পূজ্য দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত করতঃ তাহার প্রীতি সেবায় আত্ম নিয়োগ করে। তখন শ্রোতার কর্ণ, তদারাধ্যের মহিমা শ্রবণে, রসনা তদ্‌গুণাবলি কীর্ত্তনে, মন তাহার মধুরস্মরণে, নয়ন তাহার মধুররূপ দর্শনে, নাসা তাহার পরিমলাঘ্রাণে অঙ্গ তাহার অঙ্গ সঙ্গমনে তন্ময় হইয়া পড়ে। আরাধ্যের রূপ গুণাদির উৎকর্ষই রুচি উৎপত্তির কারণ। কারণ উৎকৃষ্ট বস্তুতে আকৃষ্টি প্রবলা ও স্বাভাবিকী। আবার উৎকৃষ্ণবোধ না থাকিলে আকৃষ্টি আসে না। যদি চিন্তামণির সর্বোৎ কর্ষবোধ না থাকে তাহা হইলে কেবল প্রস্তসামান্য জ্ঞানে তাহাতে আকৃষ্টি আসিতে পারে না। জীব যখন দুর্ভাগ্য দোষে শ্রবণীয় আরাধ্যের বিলক্ষণোৎকর্ষ দেখিতে পায় না বা বুঝিতা পায় না তখনই তাহাতে আকৃষ্টি বা তৎসেবনে শ্রদ্ধা রুচি বা রতি ভক্তি লাভ করিতে পারে না। আরাধ্যের বিলক্ষণোৎকর্ষবোধই তদারাধনায় ক্রমপন্থায় অথবা শতপত্র বেধের ন্যায় শ্রদ্ধা রতি ভক্তি প্রেমাদিকে প্রকাশিত করে। যেমন সুগন্ধি গোলাপ ফুল দর্শনে নয়নে দর্শন স্পৃহা, নাসার আঘ্রাণ স্পৃহা, করে তৎস্পর্শ স্পৃহা রসনায় তন্মাধুর্য্যাস্বাদ স্পৃহা মনে তন্ময়তা প্রকটিত হয়। আদৌ শ্রবণ। শ্রবণীয় বা শ্রুত বস্তুর উত্তমতা ও উৎকৃষ্টতা হইলেই তদ্দর্শন স্পর্শনাঘ্রাণাস্বাদন মননাদি স্পৃহা ক্রমশঃ স্বতঃই জাগ্রত হয়। স্পৃহা যখন অভিনবতা প্রাপ্ত হয় তখন তাহাকে রুচি বলে। আর রুচি দুস্ত্যজ্যভাবে স্বাভাবিকী হইয়া আসক্তি নামে পরিচিত হয়।

অনাকৃষ্টির কারণ

যেমন নয়নের কার্য্য দৃশ্য উত্তমই হউক বা অধমা হউক। তাহার দর্শনশক্তি নয়নের আছে। তথাপি যদি নয়ন দৃশ্যকে দর্শন না করে বা করিতে না পারে তবে সেখানে দৃশ্যের দোষ নাই কিন্তু দর্শনের দোষ বা দৃশ্য দ্রষ্টার মধ্যে কোন অন্তরারই অদর্শনের কারণ। তেমনি দৃশ্য পরমাত্মায় কোন প্রকার দোষ নাই। দ্রষ্টীজীবে দোষ সম্ভাবনা বর্ত্তমান। মায়ামুগ্ধতাই সেই দোষ। মায়ামুগ্ধতা হেতু জীব সুদৃশ্য ভগবানকে দেখিতে পায় না বা পারে না। তাহার মহিমা অনুভব করিতে পারে না ভূত গ্রস্তের ন্যায়। আরাধ্যমাধুর্য্যাস্বাদনে রুচি জাগে না বা তদ্ভজনে শ্রদ্ধা রতি মতি পায় না। যা পিত্তাক্রান্ত উত্তমাস্বাদু সিতাখণ্ডের মাধুর্য্যাস্বাদ উপলব্ধি হয় না তথা অবিদ্যানর্থ গ্রস্থাবস্থায় মহা মাধুর্য্যবতী ভগবৎকথায় রুচি থাকে না। কিন্তু সিতাস্বাদনে অবিদ্যা পিত্তদোষ নাশে রসনা নাম সিতার মাধুর্য্যাস্বাদ প্রাপ্ত হয়। চুম্বক ও লৌহ উভয়ে লৌহ পদার্থ হইলে লৌহ হইতে চুম্বকে বিলক্ষণ বৈশিষ্ট

বর্ত্তমান। চুম্বক সর্ব্বদা স্বস্বরূপস্থিত তাহার সঙ্গদোষ গুণ জাত ধর্ম্মান্তর ভাব নাই। সে স্বভাবই আকর্ষণ শক্তি যুক্ত। পরন্তু লৌহ স্বভাবই আকৃষ্টি ধর্ম্ম যুক্ত হইলেও সঙ্গদোষগুণভাক্ জলীয় সঙ্গদোষে সে নিজ ধর্ম্মকে হারায়। কিন্তু দোষমুক্ত হইলেই স্বাভাবিক ভাবে চুম্বকে আকৃষ্ট হয়। তেমনি ঈশ্বর জীব উভয়ে চিৎপদার্থ হইলেও ঈশ্বর জীব বিলক্ষণ বৈশিষ্ট বর্ত্তমান। তজ্জন্যই ঈশ্বর জীবে সেব্য সেবকসম্বন্ধ প্রসিদ্ধ। ঈশ্বর মায়াধীশ বলিয়া সদ স্বরূপস্থ আর জীব মায়াবশ বলিয়া স্বরূপবান্ হইয়াও কখন ও বিরূপস্থ হয়। বিরূপাবস্থায় জীব নিজধর্ম্মহীন অর্থাৎ ঈশ্বর ভজন হীন। কিন্তু বিশুদ্ধ কৃষ্ণানুশীলনে জীব পুনশ্চ স্বরূপস্থ হইয়া স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ ঈশ্বর ভজন তৎপর হয়। অতএব জীবপক্ষে ঈশ্বরে অনাকৃষ্টির কারণ অবিদ্যানর্থ। অবিদ্যা পর্দ্দা স্থানীয়। পর্দ্দার মধ্যস্থতার যেমন দৃশ্য ও দ্রষ্টার ধর্ম্ম প্রতিহত হয় তেমন অবিদ্যার মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের আকর্ষণ ধর্ম্ম ও জীবের আকৃষ্টি ধর্ম্ম স্থগিত হয়। যে জীব গণ অবিদ্যামুক্ত সদা স্বরূপস্থ তাহাদের কৃষ্ণাকৃষ্টি স্বাভাবিকী। তাহারা সাধনান্তর নিরপেক্ষ। কারণ তাহারা সাধ্য সেবা নিরতঃ সাধ্য তাহাদের সুলভ। সাধ্য যাহাদের দুর্ল্লভ তাহাদেরই সাধনান্তরাপেক্ষা অবশ্যম্ভাবী। সাধনং সাধ্যাবধিঃ। গতি র্গন্তব্যাবধিঃ। গন্তব্য প্রাপ্তির পর আর গতি থাকে না। তথা সাধ্য প্রাপ্তিতে আর সাধন থাকে না। যেখানে সেব্য সেবকের মধ্যে অন্তরায় নাই তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ। যেখানে সেব্য ও সেবক ধর্ম্ম পুর্ণমাত্রায় বিরাজমান অর্থাৎ নিজ নিজ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত সেখানে সাধনার অবকাশ নাই। যাহারা অদ্ভুত ধর্ম্মচ্যুত তাহাদেরই সাধনার আবশ্যকতা প্রবলা। যাহারা স্ব স্বরূপচ্যুত স্ব স্বরূপাবস্থিতির জন্যই লক্ষণে সাধনার অবকাশ ও আবশ্যকতা । বদ্ধাবস্থায় জীব স্বভাবই বিষয় লম্পট। ভ্রমবশতঃ সে মায়িক বিষয়ে আসক্ত কিন্তু তাহাকে যদি তদুৎকৃষ্টতম ভগবদ্বিষয়ের সন্ধান দেওয়া হয় তবে সে নিশ্চিতই তাহাকে লোলুপতা ক্রমে তৎপ্রাপ্তি সাধনে, শতসংকল্পপোষণ করে এবং পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে এই সূত্রানুসারে মায়িক বিষয় লাম্পট্য লাভ করে। শ্রীল মহাত্মা রামানুজের কৃপায় পুরুষোত্তম পদ্মনাভের সর্ব্বোত্তম সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করতঃ। ধর্নুদাস নিজ স্ত্রীসৌন্দর্য্য পিপাসা হইতে নিবৃত্ত হন। অতএব উপাস্যের বিলক্ষণ উৎকর্ষই উপাসনা রুচির কারণ এবং উপাসকের অবিদ্যাদোষই উপাসনায় অরুচির কারণ।

২/৭/৮৯ ভজন কুঠির

০০-০--০-০-০০

ধর্ম্মনির্ণয়

যস্য পাদ প্রসাদেন বালোপি ধর্ম্ম নির্ণয়ে।
সদ্যস্যাৎ সমর্থস্তস্মৈ বাসুদেবায় ধীমহি।
ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং ন বৈ বিদুর্ঋষয় নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ কুতো নু বিদ্যাধর চারণাদয়ঃ।।

সত্য ধর্ম্মটি সাক্ষাদ্ ভগবৎকর্ত্তৃক প্রণীত, সত্ব প্রধান ঋষিগণ, দেবগণ, সিদ্ধগণ, অসুরগণ ও মনুষ্যগণ ইহা নিশ্চয় রূপে জানেন না বিদ্যাধর চারণাদির কথা আর কি বলিব?

ত্রিগুণ চালিত ক্ষুদ্রমানব মণীষা দ্বারা যদিও ভগবদ্ধর্ম্ম নির্ণয় করা যায় না তথাপি ভগবৎকৃপাভাজন মহাজন গণের পদানুসরণে কোন ধর্ম্মপ্রাণ যথার্থ ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইয়া থাকেন। আদৌ ধর্ম্মের ব্যুৎপত্তি সংজ্ঞা জ্ঞাতব্য। সংজ্ঞা জ্ঞাত হইলে ধর্ম্ম নির্ণয় সুলভ হয়।

ধৃ ধাতু মন্ প্রত্যয়যোগে ধর্ম্ম শব্দ নিষ্পন্ন। অতএব ধারণাদ্ধর্ম্মঃ অর্থাৎ ভগবানে চিত্ত ধারণই ধর্ম্ম। চিত্তধারণে চিত্তানুগ ইন্দ্রিয়গণ সহজেই তদ্ধারণে তৎপর হয়। যিনি অবলীলাক্রমে সকলকে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় ধারণ পোষণ রক্ষণ নিমন্ত্রণ করেন তাহাকে কৃতজ্ঞতামূলে সেবার্থে ধারণই জীবের ধর্ম্ম। সেবার্থে যদি অচ্যুতকে ধারণ না করা হয় তবে পিতৃদ্রোহিতামূলে ষষ্টরঙ্গ সংকূল সংসারই সার হয়। নিজেদের উৎপত্তি কারণ হরির আরাধনা বিমুখ স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃগতি অর্থাৎ অন্ত্যজ সংজ্ঞা পায়। ধর্ম্মমূলং ভগবান্ সূত্রে ভগবানের সেব্যত্ব ও তদীয়াংশভূত জীবের সেবকত্ব প্রস্তুত হয়। অতএব তাহারা উপাসনা বিনা ধর্ম্মভাব থাকিতে পারে না। আরাধ্য ঈশ্বর হৃষিকেশ তিনি জীবের ইন্দ্রিয় সেব্য প্রভু। তিনি সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে স্বতঃস্ফুরিত হন। অধোক্ষজ হইলে তিনি সেবোন্মুখ হৃষিকের সেব্যরূপে সমুদিত হন। সেবার্থে তাহাকে চিত্তেন্দ্রিয় ধারণই ধর্ম্ম। যাহাতে অর্পণ ফলে কর্ম্মজ্ঞান ও ভক্তিতে পরিণত হয় যাহাকে নিমিত্তমাত্র পাপ ও ধর্ম্মে পরিগণিত হয় তাহাকে কায়মনোবাক্যে ধারণই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বলিয়া যাহা শাস্ত্রের বিধান হরিতোষণই তাহার তাৎপর্য্য। স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরি তোষণম্। একমেবাদ্বিতীয়ত্ব নিবন্ধন হরি ও সমস্ত ক্রিয়া গতি বাসুদেব পরা ক্রিয়াঃ। জ্ঞানেও গোবিন্দ তৎপরতা সর্ব্বোপরি বাসুদেবঃ পরং জ্ঞানং আবার অনন্যগতিত্ব নিবন্ধন বাসুদেবই জীবের একমাত্র গতি। আনন্দাস্যেতানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দের জাতানি জীবন্তি। আনন্দাং ব্রহ্মেতি ব্যাজানাৎ অর্থাৎ ব্রহ্মই আনন্দময়। সেই আনন্দ ব্রহ্ম হইতেই জীবগণ প্রকাশিত হইয়া আনন্দ দ্বারাই জীবিত থাকে। সেই আনন্দবিনা কেহই প্রাণ ধারণ করিতে পারে না। কো হ্যো বাল্যং কে ক্বঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দং ন স্যাৎ। অতএব আনন্দ ব্রহ্মই জীবের ধর্ম্ম গতি। তাহারা উপাসনাই ধর্ম্ম। ভাগবত বলেন বেদ প্রতিহিতো ধর্ম্মঃ। অর্থাৎ বেদ প্রতিপাদ্য ধর্ম্মঃ। বেদ ধর্ম্মকে জানাই বলিয়াই শাস্ত্রের বেদ সংজ্ঞা। বেদয়তি জ্ঞাপয়তি যদ্ব্রহ্ম ধর্ম্মঞ্চ তদ্বেদঃ ধর্ম্ম বিদ্ নারদ বলেন স্বভাববিহিত ধর্ম্মঃ সেখানে বেদ বিহিত হইলেও স্বভাব বিহিত না হইলে ধর্মত্ব থাকে না। অস্বাভাবিক বিষয়ে অনধিকার হেতু দোষ হইতে অপবাদ অধর্ম্মই তাহা কখনই ধর্ম্ম হইতে পারে না। জীবের স্বভাব নিত্য ও নৈমিত্তিক ভেদে দুই প্রকার। নিত্য স্বভাবে জীব কৃষ্ণদাস তাহাই তাহার স্বরূপ ধর্ম্ম। আর নৈমিত্তিক স্বভাবে জীব মায়া মুগ্ধ। নৈমিত্তিক স্বভাব সোপাধিক বলিয়া তাহা ধর্ম্ম সঙ্গত নহে। কিন্তু নিমিত্ত যদি নিত্যানুগ হয় তবে নৈমিত্তিক স্বভাবও ধর্ম্মে পরিণত হয়।

ভাগবত বলেন যাহা হইতে অধোক্ষজ ভগবানে অহৈতুকী অপ্রতিহতা পরা ভক্তির উদয় হয় তাহাই জীবের পরম ধর্ম্ম। সেই পরম ধর্ম্মের ফল কি? চিত্তের সম্পূর্ণ প্রসাদ। সবৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মোযতোভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যযাত্মা সুপ্রসীদতি।। সেই পরম ধর্ম্ম যাহা হইতে উত্তমা ভক্তিই অভ্যদয় তাহার কারণ বিচারে সাধুসঙ্গে সাধন ভক্তিই নিষ্পন্ন হয়।

দেবর্ষে বিহিতং শাস্ত্রে হরিমুদ্দেশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিপরাভবেৎ।।

চৈতন্যচরিতামৃত বলেন সাধন ভক্তি হৈতে হয় প্রেমার উদয়।

পরাভক্তিই প্রমময়ী তাহার নামান্তর প্রেমভক্তি। ধর্ম্ম নির্ণয়ে ভগবান্ উদ্ধবকে সরল ভাবে বলেন ধর্ম্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তঃ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি জনকই ধর্ম। নদীর গতি যেমন সমুদ্র ধর্ম্মের গতিও তেমন ভগবান্। ধর্ম্মোমদ্ভক্তিকৃৎ সূত্রে সাধুসঙ্গ ও সেবাই ধর্ম্ম। কারণ সাধুসঙ্গ ও সেবাফলে ভগবানে ভক্তির উদয় হয়। কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ। ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত সঙ্গেন পরিজায়তে। নববিধা ভক্তিতো সাক্ষাদ্ধর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবত প্রতিপদে ভক্তিরসময়। তাহার শ্রবণ পঠন ও সাক্ষাদ্ ধর্ম্ম কৃত্য।

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজনতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত সংহিতাম্।
যস্যাং বৈ শ্রুয়মানায়াং কৃষ্ণে পরম পুরুষে।
রতিমুৎপাদ্যতে পুংসাং শোক মোহভয়াপদা।।

ভক্তিতৎপরতা নিবন্ধন গঙ্গাতুলসী হরিধাম একাদশী ব্রতাদি সেবন ও ধ্ম্ম। যাহার প্রসাদে জীব ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হয় সেই গুরুপদাশ্রয় প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম। পরন্তু গুরুসেবায় ভগবৎসন্তোষাধিক্য ও শাস্ত্র প্রসিদ্ধ।

নাহং মজ্যা প্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন চ।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রুষয়া যথা।।

ভগবান্ বলেন ধর্ম্মই জীবের ইষ্টধন। ধর্ম্ম ইষ্টং ধনং নৃণাং। ধর্ম্ম হইতেই জীবের স্বরূপ সিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। ধর্ম যে কেবল ভগবান্‌কে ধারণ করেন তাহা নয়। জীবকেও ধারণ করে। ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ। ধর্ম্মই আত্যন্তিক পতন হইতে রক্ষা করে। তদীয়ত্বে দেব ভূত সমাচর ও ধর্ম কিন্তু সমত্বে দেবভূত ভক্তি পাষণ্ডতা নিবন্ধন অধর্ম্ম।

যস্তু নারায়ণং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতেঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত সপাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্।।

ভগবান্ বলেন মদ্ভক্ত পূজাভ্যোধিকা সর্ব্বভূতে মন্মতিঃ। ভক্তিসম্পাদকত্বে বর্ণাশ্রমাচার ও ধর্ম্মময়।

বর্ণাশ্রমাচারবতাং পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুবারাধতে পন্থা নান্যাত্তত্তোষ কারণম্।

অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই যাহা হইতে ভগবদ্ভক্তি সিদ্ধ হয় তাহাই জীবের ধর্ম্ম। তাহাই জীবের আশ্রয়িতব্য। কখন জীবের সেই ধর্ম্মের উদয় হয়? ইহার উত্তরে ভগবান্ বলেন যখনই জীব সত্ত্বগুণে বর্দ্ধিত হইয়া আমাতে শান্ত চিত্ত অর্পণ করে তখনই জীবে ধর্ম্মজ্ঞান বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য প্রকটিত।

যদা অন্যর্পিতং চিত্তং শান্তং সত্ত্বোপবৃংহিতম্।
ধর্ম্মং জ্ঞানং স বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চাভি পদ্যতে।।
ধর্ম্মায় ধর্ম্মপাদায় হরয়ে ধর্ম্ম সাক্ষিণে।
ভক্ত্যৈ ভক্তিকৃচ্ছ্রীশায় ভক্তিশাস্ত্রায় নৌম্যহম্।।
যস্য কৃপাকটাক্ষেণ পামরেধর্ম্ম মানসে।
সদ্ধর্ম্ম বিজয়ং স্যাত্তং ধর্ম্ম কাষ্ঠায় তে নমঃ।।
যস্য পাদাম্বুজাশ্রয়াৎ সর্বৈ ধর্ম্মোভিজায়তে।
তস্মৈ ধর্ম্ম প্রবক্তায় বাসুদেবায় নৌম্যহম্।।

০-০-০-০-০-০

জন্ম সাফল্য

শাস্ত্রের বিচারে পশুপক্ষ্যাদি ব্যর্থজন্মা। এবং মানব স্বার্থজন্মা। কারণ মানব নজীবনেই স্বার্থের সন্ধান পাওয়া যায় কিন্তু স্বার্থজন্মা নরদের জন্ম সাফল্য কিসে সিদ্ধ হয় তদুত্তরে কেহ বলেন ভোগদ্বারাই মানব জন্ম সফল। কারণ এই জগৎ ভোগময় এবং ভোগসাওধনের জন্যই প্রাণীদের জন্ম ও জন্মাতর পরিদৃষ্ট হয়। এমন ভ্রান্ত ধারণাযুক্ত। ভোগের দ্বারাই যদি জন্মসাফল্য সিদ্ধ হয় তবে ভোগী পসুদের ও জন্মসাফল্য মানিতে হয় কিন্তু পশুদের জন্মসাফল্য কোথায়? তাহারা আদৌ ধর্ম্মহীন দ্বিতীয়তঃব্যর্থজন্মা ইন্দ্রিয় থাকাসত্ত্বেও ইন্দ্রিয়াধিপতির সেবা যোগ্যতা নাই। অপি চ ভোগীদের দুর্গতি দর্শনে তাহাদের জন্মসাফল্য মানা যায় না। ভোগে পুনর্জ্জন্ম হয় পূর্ণ জন্মাদের জন্মসাফল্য নাই। কেহ বলেন জ্ঞানজনিত মুক্তিতেই জন্মসাফল্য বিদ্যমান ইহাও অসম্মত। কারণ মুক্তদের ও পুনাবৃত্তি ও অধঃপাত দৃষ্ট হয়। যথা গীতায় আব্রহ্মভুনাল্লোক পুরাবর্ত্তিনোর্জ্জুনঃ। তথা অধঃপাত ভাগবতে---

যেন্যেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধ বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছেন পরংপদং ততঃ পতন্ত্যধোনাবৃত যুন্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।।

অতএব জ্ঞানদ্বারা জন্ম সাফল্য সিদ্ধ হয় না। জগতে অনেক জ্ঞানী আছে কিন্তু তাহারা অসদ্ভাবযুক্ত জন্মান্তর ভ্রমী তাহাদের জন্মসাফল্য নাই। অপর কেহ যোগে জন্ম সাফল্যের প্রস্তুতি দিয়া থাকেন কিন্তু কোনও শাস্ত্রেই যোগদ্বারা জন্ম সাফল্যের নিদর্শন নাই। যোগীদের পুনরাবৃত্তি হেতু জন্ম সাফল্য স্বীকৃত হয় না। যথা ভাগবতে পুরেহ ভূমন্ বহবোপি যোগিনস্ত্বদর্পিতেহা নিকজর্ম্মলব্ধয়া।
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়াপ্রপেদিরেঞ্জোচ্যুত তে গতিং পরাম্।।

হে ভূমন্ পুরাকালে অনেক যোগীপুরুষ যোগ মার্গে সাফল্য লাভ করিতে না পারিয়া নিজ নিজ লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম আপনাতে সমর্পণ করেন তৎফলে তাহারা ভবদীয় কথা শ্রবণ কীর্ত্তনরূপা ভক্তি প্রভাবে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করতঃ অনায়াসে আপনার সামীপ্য রূপ উত্তম গতি লাভ করেন। অপিচ উত্তম জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রী দ্বারা ও জন্ম সাফল্য নিরস্ত কারণ তাহাতে বৈগুণ্য বর্ত্তমান্। অপরে ভগবদ্ভক্তি দ্বারাই জন্ম সাফল্য লাভ হয় বলেন ইহাই সত্য মত কারণ ভক্তিই জীবে পক্ষে অমৃত স্বরূপ ইহা ভোগ যোগ ও মোক্ষাদিতেও নাই। যথা ভাগবতে ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে। আমাতে ভক্তিই ভূতগণের পক্ষে অমৃতত্ব সাধক। ভক্তিদ্বারা উত্তম শ্রেয়ঃ লাভ হয়। ভক্তিই উত্তম শ্রেয়স্বরূপ। ভক্তিই জন্মান্ত খণ্ডিনী এবং উত্তম গতি প্রাপণী। যেমন উন্নত শ্রেণীতে উর্ত্তীর্ণদের অধ্যয়ন সাফল্য প্রসিদ্ধ কিন্তু অনুত্তীর্ণদের তাহা নাই তদ্রূপ বৈকুণ্ঠ-গতিবানদের জন্ম সাফল্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু পতিতদের তাহা নাই। এমন কি দেবজন্মাদেরও জন্মসাফল্য নাই। এককথায় ব্রহ্মাণ্ডভ্রমী ও ব্রহ্মাদি অধিগণেরও জন্ম সাফল্য নাই। উপনিষদে বলেন পুনর্জ্জন্মা নরগণ গোখর অর্থাৎ নির্ব্বেদ আর যাহারা ভক্তিবলে পরাগতিময় অমৃতত্ব লাভ করেন যাহাদের কর্ম্ম ফল জন্য জন্ম নাই তাহাদেরই জন্ম সাফল্য বর্ত্তমান। অপরদিকে তথা কথিত ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষও প্রকৃত প্রস্তাবে অসৎ পুরুষার্থ। তাহাতে আছে আত্মবঞ্চনা, জন্মান্তর ও অধঃপাত। কিন্তু ভগবদ্ভক্তিই সৎপুরুষার্থ তাহাতে সর্ব্বসাফল্য বিদ্যমান্। তাহাই সার্ব্বজনীন শ্রেয়ঃ পথ। মহৌষধি যেরূপ সর্ব্বযোগ নাশিকা ও স্বাস্থ্যসম্পাদিকা তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তি মায়ামুক্তি ও স্বরূপ সিদ্ধি দায়িকা।

শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর গাহিয়াছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন ভজে যেই জন
সফল জনম তার তাহার মহিমা বেদে নাহি সীমা ত্রিভুবনে নাহি আর।।

শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন জনম সফল তার কৃষ্ণদরশন যার ভাগ্যে হইয়াছে একবার। ভাগবত প্রসিদ্ধ মহাজনদের আলোচনা করিলেও জানা যায় সে একমাত্র ভগবদ্ভজনেই জন্ম সাফল্য বর্ত্তমান। পশু পক্ষীও যদি এই ভজন সৌভাগ্য লাভ করে তবে তাহাদের জন্ম সাফল্য প্রসিদ্ধ হয়। ভাগবত মহাজনগণ কর্ত্তৃক বন্দিত চরণা গোপিকাগণ গাহিয়াছেন---

অক্ষন্বতাং ফলমিদং পরং ন বিদামঃ
সখ্যঃ পশু ননু বিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসূতয়ো রণুবেণুযুষ্টং
সৈর্ব্বা নিপীত মনুরক্তকটাক্ষ মোক্ষম্।।

হে সখীগণ চক্ষুমান ব্যক্তিদের পক্ষে প্রিয়দর্শন ব্যতীত শ্রেষ্ঠ ফল মনে করি না। যাহারা বয়স্যগণের সহিত পশুচারণকারী রামকৃষ্ণের বেণুবাদন রত স্নিগ্ধ কটাক্ষ বর্ষণযুক্ত বদন মণ্ডল দর্শন করিয়াছেন তাহারাই ইহা নিশ্চিতরূপে অনুভব করিয়াছেন অর্থাৎ সপরিকর লীলা পুরুষোত্তমের দর্শনেই লোচন ও জন্ম সাফল্য বর্ত্তমান্। পশুদের জন্মসাফল্য সম্বন্ধে গোপী গাহিয়াছেন

ধন্যাঃস্ম মূঢ়গতয়ো হরিণ্যত্রতা
যা নন্দ নন্দমুপাত্ত বিচিত্রবেশম্।
আকর্ণ্য বেণুবণিতং সহ কৃষ্ণসারা
পূজাং দধুর্ব্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ।।

হে সখীগণ দেখ দেখ তমোযোনিজাত হইলেও এই হরিণীগণ ধন্যা অর্থাৎ ইহাদের জন্ম সফল হইয়াছে। আহা ইহারা পতি কৃষ্ণসারের সহিত বিচিত্র ধন্য বেশধারী শ্রীকৃষ্ণের বেণু ধ্বনি শ্রবণ করতঃ প্রণয় পূর্ণ দৃষ্টিযোগে তাহার পূজা বিধান করিয়াছে। সিদ্ধান্ত এই কেবল মানব জন্ম কেন যে কোন জন্ম হউক না কেন তাহার সাফল্য একমাত্র ভগবদ্ভজনেই সিদ্ধ। হরিভজনে গজেন্দ্রের, পক্ষীরাজ গরুড়ের গৃধ্যরাজজটায়ূর কিরাতিনী শবরী ও গুহক চণ্ডালে এমন কি পাপ জনি অনেকেরই জন্ম সাফল্য সিদ্ধ হইয়াছে। তাই গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন

মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেপিস্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেপি যান্তি পরাং গতিম্।।

শ্রীমন্মহাপ্ভু বলিয়াছেন ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার। জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার।। অর্থাৎ হরিভজনে সিদ্ধি লাভ তথা অন্যকে হরিভজনে সাহায্য করণেই জন্ম সফল হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ম বলিয়াছেন

এতাবজ্জন্ম সাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈধিয়া বাচা শ্রেয়ঃ আচরণং সদা।।

ইহলোকে প্রাণ অর্থ বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা পর উপরকার রূপ শ্রেয়ঃ মঙ্গল আচরণেই দেহধারীদের জন্ম সাফল্য মানিতে হইবে। ভগবদ্ভজনে রতিমতি দানই প্রকৃত অপার্থিব পর উপকার এতদ্ব্যতীত অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা যে উপকার তাহা পার্থিবমাত্র। আর শ্রেয়দের মধ্যে ভগবদ্ভক্তিই চমর শ্রেয়। শ্রেয়ং স্মৃতিং ভক্তি অপিচ জ্ঞাতব্য এই দেহধারীদের প্রতিকায় বাক্য মন বুদ্ধি বিত্তাদি দ্বারা শ্রেয় আচরণে জন্ম সাফল্য কেবল মাত্র ভগবদ্ভক্তের অন্যের নহে। যারা ভগদ্ভক্তি হীন তাদৃশ আত্মঘাতী, তাহার পুনর্জন্ম সাফল্য থাকিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন হে বৎস তোমার যত জন্ম হয়েছে তাদের মধ্যে বর্ত্তমান জন্মই উত্তম ও স্বার্থক যেহেতু এই জন্মে তুমি আমার দর্শন এবং আমার কৃপা লাভ করিয়াছ। অতএব ভগবদ্ভক্তি সিদ্ধিতেই প্রকৃত জন্মসাফল্য বিদ্যমান্।

----০ঃ০ঃ০ঃ০ঃ০ঃ----

গৌরাবতারে কৃপাসিদ্ধদের পরিচয়

সাধন বিনা কৃষ্ণ ও তদ্ভক্তকৃপায় প্রাপ্ত সাধ্যগণই কৃপা সিদ্ধ। শ্রীপতিতপাবন গৌরাবতারে পার্ষদগণ ব্যতীত সকলই কৃপা সিদ্ধে গণ্য।

১। শ্রী গৌরসুন্দরের দক্ষিণাত্য যাত্রায় যাহারা নাম ও প্রেমে ধন্য হইয়াছে তাহারা কৃপাসিদ্ধ। তন্মধ্যে শ্রীল প্রবোধানন্দ পাদ ও গোপাল ভট্টপাদ পার্ষদে গণ্য।

২। মথুরা যাত্রাকালে ঝারিখণ্ডের পথে যাহারা গৌরসুন্দরের দর্শনে নাম প্রেমে মত্ত হইয়াছিল তাহারা সকলেই কৃপাসিদ্ধ।

৩। মথুরা ভ্রমণ কালে গৌর প্রভু যাহাদিগকে নাম প্রেমে ধন্য করেন তাহারা কৃপাসিদ্ধ।

৪। মথুরা হইতে প্রয়াগে ও কাশিতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে নাম প্রেমে ধন্য যবানদি সকলেই কৃপাসিদ্ধ।

৫। কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণ কৃপাসিদ্ধ।

৬। নীলাচলবাসী পার্ষদগণ ব্যতীত অপর প্রেমধন্যগণ কৃপাসিদ্ধ।

৭। নবদ্বীপবাসী তথা গৌড়দেশ বাসী ভক্তদের অধিকাংশই কৃপাসিদ্ধ।

৮। শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু ও তৎপ্রেমিক পার্ষদের কৃপায় প্রেম প্রাপ্তগণও কৃপাসিদ্ধ।

৯। মহাদস্যুদ্বয় জগাই মাধাইও কৃপাসিদ্ধ। কারণ তাহাদিগকে শ্রীল গৌরসুন্দর সঙ্গেসঙ্গে প্রেম দানে ধন্য করিয়াছেন। অপর পক্ষে তাহারা প্রভু পার্ষদ।

১০। চাঁদ কাজী কৃপাসিদ্ধ।

১১। সারব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কৃপাসিদ্ধ। কারণ তাহার কোন সাধনান্তরের প্রস্তাব নাই। অপর পক্ষে তিনি প্রভু পার্ষদ।

১২। শ্রীবাসের গৃহদাসী দুঃখী এবং তাহার যবন দরজী কৃপাসিদ্ধ।

মোটকথা পার্ষদগণ ব্যতীত প্রেম প্রাপ্ত ভক্তগণ সকলেই কৃপাসিদ্ধ। শ্রীল গৌরাবতারে সাধনসিদ্ধের উল্লেখ নাই। সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্রীল গৌরসুন্দরের ইহাই অমন্দো দয় দয়া বা অহৈতুকী কৃপার নিদর্শন। শ্রীল গৌরসুন্দর যোগ্যতার অপেক্ষা না করতঃ নিজ প্রভাবে প্রাণীগণকে প্রেমদানে ধন্য করেন। আর তৎকৃপায় তাহাদের মধ্যে শতপত্রভেদ ন্যায়ে প্রেমোদয় সম্পাদিত হয়। তাহার কৃপায় অযোগ্য যোগ্য হইয়া প্রেমধনে ধনী হইয়াছিলেন। যদি কেহ বলেন, সুকৃতিবিনা সাধুসঙ্গাদি লভ্য নহে অতএব পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ফলে ঐ সকল জীব প্রেমধনে ধনী হইয়াছেন অর্থাৎ যাহারা প্রেম সিদ্ধ হইয়াছেন তাহাদের পূর্ব্বসাধনা স্বীকার করিতে হয়। না এক্ষেত্রে স্বীকৃত হইবে না। সাধনা স্বীকৃত হইলে গৌরসুন্দরের কৃপাকে অহৈতুকী বলা যায় না। আর ব্রজপ্রেমের সাধকও জগতে বিরল। তিনি স্বমুখে বলিয়াছেন আমি বিনা ব্রজপ্রেম কেহ দিতেনারে। অতএব ব্রজপ্রেম তাহার

দত্তবস্তু সাধনার প্রাপ্ত নহে। অতথা যাচি ভাবভক্তি দিয়া না চামু ভুবন। ইহাতে সাধনার অপেক্ষা নাই। তিনি বিচার করিয়াছিলেন সাধনা বলে ব্রজপ্রেম প্রাপ্তি দুর্ঘট ব্যাপার। তাই তিনি মহৌদার্য্য প্রকাশ করতঃ স্বপ্রভাবে অচণ্ডালকে প্রেমে ধন্য করেন। ইহাই তাহার মহাবদান্যতার নিদর্শন। মহাপ্রভু ও তৎপ্রেমিক পার্ষদদের অন্তর্দ্ধানের পর সিদ্ধপ্রেমগণ সাধন সিদ্ধে গণ্য। তন্মধ্যে শ্রীল নরো ত্তমাদি প্রভুপার্ষদে গণ্য। প্রসঙ্গতো বক্তব্যঃ পার্ষদ ভক্তদের যে সাধনপ্রবৃত্তি তাহার জীবশিক্ষণে আচার্য্যচর্য্যা মাত্র। নিত্য সখা অর্জ্জুনের মোহ প্রাপ্তির ন্যায় রূপসনাতনাদি পার্ষদ ভক্তে সাধনাভি নিবেশ মহাপ্রভু কৃত। সেই সেই ভক্তের মাধ্যমে মহাপ্রভু সাধনা দ্বারা প্রাপ্তির উপায় দৃষ্টান্তযোগে সাক্ষাতে প্রদর্শন করেন। অতএব সেই সকল আচার্য্য ধর্ম্মপরায়ণ ভক্তগণই ভাবী ভক্তদের আদর্শস্থানীয় মহাজন। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর সিদ্ধ মহাত্মা। তাহার সাধনে আগ্রহ একদিকে জীব শিক্ষাময় অপরদিকে সাধ্য সাধন এক হওয়ায় নাম ভজনের নিত্যতা জ্ঞাপক তথা অপ্রায়ানাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ও মুক্তাহ্যেনমুপাসত এই শাস্ত্র প্রমাণে সিদ্ধচর্য্যা বিশেষ। যেহেতু নামই নামী সেহেতু নামভজন কেবল সাধক কৃত্য নহে পরন্তু তাহা সিদ্ধ কৃত্য ও বটে তাই সিদ্ধ হরিদাসে নাম ভজনের আগ্রহ দৃষ্ট হয়। জীব নিত্যকৃষ্ণদাস স্বরূপবান্ বলিয়া কৃষ্ণপ্রেম তাহার নিজস্বধন। তথাপি বহির্ম্মুখাবস্থায় অর্থাৎ বিরূপাবস্থায় সেই প্রেম তিরো হিত রহিয়াছে। সাধনাক্রমে বহির্ম্মুখতা কাটি গেলেই সেই নিত্যসিদ্ধভাব প্রকটিত ও প্রকাশিত হয়। অতএব সাধনার উদ্দেশ্য মাত্র অনর্থনাশ প্রেম সিদ্ধকরণ নহে কারণ প্রেম নিত্যসিদ্ধ তাহা সাধন সিদ্ধ নহে গুড়বৎ। যেমন মেঘ অপসারিত হইলেই স্বতো দিত সূর্য্য দর্শন সাধনা পূর্ব্বক সূর্য্যকে উদয় করান হয় না। তদ্রূপ জীব স্বরূপ ধন কৃষ্ণপ্রেম ও সাধনাযোগে সিদ্ধ করিতে হয় না পরন্তু সাধনার দ্বারা অনর্থ মুক্ত শুদ্ধ চিত্তে তাহার উদয় হয়। যেমন সূর্য্য দিবারাত্রাতীত। তাহারই বর্ত্তমানে দিনভাব ও অবর্ত্তমান রাত্রভাব প্রপঞ্চিত হয় তদ্রূপ জীবাত্মার স্বরূপ বন্ধমোক্ষাতীত তথাপি স্বরূপ ধর্ম্ম প্রেমাভাবে বন্ধন ও প্রেমযোগে মোক্ষভাব প্রপঞ্চিত হয়।

সাধন সিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধের বৈশিষ্ঠ

সাধনসিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধ উভয়ে ভগবৎ কৃপা প্রাপ্ত তথাপি যেমন কোন দাতা কাহাকে পাকের উপকরণাদি দান করেন কাহাকেও বা পাচিত অন্নব্যঞ্জনাদি দান করেন। উভয় ক্ষেত্রে দান কার্য্য থাকিলেও দানের তারতম্য আছে তথা গুরুকৃষ্ণ কাহাকে সাধনপদ্ধতি করেন কাহাকেও বা নিজপ্রভাবে সিদ্ধ করেন। যাহাকে সদ্যসিদ্ধকরেন তাহাদের প্রতি ভগবানের কৃপাধিক্য সূচিত হয়। বস্তুতঃ উভয়ে কৃপাপ্রাপ্ত। যাহারা কৃপাসিদ্ধ তাহার পূর্ব্বসাধনা স্বীকৃত হইতেও পারে নাও পারে। কারণ নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময়ে বিধি বাধ্যতা নাই তিনি ইচ্ছা করিলে সুকৃতি সাধনহীন পতিতকেও সদ্য সিদ্ধ করিতে পারেন। যেমন দাতা স্বাচ্ছাচারে দান করিতে পারে কিন্তু তাহার কর্ম্মচারীগণ তন্নির্দ্দেশ ক্রমে দান করেন সেখানে স্বেচ্ছারিতা নাই তদ্রূপ প্রেমনাথ স্বাচ্ছাচারে প্রেমসিদ্ধিদিতে থাকে সেখানে তাহার কোন বিধিবাধ্যতা নাই কিন্তু তাহার আজ্ঞাকারী ভক্তগণ আজ্ঞানুরূপ প্রেমসিদ্ধ্যাদি দান করেন। যেমন গৃহস্বামীর গৃহপ্রবেশে অনুমিতর অপেক্ষা নাই অন্যের আছে তদ্রূপ স্বরাড্ ভগবানের প্রেম দানে সুকৃত্যাদির অপেক্ষা নাই পরন্তু তদাজ্ঞাকারী অন্যের অপেক্ষা আছে তবে যাহারা স্বীকৃত তাহাদের তাহাও নাই।

০/০/০/০/০/০

সম্বন্ধোদয়

আনন্দময় ভগবানের আনন্দকণ জীব। জীব আনন্দ (ভগবান্) হতে জাত, আনন্দ দ্বারা জীবিত অর্থাৎ আনন্দই তাহার উপজীব্য। কাজেই আনন্দই তাহার প্রয়োজন। কিন্তু এই আনন্দের উৎস কি? রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শই আনন্দের কারণ। ইহারা বিষয় নামে পরিচিত। যাহাতে এইগুলি বিদ্যমান্। তিনি বিষয়ী। বিষয়াশ্রয়ানাদাত্মীয়তা সংযোগঃ সম্বন্ধ অর্থাৎ বিষয় ও আশ্রয়ের মধ্যে যে আত্মীয়তা যোগ তাহাই সম্বন্ধ। আত্মীয়তা যোগই প্রকৃত সম্বন্ধের কারণ। চক্ষু জিহ্বা নাসিকা কর্ণ ত্বক এইগুলি আশ্রয়। পূর্ব্বোক্ত বিষয় ও আশ্রয়ের সঙ্গে যে আত্মীয় যোগ তাহাই প্রকৃত সম্বন্ধ। উত্তম বিষয়েই প্রতি প্রিয়তার উদর হয় সুখপ্র বস্তুই প্রিয়হয়। আর যদি বিষয় বিলক্ষণ গুণান্বিত হয় তবে তাহাতে অভিষ্ঠতার উদয় হয়। সেই সেই বিষয়ের অভিষ্ঠতা বোধে সেই সেই আশ্রয়ে তথা আশ্রয়ের অধিপতি মনের যে আবিষ্টতা তাহা স্বতঃসিদ্ধভাবে। চিত্তরঞ্জকরাগের উদয়করাই। রাগের সঙ্গে সঙ্গে আবার আত্মীয়তা বা মমতা যোগ উদিত হয়। এই মমতা যোগই সম্বন্ধ (সম্যক্ বন্ধ) কারণ এই মমতা বন্ধন সম্যক অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইহাতে মনপ্রাণের স্বতঃসিদ্ধ নির্ব্বন্ধতা বিদ্যমান। অনুরোধ ও উপরোধ বা বিরোধ ক্রমে সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না। যধি হয় তবে তাহা যথার্থ সম্বন্ধ নহে। অভিধেয় সংসর্গে চিত্তের যেস্নিগ্ধতা আর্দ্রতা, তথা আকৃষ্টি তাহাই রতিলক্ষণ। রতিই গাঢ় ষান্দ্র পর্য্যায়ে রাম নামে পরিচিত। আনন্দজীবি জীব ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়া এই মায়িক সংসারে অনিত্য পরিণামে দুঃখপ্রদ ও ক্ষণস্থায়ী রূপ রস গন্ধ শব্দ ও স্পর্শ ময় বিষয়ের সঙ্গে প্রিয় অভীষ্ট বোধ সম্বন্ধিত, হইয়া জন্মান্তর দশায় উপনীত হয়। কিন্তু কৃষ্ণকৃপায় কোন সৌভাগ্যবান্ জীব যদি অখণ্ড আনন্দঘণ বিগ্রহ ভগবানের রূপ রসগন্ধ শব্দ স্পর্শাদির মহা মহিমা শ্রবণ করে তখনই তাহার চিত্তেন্দ্রিয় গণ উত্তম কামিনী বার্ত্তায় লম্পট ব্যক্তির চিত্তেন্দ্রিয়গণের ন্যায় প্রিয়তা ও অভীষ্ট বোধে আবিষ্টতাক্রমে রাগবশে তাহারই সহিত সম্বন্ধের জন্য লালায়িত হয়। উৎকণ্ঠিত হয় চির সংকল্প ধারণ করে। পিপাসু ব্যক্তি যেমন উত্তম পাণীয় বার্ত্তায় আবিষ্ট হইয়া তৎসাধনে প্রাপণে বদ্ধপ্রতিজ্ঞ হন বা ধাবিত হয়। দিদৃক্ষু ব্যক্তি যেমন উত্তম দৃশ্যের বর্ত্তায় আবিষ্ট হইয়া তৎসাধনে ব্রতী হয়। সৌন্দর্য্য পিপাসু পতঙ্গের ন্যায় আনন্দপ্রে পিপাসু ও আনন্দময় প্রেমময় ভগবানের প্রতি চিত্ত ধারণ ক্রমে তাহাতে আবিষ্ট হয় তাহারই সহিত নিত্য কালের জন্য নিত্যসম্বন্ধিত হয়। জগৎ অনিত্য বলিয়াজাগতিক সমস্ত বস্তুই অনিত্য। এখানকার ভাবও অনিত্য, সুখ শান্তি প্রেম ঐশ্বর্য্য ভালবাসা সবই অনিত্য। কেন যেহেতু এসকলের আধার অনিত্য। অনিত্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধিত হওয়াই মায়ার কার্য্য। তাহাই জীবের দুর্ভাগ্যের পরিচয়। তাহাই জীবের আত্মবঞ্চনা তাহাই জীবের মহাদোষ তাহাই জীবের মহাক্ষতি তাহাই জীবের মহামৃত্যু তাহাই জীবের মহাসংসার। জগতের রূপ রস গন্ধাদি সম্বন্ধের সঙ্গে পতঙ্গ, ভৃঙ্গ, ভুরঙ্গ তাঙ্গ মীনের ন্যায় জীব ভূরিদুঃখ মত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হয়। পক্ষান্তরে ভগবান্ নিত্য সত্য সনাতন। ভগবান্ নিত্যানন্দময় তাহার ধাও তদ্রূপ নিত্যানন্দময় আর যেখানকার অধিবাসীবৃন্দ ও নিত্যানন্দ লাভে পূর্ণ। তাহারা

নিত্য ভগবানের সহিত নিত্য সম্বন্ধিত হইয়া নিত্যানন্দই ভোগ করিয়া থাকে। তিনিই সম্বন্ধের আকর। বধূর পক্ষে পতিই যেমন সম্বন্ধের আকর তেমন ভগবান্‌ই সমস্তসম্বন্ধের আকর, আধার, আশ্রয়। তাহার সহিত সম্বন্ধিত হওয়াই ধর্ম্ম তাহাই জীবের মহাশান্তি তাহাই মহাভাগ্যের পরিচয়। বিবেকী ব্যক্তি সমুদ্রমন্থনে উত্থিতা মহালক্ষ্মীর ন্যায় স্বায়ম্ভর সভায় ৩৩কোটি দেবতার গুণ দোষ বিচার করতঃ তাদৃশ গুণ দোষ মিশ্র সকলকে পরিত্যা করিয়া অসমোর্দ্ধ সর্ব্বশোভা সদ্‌গুণ সম্পন্ন কিন্তু সর্ব্বদোষ বর্জ্জিত ভগবান্‌কেই পতিত্বে প্রভুত্বে প্রিয়ত্বে অভিষ্ঠত্বে বরণ করেন। যাহার রূপে সকলেই রূপবান্, গুণে গুণবান্, মহত্ত্বে মহান্, মাধুর্য্যে মধুর, শোভায় শোভামান্, কর্ত্তৃত্বে কর্ত্তা, ভোক্তৃত্বে ভোক্তা সেই ভাগবান্‌ই সম্বন্ধের একমাত্র বিষয়। তিনিই আনত্তকণ জীবের নিত্য উপজীব্য আরাধ্য সেব্য। আনন্দঘনজীব তাহার সম্বন্ধিত জীবকে কতটুকু আনন্দ দিতে পারে? মহতি পিপাসায় অল্পপানীয় সম্পূর্ণ শান্তিদিতে পারে না। সেই ক্ষুদ্রজীবয় কখনই ক্ষুদ্রজীবের প্রভু বা আরাধ্য সম্বন্ধীয় হইতে পারে না। যাহারা রুক্মিণীয় ন্যায় বিবেকী ভাগবতে তাহারা পতি উপম অনিত্য মায়িক সকলকেই পরিত্যাগ করিয়া শ্রীপতি ভগবান্ কৃষ্ণকেই পতিত্বে বরণ করেন। কৃষ্ণ দুদিনেই পূর্ব্বেই তাহার সম্বন্ধের নির্ব্বন্ধ হইয়া যায়। কেমন ভাবে? লোক মুখে তথা নারদ মুখে মহতে মুখে মহামহিম মাধবের রূপাত্তন কীর্ত্তী শ্রবণেই তাহার মতি তাহাকেই পতিত্বে নির্দ্ধারণ করেন। আত্মীয়জন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রতিশিশুপালেরও কি রূপ গুণ ছিলনা? থাকিবে না কেন কিন্তু তদপেক্ষা অনন্ত গুণে গোবিন্দের রূপগুণকীর্ত্তি অনন্তগুণে অসমোর্দ্ধতা ও অনন্যসিদ্ধভাবে বিলক্ষণ ছি। পরংদৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে এই সূত্রানুসারে উৎকৃষ্টের সংলাপ নিকৃষ্টের সম্বন্ধ হইতেই পারে না। কোন গোপকিশোরী পিতৃসভায় কৃষ্ণের চরিতের অভিনয় দেখিয়াই কৃষ্ণের প্রতি রতিমতী হইয়াছিলেন। তাহাকে জীবন বল্লরূপেই হৃদয়ে ধারণ বা সম্বন্ধিত করিয়াছিলেন। মহিমাজ্ঞান হইতে কৃষ্ণে মতি দৃঢ় হয়। যাহাদের কর্ণকুহরে মাধবের মঞ্জু মহত্বের কথা প্রবেশ করে নাই তাহারাই না পেয়ে নাপিত পতির ন্যায় মর্ত্ত্যকেই পতিত্বে সম্বন্ধ করিয়া অপার দুঃখ সংসার সমুদ্রে পতিত হয়। যাহার যৎকথঞ্চিৎ সম্বন্ধমাত্র বা সম্বন্ধের সংসর্গে অনাদি মায়ার বন্ধন চ্ছিন্ন হয় সেই ভাগবানই সম্বন্ধের বিষয়। মায়ামুগ্ধ জীবের স্বতঃকৃষ্ণস্মৃতি নাই। তথাপি তাহারাও স্বরূপে কৃষ্ণের নিত্যদাস। যতদিন পর্য্যন্ত জীবের কর্ণকুহরে অদ্ভূত কীর্ত্তি কেশবের কথা প্রবেশ না করে ততদিন পর্য্যন্তই জীবের সংসার গতি। ততদিন পর্য্যন্তই অন্য সম্বন্ধ বলবা, অপরিহার্য্য। কিন্তু দাসত্বের বিকাশ নাই কেন? প্রভুর অভাবে। নিদ্রাবশে মিথ্য কল্পিত সম্বন্ধের সাম্রাজ্য বিস্তার করিলেও নিদ্রাভঙ্গে যেমন মানব নিজ সম্বন্ধেই প্রতিষ্ঠিত হয় তেমন অবিদ্যাবশে জীব মায়াময় সম্বন্ধে বদ্ধ কিন্তু অবিদ্যানাশে বিদ্যাপতি শ্রীপতির সহিত নিত্য সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভুলিয়া যাওয়া বিষয়ে কিছু না কিছু দিগ্দর্শন পাওইলেই যেমন সমস্ত বিষয়টা মাসপটে ভাসিয়া উঠে তেমন, কৃষ্ণকে ভুলিয়া যে জীব সংসারে ভ্রাম্যমান্ কিন্তু কো নক্রমে মহতের সংসর্গে বা তাহার উদ্দেশ্য উদ্দীপিত হইলেই তাহার মহত্বে জীব মহিয়ান্ হইয়া থাকে। স্বর্ণের রংধারী বস্তুটা স্বর্ণ নহে কিন্তু তাহাকে স্বর্ণ বলিয়া গ্রহণে গ্রাহকের আত্মবঞ্চনাই সিদ্ধ হয়। এ জগতের সকল সম্বন্ধ বিষকুম্ভ পয়ো সুখের ন্যায় মুখে মুখে মাত্র কাজে বা ধর্ম্মে নাই। মরিচীকার ন্যায় এ সম্বন্ধ ভ্রমাত্মক অতএব বঞ্চনাবহুল। প্রতিবিম্ব যেমন বিম্ব হইতে পৃথক্ প্রাণহীন তেমন জাগতিক সম্বন্ধ প্রতিবিম্বের ন্যায় প্রাণহীন নিত্যত্বহীন যথার্থত্ব হীন। প্রকৃত পতিত্ব ভ্রাতৃত্ব প্রভুত্ব পিতৃত্ব মাতৃত্ব, বন্ধুত্ব মিত্রত্ব এই জগতে নাই। সকলই স্বার্থ বশে পাতান মাত্র ব্যবসায়ীর মত বা কনক কামিণীর মত। এই স্বার্থ ও অবিদ্যোত্থ বলিয়া বাস্তবতাহীন। ইহাতে নিত্য ধর্ম্ম নাই নিত্য নহে। যাহা নিত্য নহে তাহা সত্য নহে। যাহা সত্য নহে তাহাতে ধর্ম্ম নাই। যাহাতে ধর্ম্ম নাই তাহাতে ধ্বংসশীল। যাহা ধ্বংসশীল তাহা শান্তিহীন, যাহা শান্তিশূন্য, তাহা দুঃখপ্রদ, যাহা দুঃখপ্রদ তাহাই অবিদ্যকল্প মায়াময়। বঞ্চনাময় অসম্বন্ধীয়। ধর্ম্মোরক্ষতি রক্ষিতঃ অর্থাৎ ধর্ম্ম রক্ষা করে ধর্ম্মের দ্বারা রক্ষিত হয়। সেই ধর্ম্মের মূল কিন্তু ভগবান্ (ধর্ম্মমূলং হিভগবান্) অতএব ভগবান্‌ই আশ্রয়নীয় তিনিই মূল সম্বন্ধ। তাহার আশ্রয়েই সম্বন্ধেই ধর্ম্মের আশ্রয় ও সম্বন্ধ এবং স্বরূপের রক্ষা হইয়াছাতে। ভূতগ্রস্থের ন্যায় মায়াগ্রস্থ জীব ভগবৎ সম্বন্ধময় স্বরূপ ধর্ম্ম বিস্মৃত। বিস্মৃতিই তাহার মহারোগ কিন্তু তৎস্মৃতিই সেই মহারোগ নাশের মহৌষধি। যাহারা সাধুগুরু প্রসাদে সেই স্মৃতি রূপী মহৌষধি পান করেন তাহারাই ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধময় স্বরূপ স্বাস্থ্য লাভে কৃতার্থ হইয়া থাকেন। চুম্বকের সংসর্গেই যেমন লৌহার আকৃষ্ট ধর্ম্মের উদয় জাগরণ হয় তেমন ভগবৎসংসর্গেই বা সম্বন্ধেই ভগবানের প্রতি সম্বন্ধের উদয় হয়। পুত্র সম্বন্ধেই যেমন স্নেহের প্রকাশ তেমন ভগবৎসম্বন্ধে বা ভগবৎ সম্বন্ধীয় সংসর্গেই ভগবদ্ধর্ম্মের অভ্যুদয় সিদ্ধ হয়। ধর্ম্মই তাহাকে ভগবানের সহিত সম্বন্ধিত করে। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষাকাঙক্ষীদেরও সম্বন্ধ বস্তু ভগবান্। কারণ ভগবান্ ধর্ম্ম মূল। তাহার উপাসনাবিনা ধর্ম্ম সিদ্ধ হয় না অতএব তিনি আরাধ্য সম্বন্ধ। তিনি অর্থ পতি শ্রীপতি স্বার্থগতি ও পতি স্বার্থগতিহি বিষ্ণুঃ। তিনি বিনা অর্থ বা স্বার্থ সিদ্ধি হয় না তিনি পরমার্থ পতি তাহার ওআরাধনা বিনা পরমার্থ সিদ্ধ হয় না। অতএব তিনিই আরাধ্য সম্বন্ধ। ভগবান্ কামগতি মদন মোহন, বাঞ্ছাকল্পতরু। তিনি সিদ্ধির পতি, মুক্তিপতি মুকুন্দ মুক্তানাং পরমা গতিঃ। তিনি মুক্তদের পরমগতি স্বরূপ। মুক্তিমিচ্ছেজ্জনার্দ্দনং। তাহার ভজন বিনা কাম সিদ্ধি ও মুক্তি সিদ্ধ হয় না অতএব তিনিই আরাধ্য সম্বন্ধ। কাণ্ডপ্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা পুত্রাদি যেমন একমূলের সঙ্গে সম্বন্ধিত তেমন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জীবগণও আদি পুরুষ গোবিন্দের সঙ্গে সম্বন্ধিত। তিনি অংশী জীব অংশ। তিনি ঈশ জীব ঈশিতব্য। তিনি শক্তিমান্ জীব শক্তি অংশী অংশে শক্তিমান্ শক্তিতে সেব্য সেবক সম্বন্ধ বর্ত্তমান্ সেবকত্বই জীবের স্বরূপ সেব্য ভগবানের সেবাই তাহার নিত্য ধর্ম্ম। সেবকই উভয় পর্য্যায়ে মিত্র বৎসল ও কান্তা বা প্রিয়া সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। ভৃত্যভাবাপন্ন সেবকই সখা। সম্ভ্রমযুক্ত সেবকই দাস, সম্ভ্রমযুক্ত। বিশ্রম্ভযুক্ত মিত্রভাবাপন্ন সেবকই সখা। সম্ভ্রমমুক্ত বিশ্রম্ভযুক্ত ও স্নেহাবন্ পিতৃমাতৃ গুরু ভাবাপন্ন সেবকই বাৎসল্যবান্ বা বাৎসল্যবতী পিতা মাতা গুরু। সম্ভ্রমমুক্ত বিশ্রম্ভযুক্ত স্নেহখিন্ন প্রিয়তা পূর্ণ কান্তাভাবাপন্ন সেবকই কান্তা। প্রত্যেক জীবসত্ত্বায়তাহার নিজস্ব স্বরূপ সম্বন্ধ অন্তর্নিহিত আছে। স্বরূপ স্বতঃসিদ্ধ অতএব অনুৎপাদ্য। কালে শিশুর পুংত্ব বা নারীত্ব বোধের ন্যায় সাধনায় বা কৃপায় জীবর স্বরূপের অভিব্যক্তি হয়। স্বরূপানুরূপ সম্বন্ধ ও প্রকাশিত হয়। সম্বন্ধোচিত ভাব ভাবোচিত সেবা প্রসিদ্ধ। স্বরূপোচিত সম্বন্ধ সম্বন্ধোচিত ভাব, ভাবোচিত সেবা প্রসিদ্ধি লাভ করে। সম্বন্ধের উদয় হয় প্রয়োজন বোধ। প্রয়োজন

আনন্দাস্বদন আনন্দই উন্নত পর্য্যায়ে প্রেম নামে খ্যাত। কারণ জীব আনন্দজীবী। (আনন্দেন জীবন্তি) আনন্দ বিনা জীবিত থাকিতে পারে না। (কো হ্যেবান্যৎ প্রাণ্যা যদাকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। যদি ভগবানে আনন্দ না থাকিত তবে কেই বা প্রাণ ধারণ করিত। সমুদ্র যেমন নিদীয় পতি ও গতি তেমন ভগবান্ ও জীবেরপতি ও গতি বলিয়া তিনিই নিত্যসম্বন্ধের বিষয়। প্রয়োজনবোধ হয় সম্বন্ধ ও সেবক দুগ্ধার্থির গাভী সঙ্গ। কামুকে কামিনী সঙ্গ। সঙ্গই সম্বন্ধের জনক? বদ্ধ অথচ সুকৃতিশালী জীবে ভগবৎ প্রসঙ্গে চিত্তচমৎকারী মাধুর্য্যপর ভগবৎকথা প্রসঙ্গে প্রয়োজন অভিষ্ঠ বোধে সম্বন্ধ তত্ত্বের প্রাদুর্ভাব হয়। সঙ্গেই বা প্রসঙ্গই সম্বন্ধের জনক। প্রসঙ্গের মহা আকর্ষণে আনন্দপিপাসু জীব ভগবানের সহিত মমতা অনুরাগ পাশে বদ্ধ হয় মধুকরের ন্যায়। অতএব সঙ্গই সম্বন্ধের জনক। সম্বন্ধই সেবার জনক, সেবাই সন্তোষের জননী। সন্তোষই সিদ্ধির জনক অর্থাৎ প্রসঙ্গের মহাকর্ষণে সম্বন্ধ সেবা সন্তোষ ও সিদ্ধি শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় ক্রমে ক্রমে পুনঃ পুষ্টিতা পূর্ণতা লাভ করে। সেই সাধক জীবে প্রসঙ্গের প্রথম ক্রিয়া শ্রদ্ধা, দ্বিতীয়া নিষ্ঠা তৃতীয়া রতি চতুর্থী রুচি পঞ্চমী আসক্তি ষষ্ঠক্রিয়া ভাব পঞ্চমী ক্রিয়া প্রীতি বা প্রেমা। শ্রদ্ধা হইতে প্রেমা পর্য্যন্ত সকল স্তরেই কিন্তু সম্বন্ধ ও সেবার ক্রমোন্নতি পরিলক্ষিত হয়। সম্বন্ধ শ্রদ্ধায় একদেশিব্যক্তি, নিষ্ঠায় বহুদে ব্যপী, রতিতে প্রায়িক আসক্তিতে পূর্ণা ভাবেপ্রেমান্তিক, প্রেমে পরমাত্যন্তিক। শ্রদ্ধয়া অল্পরতি, নিষ্ঠায় মঞ্জুরিত, রতিতে মুকুলিত, রুচি আসক্তিতে ঈষৎ বিকশিত অর্দ্ধ বিকশিত ভাবে পূর্ণো দিত, প্রেমে সম্পূর্ণ সম্পাদিত বিকশিত।

-০-০-০-০-

স্বরূপ নির্ণয়

ভগবদবতার স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর প্রশ্ন। কেমনে জানিব কলিতে কোন অবতার? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রভু কহে অন্যাবতার শাস্ত্র দ্বারা জানি। কলিতে অবতার তৈছে শাস্ত্র বাক্যে মানি।। শাস্ত্রবাক্যের প্রামাণ্যাধিক্য কেন? কারণ শাস্ত্র অপৌরুষেয় সাক্ষাদ্ভগবদ্বাক্য। অধোক্ষজ বিষয়ে শব্দই শ্রেষ্ঠ ও নিশ্চয়ান্ত প্রমাণ। আর্ষবাক্যে দোষ ত্রুটি নাই তাহাতে বাস্তব বস্তু প্রকাশিত হয়। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বেদব্যাস বাক্যের স্বতঃ প্রামাণ্য সিদ্ধ। সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য শাস্ত্র পরমন। আমা সবা জীবের হয় শাস্ত্র দ্বারা জ্ঞান। গীতায় শ্রীকৃষ্ণও শাস্ত্রের স্বতঃ প্রামাণ্য বিধানে বলেন কার্য্যাকার্য্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সত্যাসত্য বিষয়ে সনাতন শাস্ত্রই প্রমাণ।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য ব্যস্থিতৌ। মায়ামুগ্ধ জীবের প্রতি করুণা করিয়াই ভাগবান্ বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছে। ঐ শাস্ত্র দ্বারাই জীবের কৃষ্ণস্মৃতিক্রমে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ধর্ম্মা ধর্ম ও আরাধ্যারাধকারাধনা বিষয়ে স্মৃতি লব্ধ হয়। ভগবান্ কৃপাপ্রকাশে সাধুগুরু ও শাস্ত্র দ্বারাই নিজেকে জানাইয়া জীবের তদীয় দাস্য ধর্ম্ম গত স্বরূপে উদয় করাইয়া থাকেন। সাধু গুরু শাস্ত্ররূপে আপনাকে জানান। কৃষ্ণমোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান।। ভগবান্ শাস্ত্রযোনি বলিয়া শাস্ত্রই তৎপ্রাপক শ্রেষ্ঠপ্রমাণ। শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ও শাস্ত্র যোনিত্বাৎ এই বেদান্তবাক্যে শাস্ত্রই প্রমাণ শিরোমণি। মুনিগণ ঐ শাস্ত্রে াক্ত স্বরূপ ও তটস্থ লঙণ দ্বারাই ভগবত্তা ধর্ম্ম গুরুত্ব বর্ণাদি নির্ণয় করেন। স্বরূপ লক্ষণ আর তটস্থ লক্ষণ। এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ।। স্বরূপ লক্ষণ কি? আকৃতি প্রকৃতি স্বরূপ০-স্বরূপ লক্ষণ অর্থাৎ আকার স্বভাব ও মুক্তিই স্বরূপ লক্ষণ। তটস্থ লক্ষণ কি? কার্য্যদ্বারা জ্ঞান এই তটস্থলক্ষণ অর্থাৎ বস্তুর কার্য্যই বস্তুর তটস্থ লক্ষণ। ইত্যাদি শ্রবাণন্তর সনাতন প্রভু পূর্ব্বোক্ত লক্ষণানুসারে পীতবর্ণ প্রেমদান সঙ্কীর্ত্তনকারী কলিযুগাবতার নির্ণয় করিলেন। যথা---

সনাতন কহে যাতে ঈশ্বর লক্ষণ।
পীতবর্ণ-কার্য্য-প্রেমদান সঙ্কীর্ত্তন।।

অতএব এবম্প্রকারে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণদ্বয় দ্বারাই বস্তু নির্ণয় কর্ত্তব্য। ভগবৎসেবক তত্ত্ব বা স্বরূপ ও পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই জ্ঞাতব্য।

বেদ প্রণিহিতো ধর্ম্মাধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ইত্যাদি বাক্যে ও ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় বেদ প্রামাণ্য সর্ব্বোপরি। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণানুসারে ভগবৎশরণাগতের ভক্তিই স্বরূপলক্ষণ, পরেশানুভব ও বিরক্তিই তটস্থ লক্ষণ। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণসেবাই তাহার স্বরূপ ধর্ম্ম। তৎপ্রেমাই তাহার প্রয়োজন। কিন্তু বদ্ধ ভূমিকা হইতে সাধকদশায় তাহার স্বরূপে পরিচয় ও স্বরূপ ও তটস্থলক্ষণ দ্বারাই প্রমাণিত ও প্রকাশিত হয়। নবধাভক্তি সাধনাক্রমে নিবৃত্তানর্থের নিষ্ঠা ও রুচির মাধ্যমে আত্মস্বরূপের জাগরণ হয়। ভক্তিই স্বরূপ লক্ষণ এবং নিষ্ঠা ও রুচিই তটস্থ লক্ষণ। রুচি পরীক্ষা ক্রমেই জীবের স্বরূপ নির্ণীত হয়। স্বরূপ স্বতঃসিদ্ধ অতএব অনুৎপাদ্য বলিয়া শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে তাহার অনুভব হইয়া থাকে। স্বরূপ কোন যুক্তিতর্ক্য বা শাসন সাধ্য বা বাধ্য নহে। অতএব গুরুস্বরূপে ফর্মূলা না দিলে স্বরূপ ভজন হইবে না ইহা বাতুলের প্রলাপ মাত্র। শাস্ত্র ও গুরুর শাসনে ভক্তি আর স্বতঃসিদ্ধ রোচমানা ভক্তি কখনই এক হইতে পারে না। মূর্খরাই একাকার করিয়া অকালপক্ক ভাবে অপদস্থ হয়। মায়াবাদীর মুক্তাভিমানের ন্যায় তাহাদের স্বরূপাভিমান্ ভ্রমাত্মক মাত্র। সাধু গুরু শাস্ত্ররূপে আপনাকে জানান ইহার উপলক্ষণে সাধুগুরু ও শাস্ত্রদ্বারা সেবক স্বরূপ ও জানাইয়া থাকেন। কৃষ্ণমোর প্রভু ভ্রাতা জীবের হয় জ্ঞান।। কৃষ্ণমোর প্রভু ইহাই জীবের স্বরূপ বীজবাক্য। সাধনাক্রমেই সেই স্বরূপবীজ বিশুদ্ধ সাধু সঙ্গ সংস্কৃত শ্রবণ কীর্ত্তন জল সেচনে আত্মপ্রকাশ করে অর্থাৎ বিভিন্নাঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমন্বিত বৃক্ষের ন্যায় প্রকাশিত হয়। অতএব সাধু গুরু ও শাস্ত্র এই তিনের যে কোন একটি দ্বারাও স্বরূপ জ্ঞান প্রসিদ্ধ। শাস্ত্র সাধুত্ব ও গুরুত্বকে প্রমাণিত করে বলিয়া স্বরূপোদ্বোধনে শাস্ত্র প্রমাণ সিদ্ধ। ভজনের মধ্যে কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি। তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সঙ্কীর্ত্তন। নিরপরাধে লৈলে নাম পায় প্রেমধন।। তথা ইহা (নামকীর্ত্তন) হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।। ইত্যাদি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বাক্যে নাম ভজনেও ভক্ত ভগবৎ স্বরূপ প্রকাশিত হয়। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তিতে এই ভগবদ্বাক্যে সম্বন্ধ যুক্ত প্রীতি পূর্ব্বক ভজনকারীর কৃষ্ণকৃপায় স্বরূপের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। সেই স্বরূপের রসগত অর্থাৎ দাস্য সখ্যাদি রসগত ভাব ও নিষ্ঠা ও রুচির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। রুচি বুদ্ধি পূর্ব্বিকা অতএব বুদ্ধি পূর্ব্বক নিজ সম্বন্ধ সেবাভাবাদি রোচমানা বৃত্তিতে সাধক স্বীকার করতঃপ্রকৃষ্ট ভজনে কৃতার্থ হইয়া থাকে। যাহারা স্বরূপ বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, অনর্থ নিবন্ধন অজাত নিষ্ঠা বা রুচি, যাহাদের আত্মবৃত্তি সুপ্ত বা বিকৃত ক্রমে নিজ রসগত স্বরূপের স্বতঃ সিদ্ধভাবনায় অপারগ হেতু গুরুবাক্যে কেবল বিশ্বাসী তাহাদের রাগমার্গ সেবক অতএব অজ্ঞগুরু প্রদত্ত প্রণালীধারী। কিন্তু তত্তদ্ভজনে অপারগ বা উদাসীন তাহারা পত্রহারী দূতির ন্যায় কনিষ্ঠ

সেবক। যাহারা অজাতরুচি হেতু রোচমানা বৃত্তির অভাবে কেবল গুর্ব্বাদেশ পালনে আহ্নিক কৃত্যের ন্যায় স্বরূপভাবনা করে তাহারা নিসৃষ্টাদৃতির ন্যায় মধ্যম সেবক । আর যাহারা ভজন বিজ্ঞতায় সাধুগুরু ও শাস্ত্রের ঈঙ্গিত সঙ্কেতে নিজ স্বরূপে অগ্রগতিক্রমে নির্ম্মল ভজনতৎপর তাহারা অমিতার্থাদৃতীর ন্যায় উত্তম সাধক। সাধকের স্বরূপোদ্বোধন সাধন ও সিদ্ধির প্রমাণে ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার এই মহাপ্রভু বাক্য নিষ্ঠমহাভাগবতপ্রবর স্বরূপ সিদ্ধ মহাত্মা শ্রীল গৌর কিশোর দাস বাবাজী মহারাজের স্বানুভাব বেদ্য বাণী শ্রীভগবানের অনন্ত রূপ তাহা কল্পনায় জানা যায় না। শ্রীহরিনাম করিতে করিতে নামের অক্ষর গুলির মধ্য দিয়া তাহার স্বরূপ প্রকাশিত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে নিজ স্বরূপও উপলব্ধ হইবে এবং প্রিয়সেবাদিও জানিয়া উঠিবে। ইহাই আমার সিদ্ধান্ত। এতাদৃশ গুরুবাক্য নিষ্ঠাক্রমে শতকোটি নাম যজ্ঞব্রতী স্বরূপসিদ্ধ মহাপুরুষ গৌর পার্ষদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের ভজন সিদ্ধ সানুভাববাণী পত্রযোগে--

কল্যাণীয় বরাসু,

আপনার ২৮শে তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আপনি বৃন্দাবনে গিয়া বৈষ্ণবগণের নিকট যে অষ্টকালীয় লীলাস্মরণাদির বিষয় জানিয়াছেন, উহা আদরণীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু যেভাবে ঐসকল অনর্থময়ী অবস্থায় ধারণা করা হয়, বিষয়টি সেরূপ নহে। শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে যে সকল বিষয় ব্যক্তিবিশেষ জানিতে পারেন, উহাই স্বরূপে পরিচয়। অনর্থ নিবৃত্ত হইলে স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হয়। স্বরূপের উদ্বোধনে নিত্য প্রতীতি আপনাতে আসিয়া উপস্থিত হয়, উহা কেহ কাহাকেও কপটতা করিয়া শিক্ষা দেন না বা নির্ণয় করিয়া দেয় না। তবে নিষ্কপটচিত্তে প্রচুর হরিনাম করিতে করিতে যে উপলব্ধির বিষয় হয়, তাহা সাধুগুরুর পাদপদ্মে নিবেদন করিয়া সেই বিষয়ের ধারণা শুদ্ধ ও সমর্ধন করিয়া লইতে হয়। উহাই একাদশ প্রকার স্বরূপের পরিচয়। নানাস্থানের অবিবেচক গুরুগণ যে সকল কথা অযোগ্য সাধকের উপর কৃত্রিমভাবে চাপাইয়া দেন, উহাকে সিদ্ধির পরিচয় বলা যায় না। যিনি স্বরূপসিদ্ধ লাভ করেনতিনি ঐ সকল পরিচয়ে স্বতঃ সিদ্ধ পরিচিত হন এবং শ্রীগুরুদেব এই সকল বিষয়ে ভজন্নোতির সাহায্য করিয়া থাকেন মাত্র। আমার এই বিষয়ে অধিক বক্তব্য নাই। সাধকের সিদ্ধির উন্নতিক্রমে এইসকল কথা স্বাভাবিকী ভবে অকপট সেবোন্মুখ হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। পত্রাবলী ইতি নিত্যাশীর্ব্বাদক শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী শ্রীনামভজন ও তৎফল সম্বন্ধে প্রভুপাদের স্বানুভব বাণী।

শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ কালে কৃষ্ণের অনুশীলন হইতে থাকে এবং কর্ম্ম ফলভোগ ও ব্রহ্মজ্ঞানাদি মুক্তি পিপাসার অনর্থ দূর হইতে থাকে। জীবের সকল অনর্থই ক্রমশ বিদূরিত হয়। শ্রীনামই স্বয়ং কৃষ্ণ কেবল স্বয়ং নহে স্বয়ং রূপই নাম। আমাদের দুর্দ্দৈব অপনোদনের অন্যকোনও উপায় নাই--শ্রীনামভজন ব্যতীত। বহির্জ্জগতের নাম হইতে পৃথক বৈকুণ্ঠনাম প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া আমাদের কর্ণবেধ সংস্কার করায়। সংস্কৃত কর্ণ কৃষ্ণনাম শ্রবণের অধিকারী হন। বৈকুণ্ঠ নাম শ্রুত হইলে বৈকুণ্ঠরূপে জ্ঞান, অবস্থান ও তদুত্থিত আনন্দ আমাদিগকে জড়ানন্দ অর্থাৎ ভোগচিন্তা হইতে রক্ষা করে। কৃষ্ণ ভোগ্য আমি আমার নিত্যরূপে কৃষ্ণ প্রীত হইয়া আমাকে আকর্ষণ করিলে আমিও তাহার নিত্যরূপে মুগ্ধ হই। এই প্রকার কৃষ্ণগুণ ন্যূনাধিক উদিত হইলে আমি নাম রূপ সহ আমার নিত্য গুণ গুলির দ্বারা অখিল চিদ্‌গুণ কৃষ্ণের গুণের পক্ষপাতী হই। তিনিও তখন আমার স্বরূপগত গুণের প্রশংসা করিতে থাকেন। উহাতে আমার উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। আমার বন্ধুবান্ধব স্বজনগণ ভগবৎপরিকরগণ সেবোন্মুখ থাকায় আমিও তাহাদের স্বরূপে সেবা করিতে পারি। তখনই লীলা সেবনোপযোগী স্বরূপগত নাম রূপ স্বগুণ আমাকে স্ব শব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ বেদান্তসূত্রের (২।৩।২৩) সূত্র বুঝিবার অবকাশ দেয়। আমিও তখন যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ এই ভাগবত শ্লোকের ব্যাখ্যা বুঝিয়া সেবামগ্ন হই। আশা করি ভাল আছেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

দীক্ষাসম্বন্ধে তাহার শ্রীমুখবাণী

আমি ১৯০১ সালে শ্রীগুরুপাদপদ্মের (শ্রীলগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের) নিকট হইতে দীক্ষা লাভ করি। ইহার কয়েকমাস পূর্ব্বে আমি শ্রীগুরুদেবের দর্শন পাইয়াছিলাম।

অতৎসত্ত্বেও যাহারা প্রভুপাদের দীক্ষা হই নাই বা গৌর কিশোর দাস বাবাজী দীক্ষা দেন নাই ইত্যাদি বলেন তাহারা নিঃসন্দেহে তাহার প্রধান শত্র মহাপাঁজী ও কলির প্রধাচেলা। তাহারা চণ্ডালের ন্যায় অদৃশ্য ও অসম্ভাষ্যই বটে। নির্ম্মিৎসর সাধুগণ বিচার করিবেন শ্রীল প্রভুপাদের স্বরূপের পরিচয় সম্পর্কিত পূর্ব্বোক্ত ভাবগম্ভীর স্বানুভববেদ্য বিচার ধারায় সিদ্ধ প্রণালীর বক্তব্য অকৃত্রিমভাবে অভিব্যক্ত কি না আদর্শ ব্রজগোপী ভাবানুশীলনে শ্রীল গৌরসুন্দরের চরিত্রই উজ্জ্বলাদর্শস্থানীয়। লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি ইহাই রাগ ভজনরহস্যইহা হইতেই স্বরূপে ক্রমবিকাশ।

রাধার ভাবমাধুর্য্যের ততোধিক চমৎকারিতায় মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণ তদাস্বাদন মানসে বা লোভে রাধার ভাবানুবেশ ক্রমেই ভাব স্বারূপ্য লাভে গৌরকান্তি। অতএব ভাবোহি ভবকারণম্ সূত্রানুসারে ভাব হইতেই স্বরূপের জন্ম হইয়া থাকে। স্বরূপ হইতেই রূপের জন্ম হয়। স্বাভীষ্ট ভাবানুশীলনে ভাব সাজাত্যে ভাবাপণ দশায় স্বরূপ সিদ্ধ ঘটে। কারণ ভাব চিন্তামণির ন্যায় তদনুশীলন কারীকে আত্মসাৎ করতঃ স্বরূপসিদ্ধি দিয়া থাকে।

যস্য যৎ সঙ্গতিঃ পুত্রসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্‌গুণঃ।

প্রকাশশ্চ কর্ম্মান্যভ্যাসাৎ সূত্রানুসারে কৃষ্ণানুশীলনের পক্কাবস্থায় কৃষ্ণের সহিত নিজ স্বরূপ প্রকাশিত হয়। তত্ত্ব সমন্বয়াৎ তথা অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং সূত্রানুসারে নবধাভক্তিময় সম্যক কৃষ্ণানুশীলনেই উভয় স্বরূপের সাক্ষাৎকার ঘটে। যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ সূত্রানুসারে স্বাভীষ্ট ভাবসেবায় আত্মনিয়োগ হইয়াথাকে। আচার্য্য চৈত্তবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি অর্থাৎ আচার্য্য গুরু এবং চৈত্ত গুরু রূপে ভগবান্ বৈকুণ্ঠ বিধান করিয়া থাকেন। বা স্বগতি শব্দে নিত্য পদদাস্যগতি বিধান করেন তথা---

অস্মিন্ প্রসন্নে সকলাশিষাৎ প্রভৌ
কিং দুর্ল্লভং তাভিরলং লবাত্মভিঃ।
অনন্য দৃষ্ট্যা ভজতাং গুহাশয়ঃ
স্বয়ং বিধত্তে স্বগতিং পরঃ পরাম্।।

অর্থাৎ সর্ব্ব পুরুষার্থপ্রদ ভগবান্ প্রসন্ন হইলে আর কি দুষ্প্রাপ্য থাকে? যিনি একান্ত ভক্তির সহিত ভগবানের ভজনা করেন,

সর্ব্বান্তর্য্যামী পরম পুরুষ ভগবান্ ভক্তের অন্তরে শুদ্ধভাব বিদিত হইয়া তাহার পরমপদ প্রাপ্তি বিষয়ে স্বয়ং বিধান করিয়া থাকেন। সার কথা স্বরূপে পরিচয় বিষয়ে কৃত্রিম পন্থা দ্বারা বঞ্চনার সম্ভাবনা প্রচুর কিন্তু একান্ত ভগবৎ শরণাগতি ও সেবাই সহজতম মহাজন সেব্য পন্থা। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতসিদ্ধান্ত নির্ম্মৎসর ভাগবতনীতি পালীগণই আত্ম প্রসাদ লাভে ধন্য। নির্ম্মৎসর ভাগবত ধর্ম্মাশ্রয়ীগণই পুরুষার্থ লাভে কৃতার্থ। নির্ম্মৎসর ভাগবত বৃত্তিজীবিগণই পরমার্থ লাভে কৃতার্থ চরিতার্থ। নির্ম্মৎসর ভাগবত বাণী সেবীগণই আত্মতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত। নির্ম্মৎসর ভাগবত ধম্মই পরম ধর্ম্ম। পরমগতি পরম জ্ঞান শ্রীমদ্ভগবতে নমঃ।।

---ঃঃঃঃ---

পরমার্থ

যে অর্থ পর অর্থাৎ শত্রুকে নাশ করে তাহাই পরমার্থ। শ্রেষ্ঠ অর্থ-পরমার্থ। যে অর্থে পরমেশ্বর লভ্য হয় সেব্য হয় তাহাই পরমার্থ। পরমার্থকি?

পরমার্থ সাধুসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ভজন।
সদাচারে ধর্ম্মপথে জীবন যাপণ।।

পরমার্থ বলিতে সাধুসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ভজনকে বুঝায়। জগতে সাধুসঙ্গই পরমার্থ মূল। ভজন বা ভক্তি ও পরমার্থ স্বরূপ। যে অর্থ অনথকে নাশক যে অর্থ প্রকৃত স্বার্থের সাধক সেই অর্থই পরমার্থ বাচ্য। সাংসারিকজনদের সঙ্গ অনর্থজনক পরমার্থ ঘাতক এবং স্বার্থের বাধক কিন্তু ভগবৎপ্রিয় সাধুদের সঙ্গই অজ্ঞানজাত সংসার রূপ অনর্থের ঘাতক, কৃষ্ণদাস্য রূপ স্বার্থের বাধক কিন্তু ভগবৎপ্রিয় সাধুদের সঙ্গই অজ্ঞান জাত সংসাররূপ অনর্থের ঘাতক, কৃষ্ণদাস্যরূপ স্বার্থের সাধক, তাই তাহা পরমার্থ স্বরূপ। ভগবান্ কপিলদেব বলেছেন বিষয়ীর সঙ্গ বন্ধনের কারণ আর সাধুর সঙ্গ মুক্তির কারণ। সাধুগণ প্রকৃত পক্ষে আত্মায় বান্ধব হিতকারী সুহৃৎ। সাংসারিক আত্মীয়জন কেহই কাহাকেই মায়া থেকে ত্রিতাপ থেকে কাল যম মৃত্য থুকে রক্ষা করিতে পারে না কিন্তু সাধুগণ তাহা পারেন। তাই তারা পরমাত্মীয় তারাই পরম বান্ধব, তারাই প্রকৃত স্বজন তাদের সঙ্গই সাংসারিক জনের একমাত্র কাম্য। সাংসারিক জন দস্যুর ন্যায় ভগবদ্ভজন সম্পত্তি লুট করে সর্ব্বনাশ করে পরন্তু সাধুগণ করুণাবশে সংসার তাপিত জনগণের ভজন সম্পত্তি রক্ষা করে ও দানও করে। সাংসারিকগণ পতিত আর সাধুগণ পতিতপাবন। সংসারিক জন প্রেয় পন্থী আর সাধুগণ শ্রেয়ঃপন্থী প্রেয়পথে সংসার বন্ধন আর শ্রেয়ঃ পথে সংসার মুক্তি ঘটে। অতএব সাধুসঙ্গকর্ত্তব্য। সাংসারিগণ পঞ্চঋণে ঋণী তাই তারা দরিদ্র ও দুঃখী কিন্তু সাধুগণ ভজন প্রভাবে সকল প্রকার ঋণমুক্ত ধনী ও সুখী। অতএব কল্যাণকামীর পক্ষে সাধুসঙ্গ কর্ত্তব্য। সাংসারিকগণ বিবর্ত্তবাদী অর্থাৎ অনিত্য দেহগেহস্ত্রীপুত্রবিত্তাদিতে নিত ও সত্যজ্ঞান কারী তাই তারা স্বার্থ থেকে বঞ্চিত আর সাধুগণ ভ্রমমুক্ত বাস্তবসত্য বাদী তারা অনিত্য দেহগেহাদিতে বস্তু বুদ্ধিরহিত তাই তারা স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত। অতএব সাধুসঙ্গই কর্ত্তব্য। সংসার প্রিয়গণ ভোগ সাধনে ব্যস্ত যে ভোগ থেকে তাদের সংসার রোগ বেড়ে যায় ও দুঃখ যোগ দৃঢ় হয়। তাই তারা নানাপ্রকার অভাব অভিযোগের সম্মুখীন হয়। কিন্তু সাধুগণ কেবল কৃষ্ণপ্রীতি সাধনেই তৎপর যে প্রীতি তাকে পরাগত ও পরাশান্তি পারস্থিতি দান করে। ঐ প্রীতি যোগ সংসার রোগকে সমূলে নাশ করতঃ দুঃখ যোগ তথা নানাপ্রকার অভাব অভিযোগের হাত থেকে তাকে মুক্ত করে। অতএব সাধুসঙ্গই কর্ত্তব্য। সংসার প্রিয়গণ কুধী ব্যভিতারমতি তারা সুধী হতে পারে না। বা সুধীকে জানতে পারে না বা মানে কিন্তু সাধুগণ সুধী উদারধী। কুধীগণ ভগবদ্বিমুখ আর সুধী উদারধীগণ সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্ভজনোন্মুখ। কুধীগণ কৃপণ আর সুধীগণ করুণ। কুধী পরমার্থ দানে অপারগ তাই কৃপণ আর সুধী পরমার্থ দানে মহাবদান্য তাই করুণ. দয়া ধর্ম্ম থাকতে পারে না তার দয়া ভান দুর্গতির দূর্গ স্বরূপ আর করুণের প্রকৃত দয়া ধর্ম্ম বিদ্যমান্ তাদের দয়া মায়াবিনাশিনী। অতএব সাধুসঙ্গই কর্ত্তব্য পরমার্থভূত। সংসার প্রিয়গণ অজ্ঞ তাই হিতাহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানহীন আর সাধুগণ প্রাজ্ঞ তারা ভালভাবেই নিজের ও পরের হিতাহিত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারে আচারে ও প্রচারে প্রবীণ পম্ডিত ও প্রামাণিক। অতএব সাধুসঙ্গই কর্ত্তব্য। সংসার প্রিয়গণ কপট কৃপালু। তারা অর্থ ও স্বার্থের অনুকূলেই কৃপা করে। তাদের কৃপাটা ব্যবসায়ীর সেবার ন্যায়। তারা নিরূপাধিক কৃপালু নহে পরন্তু সাধুগণ নিরুপাধিক কৃপালু তারা প্রতিদানের অপেক্ষা রহিত। তারা প্রাকৃত অর্থ ও স্বার্থের গোলাম নহে। তার পরমার্থের সেবক তাদের চরিতে ধর্ম্মের চতুষ্পাদই বর্ত্তমন্ কিন্তু সংসার প্রিয়দের মধ্যে তার অভাব। কাণ পুংশলীতে পতিব্রতা ধর্ম্মের অভাব। তারা যে ধর্ম্মকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করে তাতে তাদের আত্যন্তিক কল্যাণ লভ্য হয় না। নিমডাল মিষ্টরস দানে অপারগ। দুঃখী অপরের দুঃখ মোচনে অক্ষম। অন্ধ অপরকে পথ দেখাতে পারে না। আদার দোকানে মুক্তা মিলতে পারে না। অতএব সাধু সঙ্গই কর্ত্তব্য। কে সাধু ? যিনি সাধন তৎপর কি সাধন তৎপর নিজপরের হিতসাধন তৎপর। নিজ ও পরের হিতটা কি? কৃষ্ণভক্তি সুতরাং যিনিকৃষ্ণভক্তি বা প্রীতি সাধনে তৎপর তিনিই সাধু, তার সঙ্গেই কৃষ্ণ ভজন সম্ভব। কৃষ্ণভজন কেমন? কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা তার প্রীতি সেবাই ভজন বাচ্য। সর্ব্বেন্দ্রিয় সেবা কেমন? নয়নে কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন, শ্রবণে তার কথা শ্রবণ বদনে তার গুণ গান করা, মনে তার স্মরণ ধ্যান করা। হাতে তার প্রিয় সেবাদি করা পদদ্বারা তার ধাম মন্দির পরিক্রমা করা। রসনায় তার প্রসাদ সেবা করা। নাসার সৌরভ আঘ্রাণ করা নির্ম্মাল্য ধারণ তার প্রিয় একাদশী আদি ব্রত ধারণ জীবে তার অধিষ্ঠান জেনে যথাযোগ্য সম্মান করা তাকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করা ইত্যাদি ভজন বাচ্য। এককথায় সর্ব্বতো ভাবে কৃষ্ণকে সেবা করায় ভজন বাচ্য কৃষ্ণ প্রীত্যর্থে যে সেবা তাহাই ভজন তদ্ব্যতীত নিজের অর্থস্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে সেবা তাকে ভজন বলা যায় না। আচ্চাঃ কৃষ্ণ ভজনই যে কর্ত্তব্য তাহা জানা গেল যারা কৃষ্ণভজন করেন তাদের স্বভাব চরিত আচার বিচার কেমন? যারা কৃষ্ণভজন করেন বা করবেন তারা সদাচারী হবেন। সদাচারী না হলে ভজন ফল সিদ্ধ হবে না। সৎ অর্থাৎ শাস্ত্রীয় সত্য ন্যায্য যুক্ত হিত প্রিয় ধর্ম্মময় আচারই সদাচার। সাধুদের আচার সদাচার অথবা ঈশ্বর আরাধনাও সদাচার বাচ্য।

০-০-০-০

গৌড়ীয় সম্প্রদায় ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম

গৌড়ীয় সম্প্রদায় সহস্রাধিদেব শ্রীল গৌরসুন্দর শ্রীল রামানন্দ

সংবাদে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে বাহ্য সাধ্যত্বে স্বীকার করেন রায় কহে-- স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়।

প্রভু কহে ইহ বাহ্য আগে কহ আর।

ইত্যাদি তাৎপর্য এই শুদ্ধ বৈষ্ণব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিনির্মুক্ত। ভগবচ্ছরণাগতি তেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পরিসমাপ্তি ঘটে। অতএব পঞ্চমপুরুষার্থ সেবী বৈষ্ণবদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা নাই। ইহার ভাবার্থ এবম্বিধ। বর্ণপরিচয় কেবল শিশুপাঠ। পরন্তু রসিদের কাব্যই পাঠ্য তাহাদের বর্ণপরিচয় পূর্ব্বেই সমাপ্ত হইয়াছে তাহারা সিদ্ধবর্ণ। আবার কাব্য বর্ণাতীত কোন বিষয় নহে। কাব্যরসিকগণ প্রকারান্তরে পরিচিত বর্ণের বিন্যাস করেন তাহাদের কেবল শিশুপাঠ বর্ণপরিচয় পাঠ্য নহে। তদ্রূপ যাহারা ভক্তিমন্দিরে প্রবেশ করিতে যায় তাহাদের পক্ষে মন্দিরের প্রাচীর প্রবেশের ন্যায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সাধ্য হয়। অতঃপর যাহারা গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করেন তাহাদের যেমন বাহ্য সম্বন্ধ থাকে না তদ্রূপ যাহারা বিশুদ্ধ ভক্তি যাজনে তৎপর তাহাদের বর্ণাশ্রমাচার কৈবল্য থাকে না। তথাপি তাহারা নিতান্ত বর্ণাশ্রমাচার মুক্ত নহে। যেমন সাধকাবস্থায় রাগভক্তের চতুঃষষ্ঠি ভক্ত্যাঙ্গ রূপ বৈধী চার নিতান্ত অপরিহার্য্য থাকে তদ্রূপ বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মী বৈষ্ণবগণ স্বরূপতঃ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নির্ম্মুক্ত হইলেও বর্ণাশ্রমাচার কে একেবারেই পরিহার করিতে পারেন না। বহু প্রেমিক ভক্তদের জীবনী আলোচনা করতঃ ইহা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। অন্যের কথা কি ঈশ্বর হইলেও ভক্তলীলায় শ্রীল গৌরসুন্দর লোকাচার ত্যাগ করেন নাই। আচার্য্য লীলায় তিনি সন্ন্যাস কৃত্য ত্যাগ করেন নাই। বর্ণাতীত হইলেও শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য গার্হস্থ্য। যথাযোগ্য গার্হ্যস্থ কৃত্যের ত্রুটি রাখেন নাই। যেমন বিশুদ্ধ বৈষ্ণব যমনিময়সেবী নহে তথাপি তাহারা যমনিয়ম নির্ম্মুক্ত নহে যম নিয়ম নিজে তাহাদের সেবা করিয়া থাকে তদ্রূপ শুদ্ধবৈষ্ণব কেবল বর্ণাশ্রমী না হইলেও বর্ণাশ্রমাচাররূপ লোক ব্যবহার ত্যাগ করেন নাই। তাহাদের লোক ব্যবহার ধর্ম্মও বৈষ্ণবতাময়। অতএব আচার্য্য লীলায় লোক শিক্ষার্থে বৈষ্ণব গুরুর বর্ণাশ্রমাচার দর্শনে তাহার শুদ্ধ বৈষ্ণবত্বে অভিযোগ অপরাধমূলক। প্রেমিকাগ্রহণ্য শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বাহ্য ভোগবিলাস দর্শনে শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রদ্ধাহারা হইলেও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বৈষ্ণবতার অভাব ছিল না। তাৎপর্য্য এই কৃষ্ণপ্রাণ বৈষ্ণবের বৈভবাদি সকলই কৃষ্ণসেবার উপকরণ স্বরূপ। বদ্ধজীবের ন্যায় তাহা ভোগ বৈষ্ণব নহে। কারণ বৈষ্ণব ভোগীনহে। আর ভোগীও বৈষ্ণব নহে। শুদ্ধ বৈষ্ণব গণ জলসু পদ্মপত্রের ন্যায় বর্ণাশ্রমাতীত। তাহাদের বাহ্য বর্ণাশ্রমাচার ও বৈষ্ণবীয়। শুদ্ধভক্তির অনুকূলে যাহা তাহাই বৈষ্ণবের গ্রাহ্য। অতএব ভক্তির অনুকূল বিচারে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শ্রীল গৌরসুন্দর অবন্তী দেশীয় ত্রিদণ্ডীর গীতকে সাধু বলিয়া অনুকীর্ত্তন করিয়াছেন।

প্রভুকহে সাধু এই ভিক্ষুক বচন।
মুকুন্দ সেবন ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ।।
পরমাত্মনিষ্ঠামাত্র বেশধারণ।
মুকুন্দসেবায় হয় সংসার তারণ।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যতিধর্ম্ম গ্রহণের তাৎপর্য বর্ণনায় বলেন সর্ব্বস্বত্যাগ না করিতে পারিলে প্রাণ কৃষ্ণের একান্ত ভজন হয় না। অর্থাৎ একান্ত কৃষ্ণভজনের জন্যই আমার সর্ব্বস্ব ত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ জানিবে। অতএব সাধারণ তুর্য্যাশ্রমী অপেক্ষা বৈষ্ণবীয় সন্ন্যাস পরমার্থভূত ও বৈষ্ণবীয়। এতাদৃশ মহামতি বৈষ্ণবের বাহ্য সন্ন্যাসাচার দর্শনে আজ্ঞা অভিযোগ প্রদর্শন মূর্খতা মাত্র।

সংসার অজ্ঞান জাত, বৈষ্ণব দিব্যজ্ঞানবান্ অতএব তাহার সংসারের প্রশ্ন থাকিতে পারে না তথাপি বৈষ্ণবের সংসার পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে বিচার্য্য এই বৈষ্ণবের সংসার বদ্ধজীবের ন্যায় নহে তাহা সর্ব্বদা অপ্রাকৃত। মায়া বদ্ধজীবের ভোগ বাসনা স্থলে যে সংসার প্রবর্ত্তিত হয় তাহাই অজ্ঞানময় সংসার আর কৃষ্ণসেবাবাসনামূলে যে সংসার প্রপঞ্চিত হয় তাহাই বৈষ্ণবীয় সংসার। অপরদিকে কৃষ্ণসম্বন্ধে নিতান্ত অভদ্র কর্ম্ম ও ভক্তিতা প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ বাহ্যসাধ্য বর্ণাশ্রমাচার ও কৃষ্ণসম্বন্ধে বৈষ্ণবতা যুক্ত। যেমন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃতে লিখিয়াছেন।

আচার্য্যের শ্রদ্ধা ভক্তি গৃহ সম্পদ ধনে।
সকল সফল হৈল প্রভু আরাধনে।।

বৈষ্ণব সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ ভেদ দ্বিবিধ। সাপক্ষগণ বর্ণাশ্রমাচার যুক্ত। বৈষ্ণব স্মার্ত্ত নহে কিন্তু তাদৃশ সাপেক্ষ বৈষ্ণবদের জন্য শ্রীল গৌর সুন্দর শ্রীসনাতন গোস্বামীর দ্বারা হরিভক্তিবিলাস রচনা করান। তাহাই বৈষ্ণবের স্মার্ত্ত কৃত্যাভিধান। শ্রী গোপালভট্ট গোস্বামীপাদ ত্যাগী বৈষ্ণবদের জন্য কৃত্য বিষয়ে সংস্কার দীপিকা রচনা করেন। যাহারা শুকদেবাদির ন্যায় পরম নিরপেক্ষ অবধূতদের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট বিধি নিষেধ বিহিত হয় নাই। তাহারা অনিময়ী অবধূতস্ত্বনিয়মঃ। তাহারা বাহ্যতঃ ভ্রষ্টাচারী হইলেও জ্ঞানবৃদ্ধ পরম শিষ্ঠ ও যোগ্যাচারী। তথাপিও অবধূত কৃত্য ভাগবতে ভগবান্ বর্ণন করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে সনাতন গোস্বামীর অনুচর অভিমানে যে বেশাচার চলিতেছে তাহা নিরপেক্ষাচার নহে। কারণ সনাতন গোস্বামী যোগ্য স্বভাবে নিরপেক্ষ ভাবেই বেশাশ্রয় করেন। তাহার সেই বেশাশ্রয় কোন সাম্প্রদায়িক বিধানে কৃত হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার সাম্প্রদায়িক বিধানে গুর্ব্বানুগত্যে গৃহীত হয়। অতএব যাহারা আদান প্রদানের অপেক্ষা রাখেন তাহাদের নিরপেক্ষতা নাই। থাকিতে পারে না। অপিচ শ্রীল সনাতন গোস্বামী যে এই বেশাশ্রয়ের প্রবর্ত্তন কর্ত্তা দাতা তাহারও কোন প্রমাণ নাই। অর্থাৎ তাহা হইতে এই সাম্প্রদায়িক বেশধারী আসে নাই। অতএব বর্ত্তমান বেশাচার অনুকরণ বহুল বলা যায়। যেমন শ্রীল গৌরসুন্দর সার্ব্বজনীন ভাবে ত্যাগীদের গোবর্দ্ধন শিলাপূজার নির্দ্দেশ না করিলেও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর অনুসরণে তাহা গৌড়ীয় সাম্প্রদায়িক কৃত্যে পরিণত হইয়াছে।

তত্ত্ববিজ্ঞান তৎকৃপাসাপেক্ষ

তৎ অর্থে ভগবান্ এবং তত্ত্ব বলিতে ভগবদ্ভাব অর্থাৎ ভগবৎ স্বরূপকে বুঝায়। ভগবান্ অধোক্ষজ অতএব প্রাকৃত অক্ষজ জ্ঞানের দ্বারা তিনি অনুভূত হন না বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয় তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তবে শাস্ত্র মহাজন প্রসিদ্ধ সাধন ভক্তির সার্থকতা কোথায়? সাধন ভক্তি কৃতিসাধ্যা বটে কিন্তু সেখানে রহস্য এই নিষ্কপট সেবোন্মুখ কৃতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হইলেই ভগবান্ তখনই তৎকৃপাসিদ্ধ ইন্দ্রিয়সেব্য হন। যদিও জ্ঞানের সাধন শাস্ত্র ও গুরু তথাপি তত্তৎসাধন ভগবত্কৃপা রহস্যযোগে স্বার্থক হয় ইহা প্রত্যপরো ক্ষ ও মহাজন প্রসিদ্ধ ব্যপার। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবসংবাদে বলেন প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমথানুমানম্।

অর্থাৎ আত্মানাত্ম বিবেকের নামজ্ঞান বেদ-তপস্বা-প্রত্যক্ষ ঐতিহ্য ও অনুমান হইতে তাতা লভ্য হয়। ইহাতে অধোক্ষজ বিষয়ে

কোনটিই সাফল্যকর নহে। কারণ বেদ ত্রৈগুণ্য বিষয় তাহা অধো ক্ষজ বস্তুকে যথার্থতঃ প্রতিপাদন করিতে পারে না। তপস্বা দ্বারা ও তাহার অনুভব অসম্ভব কারণ তপস্বী শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা সহস্রবর্ষ তপস্বা করিলেও সেই অধো ক্ষজ ভগবান্‌কে দেখিতে ও জানিতে সমর্থ হন নাই কিন্তু তাহার তপস্বায় সন্তুষ্ট হইয়াই ভগবান্ নিজধাম সহ দর্শন দান ও তত্তত্ত্বজ্ঞানে তাহাকে অভিষিক্ত করেন। প্রত্যক্ষজ্ঞান ও অধোক্ষজ বিধানে সর্ব্বথা অসমর্থ। ঐতিহ্য ও অনুমান অধোক্ষজ রহস্যবোধে চিত অকৃতার্থ। ভগবান্ বলেন যখন সত্ত্বগুণ দ্বারা মণ্ডিত শান্তচিত্ত আমাতে সমর্পিত হয় তখনই বিশুদ্ধজ্ঞানের উদয় হয় যদ্যাত্মন্যার্পিত চিত্তং শান্তং সত্ত্বোপবৃংহিতম্ ধর্ম্মং জ্ঞানং স্ববৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চাভিপদ্যতে। নারদ পঞ্চরাত্রে জ্ঞানং স্যান্মন্ত্রতন্ত্রয়োঃ আরও গুণত্রয় বিভাগে বলেন, সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং অর্থাৎ সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানোদয় হয়। তথাপি সেই জ্ঞান বিশুদ্ধ সত্ত্ব অধো ক্ষজ বধ দানে অপারগ। ভগবান্ চতুঃশ্লোকী প্রারম্ভে বলিলেন---

জ্ঞানং মে পরগুহ্যং যদ্বিজ্ঞান সমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া।।

হে ব্রহ্মণ পরম গোপনীয় অর্থাৎ রহস্যভূত মহত্তত্ত্বজ্ঞান যাহা বিজ্ঞান রহস্য ও তৎসাধনাঙ্গ সমন্বিত তাহা বলিতেছি তুমি গ্রহণ কর। কিন্তু ব্রহ্মা নিজ মণীষা দ্বারা তাহা ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না দেখিয়া ভগবান্ পুনরায় বলিলেন,--

যাবানহং যথা ভাব যদ্রূপ-গুণ-কর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তুতে মদনুগ্রহাৎ।।

অর্থাৎ আমি যে পরমাণ স্বরূপ রূপ গুণ ও লীলা কর্ম্মাদি বিশিষ্ট আমার অনুগ্রহে তোমার তত্তদ্বিষয়ের বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভব লাভ হউক। চৈতন্য চরিতামৃতে ইহার ব্যাখ্যায় মহাপ্রভু বলেন--

এই তিন তত্ত্ব আমি কহিলু তোমারে।
জীব তুমি এই তিন নারিবে জানিবারে।।
যৈছে আমার স্বরূপ যৈছে আমার স্থিতি।
যৈছে আমার গুণ কর্ম্ম ষড়ৈশ্বর্য্যশক্তি।।
আমার কৃপায় এই সব স্ফুরুক তোমারে।
এতবলি তিন তত্ত্ব কহিলা তাহারে।।

পূর্ব্বোক্ত বাক্যগুলি বিচার করিলে সিদ্ধান্ত হয় জীবের ক্ষুদ্র মণীষা ভগবৎসম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনাত্মক ত্রিতত্ত্ব জ্ঞান ও বিজ্ঞান ধারণে অপারগ কিন্তু আমার কৃপায় এইসব স্ফুরুক তোমারে এই বাক্য ভগবৎকৃপাই ভগবত্ত্বজ্ঞান বিজ্ঞানের একমাত্র কারণ। ব্রহ্মাও তন্মোহন লীলা বিলাসী গোবিন্দ চরণে ইহা স্বীকার করিয়াছেন---

অথাপি তে দেব পদাম্বুজ দ্বয়
প্রসাদ লেশানুগৃহীত এবহি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্ মহিম্নো
ন চান্য একোপি চিরং বিচিন্বন্।।

অতএব হে দেব তোমার পদপঙ্কজ যুগলের প্রসাদ লেশ দ্বারা অনুগৃহীত ব্যক্তিই কেবলমাত্র তোমার তত্ত্বমহিমা জানিতে পারে তদ্ব্যতীত অন্যকেহই চিরদিন অন্যত্র অনুসন্ধান করিয়াও পাইতে পারে না।

ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়তো যাহারে।
সেই সে ঈশ্বর তত্ত্বজানিবারে পারে।।
কৃষ্ণ যদি কৃপাকরে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামী রূপে শিখায় আপনে।।

ইত্যাদি বাক্যে ও ভগবদ্ভজন জ্ঞান শিক্ষা ও ভগবৎকৃপা সাপেক্ষ তাহা প্রমাণিত হয়। সার কথা জ্ঞানের বহু সাধন থাকিলেও ভগবৎকৃপা ব্যতীত তাহা জীব হৃদয়ে ধারণযোগ্য হয় না। যে ভক্তি হইতে ভগবদনুভব সিদ্ধহয় সেই ভক্তিও তৎকৃপা সিদ্ধাই বটে। যদিও ভক্তি গুরুবৈষ্ণব সঙ্গে জাত হয় তথাপি ভগবৎকৃপা ব্যতীত তত্তদুপাসাদন তদ্ধ্যানে সমর্থনহে। সর্ব্বতোভাবে ভগবান্ যাহাদের প্রেমবশ্য তাহাদের পক্ষেও তদ্দর্শন সেবনাদি তৎকৃপা সাপেক্ষ তাহা রাসস্থলী হইতে জানা যায়। ভগবান্ কৃতজ্ঞ ও ভক্তবৎসল তথাপি তৎকৃপা বিনা তদ্দর্শনাদি বস্তুতঃই চির অসম্ভব। যথার্থ সাধনাতৎকৃপা জানান এবং সেই কৃপাই ভগবদ্দর্শনানুভবাদি দানে সিদ্ধহস্তা। মহাবাৎসল্য প্রেমবতী শ্রীমতী নন্দরাণী যোশাদা যে তদ্বালক কৃষ্ণমুখে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন তাহা তাহার সাধনাসিদ্ধি নহে বা তিনি যে দামদ্বারা বন্ধন করিয়াছিলেন তাহা তাহার প্রয়াসসিদ্ধ নহে পরন্তু তৎকৃপা সিদ্ধই বটে। কৃপয়াসীৎ সবন্ধনে। ইহা হইতে সিদ্ধান্তিত হয় যে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান বিজ্ঞান দর্শনাদি সর্ব্বতো ভাবেই তৎকৃপা সাপেক্ষ। কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিও জানিবারে নারে। সর্ব্বথা ঈশ্বর তত্ত্ব অবিচিন্ত্য হয়। ঈশ্বরের কৃপা বিনা জানন না যায়। অপি চ ভগবৎ কৃপা সর্ব্বথাই অহৈতুকী অর্থাৎ কোন সঙ্গ ও সাধনাদির অপেক্ষা করে না। এমনকি সেই সেই সঙ্গ ও সাধনাদির যাহা কারণ রূপে বহুধা কীর্ত্তিত তাহাদেরও কারণ তৎকৃপা। যতা ভক্তিসূত্রে মহৎসঙ্গস্তু দুর্ল্লভোগমোমোঘশ্চ অর্থাৎ মহৎসঙ্গ দুল্লভ, অগম্য ও অব্যর্থ কিন্তু পরবর্ত্তী শ্লোকে বলেন যথা লভ্যতেপি তৎকৃপয়ৈব অর্থাৎ ভগবৎকৃপায়ই তাহা লভ্য হয়। সার কথা ভগবদনুভবের কারণ ভক্তি ভক্তির কারণ সৎসঙ্গ, সৎসঙ্গের কারণ সুকৃতি এবং সুকৃতির কারণ ভগবৎকৃপা কারণ স্বৈরলীল ভগবানের ইচ্ছাক্রমেই জীবের বন্ধন ও মোচন ক্রমাদি সিদ্ধ হইয়া থাকে। আমা হইতেই জীবের মদ্বিষয়ক স্মৃতি ও বিস্মৃতি উদিত হয়। মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ। পরমেশ্বরের অভিধান হইতেই জীবের আত্মজ্ঞান তিরোহিত হয় তৎপর তাহার বন্ধবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে।

পরাভিধানাত্তুতিরোহিত ততোস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ বেদান্ত।
যৎ কৃপা কেবলং তস্য তত্ত্ববিজ্ঞান সাধনে।
তং বন্দে পরমানন্দ মাধবং ভক্ত বৎসলম্।।
নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষাত্মা বিবৃণুতে তনুং স্যাম্।

সেই পরমাত্মা প্রবচন মেধা তথা বহু পাণ্ডিত্য দ্বারা লভ্য নহে। তিনি যাহাকে তাঁহার অনুগ্রহের পাত্ররূপে স্বীকার করেন (বৃণুতে) তেন লভ্য তদ্দ্বারাই তিনি লভ্য হন। তাহারই নিকট তিনি নিজ তনুকে প্রকাশ করেন। ইত্যাদি উপনিষৎ বচনে ও ভগবদ্দর্শনাদি তাহারই কৃপা সাপেক্ষ্য রূপেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ২০।১।৯১ ভজনকুঠির

-ঃ-ঃ-ঃ-ঃ-ঃ-

মানবের জন্ম বিচার

ব্রহ্মার পুত্র মনু। তাহার অপত্যই মানব নামে পরিচিত। মনোরপত্যমানবঃ। ব্রহ্মার অপত্যবিচারে ব্রহ্মসৃষ্ট সকল প্রাণীদের ব্রাহ্মণ

এবং মনুর অপত্য বিচারে মানব সংজ্ঞা বর্ত্তমান। ব্রহ্মার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জাত অপরাপর ভৃগু দক্ষাদির ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা আর স্বয়ং ব্রহ্মাঙ্গ জাত মনুর ক্ষত্রিয় সংজ্ঞা। অপত্য বিচারে সায়ম্ভুবের ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা হয় কিন্তু অপত্য বিচারে সর্ব্বত্র নাই। স্বভাব বিচারেই ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু দক্ষাদির ব্রাহ্মণ্যাখ্য এবং তাহাদের রক্ষণ স্বভাব হেতু মনুর ক্ষত্রিয় আখ্যা। অতএব সহজেই প্রমাণিত হয় যে সেই আদিমকালেও গুণ কর্ম্ম বিচারের প্রাধান্য ছিল। যদি চ ত্রেতা যুগে বর্ণাশ্রম বিভাগের প্রারম্ভ তথাপি সত্যযুগেও তাহার অস্তিত্য ছিল না তাহা বলা যায় না। সত্যযুগে ভগবদ্বিদ্বেষী অসুরও ছিল। যেমন নমুচি হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু বিত্রাচিত্ত ইত্যাদি। ব্রহ্মার পৌত্র হইয়াও হিরণ্যাক্ষাদির অসুর ভাবহেতু অসুর সংজ্ঞা। অতএব স্বভাবেই প্রকৃত পরিচয় বর্ত্তমান। যদি প্রশ্ন হয় জাতিতে ও পরিচয় আছে? হাঁ আছে কিন্তু তাহা যথার্থ নহে যেমন ভট্টাচার্য্যের মূর্খ পুত্রের ভট্টাচার্য্য উপাধি। কশ্যপের ব্রাহ্মণত্ব উজ্জ্বল কিন্তু তৎপুত্র হিরণ্যকশিপুতে ব্রাহ্মণদ্বেষী অসুরত্ব প্রবল। সার কথা এই যে, ব্রহ্মার সৃষ্ট প্রাণীগত বিশেষতঃ মানবগণ স্বভাবের বৈচিত্র হেতু নানা বর্ণাশ্রমগত ভাবদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। নীচজাতিদের গোত্র জিজ্ঞাসা করিলেও জানা যায় যে তাহারা ঋষি গোত্রভুক্ত কিন্তু স্বস্বভাবের পতন হেতুই তাহাদের এই নীচজাতিত্ব প্রপঞ্চিত হইয়াছে।

জন্মচক্রে বর্ত্তমান মানবগণ পিতৃশুক্র ও মাতৃশোণিত যোগে যে পাঞ্চভৌতিক দেহাত্মক জন্ম লাভ করে তাহার নাম শৌক্র জন্ম। অতঃপর আস্তিকাদি যোগ্যতা বিচারে সাবিত্রীগর্ভে যে উপনয়নাখ্য জন্মলাভ করে তাহাই দ্বিজন্ম অর্থাৎ দ্বিজত্ব। এই সংস্কার ভুক্ত জন্ম কোন শক্রগত না হওয়ায় দ্বিজের জাতিত্ব স্বীকৃত ও সিদ্ধ হয় না। তবে দ্বিজ বংশ বলিয়া যে লোক প্রসিদ্ধি আছে তাহা কর্পূর ঘটের ন্যায় ব্যবহারিক ন তু তাত্ত্বিক বা পারমার্থিক। কর্পূর একটি বস্তু আর ঘট অপর একটি বস্তু ঘট হইতে কর্পূর হয় না বা কর্পূর হইতে ঘট হয় না বা কর্পূরের কোন উপাদান ঘটে নাই বা কর্পূরের সঙ্গে ঘটের কোন নিত্য সম্বন্ধও নাই তেমন দ্বিজত্ব ও কূল পরস্পর পৃথক। যদি প্রশ্ন হয় ধন আছে যাহার এই অর্থে ধনী সংজ্ঞার ন্যায় বংশে দ্বিজ আছে বলিয়া দ্বিজ বংশত্ব সিদ্ধ হয়। সত্য যদি জন্ম দ্বারাই দ্বিজত্ব সিদ্ধ হয় তবে তাহাকে যথা সময়ে উপনয়ন সংস্কার দেওয়া হয় কেন? বা উপনয়ন সংস্কার বিনা তাহার বেদাধিকার ও দেবার্চ্চনাধিকার হয় না কেন? তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে লোক লোচনে দ্বিজের বীর্য্য জাত হইলেও জন্মতঃ জাত পুত্রের দ্বিজতার অভাব নিবন্ধনই কুভক্ষণে তাহার দ্বিজত্ব সংস্কার করাণ হয়। কুল বা বংশ শুক্র সংস্কারযুক্ত আর দ্বিজত্ব সাবিত্রী সংস্কার ভুক্ত। তজ্জন্য দ্বিজন্মের নাম সাবিত্র্য জন্ম। ইহা বৈদিক তাত্ত্বিক জন্ম। অতঃপর দিব্যজ্ঞানময় দীক্ষা বিধানে যে জন্ম হয় তাহার না দৈক্ষজন্ম। শৌক্রজন্মে পিতামাতাই গুরু। সাবিত্র্য জন্মে অধ্যাপকই গুরু এবং দৈক্ষজন্মে শব্দ ও পররব্রহ্ম নিষ্ণাত জিতেন্দ্রিয় বৈষ্ণবই গুরু। দিব্যানুভূতিই দীক্ষা দিব্যজ্ঞান স্বরূপাত্মক। অতএব যে অনুষ্ঠান দ্বারা জীবের বা মানবের বিষ্ণুদাস্য প্রসিদ্ধ হয় বা বিষ্ণুদাস্যে তার স্থিতি ঘটে তাহাকেই দীক্ষা বলা যায়। এই দৈক্ষ্য জন্মেই বৈষ্ণবতা প্রতিপন্ন হয়। তজ্জন্য বৈষ্ণবতায় কোন জাতীয়তাবাদ নাই এবং জাতিবুদ্ধি পাপ ও অপরাধ মূলক। বৈষ্ণবেজাতি বুদ্ধির্য্যস্য স নারকী। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যে কাংস্য স্বর্ণে পরিণত হয় তাহার যেমন কাংস্যত্ব থাকে না স্বর্ণত্বই প্রসিদ্ধ হয় তেমন বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা বিধানে নরের জাতিত্ব থাকে না তাহার বৈষ্ণবত্ব সিদ্ধ থাকে না তাহার বৈষ্ণবত্ব সিদ্ধ হয়। অপিচ পঞ্চরাত্র মতে দীক্ষা বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণমিতি প্রমাণতঃ দীক্ষিত বৈষ্ণবের দ্বিজত্বও কৌমুতিক ন্যায়ে প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ দীক্ষিতের দ্বিজত্ব বৈষ্ণবতাময় বা বৈষ্ণবত্বাদি তাত্ত্বিক ন তু শৌক্রিক অর্থাৎ শৌক্রপন্থায় নরের মানবত্ব সিদ্ধ হইলেও দ্বিজত্ব ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব সিদ্ধ নহে। সিদ্ধান্ত এই সাবিত্রী সংস্কারের দ্বারা দ্বিজত্ব, বেদপঠন হেতু বিপ্রতা, ব্রহ্মজ্ঞান হইতে ব্রাহ্মণত্ব, ব্রহ্মের বিষ্ণুত্ব উপলব্ধিক্রমে বৈষ্ণবত্ব এবং ভগবত্ত্বাজ্ঞান হইতে ভাগবত্তত্ত্ব সিদ্ধ হয়। জীব ভগবদংশ অতএব ভগবদ্দাস স্বরূপবান্। তথাপি মায়ামুগ্ধতা ক্রমে নানা ভাবে তাহার নানাত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। যখন সেই দাসভূত জীবে আসুরভাব প্রবেশ করে তখন সে অসুর নামে কথিত হয়। সুরভাবে তাহার সুরত্ব প্রতিপন্ন হইলেও জীব সর্ব্বাবস্থায় ভগবদ্দাস স্বরূপ বান্। নানা আকারে নানা নামে প্রকাশিত হইলেও যথা স্বর্ণের স্বর্ণত্ব নষ্ট বা বিকৃত হয় না তথা নানা দেহে নানা ভাবে আবিষ্ট হইলেও জীবাত্মার ভগবদ্দাস্য ভাব নষ্ট বা বিকৃত বা বিচ্যুত হয় না। অন্যভাবে স্বভাব সুপ্ত থাকে মাত্র অভিনেতাবৎ। জীবাত্মার স্বরূপ পুষ্প বিকাশের ন্যায় আত্মপ্রকাশ এবং ভাগবতাবস্থায় তাহা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বদ্ধ ভূমিকা হইতে জীবের স্বরূপ সাধনার মান ভারত ভূমিতে মানব জন্ম হইতে অভিযান করতঃ প্রথমতঃ দ্বিজপর তৎ পর বিপ্রনগর, তৎপর ব্রাহ্মণ পল্লী তৎপর বৈষ্ণব প্রদেশ হইয়া ভাগবত রাজে প্রবেশ করে। সেই ভাগবতরাজ্যই তাহার স্বরূপ ধাম। স্বরূপ ধামের উর্দ্ধে কোন ধাম নাই। স্বরূপ প্রাপ্ত স্বরূপ ধাম প্রাপ্তই সিদ্ধ ও মুক্ত। মুক্তর্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ। যদি প্রশ্ন হয় শৌক্রজন্মে জীবের আকৃতি প্রকৃতির পরিবর্ত্তন দেখা যার দ্বিজ্য বা দৈক্ষ্যজন্মে কি তেমন কোন পরিবর্ত্তন হয়? হয় সাবিত্র্য বা দৈক্ষ্য জন্মে আকৃতির পরিবর্ত্তন অর্থাৎ দেহ পরিবর্ত্তন না হইলেও প্রকৃত প্রভুত পরিবর্ত্তন হয়। বিশেষতঃ দৈক্ষ্যজন্মে দেহের চিদানন্দত্ব প্রতি পন্ন হয়। যথা চৈ চরিতামৃতে---

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।।
সেই দেহ করে তার চিদানন্দ ময়।
অপ্রাকৃত দেহে তার চরণ ভজয়।।

যথা বৈদ্যুতিক তার ও সাধারণ তারে সাম্য থাকিলেও বৈদ্যুতিক তারে প্রচুর বৈশিষ্ঠ বর্ত্তমান সেই বৈশিষ্ঠ শক্তিময় তথা বাহ্যতঃ সাধারণ জীব সাম্য থাকিলেও বৈষ্ণবে অপ্রাকৃতত্ব বিদ্যমান্।

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ জন্ম বিচারে বদ্ধজীব সম্বন্ধেই জানিতে হইবে পরন্তু মুক্তজীবের তাদৃশ বিচার নাই কারণ তাহারা স্বভাবসিদ্ধ সহজ বৈষ্ণব। তাহাদের জন্মকর্ম্মাদি সকলই অপ্রাকৃত। যে কোন কূলে উৎপন্ন হউক না কেন তাহাদের স্বভাবে স্বতঃসিদ্ধ ভাবের অভাব নাই। যেমন হরিদাস ঠাকুর যবন কূলে জাত হইলেও তাহাতে যবনাচার নাই। তাহাদের সাধনাদি সকলই লীলাময়। তাহারা ভগবানের সহজ প্রেমিক ভক্ত। লোকবৎ তাহাদের কার্য্যকারিতায় ন্যূনাধিক অলৌকিকত্ব জড়িত রহিয়াছে। তাহারা সিদ্ধবিদ্য বলিয়া জগতে তাহাদের কোন শিক্ষার বিষয় নাই। তাহাদের ধর্ম্মাচারাদি লোকশিক্ষাময়। তাহাদের কোন পাপপুণ্যেরও বিচার নাই তাহারা পাপ পুণ্যাতীত

দিব্য ভাব বিগ্রহ।

০-০-০-০

ভক্তিসংস্কার

বাস্তব বস্তু অদ্বয়জ্ঞান লক্ষণাত্মক। তাহা বৈচিত্র নিবন্ধন সাবয়ব সমন্বিত। আত্মনি চৈব বিচিত্রাশ্চ। সেই অদ্বয়জ্ঞান বাস্তব বস্তুই ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান্ অধোক্ষজ হৃষিকেশ ইত্যাদি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। বাস্তুব বস্তু নিত্য সত্য ও সনাতন। তাহার অংশস্থানীয় জীব শক্তিতে পরিগণিত। অতএব অংশবিচারে জীবসত্ত্বা নিত্য সত্য সনাতন। অংশবিচারে অংশী অদ্বয়জ্ঞানে ভগবানের সহিত সেবক সম্বন্ধ যুক্ত। অতএব জীব স্বরূপতঃ অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস বা সেবক। ভজ ধাতু সেবার্থে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ভক্তি শব্দের অর্থ সেবা আর সেবা নিষ্ঠই সেবক নামে অভিহিত। সেব্য সেবকের নিত্যত্ব সেবারও নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। অতএব জীবে ভক্তি বা সেবা সংস্কার বর্ত্তমান। কিন্তু সেই ভক্তি সংস্কার সমস্ত জীবে সমান নয়। নিত্যধাম গত জীবে ভক্তি সংস্কার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সক্রিয় ও লীলায়িত পরন্তু অনিত্য ধামে অর্থাৎ মায়িক ধামে স্থ জীবে নূন্যাধিক তারতম্য ও ভাবে বর্ত্তমান। নিতান্ত বদ্ধ অতএব কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ জীবে তাহা প্রসুপ্ত, আস্তিকজীবে স্বপ্নবৎ এবং সাধক জীবে বা বৈষ্ণবে জাগ্রতবৎ বর্ত্তমান। বৈষ্ণবদের মধ্যে, কনিষ্ঠে মুকুলিত, মধ্যমে অর্দ্ধবিকশিত এবং উত্তম পূর্ণ বিকশিত কিন্তু নিত্য ধামগত ভগবল্লীলা সঙ্গীগণে ভক্তি সংস্কার সম্পূর্ণ বিকশিত। সাধক জীবে ভক্তিসংস্কার পুরাতণিক ও আধুনিক ভেদে দুই প্রকার। যে সাধকে বাল্যকাল হইতেই নৈসর্গিকি ভক্তি লক্ষিত হয়। তাহাকে পুরাতণিক সংস্কার জানিতে হইবে। বাল্যকালেই প্রহ্লাদে প্রেমভক্তি সংস্কার দেখা যায়। যৌবনকালে ভরত মহারাজ ও অম্বরিষ মহারাজে তথা বলি মহারাজে ভক্তিসংস্কার শুনা যায়। সংস্কার জন্মগত শিক্ষাগত ও সঙ্গগতভেদে তিন প্রকার হইলেও ভক্তি বিষয়ে সঙ্গগত সংস্কারই মৌলিক। জন্মগত ও শিক্ষাগত সংস্কার সঙ্গগত সংস্কারেরই অধীন। যদিও জীবে ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ তথাপি বদ্ধজীবে কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গ হইতেই সেই ভক্ত সংস্কার সক্রিয় হয়। ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে। সাধুগত বিনা ভক্তি সংস্কার জাগ্রৎ হইতেই পারে না। যদি বর্ত্তমান জন্মে প্রহ্লাদের ন্যায় সাধুসঙ্গ না দেখা যায় তবে তাহা পূর্ব্বজন্মে কৃত হইয়াছে জানিতে হইবে। বলিরাজে যে ভক্তিসংস্কার তাহা নারদের সঙ্গজাত। ব্যাধে যে ভক্তিসংস্কার তাহা নারদের সঙ্গজাত ও আধুনিক হইলেও নারদের ন্যায় মহতের সঙ্গ পূর্ব্বজন্ম সুকৃতি পুঞ্জফলেই জানিতে হইবে। যাহাদের ভক্তি সংস্কার পুরাতণিক তাহাদের উত্তম কূলে জন্মই বিধেয় কিন্তু নীচ দেশে নীচ কূলে জন্মের কারণ কি? ইহার কারণ (১) ভগবদিচ্ছা, (২) অভিশাপ, (৩) ভগবদিচ্ছা কেমন? ইহার উত্তরে চৈতন্যভাগবতে ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেন---

যে যে দেশ গঙ্গা হরিনাম বিবর্জ্জিত।
যে দেশে পাণ্ডব নাহি গেল কদাচিৎ।।
যে সব জীবেরে কৃষ্ণবৎসল হইয়া।
মহাভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞাদিয়া।।
শোচ্যদেশে শোচ্যকূলে আপন সমান্।
জন্মাইয়া বৈষ্ণবে সবার করে ত্রাণ।।
যেই দেশে যেই কুলে বৈষ্ণব অবতরে।
তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে।।
যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
সেই স্থান হয় অতি পূণ্যতীর্থ ময়।।

এতদ্বাক্যে শোচ্য দেশ কুলস্থ জীবের উদ্ধারের জন্যই পরমকরুণ ভগবান্ নিজ ভক্তজনকে সেই সেই দেশকুলে আবির্ভাবিত করান। যথা০-বণিককুলে উদ্ধারণ দত্তের আবির্ভাব। তথা যবন কূলে হরিদাস ঠাকুরের। অসুর কুলে প্রহ্লাদের ক্ষুদ্রকুলে রাধা সখী, রামানন্দের সেন কুলে শিবানন্দের আবির্ভাব ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ অভিশাপ। যথা দূর্গা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত চিত্রকেতুর অসুর কুলে বৃত্রাসুর রূপে জন্ম। মাণ্ডব্য ঋষি অভিশপ্ত যমের দাসীপুত্ররূপে বিদূর রূপে জন্ম। চতুঃসন কর্ত্তৃক অভিশপ্ত বৈকুণ্ঠের দ্বারীদ্বয়ের তিন জন্মান্তে গৌরলীলায় জগাই মাধাই রূপে শ্রীপাদ গৌরনিত্যানন্দ কৃপায় ভক্তিসংস্কার উদিত হয়।

বহির্ম্মুখ জীবে ভক্তিসংস্কার কোথাও বিবর্ত্তরূপে কোথায় বিকৃত রূপে কোথাও বা বঞ্চিতরূপে বর্ত্তমান্। তন্মধ্যে অসুর অতত্ত্বে তত্ত্ববুদ্ধিজীবে বিবর্ত্তরূপে, সতত্ত্বে অন্যথা বুদ্ধি জীবে বিকৃতরূপে আর ত্রিকুটি বিনাশী শুষ্কজ্ঞানী মায়াবাদী জীবে বঞ্চিত রূপে। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ জীবে ভক্তি সংস্কার এককথায় সুপ্ত। যাহারা বিষ্ণু বৈষ্ণব বিদ্বেষী তাহাদের ভক্তিসংস্কার ও নিতান্ত বিকৃত। দেবতান্তর ভক্ত বিবর্ত্তবাদী।

করুণাময় ভগবান্ বদ্ধ ও বৈরী জীবকে স্বস্বরূপে নিজদাস্যে আনিবার জন্যই শোধন যন্ত্রময় ক্রমোন্নতিশীল জন্মচক্র এই ব্রহ্মাণ্ডে স্থাপন করেন। জীব নানা ইতর যোনি ভ্রমণ ও ভোগান্তে পরমার্থ প্রদ মানব যোনি প্রাপ্ত হয়। মানব যোনিতেও ক্রমোন্নতি শীল বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা থাকায় ম্লেচ্ছ-শুদ্র-বৈশ্য ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ যোনিক্রমে সাধুসঙ্গে ভক্তিসংস্কার লাভে বৈষ্ণবতাযোগে নিত্যধামে নিত্যপ্রভুর নিত্যসেবায় নিযুক্ত হয়।

যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেব সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত।।
তথা০- তেপুস্তপস্তে জুহুবু সস্নুর্বার্য্যাঃ।
ব্রহ্মাণমুচুর্নাম গৃহন্তি যে তে।।

অর্থাৎ যিনি পূর্ব্বে শতজন্ম সম্যক্ প্রকারে বাসুদেবের অর্চ্চন করিয়াছেন তাহারই মুখে হরিনাম সর্ব্বদা বিরাজ করে এবং যাহারা ভগবন্ তোমার নাম গ্রহণ করে অর্থাৎ শ্রদ্ধা পূর্ব্বক কীর্ত্তন করে তাহারা সর্ব্বপ্রকার তপ করিয়াছেসর্ব্ব যজ্ঞে আহুতি দিয়াছেসর্ব্বতীর্থে স্থান ও সর্ব্ববেদে অধ্যয়ন করিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণে হরিনাম কীর্ত্তন কারীর পৌরাতনিক ভক্তিসংস্কার জানা যায়। আর হরিনাম কীর্ত্তন গ্রাহকের ব্রহ্মণ্য পূর্ব্বজন্ম সিদ্ধ। কারণ ব্রহ্মাণ মুচুঃ বেদ পড়িয়াছে এখানে বেদ পাঠকের দ্বিজ সংস্কার প্রমাণিত হয়। প্রশ্ন যাহার ব্রহ্মণ্য সিদ্ধ তাহার চণ্ডাল জন্মের কারণ কি? হরিনাম গ্রাহকের চণ্ডাল কুলে জন্ম কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ভগবদিচ্ছায় বা অভিশাপ ফলেই হয়। কিন্তু নেহাভিক্রমোনাশোস্তি ন প্রত্যবায়ো ন বিদ্যত্যে অর্থাৎ ভক্তিযোগের কোন ক্রম নাই। ও প্রত্যব্যয় দোষ নাই ইত্যাদি। বচনে অপরাধ অভিশপ্ত হইলেও তাহার ভক্তের চণ্ডাল জন্মেও ভখ্তি সংস্কার নষ্ট হয় না। ভরতের মৃগজন্মে ও চিত্রকেতুর অসুর জন্মেও ভক্তি সংস্কার ছিল। কোন কারণ বশতঃ ভক্তের নীচ কূলে জন্ম

হইলেও তাহারা তত্তৎকৌলিক সংস্কারে বদ্ধ না হইয়া ভক্তো চিত সংস্কারবান্। যেমন হরিদাস যবন কূলে উদ্ভূত হইলেও তাহাতে যাবনিক সংস্কার ছিল না। তিনি সম্পূর্ণ বৈষ্ণব সংস্কার যুক্ত ছিলেন। কৈমুতিক ন্যায়ে বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণতা স্বতঃসিদ্ধ। তাদৃশ বৈষ্ণবে জাতি সামান্য জ্ঞানীই নারকী।

যস্যভক্তিরসজ্ঞানাং জন্মান্তরেপি তৎ স্মৃতিঃ।
ন যাতি সংক্ষয়ং তস্মৈ নমস্তে ভক্ত বান্ধবে।।
জন্মান্তেপি যদ্ভক্তিঃ কৃতার্থয়তি সেবকম্।
তস্য হরেঃ পদাব্জে মে মতিরাস্তাং নিরন্তরা।।
যস্য ভক্তির্ভবেৎ পুংসাং পুরুষার্থ শিরোমণিঃ।
কোন কুর্য্যাৎ হরের্দ্দাস্যং বিনা তস্য নরেতরঃ।।
চণ্ডালমপি যদ্ভক্তিঃ কৃতার্থয়তি সান্বয়ম্।
মাঙ্গল্য সিন্ধবে তস্মৈ গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

দ্বাদশী ১৭।৫।৮৯ ভজন কুঠীর

০-০-০--০--০

মতবাদ ও মতভেদ

স্বমতে স্থাপয়িত্বানাং মাধবপদ সেবনে।
স্বপ্রিয়া কিঙ্করীং কৃত্বা মায়া পাশাদ্বিমোচয়।।

শাস্ত্র শাসন বাণী।যাহারা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ তাহাদের শাসন শোধনার্থেই জগতে শাস্ত্রের আবির্ভাব। বহির্ম্মুখজীবগণ নানা সত্ব ও রুচি বিশিষ্ট। সত্বা ও রুচি অনুরূপ দর্শনে কাজেই মতভেদ দৃষ্ট হয়। জগৎ এক হইলেও যেমন বহুদ্রষ্টার দর্শনে বহুধা বর্ণিত হয় কিন্তু সেখানে সিদ্ধা আত্মববৎ মন্যতে জগৎ। ধনীগণ জগৎকে ধনময়, কামুকগণ কামিণীময়, এবং সাধুগণ নারায়ণময় দর্শন করে। ইহাতে বস্তুভেদ না থাকিলেও দ্রষ্টাভেদে দৃষ্টিভেদ ক্রমে, দৃশ্যানুভব স্বীকৃত হয়। ইহা জগতে স্বগুণ ও নির্গুণ দ্রষ্টা বর্ত্তমান্। স্বগুণগণ সত্ব রজ তমঃ ও তাহাদের মিশ্রণভেদে বহুপ্রকার নির্গুণ গণও ভাবভেদে পঞ্চপ্রকার। বৈচিত্রিভেদে প্রকাশভেদে ধাম ওলীলা ভেদে এক অদ্বয়জ্ঞান ভগবানেরও নানা ভেদ শ্রুত হয় উপাশ্যের ভেদে উপাসকদের ভেদ অনিবার্য্য। ঋষিগণ সত্বপ্রধান হইলেও তাহাদের মতভেদ দৃষ্ট হয়। কারণ সত্বেও তারতম্য বর্ত্তমান। রজঃপ্রধান জীবকেও পূর্ব্ববৎ মতভেদ তথা তমপ্রধান দের ও মতভেদ বর্ত্তমান। কিন্তু সত্বপ্রধানদের যথার্থ ধর্ম্মময় দৃষ্টি কিন্তু রজঃ ও তমো প্রধানদের অধর্ম্মময় দৃষ্টি গুণত্রয়ের মিশ্রদের ও যথাযথ ধর্ম্মাধর্ম্মময় দৃষ্ট। ব্রহ্মদ্রষ্টা ঋষিগণ নিজ নিজ শক্তিঅনুসারে দৃষ্ট্য ব্রহ্মের বর্ণন করিয়াছেন বলিয়া তদ্বর্ণনে মতভেদ দৃষ্ট হয়। যেমন কংসের রঙ্গমঞ্চস্থ এক শ্রীকৃষ্ণকে সভাসদগণের ভাবানুরূপ দৃশ্য রূপেই অনুভব করিয়াছিলেন সেখানে মল্লগণ, বজ্ররূপে, নরগণ নরোত্তমরূপে স্ত্রীগণ মদন রূপে সজন গণ আত্মীয়রূপে পিতামাতা নিজ শিশুরূপে, অজ্ঞগণ বিরাট রূপে যোগীগণ পরতত্ত্বরূপে, কংস মৃত্যুরূপে, বৃষ্ণিগণ পরদেবতারূপে অনুভব করিয়াছিলেন। ইহার কারণ কেবল দৃষ্টি নয় কিন্তু দৃশ্য কৃষ্ণের সর্ব্বমহত্ব ও কারণ রূপে প্রতীয় মান। তিনি অখিল রসামৃত মূর্ত্তি বলিয়া দ্রষ্টাগণ নিজনিজ ভাবের ভাবুক রূপে তাহাকে অনুভব করেন। যেমন এক অধ্বয় জ্ঞান তত্ত্বকে জ্ঞানীগণ ব্রহ্মরূপে যোগীগণ পরমাত্মা রূপে এবং ভক্তগণ ভগবান রূপে অনুভব করেন। সেখানে অদ্বয় জ্ঞানের ব্রহ্মত্ব বা পরমাত্মাত্ব কল্পিত নহে। কিন্তু বাস্তব। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মশব্দে যাহা বুঝায় পরমাত্মা শব্দে ও ভগবান্ শব্দে তাহাই বুঝায় ভেদমাত্র প্রকাশে। অতএব প্রকাশ ভেদে প্রকাশ্য ভেদক্রমে উপাসনা ও উপাসক ভেদ স্বীকৃত হয়। দৃশ্যের বৈচিত্রি তথা দ্রষ্টার বিচিত্র না থাকিলে দর্শনে ও বৈচিত্র থাকিতে পারে না। দ্রষ্টাগণ একসত্বা এক দৃষ্টি সম্পন্ন হ হইলে দৃষ্টিভেদ জনিত মতভেদ থাকে না অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব রসময় রসত্ব সিদ্ধির জন্য বৈচিত্রের প্রয়োজন। বৈচিত্র বিনা রসোদয় হয় না। বৈচিত্র হইতে চিত্তচমৎকারী রসের উদয়। তজ্জন্যই বেদান্তসূত্রের আত্মনিচৈববিচিত্রাশ্চ সূত্রে জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মের বৈচিত্র স্বীকৃত হইয়াছে। আজকাল যে নানা মতের সৃষ্ট হইতেছে, তাহার রজঃ তম গুণ জাত মত। কারণ সেই সেই মতে সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে শাস্ত্রীয় মহাজন মত স্বীকৃত হয় নাই। তাহা তাহাদের মনগড়া মহাজন মত। সূক্ষ্মরূপে ধীর মস্তিষ্কে নিরপেক্ষ ভাবে স্বতঃপ্রমাণ শাস্ত্রযুক্তিতে বিচার করিলে দেখা যায় যে সেই সব মত নূন্যাধিক স্বকল্পিত প্রাদেশিকমত। সেই সেই মতে কোথাও মহাজনদের অবজ্ঞা কোথাও বা লঙ্ঘন কোথাও বা বিরো ধভাব র্ত্তমান। তজ্জন্য স্বতঃ প্রমাণ বেদ শাস্ত্র ও মহাজন অবজ্ঞাত বলিয়া সেই সেই মত নূন্যাধিক অধর্ম্মময়। একই নদীর জলে পুষ্ট নানা জাতীয় বৃক্ষদের নানা জাতীয় ফলদানের ন্যায় একই গুরুর নানা জাতীয় শিষ্য হইতে নানা মতভেদ সৃষ্ট হইয়াছে। যেখানে মতভেদের কারণ শিষ্যদের সত্বাভেদই। একই বিষয়ে ব্রাহ্মের ধারণা ওশুদ্রের ধারণা এক নয় । ব্রাহ্মণ সত্বগুণে শমদমাদি গুণযোগে বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য অনুভব করিতে পারে তজ্জন্য তদ্বিষয়ে তাহারই অধিকার কিন্তু সত্বগুণাভাবে তমগুণ প্রাধান্য শুদ্র ব্রাহ্মণের ন্যায় বেদের যথার্থ তাৎপর্য্যঅনুধাবনে অপারগ। উপরন্তু বিপরীত জ্ঞানই প্রাপ্ত হয়। কারণ তমগুণে ধর্ম্মে অধর্ম্ম এবং অধর্ম্মে ধর্ম্ম মতি হয়। তজ্জন্যই শুদ্রের বেদাধিকার নাই। সত্ব হইতে জ্ঞান, রজঃ হইতে লোভ এবং তম হইতে প্রমাদ মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

সত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতাজ্ঞানমেব চ।

একাদশে ভাগবতে ভগবান্ বলেন প্রবৃদ্ধ সত্বগুণ হইতে মদ্ভক্তিলক্ষণ ধর্ম্মের উদয় হয়। সাত্বিকবস্তুর সেবা হইতে সত্বগুণক্রমে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়।

সত্বাদ্ধর্ম্মো ভবেদ্বৃদ্ধাৎ পুংসৌ মদ্ভক্তিলক্ষণঃ।
সাত্বিকোপাসয়া সত্বং ততোধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ত্যতে।।

অতএব ঈশ্বর উপাসনা বিষয়ে সাত্বিক মতই গ্রাহ্য কারণ তাহা যথার্থ ধর্ম্ম জ্ঞানময় সেই ধর্ম্মজ্ঞাম হইতেই ঈশ্বর উপাসনা সিদ্ধ হয়।

উপসংহারে বক্তব্য কোন মতটি জীবের পক্ষে শ্রেয়স্কর? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে মতটি যথাযথভাবে সৎশাস্ত্র ও মহাজনানুমোদিত তাহাই গ্রাহ্য ও পালনীয়। মহাজনো যেন গতঃ সপন্থা। যিনি মত নির্ণয় করিবেন তাহার সত্বগুণী বা নির্গুণী হওয়া চায় ন তু বা প্রকৃত সত্য শ্রেয়স্কর মতটি নির্ণীত হইবে না। যাহার সত্বাভাবে যথার্থ ধর্ম্মকর্ম্মজ্ঞান ও কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান নাই তিনি সত্যধর্ম্ম ও সত্যমত বা সত্যপথ নির্ণয়ের কে?অন্ধের পথ নেতৃত্ব উৎপাত ও বিপদের কারণ। শ্রীমন্মহাপ্রভু তথা গোস্বামীগণের অন্তর্ধানের পর গৌড়ীয় জগতে ১৩টি অপমতবাদ মহাপ্রভুর মত বলিয়া আত্ম প্রকাশ করে। কিন্তু মহাপ্রভুর একান্ত কৃপাভাজন তুকারামজী সেই সেই মতবাদ পর্য্যালোচনা

পূর্ব্বক বলেন০-

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া দরবেশ সাই।
সহজিয়া সখীভেকী, স্মার্ত্ত জাতগোসাঞ।।
অতিবাড়ী চুড়াধারী গৌরাঙ্গ নাগরী।
তোকা বলে এ তের সঙ্গ নাহি করি।।

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ১৩ টি অপসম্প্রদায়িকমত। ইহাস্পষ্টই মহাপ্রভুর বা গোস্বামীদের মত নহে। গোস্বামীদের মধ্যে শ্রীল রূপগোস্বামীই মহাপ্রভুর অশেষ কৃপাভাজন এবং তিনিই জগতে মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট স্থাপন করিয়াছেন। অতএব কৃষ্ণভজন বিষয়েরূপের মতই প্রকৃত মত। আর সব কুমত তাহাতে আমাদের আদর নাই।

পূর্ব্বোক্ত মতবাদীগণ রূপগোস্বামীর প্রমাণ স্বীকার ও জাহির করিয়াও আচারে বিচারে রূপের মত হইতে ভিন্ন ও বিরুদ্ধভাব পোষণে অপসম্প্রদায়ে পতিত হইয়াছে। সেই মতগুলি খাটি সরিষার তৈলের নামে ভেজাল তৈলে বিক্রয়ের ন্যায় অজ্ঞসমাজে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠা বিস্তার করতঃ ধর্ম্মের গ্লানি আনয়ন করিতেছে। অধর্ম্ম প্রধান কলিযুগে সেই সব অধর্ম্ম বহুল মতবাদ অধর্ম্ম প্রধান কলিহত জীবের রুচিকর হইয়া ক্রমবদ্ধমান। কিন্তু যতোধর্ম্মস্ততোজয় সত্বপ্রধান শুদ্ধান্তঃকরণ শান্ত ও ক্ষ্যান্ত সাধুগণ মহাপ্রভুর সম্বন্ধে স্বরূপরূপানুগ সত্য মতকে সমধিক সমাদরে স্বীকার করিয়া থাকেন। এত অবতারবাদ ও মতবাদ সবই মায়া প্রসাদময় অপবাদ ও উৎপথ মাত্র। তবে সেই সব অপসাম্প্রদায়িকতার গতিকে রুদ্ধ করা যাবে না কারণ কলি স্ববংশে তাহাদেরই আশ্রয়ে নিজপ্রাভব বিস্তার করিতেছে। ধর্মহানিই ধ্বংশের মূল কারণ। কলি আচরণ ছিদ্রপথে মান্য গণ্য লোক নেতা ও ধর্ম্মনেতা দের মধ্যে প্রবেশ করতঃ নিজ সাম্রাজ্য বিস্তার করিতেছে। আজ ধর্ম্মের হাটে গুরুর ছড়াছড়ি নেতার হুড়াহুড়ি কিন্তু বস্তু বিচারে সদ্‌গুরু সন্নেতা বিরল কোটি গুটি বাকী সব অসদ্‌গুরু ও অসন্নেতা। অনাচারী অত্যাচারী ও ব্যাভিচারীদের গুরুত্ব নেতৃত্ব নাই। গুরুত্বতো দূরের কথা শিষ্যত্বও নাই। তাহাদের মত সত্যই কুমত অপমত। পক্ষান্তরে যাহারা শুদ্ধসত্ব প্রধান, সৎশাস্ত্রদর্শী, শুদ্ধাচারী মহাজনানুগ তাহারাই সত্য ধর্ম্মাশ্রয়ী এবং তাহাদের মতই সত্য ও শুদ্ধমত।

শ্রীধরখাতা তত্ত্ববাণী

দেশ দশ সমাজ সংসারের কর্ত্তা মালিক প্রভু হওয়ার জন্য চেষ্টা না করে কৃষ্ণদাস্য সিদ্ধির জন্য যত্ন করাই বুদ্ধিমানের পরিচয়। নশ্বর প্রাকৃত বস্তুর প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী প্রকৃত স্বার্থ বঞ্চিত গণ্ডমূর্খ মাত্র। আত্মানাত্ম জ্ঞান না থাকায় তার প্রভু হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগে। প্রতিষ্ঠান খুলে গুরুসেজে বসিও না। তাহলে পরমার্থ জীবন ব্যবসায়ে পরিণত হবে। কৃষ্ণপ্রীতি ও জীবে দয়রূপ ভাগবত ধর্ম্ম সিদ্ধির জন্য যথা সম্ভব মন্ত্রদানাদি ক্রিয়া কর্ত্তব্য। এই কার্য্যে গুরুত্ব অভিমান বা গুরু অভিমানও একটা অবিদ্যার বিলাস বিশেষ জানিবে। অপরের প্রণম্য হওয়ার অভিলাষও এক প্রকার অবিদ্যাত্ব বিলাস।

কাওকে শিষ্যকে না করে কৃষ্ণদাস্য করাই গুরুত্ব।

এর থেকে পর উপকার আর নাই পরন্তু পর উপকার যদি বিনিময় প্রত্যাশা যুক্ত হয় তবে তাহা আর উপকারে গণ্য না হয়ে ব্যবসায়ে গণ্য হবে।

যারা মন্ত্রণা দিয়ে মানুষকে ভোগী-প্রভু মালিক করে। সুহৃদ্ সাজে তারা তত্ত্ব বিচারে শত্রু-সুহৃদ নহে পরন্তু যারা মন্ত্রণা দিয়ে জীবকে কৃষ্ণদাস্যে প্রতিষ্ঠিত করায় তারাই প্রকৃত সুহৃদ বান্ধব আত্মীয় সজ্জন।

সর্ব্বথা শরণা পত্তিই সাধক জীবনের Concrit foundition যার শরণাপত্তি সবল তার ভক্তিমন্দির স্থায়ী আর যার শরণাপত্তি দুর্বল তার ভক্তি মন্দির ক্ষণভঙ্গুর মাত্র।

প্রচার কার্য্যটা দয়া কার্য্য। কিন্তু প্রচার কার্য্য যদি ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় তবে তাদৃশ স্বার্থপরতায় দয়া ধর্ম্মের প্রচুর অভাব ঘটে।

যারা প্রচারের নামে নিজেদের প্রভুত্বের ফিল্ডকে প্রস্তুত করে তারা প্রচারজীবী। তাদের মুখে শুদ্ধ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তিত হতে পারে না। তারা রাবণ মার্কা সাধু মাত্র।

যারা মন্ত্রজীবী শিষ্যজীবী ধর্ম্মজীবী বেশজীবী নামজীবী তারা সাধুকূলের কুলাঙ্গার স্বরূপ। তারাই অপসাম্প্রদায়কতার জনক।

যার চিত্ত নিষ্কাম তার সামনে নারী আসলেও তাহা তার চিত্তে স্থান পায় না। পরন্তু যার চিত্ত সকাম তার চিত্ত নারীর নাট্যমঞ্চ স্বরূপ।

শুদ্ধবৈষ্ণব আমি বৈষ্ণব এই কথা ত কখন মনে আনেন না। আরা যারা বৈষ্ণবতা জাহিরকরবার জন্য নানাছলাকলায় পণ্ডিত তারা মিছা বৈষ্ণব।

শুদ্ধবৈষ্ণব গুরু অভিমানে কাহাকেও কৃপা আশীর্ব্বাদ করেন না। বরং অন্যের জন্য ভগবানের কাছে কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। আমার যোগ্যতা আছে এই জ্ঞান অবৈষ্ণবতা বহুল। আর আমার কোন যোগ্যতা নাই এইজ্ঞান বৈষ্ণবতা ময়।

যার শরণাগতি যত শুদ্ধ তার বৈষ্ণবতাও তত শুদ্ধ। কারণ যার চিত্ত যত শুদ্ধ তার বৈষ্ণবতাও তত শুদ্ধ। কারণ যার চিত্ত যত শুদ্ধ তার দৃষ্টিও তত শুদ্ধ।

সাধনার উদ্দেশ সংসারে এটে বসা নয় কিন্তু তার থেকে মুক্ত হয়ে ভগবৎ চরণে উপনীত হয়ে নিজধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা।

শ্রবণাদি ক্রিয়া সাক্ষাৎ ভগবানের সুখের জন্য অনুষ্ঠিত হলেও তাহা ভক্তি সংজ্ঞা ধরে। আর যখন আত্মপর রঞ্জনের জন্য অনুষ্ঠিত তখন তার ভক্তি সংজ্ঞা থাকে না। এককথায় শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ও মহাজনানুমোদিত ভক্তির অনুষ্ঠান গুলি ভগবৎপর হলেই তাহা শুদ্ধ অন্যথা অশুদ্ধ।

গুরুকার্য্য করিয়াও বৈষ্ণব মহাজনের শিষ্যত্ব ঠিক রাখেন তিনিই শুদ্ধগুরু। আর যাহাতে শিষ্যতা নাই অথচ অন্যের কাছে গুরুকার্য্য করেন। তিনি অসদ্‌গুরু। কারণ তার শিষ্যত্ব নাই তাহলে তাতে গুরু শক্তি সমাবেশ হবে কি করে? প্রকৃত শিষ্যই প্রপক্কদশায় গুরুত্বের অধিকারী।

যার গুরু নাই বা যিনি গুরুমানেন না অথচ গুরু কার্য্য করেন তিনিই অসদ্‌গুরু।

যিনি সৎসম্প্রদায়ের আশ্রিত নহেন ও যথার্থ গুরুত্বের অধিকারীও নহেন তিনি অসদ্‌গুরু।

যার গুরুত্ব লৌকিক ও কৌলিক বিচারেই প্রতিষ্ঠিত অথচ পরমার্থিক বিচারে নহে তিনি অসদ্‌গুরু।

প্রভুর কার্য্য করতে পারেন প্রভুর অন্তরঙ্গ জন। গুরুকার্য্য

ঈশ্বর কার্য্য। যখন কোন সেবক নিজস্বভাবে ঈশ্বরের অন্তরঙ্গতা প্রাপ্তহন তখনই তিনি ঈশকার্য্য রূপ গুরুকার্য্যের ঈশ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন।

কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণগুণ সকলি সঞ্চারে।

ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ হতে হলে চায় সম্পূর্ণ শরণাগতি, নিষ্কপট প্রীতি সেবা প্রাণতা সচ্চরিত্রতা, প্রাণাধিক প্রিয়জ্ঞান।

নিজের স্বভাব চরিত্র, আচার ব্যবহার সেবা সৌজন্য তদেক নিষ্ঠা দ্বারা সেবক সেব্যের মন জয় করিতে পারলেই তার অন্তরঙ্গ হতে পারেন।

যিনি বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ দোষদর্শী অভিযোগকারী সেবায় উদাসীন, যার প্রভুতে প্রকৃত প্রীতির অভাব তাদৃশ ব্যক্তি কখনই প্রভুর অন্তরঙ্গ হতে পারে না।

যিনি প্রভুর শত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন অর্থাৎ প্রভুতে প্রীতি অটুট রাখেন যিনি পরোক্ষেও প্রভুর প্রীতি সম্পাদনে ব্যস্ত যার সেবা ব্যবহার প্রভুর হৃদয়গ্রাহী তিনিই প্রভুর অন্তরঙ্গ হতে পারেন । অন্তরঙ্গই প্রভুর অন্তর্য্যামী হয়ে থাকেন। অন্তরঙ্গ হলে সেবক সেব্যের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী পদবীতে আরোহণ করেন অর্থাৎ সেব্যপদে সমাসীন হন অর্থাৎ গুরু কার্য্য করিতে পারেন।

দাবী দয়া ধর্ম্মের পরিপন্থী। তাই দাবী না করে নিজস্বভাবে দয়ার পাত্র হলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হয়।

দয়ার পাত্র হতে হলে চায় দৈন্য সৌজন্য সদ্ভাব শরণাগতি ও সেবোন্মুখতা। দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।

যাবৎসেবকে স্বার্থ তৎপরতা থাকে তাবৎ তিনি সেব্যের অন্তরঙ্গ হতে পারেন না। পরন্তু যখনই সেবক স্বার্থ তৎপরতা জলাঞ্জলি দিয়ে সেব্য পরার্থ তৎপরতা বরণ করে তখন সে সেব্যের অন্তরঙ্গ হয়।

কেহ নিজগুণে কেহ বা প্রভুর গুণে প্রভুর কৃপা ভাজন হয়। শ্রীলরূপগোস্বামী প্রভু নিজগুণেই মহাবদান্য গৌর সুন্দরের কৃপা ভাজন হয়েছিল। আর জগাই মাধাই পরম করুণ নিত্যানন্দ প্রভুর গুণে গৌর নিত্যানন্দের কৃপা ভাজন হয়েছিলেন।

দীন হীনও মহাবদান্যের কৃপা গুণে উত্তমতা লাভ করে। কাণ পতিত পাবনত্ব কারুণিকদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য

সৎ সেব ও সৎ প্রভু

যে সেবক সর্ব্বথা অর্থাৎ সর্ব্বভাবেই সেব্যে সুখৈক তাৎপর্য্যময়ী সেবা ধর্ম্মে দীক্ষিত। যিনি সেব্য থেকে সেবার বিনিময় বাসনা করেন না তিনিই সৎসেবক।

আর যে প্রভু নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সেবক ধরেন এবং নিজ সেবা সিদ্ধির জন্য অর্থাদি দান করেন তিনি সৎপ্রভু নহেন পরন্তু যে প্রভু সেবকের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে তাকে নিজ সেবায় রাখেন তিনিই সৎপ্রভু। কারণ প্রহ্লাদ মহারাজ বলেন, সেবকের কাছে প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী প্রকৃত প্রভু নহেন। অপিচ অন্যের সুখাপেক্ষী ও প্রভুত্বের অয়োগ্য। আদেশ উপদেশ ও নির্দ্দেশ আছে গুরুত্ব পরন্তু তোষামোদ বা অনুরোধে গুরুত্ব নাই। অনুরো ধ জানাবে লঘু দীনহীন আর আদেশ উপদেশ নির্দ্দেশ করবেন গুরু প্রভু পূজ্য সেব্য আরাধ্য।

যার আদেশ উপদেশ ও নির্দ্দেশে ভৃত্যের মঙ্গল সাধিত হয় না তার প্রভুত্ব নামে মাত্র।

যিনি নিজ অর্থবা স্বার্থের জন্য আদেশ উপদেশ পেশ করেন তিনি স্বার্থপর তাতে সৎগুরুত্ব নাই। কারণ সাধুর ঐশ্বর্য্য সব পরহিততরে।

যিনি নিজ অর্ঘ্য বা স্বার্থের জন্য পরের গৃহে যান তিনি ভিখারী তাতে মহত্বের অভাব পরন্তু যিনি কেবল মাত্র উপকার সাধনের জন্যই পরের গৃহে যান তিনি মহৎ।

মহান্তের স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজকার্য্য নহে তবু যান পর ঘর।।

০-০-০-০

কে সুহৃদ্?

যিনি পরহিতাকাঙ্ক্ষী যিনি পরের হিতকামনায় তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত বস্তুদিয়ে কৃষ্ণসেবা করে তাদের কল্যাণ বিধান করেন তিনিই প্রকৃত সুহৃদ পর উপকারী।

যিনি উপযাচক হয়ে ভ্রান্তকে সৎপথ প্রদর্শন করেন তিনিই সুহৃদ্।

নিজে শত অসুবিধার সম্মুখীন হয়েও যিনি নিঃস্বার্থভাবে পর উপকারে দৃঢ়ব্রত তিনিই সুহৃদ্ জগতে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন কারীই পরম সুহৃদ্ মহাবদান্য তার সংকীর্ত্তন ধর্ম্মে আত্ম পর কল্যাণ, জীবে দয়ারূপ ধর্ম্ম বিদ্যমান্। তিনি অহৈতুকী কৃপাময়। তিনিই প্রকৃত পক্ষে জীব দরদী। তিনিই মহান্ত মহাজন উদারধী। কারুণিক বান্ধব। তিনিই সত্য ধার্ম্মিক।

০---০-০-০-০-০-০-০

ধর্ম্মই অর্থকাম মোক্ষ হেতু

ধর্ম্মাৎ সঞ্জায়তেহ্যর্থো ধর্ম্মাৎ কামোভিজায়তে।
ধর্ম্মত্রবাপবর্গায় তস্মাদ্ধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ।।কূর্ম্ম ২।৫৪

সংসার মানেই সম্যক চলমান প্রবাহমান চলমান পদার্থ মাত্রেই অস্থির অস্থায়ী। অস্থায়ী বস্তুতে সম্বন্ধ দুঃখের কারণ শোকের কারণ। জীবের দেহও অস্থায়ী ও দৃশ্যাদৃশ্য সংসারের সকল উপাদানই চলমান গতিশীল। অতএব তাহা স্থায়ী ভাবে পাওয়া যায় না। মায়িক সংসারে স্থায়ী বা নিত্য সুখের সম্ভাবনা নাই। যে বস্তু অনিত্য তা থেকে নিত্যসুখের প্রত্যাশাই দুঃকের কারণ। মূঢ়তা থেকেই এই প্রকার অনিত্য বস্তু থেকে নিত্য আনন্দ প্রাপ্তি প্রত্যাশা প্রতিপন্ন হয়। যাহা নিত্য সত্য সুখময় তাহাই সেব্য তার সেবায় নিত্যানন্দ লাভ হয়। জগতে সেই নিত্য সত্য সুখময় বস্তুর অভাব। তাই পণ্ডিতগণ নিত্যসুখ, নিত্যধাম, নিত্যপ্রভুর সেবা করে থাকেন। নিত্য প্রভুর সন্ধান ও সেবা যারা দান করেন তারাই জগতে প্রভু প্রিয় বৈষ্ণব মহাজন। তারা নিত্য প্রভুর প্রতিনিধিসূত্রে জগজ্জীবের কল্যাণ বিধান করতে বিচরণ করেন। যেমন বিদ্বানের সংসর্গে বিদ্যালাভ হয় তদ্রূপ বৈষ্ণব সংসর্গে জীবের বৈষ্ণবতা সিদ্ধ হয়। জীব স্বরূপে বৈষ্ণবহইলেও বর্ত্তমানে স্বভাবে বৈষ্ণবতা নাই। অগ্নি সংস্পর্শে লৌহার দাহিকা শক্তি প্রাপ্তির ন্যায় বৈষ্ণব সঙ্গে জীব স্বাভাবিক বৈষ্ণবতা লাভ করে। তাই বৈষ্ণব স্পর্শমণি তুল্য পতিত পাবন। কারা সেই বৈষ্ণব সঙ্গ লাভ করতে পারে? যারা প্রচুর সুকৃতিবান্ তারাই তাদৃশ মহান্ত বৈষ্ণব সঙ্গে ধন্য হতে পারেন। কৃষ্ণ ভক্তি জন্মমূল হয় সাধু সঙ্গ। অতএব সাধুকৃপা বিনা ভক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই। প্রকৃত সাধুসঙ্গ বিনা যে ভক্তি

জীবের মধ্যে দেখা যায় তাহা মেয়েলী ভক্তি। তাহা মায়া কান্নার মত। তাতে ভগবৎ প্রাপ্তি হয় না। আবার মন্ত্রবৎ সাধনায়ও সিদ্ধি লাভ হয় না। সে ভক্তিতে আছে আরাধ্যের প্রতি প্রচুর মমতা ও মনোযোগ সেই ভক্তিই ভগবৎ প্রাপ্তিকারী। আর যে ভক্তিতে আছে স্বার্থতৎপরতা সেই ভক্তি পরমার্থকারী না হয়ে হয় অর্থকরী। তাতে জীবের নিত্যানন্দ ধাম প্রাপ্তি হতে পারে না। তাহা জীবের পক্ষে একপ্রকার বঞ্চনাও বটে। কারণ যাহা প্রাপ্য সাধনায় তাহা প্রাপ্ত না হলে বঞ্চনা বৈ আর কি হতে পারে?

মানুষ বঞ্চিত হতে চায় না কিন্তু তার মূর্খতাই তাকে বঞ্চিত করে। মূর্খতাটা কেমন? অনিত্য বস্তুতে নিত্যজ্ঞানে ভজনাই প্রকৃত মূর্খতা। মূর্খতার কারণ কি? মূর্খতার কারণ অবিদ্যাভিনিবেশ আর অবিদ্যাই মায়ার দ্বিতীয় মূর্ত্তি বা রূপান্তর মাত্র।

-০-০-০-০-০-

শিষ্যতা

উত্তমশ্রেয় লাভের জন্য শিষ্য উপস্থিত হবে সদ্‌গুরু চরণে। অন্যকোন মতলব নিয়ে সদ্‌গুরুচরণে প্রপত্তি হতে পারে না। কারণ গুরু কোন মায়িক বস্তু নহে। সংসারের উন্নতি, রোগমুক্তি ভোগপ্রাপ্তি মূলে যে প্রপত্তি তাহাই মতলবী প্রপত্তি তাহা মায়িক ভাবনা প্রসূত। তাদৃশ ভাবনা নিয়ে অপ্রাকৃত গুরুর চরণে প্রপত্তি হতে পারে না। সংসারের উন্নতি ভোগপ্রাপ্তি রোগমুক্তি কোন প্রকৃত শ্রেয়ঃ বিচারে আসে না। তাহা উত্তমশ্রেয়ঃ হতেই পারে না। তাহাই উত্তমশ্রেয় যাহা রজস্তমভাবকে উৎপাটিত করে, নস্যাৎ করে এবং পরমভাবকে প্রাপ্ত করায়। আবার কোন জীবের চিত্তে এই উত্তমশ্রেয় জিজ্ঞাসা জাগাতে হইলে চায় প্রচুর সুকৃতি এবং সাধুসঙ্গ। সুকৃতি বিনা উত্তমশ্রেয় জ্ঞান বা জিজ্ঞাসা জীব হৃদয়ে উদিত হাতে পারে না। রজস্তম গুণে মনোধর্ম্মীদের উত্তম শ্রেয় জিজ্ঞাসা জাগে না তাদের চিত্তে তাহা থাকতেই পারে নাই। তাই বলাযায় সাধু সঙ্গ কেবলমাত্র জীবের শ্রেয় জনকই নহে বরং সাক্ষাৎ শ্রেয়ঃ স্বরূপও বটে। যেমন ছোট মুখে বড়কথা শোভা পায় না তেমন বুভুক্ষা বা মুমুক্ষা মুখে উত্তম শ্রেয় জিজ্ঞাসা শোভা পায় না। দৈববলে তাহা জানতে পেরে তার উত্তর দেন না। রামদাস বিপ্রে মুমুক্ষা থাকায় মহাপ্রভু তাকে অন্তর দিয়ে সমাদর করতে পারলেন না। শিষ্য যদি স্নিগ্ধ হয় সেবাপ্রাণ হয় বিষয়ী ও প্রণয়ী হয় তবেই তাতে উত্তমশ্রেয় জিজ্ঞাসা প্রকাশিত হয়। তার যে উত্তর তাহাও সে বধারণ করতে পারে পালন পোষণ করতে পারে ইহাই শিষ্যের সত্ত্বা। আর এই সত্ত্বায়ই তার উত্তমশ্রেয় জিজ্ঞাসার যোগ্যতা দায়ক। সেবা ও প্রগতি বিনা জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর মিলেনা। সেবা ও প্রণতি বিনা জিজ্ঞাসা সদ্‌গুরুতে অরণ্যে রোদন মাত্র। সদ্‌গুরু ট্রাফিক পুলিশ মাত্র নহেন। তিনি কেবল উপদেশক নহেন কিন্তু প্রাপকও বটে। উত্তম শ্রেয়জ্ঞান রত্ন বিশেষ। তাকে মালিক যাকে তাকে দিবেন কেন? যার আধার নাই ধারণ শক্তি নাই তাকে দেওয়া মাত্রে উলুবনে মুক্তা ছড়ান মাত্র। উলুবনের বীজ ধারণ সামার্থ্য নাই তদ্রূপ মহত্ব দর্শনে ও শ্রবণে মাথা হয় নত ত্যক্ত হয় অভিমান্ অবজ্ঞান যায় দূরে অভিজ্ঞান করে আত্মপ্রকাশ। আধার প্রস্তুত হবে সাধু সঙ্গে। জীব নিজেই নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে না। যেমন স্বর্ণ নিজেই কুন্তলে পরিণত হয় না তাকে পরিণত করে স্বর্ণকার তদ্রূপ শরণাগতকে শিষ্যত্বে পরিণত করবে উত্তম সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গ সাঁচেই গড়বে সাধন জীবন অলঙ্কার। সাধুসঙ্গ পরিবেশেই ফুটে উঠে শিষ্য স্বভাব। সেবোন্মুখতা ও প্রণতি প্রাচুর্য্য ও জিজ্ঞাসা। উত্তমকূলে জন্ম বৈভব বিত্ত আভিজাত্য পাণ্ডিত্যাদি যেমন গুরুত্বের কারণ নহে তদ্রূপ জন্মৈশ্বর্য্য শ্রুতশ্রী আভিজাত্যাদিরও শিষ্যত্বের প্রকৃত কারণ নহে পরন্তু প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবাই প্রকৃত শিষ্য তার পরিচায়ক। পরিপ্রশ্ন মানে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজনাত্মক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর জিজ্ঞাসা খণ্ড প্রশ্ন পরিপ্রশ্ন হতে পারে না। তদ্রূপ সাধ্যসাধন বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সম্পূর্ণ, রহস্যমূলক জিজ্ঞাসাই পরিপ্রশ্ন সংজ্ঞক।

কোন বিষয়ে আংশিক প্রশ্ন পরিপ্রশ্ন হতে পারে না। যেমন পরিক্রমা মানেই বৃত্তাকারে ভ্রমণ। সেখানে ১০ মাইল সোজা দেওয়ালকে পরিক্রমা বলে না তদ্রূপ দর্শন শাস্ত্রে দ্রষ্টা দৃশ্য ও দর্শন বিষয়ে যে প্রশ্ন তাহাই পরিপ্রশ্ন যাদের পরিপ্রশ্ন নেই তারা মাঝপথে পথ হারা হয়ে যায় কর্ত্তব্য নির্ণয় করতে পারে না। আবার কোন বিষয়ে বাহ্যজ্ঞান থাকিলেও রহস্যজ্ঞান না থাকলে সে বিষয়ের প্রকৃত অভিজ্ঞান লাভ হয় না তজ্জন্য পরিপ্রশ্ন আগে প্রণিপাত পরে সেবা তৎপর সেবামুখেই পরিপ্রশ্ন ইহাই পরিপ্রশ্ন পদ্ধতি। প্রতিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা যুগপৎ সেবকে থাকিলেই তার শিষ্য সংজ্ঞা ন তু বা শিষ্যত্বের অঙ্গহানি হয়। ব্যবহার জগতেও দেখা যায় যে সমাগত গুরুজনদের প্রতি প্রথম কর্ত্তব্য নমস্কার দ্বিতীয় কৃত্য আসন পাদ্যাদি যোগেসেবা এবং তৃতীয় কৃত্য কুশল জিজ্ঞাসা। অতএব পরমার্থ তত্ত্ব জিজ্ঞাসু শিষ্য প্রথমে প্রণিপাত পরে সেবা তৎপর পরিপ্রশ্ন করিবেন।

০-০-০-০-০

তপো রহস্য

তপঃ ধর্ম্মের একটি পদবিশেষ। তপের তাৎপর্য ইন্দ্রিয় শুদ্ধি। কায়ক্লেশই তপস্বা ভগবানে ভক্তিহেতু যে বৈরাগ্য সেই বৈরাগ্য হেতু ইন্দ্রিয়ার্থে অরোচকত্ব হেতু যে কায় ক্লেশ তাহাই তপস্বা। তপস্বা হতে কায় শুদ্ধি মন শুদ্ধি ইন্দ্রিয় শুদ্ধি। ইন্দ্রিয়াদি শুদ্ধিক্রমে হরিভজনের যোগ্যতা প্রপঞ্চিত হয়। ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতির সেবা কেই বলে ভক্তি। কিন্তু তাহা নিরুপাধিক ইন্দ্রিয় দ্বারাই সম্ভব। তাই ইন্দ্রিয়দের উপাধি দূরীকরণার্থে যে ভোগে বিরতি তাহাই তাপদঃ তপস্বা। যেমন অগ্নি তাপে স্বর্ণমল বিদূরিত হয় তদ্রূপ তপ প্রভাবে ইন্দ্রিয় মালিন্য দূরীভূত হয়। একাদশী উপবাস মূলক ব্রতাদিই তপঃ সংজ্ঞক। তপঃ প্রভাবে তত্ত্ববিজ্ঞান ধারণ সামার্থ্য লভ্য হয়। তাই ধর্ম্মের ১টি পদরূপে তপের প্রচার। নিজকার্য্য সিদ্ধির জন্য যে আত্মীয়তা তাহা বাটপাড়ের কর্ম্ম। বণিকের ধর্ম্ম তাতে বৈষ্ণবতা নাই। পরন্তু যাহাতে পর ও পরমেশ্বর প্রীতি সিদ্ধির সঙ্গে পর উপকার ও সিদ্ধ হয় তাহাই বৈষ্ণবতা মূলক।

-০-০-০-০-

ধর্ম্মের বিবেক

ভাগবত বলেন অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের সাক্ষাৎ সিদ্ধিই হরিতোষণ। হরিতোষণ বিনা অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের সিদ্ধি হতে পারে না। দয়া একটি ধর্ম্মাঙ্গ। দয় ধর্ম্ম যদি হরি প্রীতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় তবেই তাহা সনাতন ধর্ম্মে গণ্য হয় নতুবা নয়। লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদির উদ্দেশ্যে যে দয়ার প্রচার তাহা প্রকৃত দয়া নহে তাহা দয়ার মুখোসে স্বার্থের জাল

মাত্র। তাহা ধর্ম্মে গণ্য হতে পারে না। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য একমাত্র হরিতোষণ তপস্বা উদ্দেশ্য লোক সংগ্রহ বা প্রতিষ্ঠা নহে পরন্তু তার সিদ্ধি হরিতোষণেই তাৎপর্য্যপর। যে তপস্বা হরিপ্রীতিকারী নহে সে তপস্বা বিড়ালতপস্বা অর্থাৎ স্বার্থতৎপরতা মাত্র। তাহা প্রকৃত তপস্বা নহে। যেমন চুনগোলা দেখতে দুধের মত বটে কিন্তু তাহা দুধ নহে বা তাতে দুধক্রিয়া নাই। তদ্রূপ স্বার্থতৎপরতা তপস্বার মত দেখা হলেও তাহা প্রকৃত তপস্বা হইতে পৃথক। যেমন সতী ও সতী দেখতে বাহ্যতঃ অভেদ হইলেও তাদের স্বভাব চরিতে বহু ভেদ বর্ত্তমান স্বভাবে একজন পূণ্যবতী অপরা পাপিনী। তদ্রূপ স্বার্থপরতা মূলে যে তপস্বা তাহা পরমেশ্বর পরতাময়ী তপস্বার সহিত বাহ্যতঃ অভেদ হইলে ফলতঃ ভেদ যুক্ত। স্বার্থমূলে তপস্বা ব্যবসামাত্র আর পরমেশ্বরপরতা মূলে যে তপস্বা তাহা সাক্ষাদ্ধর্ম্ম। ধর্ম্মের মূল ভগবান্ আর ধর্ম্মের সিদ্ধি হরিতোষণ অতএব তপস্বাদি ধর্ম্মের উদ্দেশ্য হরিসন্তোষ বিধায়ক হওয়া চায়। কর্ম্ম ও হরিসম্বন্ধে ধর্ম্মে পরিণত হয় আর প্রসিদ্ধ ধর্ম্মও হরিসম্বন্ধ হীন ভাবে কর্ম্ম এবং হরিগর্হণ ভাবে অধর্ম্মে পরিণত হয়। হরিই দানের শ্রেষ্ঠপাত্র। তাকে ত্রিপাদভূমিদিতে তুমি রাজা হইলা শুক্রাচার্য্যের এই উক্তিই অধর্ম্মময় কারণ এই বাক্যে হরিকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। তার এবম্বিধ বাক্য গুরুত্ব নাই বলে বলিরাজ তাহা গ্রহণ করেন নাই। মানুষ জ্ঞানে রামকৃষ্ণকে অবজ্ঞা করাই যাজ্ঞিকদের যজ্ঞাদি ধর্ম্ম কর্ম্মে পরিণত হয় কৃষ্ণ প্রীতিই যখন জীবের প্রয়োজন তখন জীবের কিরূপ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন তাহা জ্ঞাতব্য বিষয়। সাধন অনুষ্ঠানটি প্রীতি সাধক সাধনগুলিই সাধকের অনুষ্ঠতব্য।

সত্য একটি ধর্ম্ম সত্যবাক্য অর্থাৎ সততা রক্ষণে যদি ভগবৎ প্রীতি সিদ্ধ হয় তাবেই সত্যতা সততা রক্ষণে যদি প্রাণী হিংসা ঘটিত হয় তাহলে সত্যের সত্যতা থাকে না ধার্ম্মিক সত্যবাদী ঋষি ও সত্যবাক্য বলায় হরিণ বধের পাপ প্রাপ্ত হয়। অশ্বত্থামা হত এই গুরুবঞ্চন পর মিথ্যাবাক্যেও যুধিষ্ঠিরের পাপ হয় নাই কারণ যেখানে কৃষ্ণের তৎকথনে আজ্ঞা ছিল পরন্তু দত ইতি পদ উচ্চারণে কৃষ্ণোদেশের অবমাননা হেতু পাপ উপস্থিত। এখানে কৃষ্ণের অবমাননা হেতু সত্যবাক্য অর্ধর্ম্মে পরিণত হয়। অতএব কল্যাণ কামীদের পক্ষে হরিতো ষ কর ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানই কর্ত্তব্য। পবিত্রতা যদি কৃষ্ণপ্রীতিকর হয় তবেই তাহা ধর্ম্মে গণ্য নতুবা তাহা ধর্ম্ম হতে পারে না। কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত মাত্রেরই তাহাই কর্ত্তব্য যাহা কৃষ্ণপ্রীতি কর। নারদ বলেন তৎকর্ম্ম হরিতোষণং যৎ সেটাই প্রকৃত যাহাতে হরির সন্তোষ সিদ্ধ হয় বা যাহা হরি প্রীতি কর। যতদিন সাধকে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা থাকবে ততদিন সে শুদ্ধ ধার্ম্মিকে গণ্য হবে না ততদিন তার বিদেহ মুক্তির সম্ভাবনা নাই। পরন্তু যখন সাধক কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা সিদ্ধির জন্য সাধনানুষ্ঠান করবে তখন সে শুদ্ধধার্ম্মিকে গণ্য হবে। তখনই সাধক সিদ্ধ ভূমিকায় পদার্পণ করে থাকে।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছাএক প্রকার অবিদ্যা বিশেষ। কেবল কৃষ্ণপ্রীতি বাসনাই বিদ্যা বিশেষ। তাহাই শুদ্ধপ্রেম ধর্ম্মবহুল। সাধক জীবনে ত্যাগ বৈরাগ্যের প্রয়োজনীয়তা ও সমাদর দেখা যায় তাহারও উদ্দেশ্য কৃষ্ণপ্রীতি হলেই তাহা শুদ্ধ ধর্ম্ম হয়। যধি সম্বন্ধজ্ঞান হতে বৈরাগ্য উদিত হয় তবে তাহা ধর্ম্মে গণ্য হবে নতুবা পার্থিত স্বার্থের হানিতে যে বিষয়ে বিরতি তাহা সনাতন ধর্ম্ম নহে। তার পরিণাম বিষয়ান্তরে অভিনিবেশ। কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে যে ভোগত্যাগ তাহাই পরম বৈরাগ্য পরম ধর্ম্ম। যে ধর্ম্মাচারে অনর্থময় অর্থ কাম ও আত্মবিনাশ রূপ মুক্তি বাসনা বর্ত্তমান সেই ধর্ম্মাচার অবিদ্যা বহুল। কৈতব বহুল তাতে বঞ্চনা বর্ত্তমান। তাতে মূর্খতাও বিদ্যমান।

সেবার বিনিময় নিজসুখ ভোগ্য প্রার্থনা বণিক বৃত্তি বিশেষ। আর সেবার বিনিময়ে সেব্যের সুখ কামনায় প্রীতি ধর্ম্ম। যে ধর্ম্মে পরোক্ষেও কৃষ্ণপ্রীতি সাধিত হয় সেই ধর্ম্মই পরম ধর্ম্ম। প্রভু বক্রেশ্বরের নৃত্যকালে দেবানন্দের সেবায় প্রভু গৌরচন্দ্র সন্তুষ্ট হয়েছিলেন তাই বৈষ্ণব অর্থাৎ ভক্তসেবা পরম ধর্ম্মে গণ্য। আর যে ধর্ম্মে পরোক্ষে কৃষ্ণপ্রীতির অভাব সূচনা করে তাহা প্রত্যক্ষে পরম ধর্ম্ম বলিয়া অনুমোদিত হইলেও প্রকৃত পরম ধর্ম্ম নহে। যেমন দয়া একটি ধর্ম্ম ঐ দয়া যদি বিষ্ণুদ্বেষী জনে কৃত হয় তবে তাহা প্রত্যক্ষে ধর্ম্ম হইলেও পরোক্ষে কৃষ্ণপ্রীতি বাধিকা হয়। কৃষ্ণবলিলেন সুন্দরী এই গোপণ কথাটা কাহাকেও বলিও না। কিন্তু অন্যের প্রলোভনে যে গোপণ কঠাতা প্রকাশ করেন ইহাতে প্রত্যক্ষে সে সত্য বাদিনী। হইলেও পরোক্ষে কৃষ্ণের আজ্ঞা লঙঘন করায় তাহা প্রীতিবহুল হইলনা। দোষদর্শন অধর্ম্ম বহুল কিন্তু শোধনার্থে শিষ্য পুত্রের দোষ দর্শন খলতা নহে কিন্তু হিতৈষীতা বিশেষ। নিন্দা অধর্ম্ম বিশেষ কিন্তু শিক্ষার্থে নিন্দা ধর্ম্মময়। যে নিন্দা সন্দর্ভ পরশ্রীকাতর সে নিন্দা জঘন্য অধর্ম্ম বৃত্তি বিশেষ আর যে নিন্দার উদ্দেশ্য নিন্দিতের কল্যাণেচ্ছা সুহৃদ্ভাবে সেই নিন্দা ধর্ম্মে গণ্য।

যে উপদেশ শ্রোতার শ্রেয়ঃ সাধন করে সেই উপদেশই ধর্ম্মময় আর যে উপদেশ জীবকে প্রেয়ঃপথের পথিক করে অর্থাৎ সংসারে প্রবেশ করয়া সেই উপদেশ অধর্ম্ম বহুল। ক্ষুধার্থকে খাদ্য দান উপকার ধর্ম্ম কিন্তু রোগবৃদ্ধিকর খাদ্য দান অপকার বিশেষ। নরনারীর কথায় ক্ষুব্ধ চিত্তশিষ্যকে ব্রজের নিকুঞ্জ রহস্য উপদেশ করা গুরুতর হানিকর লঘুতার কারণ।

একাদশীতে উপবাস বিধি কিন্তু বিদ্ধা একাদশীতে ভোজনই বিধি ও উপবাস ব্রত নিষিদ্ধ।

ভগবৎ আজ্ঞারূপ বিধিপালন ধর্ম্ম বিশেষ। আবার তৎপ্রীত্যর্থে আজ্ঞালঙঘণ পরম ধর্ম্ম তাতে সত্তমতাও প্রকাশিত পরন্তু স্বার্থবশে বা অজ্ঞতাক্রমে আজ্ঞা লঙঘন অধর্ম্মবহুল স্বেচ্ছাচারিতা বিশেষ। যে নীতিতে দয়াদি ধর্ম্মবিদ্যমান যে নীতি সত্যমূলক আস্তিক্যময় সেই নীতিই পাল্য আর যে নীতি হিংসা বহু নাস্তিক্য বহু আত্মবঞ্চনা বহুল সেই নীতি পরিত্যজ্য।

যে দয়া ভগবদ্ধর্ম্মসাধক সেই দয়াই জীবের কর্ত্তব্য পরন্তু যে দয়া ভগবদ্ধর্ম্ম বাধক সেই দয়া পরোপকারী হইলে অবিদ্যা বহুলা আত্মপ্রতারণীময়ী। হরিণ শিশুকে দয়া করতে গিয়ে ভরত হরি ভজনে উদাসীন হন ও আত্ম বিড়ম্বনা লাভ করে।

ভগবৎ প্রেমককে আত্মীয় বান্ধবজ্ঞান করাই বিজ্ঞতা আর সাংসারিক বহির্ম্মুখ জনকে আত্মীয় বান্ধব জ্ঞান করা অজ্ঞতা বিশেষ।

অনিত্য সংসারকে নিত্য মনে করা মূর্খতা বিশেষ আর অনিত্যকে অনিত্য ও নিত্যকে নিত্যজ্ঞান করাই প্রকৃত প্রাজ্ঞতা বিশেষ।

আত্মীয় জ্ঞানে বহির্ম্মুখজনে আসক্তি বন্ধনের কারণ এবং অনাত্মীয় জ্ঞানে বিশ্ববান্ধব বৈষ্ণবে অনাসক্তি মূর্খতা বন্ধনের কারণ। পরন্তু বৈষ্ণবে আসক্তিই পরম মুক্তি কারণ।

ভজনানুকূল তপস্যা ধর্ম্ম বহুল আর ভজন বিরোধী তপস্যা অধর্ম্ম বহুল।

ক্রোধ অধর্ম্ম বিশেষ কিন্তু বিষ্ণু-বৈষ্ণবদ্বেষীতে ক্রোধ ধর্ম্ম বিশেষ। ক্রোভক্তদ্বেষীজনে। (৯।৮।৯৫)

০-০-০-০-০

চরিত্রগঠন স্বরূপ বিচার

বৈষ্ণব চরিত্র গঠন করতে হলে সর্ব্বপ্রযত্নে সাধককে বৈষ্ণবসঙ্গে বৈষ্ণব ভাবনায় ভাবিত হইতে হবে মনে প্রাণে। স্বর্ণকার যেমন আংটিকে কুন্তলে পরিণত করতে গিয়ে প্রথমে আংটির রূপকে অগ্নিতে গলিয়ে অরূপ করে পরে কুণ্ডলের ছাঁচে ফেলে কুন্তল প্রস্তুত করে তদ্রূপ সাধুসঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানাগ্নিতে বিরূপ ভাবকে ধ্বংস করে স্বরূপে ছাঁচে বৈষ্ণব রূপ দিতে হয়। স্বর্ণ যেমন নিজে নিজেই কুণ্ডলে পরিণত হয় না স্বর্ণকার তাহা করেন তদ্রূপ ছাঁচে ফেলে শরণাগত শিষ্যকে বৈষ্ণব রূপবান্ করেন।

নিরন্তর চুম্বকের সঙ্গ হেতু অর্থাৎ সংস্পর্শ হেতু লৌহ যেমন আকর্ষণ শক্তি লাভ করে অর্থাৎ লৌহায় আকর্ষণ শক্তি সঞ্চারিত হয় তদ্রূপ নিরন্তর নিপরাধ সঙ্গ হেতু শরণাগতে সিদ্ধের সদ্ধর্ম্মগুণ সঞ্চারিত হয়।

চিন্তামণি বা স্পর্শমণি যেমন স্পর্শমাত্রেই লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করে তদ্রূপ মহাভাগবত মহাজনের সংসর্গে পাতকী ও পরম বৈষ্ণব হইয়া থাকে। এখানে সৎ সংসর্গই জীবের উন্নতির কারণ তাই নীতিকার বলেছেন মহাজনস্য সংর্গ কস্যানোন্নতিকারকঃ পদ্মপত্রস্থিতং বারি ধত্তে মুক্তাফলশ্রিয়ম্। মহাজনের সংসর্গ কাহার না উন্নতি কারক হয় দেখ কমল পত্রস্থিত জল মুক্তাফলশোভা ধারণ করে।

চরিত্র গঠনের দ্বিতীয় রহস্য এই অনুকূল পরিবেশে স্ব স্ব বীজ স্ব স্ব বৃক্ষ ভাব ধারণ করে। তদ্রূপ উপযুক্ত পরিবেশে জীবের স্বতঃ সিদ্ধ ভাব আত্ম প্রকাশ করে। একটি ক্ষেত্রে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন বীজ রোপণ করা হয় তারা কালে নিজ নিজ বৃক্ষ ভাব ধারণ করে সেখানে কিন্তু সঙ্গভাব কাজ করে না কাজ করে স্বতঃ সিদ্ধ ভাব অর্থাৎ মানুষের সঙ্গ বা সেবায় বীজটি মানুষে পরিণত হয় না বৃক্ষই হয় অর্থাৎ ঐ বীজের স্বতঃ সিদ্ধ রূপটি মানুষের অনুকূলসেবায় প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ এক গুরুর শিষ্য হইলেও কোন ক্ষেত্রে ভিন্নভাব দৃষ্ট হয় অর্থাৎ শিষ্যের স্বতঃসিদ্ধভাবই আত্মপ্রকাশ করে এবং প্রবল হয়। মধুর রসের গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য রঙ্গপুরীতে বাৎসল তথা পরমানন্দ পুরীতে সখ্য ভাব আত্ম প্রকাশ করে। এখানে সিদ্ধান্ত এই যেখানে স্বতঃ সিদ্ধ ভাব সুপ্ত সেখানে অনুকূল পরিবেশে সেই সুপ্ত স্বতঋসিদ্ধভাব কল্পিত হবে। যেমন দাক্ষিণাত্য নিবাসী জনৈক রামভক্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে কৃষ্ণভক্তে পরিণত হয় ইহার কারণ তাহাতে স্বতঃসিদ্ধ বা নিত্যসিদ্ধ রামভক্ত ভাবের অভাব ছিল। পরন্তু নিত্যসঙ্গী মুরারিগুপ্তে রামভক্তি ভাবই অটুট ছিল কারণ সেই ভাব তার নিত্যসিদ্ধভাব। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের পূর্ব্বভাবটি আপেক্ষিক কিন্তু মহাপ্রভুর সঙ্গে তার নিত্যভাবটি (ব্রজলীলাময়) আত্মপ্রকাশ করে। এখানে সঙ্গভাব কার্য্যকরী হয়।

বৃহস্পতির অবতার হইলেও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যে মায়াবাদী ভাব তাৎ কালিক, নৈমিত্তিক এবং মহাপ্রভুর সঙ্গে ভক্তভাবই নিত্য। এখানে প্রভুর কৃপাসঙ্গে ভট্টের নিত্যভাব প্রকাশিত হয়।

কোথাও দেখা যায় কুম্ভকার মৃত্তিকাকে কুম্ভাদি রূপ দান করে কিন্তু পুরুষকে নারী করতে পারে না। অভিনয়ে নারীসাজে সজ্জিত করতে পারে কিন্তু নারীলিঙ্গবতী করতে পারে না। কখনও দেখা যায় মহেশ্বরের অভিশাপে পুরুষ সুকুমার বনে নারী হয় বা বশিষ্ঠের মন্ত্র বলে ইলা (সুদ্যুম্ন) পুরুষে পরিণত হয়।

এখানে সিদ্ধান্ত এই কোন সমর্থ সাধুসঙ্গ কুম্ভকারের ন্যায় অনিত্য স্বরূপ হীনকেও নিত্য স্বরূপ দান করতে পারে।

আর মহেশ্বরের ন্যায় কোন অচিন্ত্য শক্তিমান স্বরূপের রূপান্তর ঘটাতে পারেন। সেই রূপান্তরটি কখনও মূল স্বরূপের অনুরূপ বা ভিন্ন রূপও হতে পারে।

যেমন রাধা গৌরলীলায় পুরুষাকৃতি গদাধর রূপে বর্ত্তমান এবং তাহাতে রাধাভাবত্ব অব্যক্ত আছে তৎসখীভাব। কখনও বা রুক্মিণী ভাব দেখা তেয় তাহাতে।

দেখুন রাধার নিত্যসিদ্ধ ভাবান্তর ও রূপান্তর ঘটেছে গদাধরে লীলাক্রমে। তদ্রূপ পরমেশ্বরে নিরঙ্কুশ ইচ্ছাক্রমে নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের রূপান্তর স্বীকার করতে হয় বা সেই রূপান্তর অবাস্তব ঘটনা নহে। ইহা অনুভব করবেন কে? যিনি পূর্ব্বস্বরূপজ্ঞ। বর্ত্তমান্ স্বরূপের সহিত পূর্ব্ব স্বরূপ বিচার করিলেই তাহা প্রমাণিত হয়।

জীব নিত্যকৃষ্ণদাস স্বরূপবান্। কৃষ্ণদাস্য যদি তার নিত্য হয় তাহলে নিত্যস্বরূপের একটি নিত্যরূপ ও আছে। কারণ স্বরূপটি রূপেই আত্মপ্রকাশ করে। যার নিত্যরূপ আছে তাকে রূপ দিতে হয় না দিতে হয় তাকে যার নিত্যরূপ নাই। যেমন যে নারী তাকে নারী ভাব দিতে হয় না কিন্তু যে নারী নয় তাকেই নারী অভিনয় করতে নারী ভাববেশাদি দিতে হয় তাই কেহ বলেন জীবের যে স্বরূপ আছে সে সেই স্বরূপে কৃষ্ণসেবা উপযোগী স্বরূপ গুরু বৈষ্ণব দান করেন। আবার কেহ বলেন বদ্ধজীবের স্বরূপটি আছে বৈকুণ্ঠে। মায়িক জগতে সে বিরূপস্থ। গুরু সর্ব্বজ্ঞতাক্রমে সেই নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের পরিচয় করিয়ে দেন। জীব সাধক দশায় সাধনক্রমে বিরূপভাব ত্যাগ করে সেই স্বরূপভাবের বরণ করে এবং আপন দশায় আনে।

কেহ বলেন কৃষ্ণের ন্যায় জীবের স্বরূপের রূপ ও অনেক। কৃষ্ণযেমন রাম নৃসিংহ বামনাদি রূপে লীলা করেন তদ্রূপ জীবও লীলায় রূপান্তর ধারণ করে। অবশ্য এ সিদ্ধান্ত নিত্য পার্ষদ সম্বন্ধেই যথার্থক।

কেহ বলেন জয় বিজয়ের ন্যায় জীবের স্বরূপ নিত্য ধাম ও মায়াধামে সক্রিয়। তন্মধ্যে জীবের মায়া বিলাস জয় বিজয়ের আসুরিক ভাবের ন্যায় অনিত্য ও নৈমিত্তিক আর বৈকুণ্ঠ বিলাস নিত্য। যেমন অভিশাপ মুক্ত হলেই জয় বিজয়ের আসুরিকভাব ধ্বংস হয় অন্তর্দ্ধান করে তদ্রূপ মায়িক অভিনিবেশ কেটে গেলেই জীব স্বরূপস্থ হয়।

কেহ বলেন জাগ্রত ও নিদ্রিত দশার ন্যায় জীবের মুক্ত ও বদ্ধভাবে স্বরূপস্থ ও বিরূপস্থভাব বিদ্যমান্।

জাগ্রত অবস্থায় জীব যেমন স্বকার্য্য তৎপর তদ্রূপ জীব মুক্তাবস্থায় স্বরূপ তৎপর নিদ্রিতের স্বকার্য্যে বিরতি ও স্বপ্নে মনোরথের প্রগতি সক্রিয় হয় তদ্রূপ বদ্ধাবস্থায় জীবের স্বরূপক্রিয়ার বিরতি এবং বিরূপ অর্থাৎ মায়িক ক্রিয়ায় প্রগতি দৃষ্ট হয়। নিদ্রাভঙ্গে জীব যেমন সক্রিয় হয় তদ্রূপ মায়াভঙ্গে জীব স্বরূপস্থ হয়। অতএব সাধনক্রমে মায়া ভঙ্গই জীবের কর্ত্তব্য। নিত্যসিদ্ধভাবের উদয়ে মায়া ভঙ্গ সহজেই

সম্পন্ন হয়। একটি বালক পড়তে পড়তে নিদ্রিত হয়। স্বপ্নে সে বল খেলায় পদ ভেঙ্গে কষ্ট ভোগ করতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে নিদ্রাভঙ্গে সে বলখেলা বা পদভঙ্গ জনিত ক্লেশ বোধ করে না পরন্তু পূর্ব্ববৎ পড়তে থাকে তদ্রূপ জীব মায়া বশে নিদ্রিত বালকের ন্যায় স্বপ্ন মনোরথে সুখদুঃখাদি ভোগ করে আ সাধুসঙ্গে সাধনক্রমে মায়া মুক্তিতে জাগ্রত বালকের ন্যায় নিজ কার্য্যে কৃষ্ণসেবা তৎপর হয়।

কোনও পুরুষ ভূতাবিষ্ট হলে তাতে ভৌতিক ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। তখন স্বভাব স্তব্ধ থাকে গুপ্ত থাকে আর মন্ত্রপ্রয়োগে ভূত অপসারিত হলেই তার ভৌতিকক্রিয়া ভাব থাকে না এবং স্বভাব সক্রিয় হয় তাকে আবার নূতন করে স্বভাব দিতে হয় না পরন্তু পূর্ব্ব স্বভাব দিতে হয় না পরন্তু পূর্ব্বস্বভাবে সমাসীন হয় তদ্রূপ কৃষ্ণদাস জীবে মায়াভিনিবেশ আসলে কৃষ্ণদাস্য বন্ধ থাকে মায়িক ক্রিয়া চলতে থাকে কিন্তু সাধুসঙ্গে ভজনক্রমে অবিদ্যা মায়া মুক্তিতে জীব মায়িক ভাব ক্রিয়া ত্যাগ করে অমায়িক অর্থাৎ স্বরূপস্থ ভাব ক্রিয়ায় তৎপর হয় তাতে আবার নূতন করে স্বরূপ ক্রিয়া দান করতে হয়ে না।

০-০-০-০-০

স্বরূপের জাগরণ পদ্ধতি

উচ্চ শব্দই নিদ্রা ভঙ্গের কাল কোন নিদ্রিতের নিকট উচ্চশব্দ মূল গীতাদি করলে যেমন তার নিদ্রাভঙ্গ হয় সে জাগ্রত হয় তদ্রূপ বদ্ধজীবের কাছে হরিকীর্ত্তন করলে জীবের বদ্ধভাব কেটে মুক্ত অর্থাৎ জাগ্রতভাব সিদ্ধ হয়। ঐ কীর্ত্তন তার কর্ণযোগে হৃদয়ে গিয়ে হৃদয়স্থ ভাবকে জাগ্রত করে।

সরোবরে কমল বন আছে, কমল কলি আছে, কমলপ্রকাশের উপযুক্ত পরিবেশ ও সময়াভাবে তাতে কমল প্রস্ফুটিত হয় না কিন্তু শরতে রবিকিরণপাতে ঐ কমল বনে কমল প্রকাশিত হয়। যেমন নিশায় কমল মুখপ্রস্ফুটিত হয় না হয় দিবসে সূর্য্যালোকে। তদ্রূপ হৃদয়ে স্বরূপ কমল আছে। অসময় বলে তার বিকাশ হচ্ছে না। অসময়মানে মায়াভিনিবেশ। যখন জীবে শরদ্ভাব অর্থাৎ বিষয় সংসর্গাভাবে চিত্তের শুদ্ধভাব প্রকাশ পায় তখন হরিকীর্ত্তন কিরণালোকে তার হৃদয়স্থ ভাব কমল প্রস্ফূটিত হয়। সুন্দরী যুবতী দর্শনে যুবক তার সঙ্গে মত্ত হয়। তার সঙ্গফলে সে দিনি দিন বীর্য্য হারা ও স্বাস্থ্যহারা অর্থহারা হতে থাকে। ক্রমে সে রোগাক্রান্ত হয়ে নানা দুঃখ ভোগ করতে থাকে। কখনও নিজের বিবেক বা পর উপদেশ ক্রমে সে জানতে পারে যে এই নারী ভোগই তার যাবতীয় দুঃখ দুর্দ্দশার কারণ। সে তখন সেই দুঃখ দুর্দ্দশা থেকে মুক্তির জন্য ঐ নারী সঙ্গ ত্যাগ করে এবং উপযুক্ত ঔষধাদি সেবনে রোগমুক্ত হয়ে পূর্ব্বস্বাস্থ্য প্রায়। তদ্রূপ জীব অজ্ঞতাবশতঃ আপাততঃ সুখকর মায়াভোগে মত্ত হয়। তাকেই পুরুষার্থ মনে করে। কিন্তু মায়া ভোগে সে নানা প্রকার রোগশোকাদির কষাঘাতে জর্জ্জরিত হতে থাকে। ঐ ভোগও তখন তার অসহ্য হয়ে উঠে। সে নিজ বিবেক ক্রমে বা সাধু উপদেশে মায়া ভোগকে তার যাবতীয় দুঃখের কারণ জেনে তার ত্যাগে যত্নবান হয়। ত্যাগ করে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তন মহৌষধি সেবনে পূর্ব্বস্বাস্থ্য ফিরিয়ে পায়। ইহাই স্বরূপ জাগরণের ইতিহাস। (১১।৮।৯৫) ভজন কুঠির

০-০--০--০-০

সাধনে সাবধানতা সতর্কতা

সাধন মানেই সাধ্য প্রাপ্তির উপায় বৈষ্ণব জগতে সাধ্য দুইটি। ১টি সাধকের স্বরূপ প্রাপ্তি দ্বিতীয় আরাধ্য প্রাপ্তি। একটি তামার পাত্র বহুদিন পড়ে আচে অমার্জ্জিত ভাবে। তজ্জন্য তার স্বরূপটি আবৃত আছে। মার্জ্জনা করলেই তার স্বরূপটি প্রকাশ পায়। মালিন্য দূরহলেই বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ পায়। দর্পণে মুখদর্শন ঘটে না। মালিন্য দূর করলেই তাতে মুখদর্শন ঘটে। তদ্রূপ জীব নিত্যকৃষ্ণদাস কৃষ্ণসেবার যোগ্যতা তার স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু মায়ার সংস্পর্শে তার কৃষ্ণদাস্য চ্যুতি ঘটে এবং অন্যের দাসত্ব ও প্রভুত্ব প্রপঞ্চিত হয়। সাধু শাস্ত্রকৃপায় যদি তার বিবেক জাগে তবে সে অন্যের দাসত্ব তথা নিজের প্রভুত্ব ভাব ত্যাহ করে পূর্ব্বসিদ্ধ কৃষ্ণদাসত্বে নিযুক্ত হয়। অন্যের দাসত্ব ও নিজে প্রভুত্ব ও ভোক্তৃত্ব ভাব ত্যাগ এবং কৃষ্ণদাস ভাব গ্রহণে যে ক্রিয়াবলী কর্ত্তব্য হয় তাহাই সাধন সংজ্ঞক। সংসারে দেখা যায় যে নিজের প্রভুত্ব সিদ্ধির জন্য মানব স্ত্রীপুত্রবিত্তাদির সেবা করে, দাসত্ব করে। অতএব প্রভুত্বের সঙ্গে দাসত্ব ও জড়িত আছে। যার প্রভুত্ব, ভোক্তৃত্ব আছে তাকে অন্যের দাসত্ব করতে হয় না। প্রভুত্ব গেলেই তৎসঙ্গী দাসত্ব ও চলে যায়। যার কাম নাই তার স্ত্রীসঙ্গ নেই কাজেই তার স্ত্রীপুত্রাদির দাসত্বও করতে হয় না। যার ভোক্তাভিমান আছে তার ভোগ্যবস্তুতে মমতা আছে। ইহা ধ্রুবসত্য সিদ্ধান্ত। ভোক্তাভিমান নাই ভোগ্য জ্ঞান বা মমতা ভাবও নাই। যার ভোগবাসনা আছে সে ভোগসাধনে নানা কার্য্যকারিতায় মত্ত জড়িত। তার সেই কার্য্যের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে তে সুখ দুঃখ জড়িত। পরন্তু যার ভোগবাসনা নাই তার ভোগসাধনে যত্ন নাই ভোগ্য থাকলেও তার ভোগে উদাসীন। সুতরাং ভোগের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি জনিত সুখ দুঃখাদির সম্মুখীন হতে হয় না। এতদ্ব্যতীত যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভোগ সিদ্ধ না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত মনে অশান্তি সংশয়াদি পীড়া দিতে থাকে মনোরথ বলতে থাকে আর সিদ্ধি না হলে দুঃখ দোষ বিমসাদি অধর্ম্মের পদাঘাতে জর্জ্জরিত হতে হয়। কারণ দৈবাধীন বস্তুর কো ন নিশ্চয়তা নাই। সর্ব্বোপরি ভোক্তা ও ভোগ্য সকলেই কাল বশে চলমান অনিত্য তাদের যোগ ও বিয়োগ কাল কৃত। তদুপরি ভোগ্য বস্তু ও ভোক্তাভাব স্বপ্নবৎ মিথ্যা কল্পিত। কাজেই তাতে নিত্য তার বাস্তবতার অভাবে তারা সেব্য হতে পারে না বা তাদের সেবা দুঃখেরই কারণ মাত্র। সম্বন্ধজ্ঞান হইতে এবম্বিধ ভোক্তাভিমানাদি শমিত হয় এবং সেব্যের সেবারস আস্বাদনে তাহা নির্ম্মূলীকৃত হয়, পরিত্যক্ত হয়। সুতরাং সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত ভজনে জীবের ভোক্তাভিমানরূপ অনর্থ বা উপাধিভূত মালিন্য অপসারিত হয় এবং কৃষ্ণদাসত্বে প্রতিষ্ঠা সিদ্ধ হয়। অতএব যারা স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে চায় তাদের প্রথম কত্য ভোক্তাভিমান্ বিসর্জ্জন হয়। কৃত্য অনিষ্টজ্ঞানে ভোগ্য থেকে দূরে থাকা তার সম্বন্ধ ত্যাগ করা। একাজের সৌষ্ঠব সাধনের জন্য ৩য় কৃত্য। নিজেকে নিযুক্ত করতে হবে সর্ব্বদা কৃষ্ণদাস্য পর সঙ্গ ও কার্য্য কারিতায়। যেমন বনের পাখি পঞ্জরাবদ্ধ করে পালন করলে বহুদিনে পোষমানে আর বনে পালায় না। তদ্রূপ কৃষ্ণদাসপর সাধুসঙ্গ ভাগবত শ্রবণ নাম সঙ্কীর্ত্তন একাদশ্যাদি ব্রতপালন এবং আরাধ্য দেবতার ধাম সেবায় নিযুক্ত থাকলে মনের দৌরাত্ম্য রূপ ভোক্তাভিমান রো গ চলে যায়। পূর্ব্বোক্ত সাধনে বিশেষতঃ আরাধ্য দাস্য মাধুর্য্য অনুভূতি হইতে সাধক ভোগ্য বস্তুতে নিতান্ত বিরক্তি এবং আরাধ্যসেবায় অনুরক্তি লাভ করে। যথা মিশ্রী

সেবকের গুড়ের প্রতি মোহ থাকে না তদ্রূপ শ্রেষ্ঠ আরাধ্য মাধুর্য্যাস্বাদনে দুঃখপ্রদ অনিত্য মনের কল্পিত বিষয় ভোগ তুচ্ছীকৃত হয়। কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ব্যাঘ্র দর্শনে চিৎকার করে, ভীত হয় কিন্তু স্বপ্ন ভঙ্গে আর ভীত হয় না বা সে চিৎকারও করে না। তদ্রূপ যখন সাধক সাধনে আরাধ্য মাধুর্য্য আস্বাদিত হয় বা আস্বাদনের আশ্বাস লাভ করে তখন তার অনারাধ্য অনর্থভূত বস্তুর ভোগে মন প্রধাবিত হয় না, ভোগে মোহ থাকে না।

কুপথ্য গ্রহণে যেমন রোগ বেড়ে যায় তেমন অসৎসঙ্গে অনর্থ বেড়ে যায়। অর্থনাশক এবং অনর্থ সাধক সঙ্গই অসৎ সঙ্গ বাচ্য আর অর্থ সাধক অনর্থ নাশক সঙ্গই সৎসঙ্গ। যদি প্রশ্ন হয় ভোগবুদ্ধি ত্যাগ করলেই তো হয় তাতে ভোগ্য ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা কি? তদুত্তরে বক্তব্য ভোগ বুদ্ধি ত্যাগ করলেও ভোগ্যের সান্নিধ্যও অনর্থকর যেমন অগ্নির সান্নিধযে ও তাপ উপলব্ধি হয়। যাকে ভুলতে হবে তার থেকে বহু দূরে থাক। তার থেকে দূরে থেকে সেখানকার প্রিয়সঙ্গে মগ্ন হলেই প্রকৃত ভুলা যায় নতুবা নয়। কেবল দেহটা দূরে রাখিলেই মনকেও তার থেকে দূরে রাখিতে হবে তা না হলে তার ধ্যানে সঙ্গ হবে, অর্থ সিদ্ধি হবে না, অনর্থ কমবে না। মিথ্যাচারী সংজ্ঞা পাবে। মনকে কতদূরে রাখতে হবে? যতদূরে তার কোন সম্বন্ধনাই তত দূরেই রাখতে হবে অর্থাৎ মনকে অসৎ প্রসঙ্গ হীন সাধু সঙ্গে ও ভজন মত্ত রাখতে হবে। মাঝে মাঝে দেখাদেখী হলে যেমন স্মরণ পথে আসে ভুলা যায় না তদ্রূপ মাঝে মাঝে বিষয় বার্ত্তার আলোচনা বা অসৎ সঙ্গে অনর্থ জেগে যায়। কাজেই অর্থ সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। ভাগবত বলেন বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগান্মনঃ ক্ষুভ্যতি নান্যথা অর্থাৎ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগ হলেই মনের ক্ষোভ জাগে অন্যথা ক্ষোভ জাগে না। এখানে আরও বিবেচ্য যে, বিষয় জ্ঞান থাকলেই মনের ক্ষোভ জাগে অন্যথা নহে। যএমন খাদ্যজ্ঞান থাকলেই খাদ্য দর্শনে খাওয়ার লোভ মনে জাগে। সর্প যে ভয়ঙ্করতা না জানা থাকলে সর্প দর্শনে ভয়রূপ মনক্ষোভ উদিত হয় আর যার সেজ্ঞান নাই তার সর্প দর্শনে চিত্তে ক্ষোভ অর্থাৎ ভয় লাগে না। যেহেতু সাধক ভালভাবেই জেনেছে যে, স্ত্রীসঙ্গাদি বিষয় ভোগ বা সঙ্গ স্বরূপ সাধনার অন্তরায় স্বরূপ সেহেতু তার স্ত্রীবিষয়াদি দর্শনও চিত্তক্ষোভকর তজ্জন্যই তার থেকে দূরে থাকায় আবশ্যকতা দেখা যায় সাধন জীবনে।

কোন সাধকের মনে স্ত্রীদর্শনে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। তার সাধন দুর্ব্বল বলে সে সেই সাধন বলে মনকে বশে রাখতে পারে না। যদি সে তার মনকে ঐ স্ত্রীচিন্তা রূপ ক্ষোভধর্ম্ম থেকে মুক্ত করতে চায় তাহলে তাকে থাকতে হবে সাধুসঙ্গে সাধুগণ সদূক্তি ও কার্য্যান্তরের নিয়োগ দ্বারা তার দুর্ভাবনা থেকে মনকে রক্ষা করে থাকেন। তবে তাদৃশ সাধুসঙ্গে ও সাধনে রুচি থাকা চায়। একটি বালক পড়ায় মগ্ন। তার খেলায় মন নাই। পড়া তার রুচিকর বলেই তার পড়ায় আবেশ হেতু খেলায় মন নাই। আর যদি পড়া শুনা তার রুচিকর না হয় খেলা রুচিকর হয় তবে অনুরোধে পড়তে বসলেও তার মন থাকে খেলায় পড়ায় আবেশ থাকে না তদ্রূপ সাধনে রুচি যত্ন থাকলে তথা সাধ্য মাহাত্ম্যে মন লাগলেই সাধনে আবেশ ও অনর্থকর ভোগাদিতে মন থাকেনা আর সাধ্যের মাহাত্ম্য জ্ঞান ও তাতে আকৃষ্ট তথা তৎসাধনে রুচি না থাকলে অনুরোধে ভজনে বসলেও মন ভজনে থাকে না, থাকে রুচিকর বিষয় চিন্তায় বা বার্ত্তায়। অতএব সাধককে সবপ্রথম সাধ্য মাহাতম্যে মনকে চমৎকৃত করাতে হবে। মনে আকৃষ্টি আসলেই সাধনে সাবধানতা, অনন্যতা ও প্রগতি বেড়ে চলে এবং শীঘ্রই সাধ্য প্রাপ্তি ঘটে।

অনেক সময় মাহাত্ম্য জ্ঞান থাকলেও প্রয়োজনীয়তা অভাবে তার সাধনে প্রযত্ন থাকে না। যেমন ক্ষুধার অভাবে সুখাদ্য ও উপেক্ষিত হয়। অতএব সাধ্য মাহাত্ম্য জ্ঞানের সঙ্গে তৎপ্রাপ্তির আবশ্যকতা বোধ থাকা চায় তা না হলে সাধনে প্রযত্ন থাকে না। যার যত প্রয়োজন বোধ তার তত সাধনে প্রযত্ন ও প্রগতি বর্ত্তমান। প্রয়োজন বোধেই হয় সম্বন্ধ ও সাধন। যেমন পুত্রার্থে স্ত্রীসম্বন্ধ ও সঙ্গাদি প্রপঞ্চিত হয়। যেমন বিদ্যার্থে গুরুর সঙ্গে সম্বন্ধ ও তৎসেবা প্রপঞ্চিত হয়। তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেম প্রয়োজনে কৃষ্ণসম্বন্ধ ও তৎসেবা কর্ত্তব্য হয়। যার কৃষ্ণপ্রেম প্রয়োজন নহে তার কৃষ্ণসম্বন্ধও সেবার প্রয়োজন নাই। অতএব সাধকের প্রয়োজন বোধ থাকা চায়।

প্রয়োজন বোধ থাকলেও প্রয়োজন প্রাপ্তিতে যথাযোগ্য সাধন চায় কারণ যে রোগের যে ঔষধ তার সেবনেই রোগ যায় কিন্তু অযথা ঔষধ সেবনে রোগ মুক্তির সম্ভাবনা নাই। অপিচ যে গন্তব্যের যে পথ সেই পথে না ধরলে নির্দ্দিষ্ট গন্তব্যে পৌছান যায় না। হওড়া মাদ্রাস মেলে চাপলে দিল্লি পৌঁছান যাবে না। হাওড়া দিল্লি মেলেই চাপতে হবে। তদ্রূপ প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণভক্তিই তার সাধক। এখানে কৃষ্ণভ্তি বলতে রাগময়ী ভক্তিই জানতে হবে। রাগভক্তিতেই কৃষ্ণপ্রেম সুলভ। আর বিধিভক্তিতে তাহা সুদুর্ল্লভ। অনেক সময় দেখা যায় প্রকৃত পথ ধরলেও যো গতি অভাবে গন্তব্যে পৌঁছান যায় না তদ্রূপ রাগভজনে যদি প্রগতি না থাকে তাহলে প্রেম প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয়। যেমন কেহ দুই ঘণ্টায় প্লেনে কলিকাতা হতে দিল্লী পৌঁছায় কেহ ১৮ ঘণ্টায় কেহ ৩৬ ঘণ্টায় কেহ বা ২ মাসে পৌঁছায়। এখানে গতি ভেদই দৃষ্টি হয়। তদ্রূপ যিনি সাধনে যতদ্রূত গতিশীল তিনি ততশীঘ্রই সাধ্যে পৌঁছাতে পারেন। মাহারাজ খট্টাঙ্গ ১ মুহূর্ত্তেই পরম পদে গমন করেন। মহারাজ পরীক্ষিত ধুন্ধুকারী ৭ দিনেই পরমপদে যান। আর যার ভজনে গতি নাই তার সাধ্য প্রাপ্ত সুদুর পরাহত। অতএব সাধন রহস্য জানা সাধকের একান্ত আবশ্যক্। ভক্তি সুদুর্ল্লভা হয় সেখানেই যেখানে আসঙ্গ ভজনের অভাব। আসঙ্গ ভজন মানে নিরপরাধ নিষ্কাম ভজন। যে ভজনে অভিযোগহীন যে ভজনে শুদ্ধসঙ্গভাবাদির অভাব বর্জ্জিত যে ভজন কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রাপ্তি কামনাময় সেই ভজনই আসঙ্গ ভজন। এতদ্ব্যতীত যে ভজন তাহা অনাসঙ্গ ভজন তার ফল অবান্তর অর্থপ্রাপ্তি ধর্ম্ম-অর্থ-কাম মোক্ষই কৃষ্ণভজনের অবান্তর ফল। এজগতে সাধকগণ দুইভাগে বিভক্ত। কেহ সম্বন্ধহীন কেহ সম্বন্ধ যুক্ত। যারা নিত্য সম্বন্ধহীন হয়ে ভজন করেন তারা অবান্তর ফল প্রয়াসী আর যারা সম্বন্ধযুক্ত হয়ে ভজন করেন তারা যথার্থ ফলার্থী। তারা অবান্তর ফলের কামনা করে নৈমিত্তিক সম্বন্ধ যুক্ত তারা ধাত্রী তুল্য হবে। আর যারা স্নেহ প্রীতি কামী হয় নিত্য সম্বন্ধযুক্ত তারা মাতৃতুল্য হয়। ধাত্রী অর্থার্থিনী মাতা স্নেহার্থিনী। ধাত্রী প্রকৃত সম্বন্ধ পুণ্য মাতা প্রকৃত সম্বন্ধযুক্ত। যেমন শিবকে পার্ব্বতী ভজন করেন এবং অন্য কুমারীও ভজন করেন কিন্তু পার্ব্বতী তাকে পতিজ্ঞানে ভজন করেন আর অন্যকুমারী তার পতিপ্রাপ্তির জন্য তাকে ভজন করেন। শিব তার পতি নহে। যাবৎ তার মনোরথ পূর্ণ না হয় তাবৎ মাত্র তার শিবপূজা কিন্তু পার্ব্বতীর শিবপূজা নিত্য ও

প্রেমপূর্ণ পত্যর্থিনীর পূজ্য নিত্য ও প্রীতি যুক্ত নহে। যদি ঐ পূজায় কিছু প্রীতি দেখা যায় সেটা বাস্তব প্রীতি নহে, সেটা বণিকের ভাব মাত্র। ভগবান্ বলেছেন যারা আমার সঙ্গে দাস্য সখ্যাদি নিত্য সম্বন্ধযোগে ভজন তৎপর তাদের বিনাশ নাই তারা অন্তে আমাকেই প্রাপ্ত হয় আর যারা অবান্তর ফলার্থী হয়ে আমাকে ভজন করে তারা অবান্তর ফলই প্রাপ্ত হয় তারা বিনাশ ধর্ম্মযুক্ত। অতএব যারা নিত্যধর্ম্ম নিত্যগতি পাইতে চায় তাদের পক্ষে ভগবানের সঙ্গে যে কোন দাস্য সখ্যাদি ভাবেই প্রীতির সঙ্গে ভজন করতে হবে। আমরা দেখতে পায় জগতে কোথাও সম্বন্ধ আছে কিন্তু সেবা নাই, কোথাও সেবা আছে সম্বন্ধ নাই। সম্বন্ধ ও সেবা আছে ইহারা কেমন পর্য্যায়ে গণ্য?

যাদের সম্বন্ধ আছে কিন্তু সেবা নাই তারা ত্যজ্যপুত্র তুল্য ত্যজ্যপুত্র সেব্য পিতামাতাকে সেবা করে না। তাদের পিতামাতাও পুত্রকে স্নেহ করে না। এ জাতীয়দের ভক্ত সংজ্ঞা নাই। বহির্ম্মুখজীবই এই জাতীয়। তারা নিত্য কৃষ্ণদাস হয়েও কৃষ্ণকে প্রভুত্বে জানে না বা মানে না এবং তার সেবাও করে না।

যাদের ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ নাই অথচ সেবা করে তারা স্বার্থপর, প্রকৃত সেবক নহে।

পরন্তু যারা ভগবানের সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধ এবং সেবা যুক্ত তারাই প্রকৃত ভক্ত। সেব্যের সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ গাঢ়তর অন্তরঙ্গ সেবকে গণ্য। যারা আজ্ঞামাত্র পালক জগৎ কার্য্যে নিযুক্ত তারা বহিরঙ্গ সেবক। যারা সেব্যের ব্যক্তি সেবায় প্রীতিযুক্ত তারা অনুগ ও পার্ষদ পর্য্যায়ে গণ্য। যারা সেবা ধর্ম্মে সেব্যের প্রাণতুল্য প্রিয় তারাই ভক্ততম সেবকতম। অতএব সাধক মাত্রেই সাধনে সাবধান থাকা চায়। (১৪।৮।৯৫) ভজন কুটির

০-০-০-০-০

বিধিনিষেধ

ধর্ম্মের অনুকূল প্রতিকূল বিচারে বিধি নিষেধের জন্ম। যারা শ্রেয়ঃপ্রদ যাহা শ্রেয়ের অনুকূল যাহা শ্রেয়ঃ সাধক তাহাই বিধি আর যাহা শ্রেয়ঃ ঘাতক শ্রেয়ের প্রতিকূল যাহা শ্রেয়ঃ নহে তাহাই নিষিদ্ধ বিষয়। এককথায় কর্ত্তব্য বিচারে যাহা ধর্ম্ম তাহাই বিধি আর যাহা ধর্ম্ম বিরোধী অধর্ম্ম বহুল তাহাই নিষেধ। ধর্ম্মে নীতি যুক্তি সত্যও সিদ্ধি বর্ত্তমান্ তাই ধর্ম্মই বিধি। অধর্ম্ম ন্যায় নীতি সত্য যুক্তি সিদ্ধি প্রমিতির অভাব। তাই শ্রেয়ঃ কামীর পক্ষে বিধিই কর্ত্তব্য নিষেধই পরিহর্ত্তব্য. ইহ জগতে জীবপক্ষে হরিস্মৃতিই মূল বিধি এবং হরিকে না বিস্মৃত হওয়াই মূল নিষেধ।

স্মর্ত্তব্য সততং বিষ্ণুর্ব্বিস্মর্ত্তব্য ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়ো রেব কিঙ্করা।

সর্ব্বদা বিষ্যুকে স্মরণ করবে কখনও তাহাকে ভুলবে না ইহা মূল বিধি ও নিষেধ অপর সকল বিধি নিষেধ এই মূল বিধি নিষেধের কিঙ্কর, দাস আজ্ঞাকারী। তাই আত্যন্তিক শ্রেয় সাধনে সাধুসঙ্গ গুরুসেবা, তীর্থাটন, স্বাধ্যায় প্রভৃতি শ্রেয়ঃসাধক কর্ত্তব্য গুলিই হরিস্মৃতি বিষয়ক তাই বিধিতে গণ্য। আর এই সকলের অকরণ বা অন্যথা করণই নিষেধ পর কর্ত্তব্য। সত্যভাষণ, হিতচিন্তন জীবে দয়া সাধু সেবা অহিংসা অচৌর্য্য, আস্তিক্য, সরলতা দৈন্য দয়া কৃপা কারুণ্য, তিতিক্ষা ক্ষমা ধৃতি অলোভ যথা লাভে সন্তোষ পরোপকার অমাৎসর্য্য অনিন্দা, অখলতা বিষয় বৈরাগ্য যাবদর্থানুবর্ত্তিতা, সাধুমার্গানুসরণ ইত্যাদি বিধিতে গণ্য। ইহারা বহির্স্মৃতির সাধক সহায়ক প্রায়ই ভক্ত্যঙ্গে গণ্য, কতকগুলি বিধি যম নিয়মে গণ্য। বিষয় পিপাসার অনুকূল প্রতিকূলে জাত কাম ক্রোধাদি হিংসা, নিন্দা, চৌর্য্য, সাধুনিন্দা, গুরু অবজ্ঞা, শ্রুতি নিন্দা নাস্তিক্য কৃপণতা। কুটিলতা বিশ্বাসঘাতকতা, শাঠ্য কাপট্য লাম্পট্য ঔদ্ধত্য, দম্ভ মিথ্যা ছলনা বঞ্চনা প্রতারণা অভিমান কলহ, বিদ্বেষ বৈশ্রম্য, অন্যায্য, অশৌচ তপোরাহিত্য, অসত্যবাক্, অসৌহার্দ্দ্য, অমৈত্র্য, আলস্য, নিদ্রা প্রমাদ, প্রজল্প প্রয়াস অত্যাহার, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ, লৌল। বাক্য বেগ, মনোবেগ, ক্রোধ বেগ, উদর বেগ, উপস্থবেগ, অধৈর্য্য অস্থৈর্য্য পৈশুন্য, বুভুক্ষা মুমুক্ষা কর্ম্মজ্ঞানযোগ অন্যাভিলাষ অনানুগত্য নীচ প্রসঙ্গ মহদুপেক্ষা পাপ অপরাধ প্রভৃতি শ্রেয়ঃ ঘাতক অতএব নিষিদ্ধাচারে গণ্য। ইহারা হরিস্মৃতির বাধক, বিরোধী ও বিনাশক। ইহাদের কেহই হরিস্মৃতির সাধক সহায়ক সমর্থক সম্বখ তথা সিদ্ধিপ্রদ ও নহে। বদ্ধবহির্ম্মুখ জীব পূর্ব্বোক্ত নিষিদ্ধাচার গুলি স্বতঃসিদ্ধ ও সঙ্গ সিদ্ধভাবে বিদ্যমান্। আর অহিংসাদি ধর্ম্মাচারগুণে বৈকুণ্ঠ পার্ষদে(নিত্যসিদ্ধে) স্বতঃ সিদ্ধরূপে বিরাজমান এবং সাধক জীবে সাধ্যরূপেই বিদ্যমান। বহির্ম্মুখ জীবে মহদ্গুণের সম্ভাবনা নাই মহতের ভাব মহত্ব। যারা মহৎ নহে তাদের মহত্ব বিশুদ্ধ হতে পারে না। মৃতের কার্য্যকারিতা থাকতে পারে না। সিদ্ধাচারই সাধকে বিধিরূপে সেব্যমান। কারণ সিদ্ধের যাহা লক্ষণ সাধকের তাহাই সাধনবিধি। সিদ্ধস্যলক্ষণং যদ্ধি সাধনাস্য সাধকস্য তৎ অর্থাৎ সিদ্ধভক্তের প্রেমাচারগুলি সাধকের কর্ত্তব্য বিধিরূপে উপদিষ্ট। সাধক ঐ গুলি সাধন করতে করতে সহজ দশায় সিদ্ধের ভূমিকায় আরুঢ় হয়। যারা ভক্তির সাধক বিধি গুলি তাদিগকে আশ্রয় করে এবং নিষেধ গুলি পরিত্যাগ করে আর যারা সিদ্ধভক্ত তারা বিধির অতীত হয়। তার বেদাতীত ও লোকাতীত হয় বিধি সাধকেরই সেবক, সিদ্ধের নহে। গন্তব্য প্রাপ্তের গতি থাকে না। গন্তব্য প্রাপ্তের পথ সেব্য নহে। পথসেব্য গন্তব্যকামীর কারণ সিদ্ধের সাধন থাকে না। সিদ্ধ সাধনাতীত। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত সিদ্ধি না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্তই সাধন চলতে থাকে সিদ্ধি প্রাপ্তে সাধন সমাপ্ত হয়। যেমন গন্তব্য প্রাপ্তে গতি সমাপ্ত হয়। রোগীর পক্ষেই ঔষধ সেবন বিধি কিন্তু সুস্থের সে বিধি নাই। টক ভক্ষণ নিষেধ অম্বরোগীর পক্ষে কিন্তু সুস্থের পক্ষে নহে। উপবাস বিধি হইলেও কোনও ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হয় কারণ উপবাস যদি হরিস্মৃতিকর হয় তবেই তাহা বিধি ন তুবা নিষেধে গণ্য। কখনও অসমর্থপক্ষে নিষেধও বিধিতে গণ্য হয়। যেমন চন্দ্রগ্রহণে অন্ন গ্রহণ দোষ কিন্তু অসমর্থ দরিদ্র পক্ষে তাহা গুণ। অতএব জানতে হবে স্থির সিদ্ধান্ত এই যাহা হরিস্মৃতিকর তাহাই বিধি আর যাহা বিস্মৃতিকর তাহাই নিষেধ। প্রসিদ্ধ বেদবিধিও ভজন প্রাতিকূল্যে নিষেধে গণ্য এবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের আদেশও আছে। যথা ভাগবতে---- আজ্ঞায়ৈব গুণান দোষান্ ময়াদ্দিষ্টানপিস্বকান্।

ধর্ম্মান্ যঃ সর্ব্বান্ সন্তজ্য মাং ভজেত স চ সত্তমঃ।।

বেদশাস্ত্র আমাকথিত বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মগুলির দোষ গুণ বিচার করিয়া তাহা আমার একান্ত ভক্তির বাধক জানিয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করতঃ যে আমাকে ধর্ম্মমূল জানিয়া ভজন করে। তিনি সত্তম। অতএব জানা গেল পূর্ব্ববিধি অপেক্ষা পরবিধিই বলবান্ তজ্জন্য পূর্ব্ববিধি নিষিদ্ধ ও পরবিধি প্রসিদ্ধাচারে গণ্য। এখানে পূর্ব্ববিধির

অপ্রাধান্য স্মৃতির অনানুকূল্যে এবং পরবিধির প্রাধান্য হরিস্মৃতিরূপ পরম ধর্ম্মের প্রসিদ্ধত্বেই জ্ঞাতব্য। আরও বেদ প্রসিদ্ধ বিধিই শ্রীকৃষ্ণভজনে অপ্রসিদ্ধ। সেখানে বেদাতীত রাগধর্ম্মই বিধি। কেন না রাগ ধর্ম্মে কৃষ্ণস্মৃতির নৈরন্তর্য্য বর্ত্তমান্। রাগ মনোধর্ম্ম ইষ্টবস্তুকে যে সারসিকীভাব এবং তজ্জন্য যে পরমাবেশ তাহাই রাগবাচ্য। যারা রাগ প্রাপ্ত তাদের বিধি গুলি রাগময় সাধারণ বেদবিধি তাদের সেব্য বা পাল্য নহে। কারণ যারা কাব্য রসিক তাদের ব্যাকরণ পাঠ্য নহে। কখনও ভজনের কোন এক পর্য্যায়ে গেলে ভক্ত কে ও বিধিনিষেধের অতীত হয়। নারদ বলেছেন যস্য যদনুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিত) স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরি নিষ্ঠিতাম্।। অর্থাৎ আত্মভাবিত ভগবান্ যখন যাকে অনুগ্রহ করেন তখন সে লোকাচার ও বেদাচারে পরিনিষ্ঠিত মতিকেও ত্যাগ করে। স্বরূপস্থ যেমন বন্ধমোক্ষের অতীত তদ্রূপ স্বরূপস্থও বিধি নিষেধাতীত। বা পূর্ণাতীত। কারণ তিনি স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। তাতে কোন বিধি নিষেধ কাজ করে না। সিদ্ধের যেমন সাধন পর বিধি নিষেধের বাধ্যতা থাকে না যেমন যার দেহে চর্ম্মরোগ হয়েছে তার পক্ষে তিক্তভোজনের বিধি এবং অম্লে বেগুণাদি খাদ্য নিষিদ্ধ কিন্তু যার চর্ম্ম রো গ নাই তারপূর্ব্বো ক্ত বিধি নিষেধ পাল্য নহে। অতএব যাবত সাধক ভাব তাবৎ বিধিনিষেধ পাল্য।

(স্বাধিনতাদিবস ১৫।৮।৯৫ ভজন কুটির)

০-০-০-০-০

অবিদ্যার পরিচয়

১। অনিত্য মায়া কল্পিত দেহে গেহাদিতে অহং মম ভাব অবিদ্যার কার্য্য।

২। অনিত্য বস্তুকে নিত্যজ্ঞান করা অবিদ্যার কার্য্য।

৩। নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা অবিদ্যার কার্য্য।

৪। নিজেকে কর্ত্তা, ভোক্তা মনে করা অবিদ্যার বিলাস।

৫। অনিত্য বস্তুর জন্য শোক করা অবিদ্যার কার্য্য।

৬। অনিত্য বস্তুর সংগ্রহে প্রয়াস অবিদ্যার কার্য্য।

৭। মায়িক বিষয় ভোগাসক্তি অবিদ্যার কার্য্য।

৮। অর্থ ও স্বার্থ বিষয়ে কাহাকেও শত্রুমিত্র মনে করা অবিদ্যার কার্য্য।

৯। অর্থ ও স্বার্থ নিয়ে কাহাকেও হিংসা করা অবিদ্যার কার্য্য।

১০। হিতৈষী সাধুকে শত্রুমনে করা অবিদ্যার কার্য্য।

১১। অধর্ম্মকে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মকে অধর্ম্ম মনে করা অবিদ্যার কার্য্য।

১২। আত্মাকে দেহ এবং দেহকে আত্মা মনে করাঅবিদ্যার কার্য্য।

১৩। নিজে সিদ্ধ না হয়ে অন্যকে সিদ্ধ প্রণালীদান অবিদ্যার কার্য্য।

১৪। ভগবানের নাম, গুণ লীলা কথা কীর্ত্তনকে জীবিকা করা অবিদ্যার কার্য্য।

১৫। মন্ত্রজীবী, ধর্ম্মজীবী বা ব্যবসায়ী তীর্থ জীবী বেশজীবী অবিদ্যার ভাণ্ড।

১৬। পরনিন্দা পরচর্চ্চা অবিদ্যার কার্য্য।

১৭। নিজেকে কৃষ্ণদাস মনে না করা অবিদ্যার কার্য্য।

১৮। সাধনে উদাসীন হয়ে অন্যকে সাধনোপদেশ অবিদ্যার কার্য্য।

১৯। নিয়মানুগ্রহ অবিদ্যার কার্য্য।

২০। অনধিকার চর্চ্চা অবিদ্যার কার্য্য।

২১। রক্ষণাবেক্ষণে ভগবানে অশরণাগতি অবিদ্যার কার্য্য।

২২। ভগবান্ ও ভগবানের নাম রূপ দেহাদিকে মায়িক মনে করা অবিদ্যার কার্য্য।

২৩। ভগবৎপ্রসাদে সামান্য অন্নজ্ঞানাদিবুদ্ধি অবিদ্যার কার্য্য।

২৪। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি অবিদ্যার কার্য্য।

২৫। পাবন চরণামৃতে জল বুদ্ধি, শালগ্রামে শিলা সামান্য বুদ্ধি ভগবদ্ধামে প্রাকৃত বুদ্ধি অবিদ্যার কার্য্য।

২৬। অধোক্ষজ বস্তুতে আধ্যক্ষকতা অবিদ্যার কার্য্য।

২৭। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবন্নামে শব্দ সামান্য জ্ঞান অবিদ্যার কার্য্য।

২৮। অচিন্ত্য শক্তিভগবানের নাম ধামাদির মহত্বে অবিশ্বাস অবিদ্যার কার্য্য।

২৯। নিজেকে মর্ত্ত্য মনে করা অবিদ্যার কার্য্য।

৩০। ইন্দ্রিয় তর্পণকে মহামানন করা অবিদ্যার কার্য্য।

৩১। দেশ দশের প্রভুহয় নিজেকে কৃতার্থ মনে করা অবিদ্যার কার্য্য।

৩২। নিজেকে গুরু মনে করা অবিদ্যার কার্য্য।

৩৩। অন্যায়ের প্রতিকার ধর্ম্মসঙ্গত হইলেও যে প্রতিকার অধর্ম্মমূলক তাদৃশ প্রতিকার অবিদ্যার কার্য্য।

৩৪। অপরকে দুঃখ উদ্বেগ দিয়ে নিজের সুখচেষ্টা অবিদ্যার কার্য্য।

৩৫। সাধুগুরুকে অবজ্ঞা করে স্বেচ্ছাচারিতা অবিদ্যার কার্য্য।

৩৬। পরছিদ্রানুসন্ধান ও পরশ্রীকাতরতা অবিদ্যার কার্য্য।

৩৭। অন্যকে শিষ্যবুদ্ধি করা অবিদ্যার কার্য্য।

৩৮। স্বার্থবশে অর্থাৎ সেবা লিপ্সু হয়ে শিষ্য করা অবিদ্যার কার্য্য।

৩৯। প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষিতা অবিদ্যার কার্য্য।

৪০। প্রাকৃত জাতি কূলপাণ্ডিত্যাদির অভিমান অবিদ্যার কার্য্য।

৪১। নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণদাস্য পরিত্যাগ করতঃ ব্রহ্মেলীন বাসনা অবিদ্যার কার্য্য।

৪২। অসৎকে সৎ এবং সৎকে অসৎ মনে করা অবিদ্যার কার্য্য।

৪৩। নাস্তিক্য-নৈষ্ঠুর্য্য, কাপট্য, কৌটিল্য, কার্পণ্য, লাম্পট্য, দম্ভ চৌর্য্য, কৃতঘ্নতা, বৈশ্বস্য, হিংসা ঔদ্ধত্য, শাঠ্য, অসৌহার্দ্দ্য প্রভৃতি অবিদ্যার কার্য্য।

৪৪। গুরু-বৈষ্ণব-ভগবচ্চরণে অনিত্য-পার্থিব- স্ত্রীপুত্র বিত্তাদি, প্রার্থনা অবিদ্যার কার্য্য।

৪৫। তদীয় বস্তুতে ভোগ্যবুদ্ধি অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃত জ্ঞান অবিদ্যার কার্য্য।

৪৬। তত্ত্বাভিজ্ঞ হিতৈষী সাধুতে বান্ধব গুরুবুদ্ধি বিদ্যার কার্য্য আর পরবুদ্ধি অবিদ্যার কার্য্য।

৪৭। জ্ঞান বৈরাগ্যকে ভক্তি অঙ্গ মনে করা অবিদ্যার কার্য্য।

৪৮। ত্যাগীর ভোগচেষ্টা অবিদ্যার কার্য্য।

৪৯। বৈষ্ণবের শৌক্রজাত্যভিমান অবিদ্যার কার্য্য।

৫০। প্রাকৃত বুদ্ধিতে ভগবৎ সম্বন্ধী বস্তুকে ত্যাগ অবিদ্যার কার্য্য।

৫১। বৈষ্ণবের কর্ম্মজ্ঞান যোগ বৈরাগ্য চেষ্টা অবিদ্যার কার্য্য।

৫২। কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশা অবিদ্যার কার্য্য।

৫৩। তুচ্ছাসক্তি, অচিন্ত্য বিষয়ে তর্ক তথা অনুমান্ অবিদ্যার কার্য্য।

৫৪। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা অবিদ্যার কার্য্য।

৫৫। সাধুসঙ্গকে সাধ্য মনে না করে সাধন মাত্র মনে করা অবিদ্যার কার্য্য।

৫৬। ভগবানের সঙ্গে অন্য দেবগণকে সমানজ্ঞান পাষণ্ড্য ও অবিদ্যার কার্য্য।

৫৭। অন্যশুভকর্ম্মের সঙ্গে হরিনামে সমতা জ্ঞান অপরাধ ও অবিদ্যার লক্ষণ।

৫৮। নরে ভগবদ্বুদ্ধি এবং ভগবানে নর বুদ্ধি অবিদ্যার কার্য্য।

৫৯। ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা বুদ্ধি অবিদ্যার কার্য্য।

৬০। স্বরূপকেযুক্তি তর্কজন্য ও সাধনসিদ্ধ মনে করা অবিদ্যার কার্য্য। স্বরূপ অজন্য ও স্বতঃসিদ্ধ তাহা যুক্তি তর্ক সিদ্ধ নহে বা সিধান সিদ্ধ নহে।

৬১। অনর্থগ্রস্থের গুরুকার্য্য অবিদ্যার কার্য্য। কারণ অনর্থযুক্তে গুরুত্ব নাই।

৬২। সর্ব্বত্র ভোগদর্শন অবিদ্যার কার্য্য সর্ব্বত্র ভগবদ্ভক্তাবদর্শন বিদ্যার কার্য্য।

৬৩। সাধুসঙ্গকে নৈমিত্তিক মনে করা অবিদ্যার কার্য্য। কারণ প্রেমোৎপত্তির পরেও সাধুসঙ্গ মুখ্য অঙ্গমধ্যে পরিগণিত। কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তুমি তিহো মুখ্য অঙ্গ।।

৬৪। নামকে নামী হতে ভিন্ন মনে করা অবিদ্যার কার্য্য। কারণ নাম-বিগ্রহ-স্বরূপ। এই তিনিরূপ তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দস্বরূপ।

৬৫। ত্যাগীর সঞ্চয়বৃত্তি অবিদ্যার কার্য্য। ত্যাগীর বিলাসিতা অবিদ্যার কার্য্য।

৬৬। হরিসেবায় বিত্তশাঠ্য অবিদ্যার কার্য্য।

৬৭। দশমী বিদ্ধা একাদশী সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী পালন অবিদ্যার কার্য্য।

৬৮। মহাদ্বাদশীকে উপেক্ষা করে শুদ্ধা একাদশী পলনও অবিদ্যার কার্য্য।

৬৯। বৈষ্ণবের কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধ অবিদ্যার কার্য্য। বৈষ্ণবের স্মার্ত্তা আচার অবিদ্যার কার্য্য।

৭০। গুণকর্ম্মজাত বর্ণাশ্রমকে বংশগত মনে করা অবিদ্যার কার্য্য। কারণ ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ হতেও পারে নাও হতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ এব। ব্রহ্মচারীর স্ত্রী না থাকায় তার বংশ বিচার থাকতে পারে না। সন্ন্যাসীর স্ত্রী না থাকায় তার বংশ বিচার থাকতে পারে না। তবে বান্তাসীর বংশ থাকতে পারে কিন্তু বান্তাসীর পুত্র জন্ম মাত্রেই বান্তাসী হতে পারে না। বান্প্রস্থীর পুত্রবান্প্রস্থী হতে পারে না কারণ তার পুত্র ব্রহ্মচারী হবে সময়ে সে বানপ্রস্থী হতে পারে যেমন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী সন্ন্যাস করতে পারে।

৭১। বৈষ্ণবের আত্মপ্রশংসা অবিদ্যার কার্য্য।

৭২। আত্মহত্যা অবিদ্যার কার্য্য।

৭৩। নিজভ্রমে মহাজন দোষদৃষ্টি অবিদ্যার কার্য্য।

৭৪। জীবসেবাই ভগবতসেবা এইরূপ বিবেক অবিদ্যার লক্ষণ।

৭৫। নামবলে পাপবুদ্ধি অপরাধ ও অবিদ্যার কার্য্য।

৭৬। অপরিণাম দর্শিতা অবিদ্যার কার্য্য।

(১৬।৮।৯৫ ভজন কুটির)

-০-০-০-০-

বিদ্যার পরিচয়

১। অনিত্য মায়িক বস্তুতে ঔদাসিন্য বিদ্যার কার্য্য।

২। বিষয়ভোগে বিরতি বিদ্যার কার্য্য।

৩। সর্ব্বত্র তদীয় দৃষ্টি বিদ্যার কার্য্য।

৪। সুখদুঃখে লাভালাভে, মানাপমানে শীতোষ্ণ সমতা জ্ঞান বিদ্যার কার্য্য।

৫। পার্থিব বস্তুর বিয়োগে শোক রাহিত্য বিদ্যার কার্য্য।

৬। বৈষ্ণব বিরহে শোকার্ত্ত বিদ্যার কার্য্য।

৭। কার্য্য ভগবদ্দাস্যে কাম ভক্তিদ্বেষী জনে ক্রোধ-সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণে লোভ ইষ্টগুণগানে, মদ-ইষ্টলাভে মোহ বিদ্যার কার্য্য।

৮। ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, বালিশে কৃপা ও দ্বেষীজনে উপেক্ষা বিদ্যার কার্য্য।

৯। পার্থিব দেহ গেহাদিতে অহং মম শূন্যতা বিদ্যার কার্য্য।

১০। যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান বিদ্যার কার্য্য।

১১। হরিভক্তিতে শ্রেয়জ্ঞান বিদ্যার কার্য্য।

১২। সাধুসঙ্গে শ্রেয়বুদ্ধি বিদ্যার কার্য্য।

১৩। সাধুসেবায় পরমার্থ দৃষ্টি বিদ্যার কার্য্য।

১৪। জন্মৈশ্বর্য্য শ্রুতশ্রীথাকা সত্ত্বেও অভিমান শূন্যতা বিদ্যার কার্য্য।

১৫। নিজেকে কৃষ্ণদাস্যানুদাস মানা বিদ্যার কার্য্য।

১৬। সহানুভূতি তিতিক্ষা-ক্ষমা কৃতজ্ঞতা সরলতা, কারুণ্য দৈন্য পরো পকার সৌজন্য সৌশীল্য সাদ্গুণ্য প্রভৃতে বিদ্যার কার্য্য।

১৭। হরিসন্তোষণার্থে সত্য-দয়া তপঃ শৌচাদির অনুষ্ঠান বিদ্যার কার্য্য।

১৮। কৃষ্ণ অধিষ্ঠান জ্ঞানে জীবে সম্মান বিদ্যার কার্য্য।

১৯। গুরুবৈষ্ণবে আত্মীয় বান্ধব ও তীর্থ বুদ্ধি বিদ্যার কার্য্য।

২০। গুরুতে ভগবদ্বুদ্ধি বিদ্যার কার্য্য।

২১। সর্ব্বথা শরণাপত্তি বিদ্যার কার্য্য।

২২। প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষিতা রাহিত্য বিদ্যার কার্য্য।

২৩। যথা যোগ্য সম্মান দান বিদ্যার কার্য্য।

২৪। ভগবৎ সেবায় বিত্তশাঠ্য রাহিত্য বিদ্যার কার্য্য।

২৫। কৃষ্ণদাস্যে প্রতিষ্ঠাশা বিদ্যার কার্য্য।

২৬। কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগত্যাগ বিদ্যার কার্য্য।

২৭। পরমধর্ম্ম যাজনে পূর্ব্ববিধি ত্যাগকরতঃ পরবিধি গ্রহণ বিদ্যার কার্য্য। অর্থাৎ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রূপ পূর্ব্ব বিধিত্যাগ করতঃ ভগবদ্ভজন রূপ পরবিধি স্বীকার বিদ্যার কার্য্য।

২৮। স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা বিদ্যার কার্য্য। এখানে স্বধর্ম্ম বলিতে স্বরূপ ধর্ম্মই জ্ঞাতব্য।

২৯। নিজের সুখ দুর্দ্দশায় দৈব বা অন্যকে দোষী না করে, নিজকর্ম্মদোষ দর্শন বিদ্যার কার্য্য। কারণ শাস্ত্র বলেন স্বকর্ম ফলভুক্ পুমান্ তজ্জন্য কেহই দায়ী নহে।

৩০। সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত হরিভজন বিদ্যার কার্য্য। সম্বন্ধজ্ঞান আমি কৃষ্ণদাস কাহারও প্রভু বা ভোক্তা বা দাস নহি কৃষ্ণ আমার নিত্য এই জগৎ তার মায়া শক্তির কার্য্য। কৃষ্ণপ্রেমই পর পুরুষার্থ তাহাই জীবের পরম প্রয়োজন। যদি প্রশ্ন হয় হরিভজনইতো বিদ্যার কার্য্য তাহলে আবার সম্বন্ধজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা কি? হ্যাঁ হরিভজনই বিদ্যার কার্য্য সত্য কিন্তু সম্বন্ধজ্ঞান হীনে সেই হরিভজন প্রকৃত নহে। প্রাকৃত মাত্র তাহাতে শুদ্ধির অভাব, শুদ্ধির ভাবই বিদ্যার পরিচয় আর অশুদ্ধির অভাবই বিদ্যার কার্য্য।

৩১। অদোষদর্শিতা বিদ্যার কার্য্য।

৩২। সংসার অর্থাৎ প্রবৃত্তিমার্গে দোষ দর্শনে উপরতি বিদ্যার কার্য্য।

কেননা সংসার অজ্ঞানজাত অতএব তাতে দোষ থাকবেই ভাগবতে ভগবান্ বলেন সংসার প্রবৃত্তি মার্গ উৎপথ।

৩৩। যুক্ত আহার-বিহার কর্ম্মে চেষ্টা যুক্ত নিদ্রাদি বিদ্যার কার্য্য।

৩৪। সমদর্শিতা বিদ্যার কার্য্য।

৩৫। বিষয় ভোগে স্বেচ্ছাচারিতায় তথা অহংকারে দোষদর্শনবিদ্যার কার্য্য।

৩৬। প্রতিগ্রহে দোষদৃষ্টি বিদ্যার কার্য্য।

৩৭। পরিণাম দর্শিতা বিদ্যার কার্য্য।

৩৮। জন্মমৃত্যু জ্বরা ব্যাধি দুঃখাদির দোষ দর্শন বিদ্যার কার্য্য।

৩৯। পরচর্চ্চা পরিহার পূর্ব্বক সর্ব্বথা আত্মসমীক্ষা বিদ্যার কার্য্য।

৪০। ভগবানে অনন্যভক্তিযোগ বিদ্যার ফল।

৪১। সার ও ভাব গ্রাহিতা বিদ্যার কার্য্য।

৪২। নাম নামীতে অভেদ বুদ্ধি বিদ্যার কার্য্য।

৪৩। আস্তিক্য বিদ্যার পরিচয়।

৪৪। কায় বাক্য মনের পাবিত্র্য বিদ্যার কার্য্য।

৪৫। অর্থে অনর্থ দর্শন বিদ্যার কার্য্য। অর্থে স্বার্থ দর্শন অবিদ্যার কার্য্য। (১৮।৮।৯৫ ভজন কুটির।)

সাধন বিবেক

মানবের যাবতীয় যোগযাগ জপতপ দান ধ্যানাদির উদ্দেশ্য সুখ প্রাপ্তি ও দুঃখ নিবৃত্তি। কিন্তু যেভাবে যাগযোগাদির অনুষ্ঠান করা উচিত ঠি সেভাবে অনুষ্ঠিত না হলে বাঞ্ছিত প্রাপ্তি হয় না কখনও দৈবদোষে কখনও বা প্রযত্নাভাবে কখনও বা সাধন রহস্যাভাবে সেই সেই কার্য্য সিদ্ধির উদয় হয় না। অনেক পথ আছে সকল পথের গন্তব্য এক নহে ভিন্ন ভিন্ন কাজেই যথার্থ পথ অবলম্বন না করলে অভিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছান যায় না। ঔষধালয়ে অনেক ঔষধ থাকে। সেখানে যোগ্য ঔষধ থাকে। সেখানে যোগ্য ঔষধ সেবনেই রোগমুক্তি হয় অন্যথা মনোরথে বসে মনগড়া ঔষধ সেবনে রোগমুক্তির সম্ভাবনা থাকে না। কেহ অল্প সময়ে সিদ্ধি লাভ করছেন আবার কেহ বা জন্ম জন্ম সাধনায় ও সিদ্ধি পায়না ইহার কারণ কি কারণ সাধনের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা। ঠিক ঠিক সাধন হলে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী তাহা না হলে যুগ যুগ কেটে যেতে পারে। অতএব সাধনে সাবধানতা চায় । দুধ জ্ঞানে ময়দা গুলা পানে দুধের ক্রিয়া হতে পারে না। বস্তুজ্ঞান সাধ্যজ্ঞান-সাধনজ্ঞান যথাযথ থাকলেই সাধকের সাধনা সাফল্য মণ্ডিত হয়। সকল সাধনার উদ্দেশ্য মনো নিগ্রহ। নিগৃহীত মনেই ভজন সম্ভব। যার মন নিগৃহীত হয় নাই তার শুদ্ধভজন হতে পারে না। যে পাত্রে ময়লা আছে তাতে দুধ রাখলে দুধ মালিন্য ধারণ করে। ভাল বস্তুও দূষিত হয়। দূষিত বস্তুর সংসর্গে যেমন বায়ু দূষিত হয়। অতএব যার মন দূষিত তার মনে শুদ্ধভাবের সংস্থান হতে পারে না। যেমন অম্লযুক্ত পাত্রে দুধ রাখলে দুধকেটে যায় বিকৃত হয় তদ্রূপ দুষ্ট মনে ভাবে ভাবও বিকৃতরূপ ধারণ করে। জগতে অজিতেন্দ্রিয় সাধকের দূষিত মনে রাধা কৃষ্ণের রস বিকৃত ভাবে সহজিয়া মতের সৃষ্টি হয়। শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন নাম কীর্ত্তনে কৃষ্ণপ্রেম লভ্য হয় তিনি নামকীর্ত্তনে সাবধানতা শিখায়েছেন নবম কীর্ত্তন যদি নিরপরাধ হয় তবেই প্রেম সুলভ অন্যথা অপরাধ মুক্ত নামগানে কোটি জন্মেও প্রেমোদয় হয় না। কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব। যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয় ভাব। কোটি জন্ম করে যদি নাম সঙ্কীর্ত্তন তথাপি না পায় কৃষ্ণ পদ প্রেমধন।। সুতরাং অপরাধ বিষয়ে সাধককে সাবধান থাকতে হবে। অপরাধ দশবিধ। (১) সাধুনিন্দা। (২) গুরু অবজ্ঞতা, (৩) শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দা, (৪)ভগবানের নাম নামীতে ভেদ বুদ্ধি, কৃষ্ণের সহিত শিবাদি দেবতার সমজ্ঞান বা ভেদজ্ঞান, (৫) অন্যশুভকর্ম্মের সহিত নামের সমতা জ্ঞান, (৬) নামবলে পাপ বুদ্ধি, (৭) নামে অর্থবাদ (৮) নামে কল্পনা বুদ্ধি, (৮৯)অশ্রদ্ধালুকে নামদান। (১০) নাম মাহাত্ম্য শুনিয়াও তাহাতে অশ্রদ্ধা। এতদ্ব্যতীত মহাপ্রভু আরও বলেছেন স্বরূপ রামানন্দকে সম্বোধন করে---

যে রূপে লইলে নামপ্রেম উপজয়।
তার লক্ষণ শ্লোক শুন স্বরূপ রামরায়।।
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ।।

তৃণাদপি সুনীচেন মানে অতি দিনতার সহিত, তরোরিব সহিষ্ণুণা মানে তরুর ন্যায় সহ্যশীল তার সহিত অমানিন্য মানে অভিমান ত্যাগের সহিত এবং মানদেন মানে যথা যোগ্য মানদানের সহিত হরিসর্ব্বদা কীর্ত্তনীয়। দৈন্য ধর্ম্মময় তার সাহচর্য্য জীবের পরমার্থ সিদ্ধ হয় যেখানে ভক্তি সেখানেই দৈন্যের বাস, দৈন্য ভক্তিকে পুষ্ট করে আর ভক্তি দৈন্যকে পুষ্ট করে। নিজেকে অযোগ্য মনে করাকে দৈন্য বলে। আমি অধম অবুঝ অযোগ্য এই নিষ্কপট বুদ্ধিই দৈন্য সুতরাং দৈন্য ধর্ম্মসাধক পরন্তু দম্ভ ধর্ম্ম নাশক দম্ভ অধর্ম্ম নাশক দম্ভ অধর্ম্মবংশ। তার সাহচর্য্য কখনও জীবকে ধার্ম্মিক করে না বা ধর্ম্ম সিদ্ধি দান করে না। তজ্জন্যই দম্ভপরিহার করতঃ দৈন্যের আনুকূল্য সাধক জীবনকে উজ্জ্বল করে।

সহিষ্ণুতা একটা মহদ্‌গুণ। ক্ষমা পর্য্যায়ে সহিষ্ণুতার অবস্থান। সহিষ্ণুতা ধর্ম্ম সাধক। যে সাধক সহিষ্ণু নহে সে কখনই সাধনে ধীর স্থির হতে পারেনা। অসহিষ্ণু প্রকৃত সাধনে অন্তরে উদাসীন বাইরে ধর্ম্ম ধ্বজীমাত্র। সুখদুঃখ মানাপমান শীতোষ্ণ দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুই সাধনে নৈষ্ঠিক। যে পরের কথা সত্য করতে পারে না, যে প্রতিকার করবার জন্য চঞ্চল হয়েছে তার মন সাধনে থাকতে পারে না। কাজেই তার পক্ষে সাধ্য প্রেমপ্রাপ্তি সুদূরপরাহত। তজ্জন্যই প্রভু বলেছেন সহ্যগুণের সহিত নাম কীর্ত্তনীয়।

অভিমান একটি রজঃবৃত্তি তাহা দম্ভপর্য্যায়ে অধমবংশ। জন্ম কর্ম্মাদির অভিমানী সাধনে অনধিকারী কারণ তার অভিমান সাধনে সিদ্ধি দান করে না যে স্বয়ং অধর্ম্ম সে ধর্ম্ম সিদ্ধি দিতে পারে না কখন। শাস্ত্র বলেছেন, ভগবান্ অভিমানীর অনেক দূরে অবস্থিত অভিমানীর দূরে কৃষ্ণজানিহ নিশ্চয়। পাই সাধনে অভিমান সিদ্ধির বিড়ম্বনা মাত্র। পরন্তু অভিমানহীনই কৃষ্ণকৃপার যোগ্য ভগবান্ বামনদেব বলেছেন, অভিমানহীনে আমার কৃপা জানিবে। অতএব অভিমানে যখন কৃষ্ণপ্রাপ্তি রূপ ধর্ম্ম সিদ্ধি হয় না তখন তার প্রশ্রয় দেওয়া সাধক মাত্রেরই কর্ত্তব্য নহে। অভিমান হতে অবজ্ঞা, অসূয়া স্পর্দ্ধা পরশ্রীকাতরতাদি অধর্ম্মের বংশ বৃদ্ধি লাভ করে। আর নিরভিমান হতে দয়াদি ধর্ম্ম সিদ্ধ হয়। ধর্ম্মযোগেই ধর্ম্ম সিদ্ধি হয় অতএব ধর্ম্মময় সাধনই সাধকের আশ্রয়িতব্য। অভিমানী অপরকে মান দিতে পারে না। কোন ব্যক্তি নীচকূলে জাত হলেও পরম বৈষ্ণব পক্ষে উচ্চকূলে জাত অবৈষ্ণব বা মিছা বৈষ্ণব হলেও সে জাত্যাভিমানে পরম বৈষ্ণবকে সমাদর করতে পারে না। জাত্যাভিমানী জাতি বুদ্ধি

যোগে নারকী। সুতরাং অভিমান বড়ই মন্দ তাকে ত্যাগ করে প্রেমার্থীকে হতে হবে নিরভিমানী। নিরভিমানই মহদ্‌গুণ, ধর্ম্মময়। তাই মহাপ্রভু অভিমানহীন হয়ে হরিকীর্ত্তনে করতে উপদেশ করেন। মানদ একটি মহদ্‌গুণ মহদ্‌গণ ভগবানের সন্তোষ বিধান কল্পে জীবে যথাযোগ সম্মান দান করেন মহাপ্রভুর ও তদ্রূপ নির্দ্দেশ, যথা জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান। দেহ দৈহিক সম্বন্ধে যে মানদানাদি তাহা ব্যবহারিক নতু পরমার্থিক পরন্তু কৃষ্ণাধিষ্ঠান জ্ঞানে কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে যে মান দান তাহাই পারমার্থিক তাহা সাক্ষাৎ ধর্ম্মময়।

মানদ না হলে ধর্ম্মাধিকার জন্মে না ভগবান্ বলেন ভূতদ্রোহী আমার প্রকৃত পূজক হতে পারে না। সর্ব্বভূতে সম দর্শনই আমার শ্রেষ্ঠপূজা। আমি সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী অন্তর্ব্বাসী সর্ব্বভূতে মান অর্থাৎ পূজাদানই আমার উপাসনা। বৈষ্ণবপক্ষে বৈষ্ণবে মৈত্রী, বালিশে কৃপা ও দ্বেষীজনে উপেক্ষাই কৃষ্ণপূজা বিধি। সেই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম সবারে প্রণতি। অতএব মানদ্‌গুণ বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিশেষ তজ্জন্যই প্রভু মানদ হয়ে কৃষ্ণকীর্ত্তন করতে বলেছেন। মানদের মান বেড়ে যায়। মানদই মনের অধিকারী। জগতের লোক যে তাকে মান দেয় কেবল তাহাই নহে ভগবান্‌ও তার মান দেন। কারণ ভগবান্ বড়ই কৃতজ্ঞ। মানের পাত্র শ্রেষ্ঠহন। কে সেই শ্রেষ্ঠ? যার সম্বন্ধে অন্ধের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয় সেই ভগবান্‌ই শ্রেষ্ঠপাত্র। অন্যকে মান পরিণামে ভগবানে পৌঁছায়। কারণ মানের গতিই গোবিন্দ। যিনি যে পরিমাণে গোবিন্দের অনুগত তিনিও সেই পরিমানে মানের পাত্র হয়ে থাকেন। বৃষ্টির জল উচ্চভূমিতে থাকে না অর্থাৎ উচ্চভূমির জল ধারণ সামর্থ নাই, সমতল ভূমি কিছু মানায় ধারণ করতে পারে পরন্তু সমস্তজল জমা হয় নীচভূমি নদী নালায় বিল খালে সমুদ্রে। সেখানে বিল খাল নদীতে যথাযোগ্য ভাবে জল ধৃত হয় কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে জল ধৃত হয় জলের উৎস স্বরূপ সমুদ্রে। নদীনালা বিল খাল সম্পূর্ণ জল ধারণ করতে পারে না তারা যোগ্য ভাবে আংশিকজল ধারণে সমর্থ। তদ্রূপ অভিমানীতে ভগবৎ কৃপা ধারণ বা মান ধর্ম্ম ধারণ সামর্থ নাই। যিনি যত নীচ তাতে ততই মানজল সঞ্চারিত হয় অর্থাৎ মানী হয়। নদী নালার জলও সময়ে সমুদ্রে গিয়া পড়ে তদ্রূপ মানীদের মানও কৃষ্ণে উপস্থিত হয়। তাই বলা হয়েছে গোবিন্দ সম্বন্ধেই সকলে যথাযোগ্য মানপাত্র। অতএব কৃষ্ণপ্রীতির জন্য জীব যথাযোগ্য মানদান কর্ত্তব্য। জীবে কেন সম্মান দিতে হবে? কারণ জীব কৃষ্ণাংশ কৃষ্ণের সহিত জীবের ভেদাভেদ। অখণ্ড কালের ক্ষুদ্রাংশ ক্ষণ লবাদি। ক্ষণ লবাদি অখণ্ড কালেই অবস্থান করে তদ্রূপ অনন্তরূপী ভগবানে ক্ষুদ্ররূপ জীব অবস্থিত। কৃষ্ণপূজার সঙ্গে সঙ্গে তার বিভিন্নাংশ জীবগত কৃষ্ণাংশের পূজাও কর্ত্তব্য বিচারেই দয়া ধর্ম্মের প্রচার। দয়া ধর্ম্মই দান ধর্ম্ম। নানা উপকরণে ঐ দানধর্ম্ম সক্রিয়। তন্মধ্যে মানদান অন্যতম। তজ্জন্যই মহাপ্রভু মানদ হয়ে কৃষ্ণকীর্ত্তন করতে বলেছেন। হরিকীর্ত্তন যুগ ধর্ম্ম বিচারেই প্রতিষ্ঠিত। যদিও অন্যান্য যুগেও নামকীর্ত্তন ধর্ম্ম বর্ত্তমান তথাপি কলিযুগে তার প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। অবিদ্যাহরণেই ভগবানের হরি সংজ্ঞা। সুস্থ্য মানুষের পক্ষে রোগই অসুস্থ্যতার স্বরূপ রো গ গেলেই মানব সুস্থ্য হয়। স্বরূপস্থ নিজ কার্য্যকারিতায় নিযুক্ত হয়। জীব কৃষ্ণদাস কৃষ্ণসেবা তর ধর্ম্ম। কিন্তু অবিদ্যা রো গে জীব ভুগছে। যে কৃষ্ণসেবা করতে পারছে না। যে নিদ্রিত, তাকে জাগাতে গেলে তার কানে শব্দ করতে হবে। শব্দ শুনে সে জাগত্র হবে। তদ্রূপ জীব অবিদ্যা নিদ্রামগ্ন তাকে জাগাতে হলে তার কাছে হরিকীর্ত্তন করতে হবে। বিশেষতঃ কলিযুগে জীব গভীর অবিদ্যা মগ্ন তাকে পাপহারী হরিকীর্ত্তনেই জাগাতে হবে তাই হরির কীর্ত্তন কর্ত্তব্য ধর্ম্ম হইয়াছেন যেমন সূর্য্য কিরণ সম্পাতে তিমির রাশি অপগত হলেই পর্ব্বতের স্বরূপ প্রকাশ পায়। যেমন অগ্নিযোগে মলদূর হলেই স্বর্ণের নিজরূপ প্রাশ পায়। তদ্রূপ হরিকীর্ত্তন প্রতাপে জীবে অবিদ্যা জাল (আবরণ) দূরীভূত হলেই জীবে স্বরূপস্থ হয়। তজ্জন্যই হরিকীর্ত্তনের ব্যবস্থা। হরিকীর্ত্তনই সাক্ষাৎ হরি দাস্য, হরিতোষ ধর্ম্ম। ভগবান্ বলেন, আমি কীর্ত্তন প্রিয়। আমারভক্তগণ যেখানে আমার গুণাবলী কীর্ত্তন করে আমি সেখানে বাস করি। বৈকুণ্ঠ হতেই ভক্তের কীর্ত্তনস্থান আমার অতি প্রিয়। অন্য অভিলাষে হরিকীর্ত্তনে শুদ্ধবৈষ্ণবতার অভাব। বিধি ধর্ম্ম প্রীতি ধর্ম্মের অধীন বিধি পালনে প্রীতির অভাব বা ব্যাঘাত হলে শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। অতএব কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে কৃষ্ণকীর্ত্তনই প্রকৃত বৈষ্ণবতাময়। ইহাই জীবের প্রকৃত স্বরূপকৃত্য। জীব যাবৎ অন্যাভিনিবেশ লয়ে হরিকীর্ত্তন করে তাবৎ সে বিরূপস্থ জানিবে। জীব যখন আত্মেন্দ্রিয় প্রীত্যর্থে হরিকীর্ত্তন করে তখনও সে বিরূপস্থ পরন্তু সে যখন কেবল কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে কৃষ্ণকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ পালনে সচেষ্ট হয় তখনই সে স্বরূপ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত জানিবে। মানুষের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মকর্ম্মাদির তাৎপর্য্য হরিসন্তো ষ একথা ভাগবত বলেন। যে নারী সাধ্বী পতিব্রতা তাতে পরপুরুষানুরক্তি থাকে না। আর যে পরপুরুষানুরক্ত তাতে পাতিব্রত্য থাকতে পারে না। তদ্রূপ সে স্বরূপজ্ঞ বা স্বরূপস্থ তাতে বিরূপ ভাব থাকতে পারে না আর যে বিরূপস্থ সে স্বরূপ কৃত্যে উদাসীন। কেহ মনে করেন ভূল করতে করতে একদিন শুদ্ধ হবে কিন্তু এ বিচারঅনার্য্যো চিত। শাস্ত্রে এবম্বিধ অনুশাসন নাই। কাদা দিয়ে কাদা ধোঁয়া যায় না কেবল শুদ্ধ জলেই তাহা সম্ভব। অতএব অশুদ্ধ স্বরূপবিরুদ্ধ ভাবনা লয়ে হরিকীর্ত্তনে বসতে নাই শুদ্ধ ভাবনাযোগেই হরিকীর্ত্তনে বসতে হয় তবে সেখানে কর্ণাপাটব দোষ হেতু সাধনে কিছু ত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু ভূল থাকে না। ভূল ও ত্রুটি এক কথা নয়। সেখানে ভূল যেখানে বিস্বরণ হেতু অননুষ্ঠান আর ত্রুটি সেখানে সেখানে সাধনাঙ্গের অপূর্ণতা বর্ত্তমান। কখনও ভূলবশতঃ ত্রুটির উদয় হয়. ভূল বিস্মরণ ত্রুটি বিস্মরণ জনিত বা অসামর্থ্য নিবন্ধন কার্য্যের অসম্পূর্ণতা অঙ্গ হানিতা। আমার মালা গাঁথার কথা ছিল, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ তাহা গাঁথিতে বিস্মৃত হয়েছি। ইহাই ভূল লক্ষণ আর মালাটা গাঁথা হয়েছে বটে কিন্তু ঠিক ঠিক হয় নাই। তাতে শিল্পনৈপুণ্য বা পুষ্প সাকল্য কম আছে ইহাই ত্রুটি লক্ষণ। অতএব শুদ্ধ স্বরূপোচিত ভাবনা যোগে হরিকীর্ত্তন কর্ত্তব্য। দুধ চিনি দিয়ে চাউল ফুটালে তাকে পায়স বল কিন্তু ময়দা জলে চাউল ফুটালে তাকে কেহই পায়স বলে না। কখনও ধ্রুবের মত কোন সকাম সিদ্ধিতে নিষ্কাম হয়ে থাকেন। তাই বলে এটাই সাধন বিধি বা সাধক সদাচার নহে। কোন পণ্ডিত জেনে শুনে রাম নামের পরিবর্ত্তে মরা মরা কীর্ত্তন করবে? নারদ রত্নাকারকে রাম নামই উপদেশ করেন। সে রাম নাম উচ্চারণ করতে পরিতেছিল না বলিয়াই মরা মরা বলতে থাকে। সাধনকর জেনে জল পিয় ছেঁনে। ঠিক ঠিন নাজেনে সাধন করলে শিব গড়তে বানর গড়া হবে। হরিকীর্ত্তন কলিযুগধর্ম্ম হল কেন? সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের জীবের সামর্থ্য বিচার করেই এইরূপ ব্যবস্থাকরেছেন। যে জলে পড়ে গেছে হাবুডুবু খাচ্ছে

তার কৃত্য কি? সে ধ্যান পূজা বা যাগাদি করতে পারে না। সে কেবল আত্মরক্ষার্থে সমর্থবান দয়ালু কোন প্রভুকে চীৎকার করে ডাকে তদ্রূপ কলিহত জীব আত্মরক্ষার্থে ভগবান্‌কে তার নামযোগে উচ্চৈঃস্বরে ডাকবে। তাই যুগধর্ম্ম। মহামন্ত্রে কেবল ভগবানের হরেকৃষ্ণ রামাত্মক সম্বোধন পদ বর্ত্তমান। কলিজীব নিতান্ত দূরবাস্থা প্রাপ্ত অতএব তার পক্ষে ভগবান্‌কে নামধরে ডাক। ছাড়া উত্তম ধর্ম্ম হতে পারে না। শিশু যেমন গুণার্থী হয়ে উচ্চৈঃ স্বরে ক্রন্দন করতে থাকে। জননী তার ক্রন্দন ধ্বনি শুনে তার কাছে এসে তাকে কোলে নিয়ে স্তন্যপান করায় সুখী করে। তদ্রূপ স্বরূপ ধর্ম্মপিপাসু জীব উচ্চৈঃস্বরে ভগবানকে ডাকতে থাকবে। তার ডাক শুনে করুণ ভগবান্ তাকে সংসার থেকে উদ্ধার করে নিজ চরণ সেবা রসে তাকে সুখী করেন।

যে শিশু নিষ্কপট স্তন্যার্থী হয়ে মাকে ডাকে মাতা তাকে স্তন্য পানে তৃপ্ত করেন কিন্তু যে শিশু কপট ভাব ডাকে মা তার ডাকে সাড়া দেন না তার কাছে আসেন না আসলেও স্তন পান না করায়ে খেলনা দিয়ে চলে য়ান তদ্রূপ যে জীব স্বরূপ পিপাসায় ভগবানকে ডাকে ভগবান্ তার মনোবাসনা পূর্ণ করেন পরন্তু যে অন্যভাবনা দিয়ে ডাকে ভগবান্ তার কথায় সাড়া দেন না। সাড়া দিলেও তাকে পদেবামৃত না দিয়ে খেলনা স্বরূপ অন্য কিছু বিষয় দেন। ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ অন্তর্য্যামী তার অজানা কিছুই নাই তিনি দেশ কাল সুপাত্রজ্ঞ কাকে কি দিতে হয় দেওয়া উচিত তাহা তিনি ভালই জানেন। তিনি আবার বাঞ্ছাকল্পতরু। তিনি সর্ব্বফলপ্রদ তথাপি দাসে পক্ষে পদসেবা বিনা অন্য কিছু প্রার্থনা করা অনধিকার চর্চ্চা বিশেষ। তাহা মূর্খতাও বটে অতএব কৃষ্ণ প্রীত্যর্থেই কৃষ্ণকীর্ত্তন করা উচিত। (কে মহাজন)

ভগবানকে মনোগড়া পথে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় মহাজন পথে। কে মহাজন? যিনি সংসর্গ দানে জীবের মহত্ব সৃষ্টি করেন তিনিই মহাজন। মহত্বং জনয়তি যঃ স মহাজনঃ।। যিনি পতিত পাবন ধর্ম্মে ধনী তিনিই মহাজন। যিনি পরমার্থ ধনে মহাধনী হয়ে শতসহস্র জনের প্রয়োজন সারাদিকে মুক্ত হস্ত মহাবদান্য। তিনিই মহাজন। কাজেই তিনি নিরুপাধিক দয়ালু ক্ষমিষ্ণু উদারধী। যিনি কেবল নিজ সংসার পাল ক্ষম তিনি অপরের দুঃখ মিটাতে পারে না তিনি মহাজন হতে পারে না। আবার যিনি কোটিপতি অথচ কৃপণ তিনিও মহাজন হতে পারেননা। পরন্তু যিনি কোটিপতি যিনি পরদুঃখে দুঃখী যিনি প্রাণ দিয়েও শ্রেয়ঃ আচরণে সিদ্ধমতি। যিনি মহোদার ধর্ম্মে দীক্ষিত। যার বদান্যতার শত শত শরণাগতের সংসার দুঃখ নির্ব্বাপিত হয়। তিনিই মহাজন। যিনি মুক্ত হস্ত সিদ্ধ স্বরূপ। তিনিই মহাজন। যারা স্বার্থপর তারা কৃপণ যারা পরমার্থপর তারা করুণ মহাজন। কৃপণের দাসত্ব বঞ্চনাময় আর করুণ মহাজনের দাসত্ব অমৃতময়। কারণ তিনি অমৃতধর্ম্মী। তিনি স্পর্শমণির ন্যায় সঙ্গকারীর অমৃতত্ব সম্পাদনে সক্ষম উদার কীর্ত্তি।

মহাজনঃ মহাজনঃ যিনি মহান তিনিই মহাজন। কে মহাজন? যিনি লোকপূজ্য তিনিই মহান মহীয়তে জনৈর্য্যঃ স মহাজনঃ মহত্ব বৃহদ্ব্রহ্মের দাসত্ব প্রসূত। অতএব যিনি ভগবদ্ভক্ত প্রধান তিনিই মহান মহৎঅন্তঃকরণ মহাজন মহাজনের কোন পথ? শ্রেয় পথ ঈশ ভক্তিই শ্রেয় পথ। যারা শিবাদি অন্যদেবতাদের ভক্ত তারা কি মহাজন হতে পারে না? না? তারা অনুমহাজন মাত্র। তাদেরমহাজনত্ব সার্ব্বজনীন নহে কারণ দেবভক্তিকে শ্রেয়ঃ বলা হয় নাই। কৃষ্ণভক্তিই শ্রেয়ঃ তাহাই জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম অভিধেয়। যথা আদার ব্যাপারী মহাজন হতে পারে না। তথা দেবভক্তি মানবকে অমৃতত্ব দান করতে পারে না। দেবভক্ত আবর্ত্তনধর্ম্মী কৃষ্ণভক্তের পুনরাবৃত্তি নাই। অতএব দেবভক্তি শ্রেয়ঃ হতে পারে না। শ্রেয়ঃ কি? নিত্য কল্যাণই শ্রেয়ঃ যাহা কাপট্যমুক্ত সাদ্ধর্ম্মস্মৃত স্বরূপানুবন্ধি। তাহাই শ্রেয়ঃ। শ্রেয়ঃ পথ সন্তাপমুক্ত প্রেয়পথ ও সন্তাপ বহুল। নিবৃত্তিতৃষ্ণগণ শ্রেয়ঃ পথের পথিক আর প্রবৃত্তি বিধান গণ প্রেয়ঃপথের পথিক।

শ্রেয়ঃপথ-সৎপথ আর প্রেয়পথ উৎপথ। শ্রেয়ঃ পথে বৈকুণ্ঠগতি আর শ্রেয়ঃ পথে সংসার গতি সিদ্ধ হয়।

-০-০-০-০-

মহতের পরিচয়

ধূপ নিজে পুড়ি করে গন্ধ বিতরণ।
কাষ্ঠ পুড়ি জীবে অন্ন করে সম্পাদন।
নিজে তাপী বৃক্ষ করে পান্থে ছায়া দান।
নিজে মরি মুনিদেবে দেয় দেহ খান।
এইমত সাধু লোক পরহিত তরে।
ক্লেশ সহি আশীর্ব্বাদ করে হৃষ্টান্তরে।।
পরের মনের দুঃখ যে জানিতে পারে।
পুত্রবৎ অন্যে স্নেহ ব্যবহার করে।
হিত উপদেশ দেয় অনুভবি নিজে।
সেই ত মহৎবটে জগতের মাঝে।।
মরে সবে এইভবে অসাধু ও সাধু।
অসাধু নরকে যায় বৈকুণ্ঠেতে সাধু।।
কর্ম্ম ভেদে ফলভেদ বলে মহাজন।
সৎপথে ধর্ম্মফল কর উপার্জ্জন।।
আস্তিক সরল অত্যব্রত উদারধী।
ধার্ম্মিক বদান্য শুদ্ধভাব নিরবধি।।
যার চেষ্টা সর্ব্বদায় পর হিততরে।
তাহাকে মহৎ জনে এভব সংসারে।
প্রতিদান নাহি চায় দান মাত্র করে।।
মানী তবু অভিমান হৃদয় না ধরে।
পরউপকারে ত্যজে মান অপমান।
দুঃখী হয়েও পরদুঃখ করয়ে খণ্ডন।।
হৃদয়ে অসূয়া ভাব না জাগে কখন।
গুণদর্শী হয়ে সবে করে মানদান।।
অদোষ দর্শী সদা কৃতজ্ঞ সদয়।
সেই ত মহৎ জীব সাধ্য সদাশয়।।

(২৪।৮। ৯৫ ভজনকুটির)

০-০-০-০-০

সাধককৃত্য

সাধক সর্ব্বক্ষণ আত্মসমীক্ষা যোগে তার অভীষ্ট সাধন ভজনে তৎপর থাকে। যাহা উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট তারা কাণ্ডারীবিহীন নৌকার মত ভবসাগরে ভাসমান, কখনও বা ডুবি লাভ করে। যারা পরের চরিতের ভালমন্দ বিচারে ব্যস্ত তারা খল পরচর্চ্চক। যারা নিজ চরিতের

বিচারে মুগ্ধ তারা অভিমানী আর যারা আত্মচরিতের উন্নতি সাধনে ব্যস্ত তারা শুদ্ধ সাধক। তিন ঘণ্টা সময় ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে পরীক্ষার্থী যদি ঐসময় বন্ধুদের সঙ্গে আলাপে ব্যস্ত হয় তবে তার পক্ষে সময়ে সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হতে পারে না। তজ্জন্য তার পাশেরও সম্ভাবনা থাকে না তদ্রূপ যে সাধক তার ব্যক্তি সাধনা ফেলে রেখে অন্যচর্চ্চায় সময় কাটায় তার সাধক জীবন অতি শোচনীয়। তাতে উন্নতির সম্ভাবনা নাই। আগুনে অন্নসিদ্ধ করতে হলে অন্নস্থালী আগুণে রেখেই তাকে সিদ্ধ করতে হয় নতুবা হয় না। তদ্রূপ ভগবৎ প্রাপ্তিকে সিদ্ধ করতে হলে নিরন্তর নামমন্ত্রযোগ তাঁতে থাকা চায়। চাউল ফুটাতে গেলে স্থালীর জলেই তাকে রেখে আগুনের তাপ দিতে হবে। যে হাড়ীতে জল নাই, চাউল নাই তাতে আগুণ দিলে অন্ন সিদ্ধ হয় না। তদ্রূপ যেখানে গুরুর কৃপানুকূল্যের অভাব সেখানে সাধন সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। আগুণে বেগুণ দিয়ে অন্ন সিদ্ধ হতে পারে না। তদ্রূপ অন্য বাজে চিন্তাযোগে সাধন করলে বাজে চিন্তাই সিদ্ধ হয়, আসল ভাবনা সিদ্ধ হয় না। তাই সাধককে সর্ব্বদায় সতর্ক থাকতে হবে সাধন কালে যেন অন্যচিন্তা চিত্তে না ঢুকে। যদি ঢুকে তবে তাকে বিবেক দারোয়নের সাহায্যে বাহির করতে হবে। একাজে যদি সাধন অপারগ হয় বা আলস্য করে তাহলে অন্যচিন্তায় সিদ্ধ হয় বিড়ম্বনা। সাধনে ভাবিবে যাহা সিদ্ধিতে পাইবে তাহা। যে নাম রূপ গুণ লীলা সেবাদি মনঃপূত অভীষ্ট তাহাই সাধনে ভাবিতে হবে। মনে মনে তাহাই সাধিতে হবে। এটা মনঃকলা খাওয়ার মত ব্যর্থ চেষ্টা নয় কারণ ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন ভাবনাযোগেই জীবের বন্ধু কৃত্য সম্পাদন করে থাকেন।

বালিকা বা কুমারীর মনে দাম্পত্য ভাবনা থাকে না কিন্তু কিশোর বয়সে তাহা যোগ হয় মনে, ব্যক্ত হয় যৌবন কালে, মিলন হয় পতির সঙ্গে সিদ্ধ হয় মনোরথ। তদ্রূপ যতদিন অনর্থ নিবৃত্তি না হয় ততদিন তাতে সঠিক স্বরূপভাব জাগে না। যখন সে নিষ্ঠা রুচি ভাব পায় তখন থেকে তার স্বরূপ ভাবনা চিত্তে বিলাস করতে থাকে আর ভাব বা প্রেমাবস্থায় ঐ ভাবনা পুষ্ট ও পক্কভাব ধারণ করে এবং আরাধ্যের সাক্ষাৎকার ঘটায়ে স্বরূপের সিদ্ধি সম্পাদন করেন।

-০-০-০-

রাগভজন ও ষড্গোস্বামী

অদ্যকার আলোচ্য বিষয় রাগভজন ও ষড্গোস্বামী। আদৌ জ্ঞাতব্য রাগ লক্ষণ। রাগ লক্ষণ জ্ঞাত হইলেই রাগভজন বিষয় অবগত হওয়া যায় এবং ঐ ভজনে ষড্গোস্বামীদের চরিত্রও আলোচিত হয়।

রাগধর্ম্মেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ রাগধর্ম্মবতাং প্রিয়ঃ।

রাগমার্গৈকগম্যোঽসৌ রাগ এব প্রয়োজনম্।।

বিবেক--ভগবান বিধি ও রাগ পথে উপাসিত হন। তন্মধ্যে বিষ্ণু ও নারায়ণাদি অবতারগণ বিধি পথেই উপাসিত হন পরন্তু স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেবল রাগপথেই উপাসিত হন। তিনি বিধি পথে উপাসিত হন না। কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ধ্যান বিধিভক্তি তপ দান ইহাতে কৃষ্ণ মাধুর্য্য দুর্ল্লভ। কেবল যে রাগমার্গে ভজে তাঁরে অনুরাগে তাঁরে কৃষ্ণ মাধুর্য্য সুলভ।। তিনি রাগসেব্য, রাগগম্য, রাগতুষ্ট, রাগপ্রিয়, রাগবক্তা এবং রাগলভ্য অতএব কৃষ্ণ ভজনে রাগমার্গই আশ্রয়ণীয়।

রাগ লক্ষণ উজ্জ্বলনীলমণিতে-

দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।

যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে।।

যে স্থলে প্রণয়োর উৎকর্ষ হেতু অতিশয় দুঃখও পরম সুখরূপে অনুভূত হয় তাহাকেই রাগ বলে।।

তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত সেও ত পরম সুখ। অর্থাৎ প্রীতির উৎকর্ষ হেতুই পরম দুঃখও পরম সুখ রূপে স্বীকৃত হয়।

ইষ্টে সারসিকী ভাবঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।

তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোচ্যতে।।

ইষ্ট বস্তুতে সারসিক অর্থাৎ স্বাভাবিক ভাব ও পরমাবিষ্টতাই রাগ লক্ষণ। রাগময়ী ভক্তিই প্রয়োজন। যথা চৈতন্যচরিতে--

রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসীজনে।

তার অনুগত ভক্তির রাগানুগা নামে।।

ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা- রাগের স্বরূপ লক্ষণ।

ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ কথন।।

অতএব ইষ্ট প্রতি পরম তৃষ্ণা ও পরম আবেশ লক্ষণই রাগভজনের প্রাণ স্বরূপ।

চৈতন্য বাক্য --কৃষ্ণের চরণে হয় যদি অনুরাগ।

কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তাঁর নাহি থাকে রাগ।।

ইষ্টনিষ্ঠা ও তৃষ্ণাত্যাগ প্রেমরাজ্যের ভিত্তিপত্তন স্বরূপ। প্রাকৃত বিষয় তৃষ্ণা রাহিত্যই ইষ্টনিষ্ঠাকে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করে তথা ইষ্টনিষ্ঠাই বিষয় তৃষ্ণাকে দূর করে। বিষয় তৃষ্ণা থাকিতে ইষ্টনিষ্ঠা সিদ্ধ হয় না আর ইষ্ট নিষ্ঠা না হইলে বিষয় তৃষ্ণাও মূলতঃ পরিত্যক্ত হয় না। প্রসঙ্গতঃ জ্ঞাতব্য-- কনক কামিনী ও প্রতিষ্ঠামত্ত অনর্থগ্রস্ত অনধিকারী সাধক সাধিকাদের মধ্যে রাগ ভজনের যে হুড়াহুড়ী দেখা যায় তাহা প্রকৃত রাগ ভজন নহে। তাঁহাদের চরিত্রে রাগভজনের তাৎকালিকী বাহ্যচেষ্টা পুতনার ন্যায় লোক বঞ্চনা বহুল। বিষয়রাগীদের কৃষ্ণরাগ অপ্রমাণিত এবং কৃষ্ণরাগীদের বিষয়রাগ অপ্রসিদ্ধ ব্যাপার। অনর্থগ্রস্ত বিষয়রাগী নারীরসিকদের অনধিকার চর্চ্চা হইতেই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে প্রাকৃত সহজিয়া ও সখীভেকীবাদ উদিত হইয়াছে। ব্যভিচারীদের মধ্যে ধর্ম্মই নাই। তাঁহারা পথদস্যুর (বাটপাড়ের) ন্যায় লোক বঞ্চক মাত্র।

পক্ষে বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ বিশুদ্ধ রাগ পথেই রাধা কৃষ্ণের উপাসনায় আদর্শস্থানীয়। বস্তুতঃ তাঁহারা কৃষ্ণলীলার পরিকর রূপমঞ্জরী আদি। প্রকৃত রাগ লক্ষণ তাঁহাদের চরিত্রেই দেদীপ্যমান। তাঁহারা কৃষ্ণে একান্ত অনন্ত অনুরাগী বিচারেই সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বতোভাবে সকল প্রকার প্রাকৃতাপ্রকৃত বিষয় বাসনা মুক্ত হৃদয়। কৃষ্ণানুরাগই বিষয় বৈরাগ্যের একমাত্র কারণ। কৃষ্ণানুরাগ বিনা বিষয় তৃষ্ণা বিগত হইতে পার না। দেহ গেহাদিতে আসক্তি কৃষ্ণানুরাগের লক্ষণ নহে পরন্তু একান্ত কৃষ্ণানুরাগ হইতেই দেহাদির প্রতি নিতান্ত বৈরাগ্য ধর্ম্মের উদয় হয়। গোস্বামিগণ অনিকেত ভাবেই এক এক বৃক্ষতলে এক এক রাত্রি শয়ন করিয়াছেন।

বিপ্র গৃহে স্থুলভিক্ষা কাঁহা মাধুকরী।

শুষ্ক রুটি চাণা চিবায় ভোগ পরিহরি।।

করোয়া মাত্র হাতে কন্থা ছিড়া বহির্বাস।

কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ নাম নর্ত্তন উল্লাস।।

অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন চারিদণ্ড শয়নে।

নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রেমে, সেও নহে কোন দিনে।।

যহৌ যুবৈব মলবদুত্তমশ্লোকলালসঃ।

কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগী হইয়া রূপসনাতন প্রভুদ্বয় যৌবনকালেই মলবৎ রাজ্যলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করতঃ বৈরাগ্যলক্ষ্মীকে বরণ করেন। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদও বারলক্ষ টাকার জমিদারী ও অপ্সরা সম স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যচরণে উপস্থিত হন। অন্যান্য গোস্বামিগণও রাগ ভজনে পরম বৈরাগ্যাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

তাঁহাদের কৃষ্ণানুরাগ-

রাধাকুণ্ডতটে কলিন্দতনয়াতীরে চ বংশীবটে

প্রেমোন্মাদবশাদশেষদশয়া গ্রস্তৌ প্রমত্তৌ সদা।

গায়ন্তৌ চ কদা হরের্গুণবরং ভাবাভিভূতং মুদা

বন্দে রূপসনাতনৌরঘুযুগৌশ্রীজীব গোপালকৌ।।

হে রাধে হে ব্রজদেবিকে চ ললিতে হে নন্দসূনোকুতঃ

শ্রীগোবর্দ্ধনকল্পকাদপতলে কালিন্দীবন্যে কুতঃ।

ঘোষন্তাবিতি সর্ব্বতো ব্রজপুরে খেদৈর্মহাবিহ্বলৌ

বন্দে রূপসনাতনৌরঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ।।

তাঁহাদের বিষয় বৈরাগ্য-

ত্যক্ত্বা তূর্ণমশেষমণ্ডলপতিশ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ

ভূত্বা দীনগণেশকৌ করুণয়া কৌপিনকন্থাশ্রিতৌ।

গোপীভাবরসামৃতাব্ধিলহরী কল্লোলমগ্নৌ মুহু

র্বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌশ্রীজীবগোপালকৌ।।

তাঁহাদের ভজনানুরাগ-

সংখ্যাপূর্ব্বকনামগাননতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ

নিদ্রাহারবিহারকাদি বিজিতৌ চাত্যন্তদীনৌ চ যৌ।

রাধাকৃষ্ণগুণস্মৃতের্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ

বন্দে রূপ সনাতনৌ রঘুযূগৌ শ্রীজীব গোপালকৌ।।

তাঁহাদের উদ্দীপনানুরাগ --

কূজৎকোকিলহংসসারসগণাকীর্ণে ময়ূরাকুলে

নানারত্ননিবদ্ধমূলবিটপশ্রীযুক্তবৃন্দাবনে।

রাধাকৃষ্ণমহর্নিশং প্রভজতৌ জীবার্থদৌ যৌ মুদা

বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব গোপালকৌ।।

তাঁহাদের ইষ্ট ভজন বিষয়ক শাস্ত্রানুরাগ ও লোকহিত কৃত্য-

নানাশাস্ত্রবিচারণৈকনিপুণৌ সদ্ধর্ম্মসংস্থাপকৌ

লোকানাং হিতকারিণৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ।

রাধাকৃষ্ণপদারবিন্দভজনানন্দেন মত্তালিকৌ।

বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব গোপালকৌ।।

কারুণ্য কার্পণ্য সৌজন্য দৈন্যাদিতে তাঁহারা শরণ্যতম। ইষ্টনিষ্ঠায় তাঁহারা ধন্যতম। ইষ্টধামনিষ্ঠায় তাঁহারা বরেণ্যতম। তাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞতা ও রসজ্ঞতার সহিত কৃতজ্ঞতা ও সৎপ্রতিজ্ঞতা অতুলনীয়। অনুপম সমুজ্জল রাগসংস্কৃতি ও বৈরাগ্যনীতিতে তাঁহারা বিশ্বের আদর্শ স্থানীয়। তাঁহারা দুরতঃ অসৎসঙ্গ প্রসঙ্গাদির পরিত্যাগে চৈতন্যের হৃদয়গ্রাহী গুণধাম।

চৈতন্যের ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।

যাহা দেখি তুষ্ট হন গৌর ভগবান।।

সিদ্ধান্ত-- রাগপ্রধানদের বৈরাগ্যের প্রাধান্য স্বতঃসিদ্ধ। তাঁহাদের রাগভজন যেরূপ কৃষ্ণ সন্তোষ ভাজন তদ্রূপ বৈরাগ্যবরণও কৃষ্ণের প্রমোদ ভাজন স্বরূপ। তাঁহারা রাগকে ভজন করেন না, প্রকৃত পক্ষে রাগই তাঁহাদের ভজনে তৎপর। যেহেতু তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেমিকাগ্রগণ্য। যেরূপ অকিঞ্চনা ভক্তিমানদের দেহে সকল সদ্‌গুণ সহ দেবতাদি বাস করে তদ্রূপ কৃষ্ণনিষ্ঠদিগকে রাগাদি যোগ্য ভাবে আশ্রয় করিয়া থাকে। ভাববৃন্দ কৃষ্ণরসিকদের ভজনানুরাগী। বৈরাগ্য ধর্ম্ম তাঁহাদিগকে পাইয়া ধন্য হয়, রাগ কৃতার্থ হয়। সদ্ধর্ম্ম তাঁহাদের মর্ম্মকে আশ্রয় করে। কৃষ্ণনিষ্ট হইলেই প্রেমসাম্রাজ্য সহজ লভ্য হয়। অতএব রাগ ভজনে গোস্বামিগণই পরম আদর্শ স্থানীয়।

জীয়াদ্‌গোস্বমিপাদাব্জং রাগকল্পতরুশ্রিয়ম্।

যদেবাশ্রয়মাত্রেণ ফলতি প্রেমপাদপঃ।।

শ্রীরাধাকুণ্ডের বৈশিষ্ট্য

শ্রেষ্ঠতায় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। অনন্যসাধারণতাই বৈশিষ্টে গণ্য। সর্ব্বসাধারণ দেশ কাল পাত্রে বৈশিষ্ট থাকে না, থাকিতেও পারে না। অপর দিকে দুর্ল্লভ বস্তুই বৈশিষ্ট্য পূর্ণ হইয়া থাকে। সুলভ বস্তুতে বৈশিষ্ট্য থাকে না। জগতে বহু জলাশয় আছে। তাহারা কোন না কোন কারণে শ্রেষ্ঠতার আসনে সমাসীন। যেরূপ সমুদ্রদের মধ্যে ভগবান বিষ্ণুর নিবাস হেতু ক্ষীরসমুদ্র শ্রেষ্ঠ অতএব বৈশিষ্ঠ্য পূর্ণ। তদ্রূপ ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী। তত্রাপি গোপিকা পার্থ যত্র রাধাভিধা মম।। ভগবান আদি পুরাণে অর্জ্জুনকে বলিলেন। ওহে সখে! তিন লোক মধ্যে পৃথিবীই ধন্য যেহেতু সেখানে আমার নিত্যবিহার ক্ষেত্র বৃন্দাবন বিরাজমান। সেখানেও রাধা নামা গোপিকা বিদ্যমান।

ভজনীয় স্থান বিচারে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ একটি ক্রমসিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা--বৈকুণ্ঠাজ্জনিতবরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্বৃন্দারণ্যমুদার পাণিরমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনং রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃপ্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ। কুর্য্যাদস্য বিরাজত গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ।।

অজের জন্ম নিবন্ধন বৈকুণ্ঠ হইতেও মথুরা শ্রেষ্ঠ। তথা হইতে রাস বিলাস হেতু বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ, তথা হইতেও উদারপাণি কৃষ্ণের বিশেষ বিহার হেতু গোবর্দ্ধন কুঞ্জ শ্রেষ্ঠ তথা হইতেও প্রেমের আপ্লাবন ক্ষেত্র বিচারে রাধাকুণ্ডই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন স্থান। কোন্ বিবেকী গিরিতটে

অবস্থিত সেই রাধাকুণ্ডের সেবা না করিবেন? বিবেকী মাত্রেই রাধাকুণ্ডের সেবা করেন।

০-০-০-০

দুর্ভাগ্যের পরিচয়

কৃষ্ণদাস্যরূপ স্বরূপভ্রষ্ট অতএব মায়া পতিত জীবই বদ্ধজীব। সে নিরতিশয় দুর্ভাগ্যবান। সে ভাগ অর্থাৎ ভজন থেকে অত্যন্ত দূরে অবস্থান করে বলিয়াই দুর্ভাগ্যবান। জীবের দুর্ভাগ্যের প্রথম নিদর্শন সে নিত্য সিদ্ধ নিজ প্রভুকে ত্যাগ করতঃ মর্ত্ত্য মায়াকবলিত দুর্ভাগ্যবানকে প্রভু করিয়াছে এবং তাহাদের প্রভু হইয়াছে। তাই সে হইয়াছে অনাথ। স্বতঃসিদ্ধ নাথ গোবিন্দকে ত্যাগ করতঃ অনাথকেই নাথ করিয়া নিজেও হইয়াছে অনাথ। স্বতঃসিদ্ধ পতি পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু কৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া মায়িক পিতা মাতা পতি বন্ধু সাজে সজ্জিত মর্ত্ত্যজনকে পিতা মাতা পতি বন্ধু করতঃ কি না দুর্দ্দশার কশাঘাতে জীবনান্ত দশায় উপস্থিত হইয়াছে। সাজা নারদে যেমন পতিতপাবনত্ব থাকে না তদ্রূপ সাজা পতি পিতামাতাদিতেও বাস্তবতার নিতান্ত অভাব, স্বভাবেরও অভাব, প্রকৃত সৌজন্যাদিও অভাব। তাহাদের রূপে গুণে ও কার্য্যকারিতায় আছে বঞ্চনা ছলনা প্রতারণা। তাহারা শোকহারী না হইয়া হয় শোকপ্রদ। তাহাদের সম্বন্ধ শোক ভয় মৃত্যুর নির্বন্ধকে প্রবন্ধিত করে। তাহাদের সেবা সঙ্গাদি সুখের পরিবর্ত্তে প্রদান করে শোকপ্রহার, দুঃখ উপহার, যাতনাময় জন্মকারাগার বিহার। তাহাদের প্রীতি ভালবাসা অনিত্য সংসারে সর্ব্বনাশা মোহপাশে আবদ্ধ করে ও ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ করে। অতএব ইহাদের সম্বন্ধ সেবা সঙ্গতি দুর্ভাগ্যেরই পরিচয়। অনিত্যে নিত্যজ্ঞান, অসত্যে সত্যজ্ঞান, অপরকে আপন জ্ঞানে ভজন তথা আপনকে পরিত্যাগ দুর্ভাগ্যের পরিচয়, অবিদ্যার পরিচয় মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ জীব নিত্যসিদ্ধ স্বরূপবান হইয়াও মায়াবশে অনিত্য স্বরূপকে ভজন করে, অমর হইয়াও মর মনে করে, ইহাও তাহার দুর্ভাগ্যের পরিচয়। তৃতীয়তঃ--জীব তাহার শ্রদ্ধা প্রীতি ভালবাসা স্নেহ মমতাদিকে ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় মায়িক অপাত্রে অসৎপাত্রে অনর্থ ও অযথার্থপাত্রে দান করিয়া দাতা সাজে হইয়াছে আত্মঘাতী। এইরূপ আচারে সে গোখর সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছে। ভিখারীর দান দিতে পারে না সংসার থেকে পরিত্রাণ। যাহাকে দান দিলে বাড়িয়া যায় মান, ছুটিয়া যায় মায়াভান, লাভ করে চির পরিত্রাণ সেই হরিকে না ভজন করাই সকল প্রকার দুর্ভাগ্যের কারণ। স্বার্থের গতি যে বিষ্ণু তাঁহাকে বাদ দিয়া অবিষ্ণুকে বরণ করা দুর্ভাগ্যের পরিচয়। অন্ধকে পথ প্রদর্শক নেতা করার ন্যায় পতিতকে পতি করাও দুর্ভাগ্যের পরিচয়। দান সৎপাত্রে করা উচিত অন্যথা দানের সৎফল প্রাপ্তি হয় না। কিন্তু কে সেই দানের সৎপাত্র? যদি বল যুবতীর পক্ষে সুন্দর যুবকই সৎপাত্র তাহা হইলে সেখানে বক্তব্য কেবল আকৃতিতে সুন্দরকে সুন্দর বলা যায় না। প্রকৃতিতে সুন্দরই প্রকৃত সুন্দর। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য নাই যাঁহার তাঁহাকে অসুন্দর প্রাণঘাতক বলা উচিত। কিন্তু যাঁহার ভাসায় সমস্ত জগৎ উদ্ভাষিত, যাঁহার সঙ্গে সকলই সুন্দর, শুভঙ্কর, শোভন, পাবন, মধুর, মনোহর তিনিই চিরসুন্দর ব্রজপুরন্দর শ্রীগোবিন্দসুন্দর। প্রকৃত পক্ষে তত্ত্ব বিচারে বিষ্ণু বৈষ্ণবই সকল প্রকার দানের সৎপাত্র। বৈষ্ণবে কন্যাদানং পরম মুক্তিকারণম্। বিষ্ণবে দানত্বনন্তত্বায় কল্প্যতে। যাহা পতন ধর্ম্ম থেকে রক্ষা করে তাহাকে পাত্র বলে। পতনাত্রায়তে ইতি পাত্রম্। এসংসারে সকলই পতিত। তাহাদের অপর সংসার পতিতকে পরিত্রাণ করিবার সামর্থ্য নাই। একমাত্র বিষ্ণু বৈষ্ণবই জীবকে পতন ধর্ম্ম থেকে রক্ষা করিতে পারেন। অতএব দানের শ্রেষ্ঠপাত্র বিষ্ণু ও বৈষ্ণব। জাগতিক বিচারে ব্রাহ্মণকে যে দানের পাত্র বলা বা করা হয় তাহা কেবল বিষ্ণুভক্ত বিচারেই জানিতে হইবে। কারণ অভক্ত হইলে বিপ্রাদি চণ্ডালবৎ অদৃশ্য ও অসেব্য। অভক্ত দ্বিজাদি দান পাত্র হইতে পারেন না। জীব এই রহস্য না জানিয়া বহির্ম্মুখ ব্রাহ্মণাদিকে দান করিয়া লাভ করে পরিণামে দুর্গতিধাম। তাহাতে আছে দুর্ভাগ্যের পরিচয়। শ্রদ্ধা প্রীতি ভালবাসার সৎপাত্র ভগবান্ ও ভক্ত আর অসৎপাত্র কৃষ্ণবহির্ম্মুখ প্রাকৃত পিতা পতি বন্ধু জনাদি সংজ্ঞায় বদ্ধজীব। আদৌ বদ্ধজীবের পিতৃত্বাদি কিছুই নাই। চতুর্থতঃ দুর্ভাগ্যের পরিচয় জীব নিরুপাধিক সুহৃদ বান্ধব মঙ্গলদাতা সাধুকে শত্রু জ্ঞান করে। রোগের কারণ ভোগকে সে ভাগ্য মনে করে বলিয়া ভোগের নিষেধকারীকে সে বান্ধব বলিতে পারে না উপরন্তু তাহাকে শত্রুই মনে করে। অহো কি দারুণ ভ্রম বিলাসমত্ত না জীব। কিরূপ তমোগুণ তাহার চরিত্রে দেদীপ্যমান। যে প্রকৃত শত্রু তাহাকে মানে মিত্র কিন্তু পরিণাম তাহার বঞ্চনাময়। মিত্রে শত্রুজ্ঞান তমোগুণ জান। পরিণাম তার কেবল বঞ্চন।।

পঞ্চমতঃ-- দেবতাদির নিকট নিজের দুঃখবন্ধনের কারণ, শোকমোহের কারণভুত স্ত্রীপুত্রধনাদির প্রার্থনাও প্রকৃতপক্ষে দুর্ভাগ্যের পরিচয়। সে নিত্যসুখের কারণ গোবিন্দকে আপন করিতে জানে না বা আপন মানে না, জীবনের জীবন করে না। এমন কি গোবিন্দের নিকটও সে ঐ সকল অপার্থিব বস্তু প্রার্থনা করে। যাঁহাকে পাইলে সকলই প্রাপ্তি হয়, যাঁহাকে পাইলে সকল প্রকার দুঃখের অবসান হয় ও প্রতিষ্ঠিত হয় অচ্যুতধামে সেই গোবিন্দ প্রাপ্তির সাধন করে না বা তাঁহাকে চায় না বা পাইবারও যত্ন করে না। ইহাই তো জীবের দুর্ভাগ্যের পরিচয়। সকলে শবের জন্য শোক করে কিন্তু জন্মজন্মান্তরে সঙ্গহারা তনুমনের মহোৎসবপ্রদ মাধবের জন্য নাই কোন শোক, দুঃখবোধ, অনুতাপ, বিলাপ, পরিতাপ। নাই কোন অভিযোগ, সাধনের উদ্যোগ। জীবের জীবন বীণায় কত লিপ্সা কত সুরতালে সঙ্গীত হইতেছে কিন্তু সেখানে গন্ধমাত্র নাই কৃষ্ণলিপ্সার সুতান। কত শত সাধনার মেলা বসিয়াছে কামনার দিকদিগন্তে কিন্তু সেখানে নাই কৃষ্ণসাধনার প্রস্তাব। নারীর ক্রীড়ামৃগ হইবার জন্য কতই না প্রাণান্ত প্রয়াস প্রচেষ্টা চলিয়াছে কিন্তু কৃষ্ণদাস হইবার জন্য কোনই প্রযত্ন নাই। অর্থ ও স্বার্থের জন্য ছুটিতেছে শবতুল্য লবের পশ্চাতে কিন্তু ভ্রমেও নজর ফেলে না গোবিন্দের দিকে। কত দিকে কত অর্থ কত ভোগের জন্য ব্যয় করে কিন্তু প্রেমানন্দপ্রদ গোবিন্দের জন্য একটি পয়সা ব্যয় করিতেও প্রাণে লাগে। যোনিগতমনা জীবের ইহা হইতে দুর্ভাগ্যের আর কি পরিচয় থাকিতে পারে? যে হইতে চায় না আপন। তার জন্য দেয় প্রাণ বিসর্জ্জন।। ভয়ঙ্করী প্রাণহারিণী কনককামিনী প্রতিষ্ঠা বাঘিনীর চিন্তায় মগ্ন মানুষ দিবানিশি কিন্তু যাঁর চিন্তা কোটি চিন্তামণিপ্রদ সেই প্রভু গোবিন্দের চিন্তায় মন বসে না। ইহা কি দুর্ভাগ্যের পরিচয় না? যাঁহার গৃহ নির্ম্মাণ করিলে নিবাস হয় বৈকুণ্ঠে, সেই ভগবানের গৃহ নির্ম্মাণে জীব উদাসীন কিন্তু ভোগায়াতন নির্ম্মাণে সমাসীন। যাঁহাকে মালা পরাইলে ছুটি হয় জন্মমৃত্যুর করাল কবল থেকে তাঁহাকে মালা না পরাইয়া পরায় পরমার্থহীন প্রেততুল্য নরনারীর গলায়। এই সকলই

দারুণ দুর্ভাগ্য নিদর্শন। মোহের অন্ত নাই কিত্রিম বস্তুর সংগ্রহে কিন্তু মোহের ম নাই অকিত্রিক অমায়িক সহজ বাস্তববস্তু গোবিন্দের ভাব ভক্তি প্রীতি সংগ্রহে। দুর্দ্দান্ত লোভ নারীর অধরামৃত উচ্ছিষ্ট পানে কিন্তু যত্ন নাই গোবিন্দের অধরামৃত কথামৃত চরিতামৃত পানে। মানুষ লোকের দোষ বিচারে বিচারপতি কিন্তু নিজের শতসহস্র দোষ বিচারে বোবাপতি। অপরের সংশোধনে সিদ্ধমুখ কিন্তু নিজের সংশোধনে উদাসীন। প্রভু সাজিয়া পাল্লা দিতে যায় পশুপালী বনমালীর সঙ্গে কিন্তু গোল্লা খাইয়া পতিত হয় পতঙ্গের মত কামিনীর কামানল কুণ্ডে, পরিশেষে পড়ে যমরাজার যাতনার ভাণ্ডে। ব্যভিচারিণী হইয়া ধন্য মানে নিজেকে, ব্যাখ্যা করে সতীর গাঁথা, দোষী করে সতীকে ইহাই দুর্ভাগ্য।

শিষ্য না হইতেই গুরু হইয়া গর্দ্দভের মত বহন করে শিষ্যের পাপবোঝা। শবতুল্য জীব শিব হইয়া সতীর পতি হইতে সাধনায় মত্ত। অহো কি দারুণ পাতকাচার, দুর্ভাগ্যের দুরন্তসীমাই না পৌঁছিয়াছে। আবার বিন্দু হইয়া আমি সিন্ধু অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম এই ভাবনায় অন্ধদের অজ্ঞতার ইয়ত্বা করা যায় না। এই দুর্ভাগ্যের দুরত্ব নির্ণয় করা দুস্কর। আবার অবতার সাজিয়া আরাধ্য হইবার দুর্বাসনাও দুর্ভাগ্যের মহা প্রাভব বিলাস মণ্ডিত। সংসারের কর্ত্তা, সমাজের নেতা, রাজ্যের রাজা, পার্ব্বতীর পতি ও ব্রহ্ম হইয়াও শান্তি নাই, সে হইতে চায় শ্রীপতি রমাপতি। রমাপতিত্বেও সে সুখী নয়। কারণ তাহাতে ভোগসাচ্ছন্দের অভাব তাই সে হইতে চায় রাধাপতি। অহো ব্যভিচার জীবনে জীব কি না বাসনা তরঙ্গে ভাসিয়া চলিয়াছে ভোগ দিগন্তে। যেমন সজ্জনদের সততার সীমা নাই তেমনই দুর্জ্জনদেরও দুর্ভাগ্যের সীমা নাই। ইহারাই তো মায়া পিশাচীর ক্রীড়াপুত্তলিকা প্রধান। কাজল নয়নেই ভূষণ স্বরূপ কিন্তু তাহা যদি অধরে বসে তাহা হইলে সে হয় অধর দূষক। তদ্রূপ জীব নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণদাস। সে যদি কৃষ্ণদাসত্ব ত্যাগ করতঃ অন্যের দাসত্ব বা প্রভুত্ব করিতে চায় তাহা হইলে সে হয় কলঙ্কৃত, পরিচয় দেয় দুর্ভাগ্যের। পতিব্রতাধর্ম্মই নারীর সাধ্বী সৌভাগ্যের পরিচায়ক আর পুংশ্চলীতাই দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। তদ্রূপ কৃষ্ণদাস্যই জীবের সৌভাগ্যের পরিচায়ক আর অন্যের দাসত্বই দুর্ভাগ্যের পরিণায়ক।

----ঃ০ঃ০ঃ----

দুর্গতির পরিচয় ও তন্নিষ্কৃতির বিচার

স্বরূপতঃ জীব নিত্যকৃষ্ণদাস। কৃষ্ণধামই তাহার বাস্তুভূমি, কৃষ্ণসেবাই তাহার কর্ত্তব্য এবং কৃষ্ণপ্রেমামৃতই তাহার নিত্যপেয়, আস্বাদ্য, প্রয়োজন। কিন্তু কৃষ্ণবিস্মৃতি ক্রমে জীব মায়ার গর্ভে পতিত এবং জন্মান্তরে ভ্রাম্যমান। কৃষ্ণবিস্মৃতিই তাহার প্রথম দুর্ভাগ্যের পরিচয়। এই দুর্ভাগ্যদোষেই স্বরূপহারা কর্ত্তব্যহারা। কৃষ্ণস্মৃতিই সৌভাগ্য লক্ষণ এবং বিস্মৃতিই দুর্ভাগ্য লক্ষণ। এই দুর্ভাগ্যদোষে জীব জন্মান্তরবাদে দুর্গতি প্রাপ্ত। দুঃখপূর্ণগতিই দুর্গতি বাচ্য। দুর্গতি অধোগতিও বটে কারণ তাহাতে স্বরূপে স্থিতি নাই। নিত্য সত্য সনাতন অশোক অভয় অমৃতধাম হইতে অনিত্য অসত্য অসনাতন তথা শোক ভয় মৃত্যুময় লোকে পতনই দুর্গতি লক্ষণ। রাজপুত্রের পক্ষে রাজভবনে বাসের পরিবর্ত্তে কারাগারে বাস দুর্গতি লক্ষণ বৈ সৎগতি লক্ষণ হইতে পারে না।

রাজপুত্রের ভিক্ষা করিবার ন্যায় কৃষ্ণদাস জীবের পক্ষে মায়ার দাসত্ব করা যে কেবল দুর্ভাগ্যের পরিটয় মাত্র তাহা নয় দুর্গতির শ্রেষ্ট পরিচয়। ৯ লক্ষবার জলজ মৎস্যাদি জন্মে দুর্গতির সীমা করা যায় না, ১০লক্ষ বার পক্ষী জন্মে কি দুঃখ ভোগ হয় তাহা মানবের প্রত্যক্ষ ব্যাপার। অতঃপর ১১ লক্ষবার ক্রিমি কীটজন্মে দুঃখ দুর্দ্দশা বর্ণনাতীত। তৎপশ্চাৎ ২০ লক্ষ বার বৃক্ষাদি স্থাবর জন্মে দুঃখের সীমা করা যায় না। তারপর ৩০ লক্ষবার নানাজাতীয় পশু জন্মে দুঃখ দুর্দ্দশা দুর্গতির অন্ত থাকে না। পরিশেষে মানব দেহেও দুঃখদুর্দ্দশা অনির্ব্বচনীয়। পূর্ব্বোক্ত জন্মাদিতে সর্ব্বত্রই দুর্ভাগ্যের পরিচয় এবং দুর্গতি লক্ষণ বিদ্যমান। জন্ম মৃত্যু জ্বরা ব্যাধিতে দুঃখই দুঃখ সার। সমুদ্র তরঙ্গবৎ দুঃখের পর দুঃখের সাক্ষাৎকার জীবের জীবনে পরিবর্ত্তিত হয় নাগর দোলার ন্যায়।

অমৃতের পুত্রের মৃত্যু যাতনা, অশোকের শোক যন্ত্রণা, অভয়ের ভয় ভাবনা কেবলই দুঃখপ্রদ। শাস্ত্রবিচারে পশ্বাদি বহুজন্মের পর জ্ঞান বিজ্ঞানসম্পন্ন মানবদেহ। ইহা বাস্তবিকই দুর্ল্লভ। যেহেতু বহুদুঃখের পর লভ্য। দুর্ল্লভ হইলেও ইহা শোকভয় মৃত্যুপ্রদ বিচারে নিত্যদাস জীবের দুর্গতির পরিচয়। জীবের দুর্ভাগ্য এতই প্রবল যে এই মোক্ষদ্বার মানব জন্মেও সে কর্ম্মদোষে পশ্বাদি বহু জন্মে বহু দুঃখ ভোগ করে। ধর্ম্মহারা মানব কর্ম্মবশ, দেহাত্মবাদী ও দেহারামী। অনন্ত আত্মসুখের পরিচয় জানা না থাকায় জীব গুণধর্ম্মে দৈহিকসুখকেই বহুমানন করে। যয়া সম্মহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতাঞ্চাভিপদ্যতে। সেই দেহমনের সুখের জন্যই তাহার যাবতীয় কার্যকারিতায় ব্যস্ততা পরিদৃষ্ট হয়। প্রাকৃত অর্থ ও স্বার্থবশে তাহার কৃত্যগুলি হইতেই সৌভাগ্য ও দৌর্ভাগ্যাদি সংঘটিত হয়। সৎকর্ম্ম হইতে সৌভাগ্য সৎগতি এবং অসৎকর্ম্ম দুষ্কর্ম্ম হইতে অসৎগতি দুর্গতি ও দুর্ভাগ্য সিদ্ধ হয়। **সৎকর্ম্মভিস্তু সৌভাগ্যং দুর্ভাগ্যং দুষ্টকর্ম্মভিঃ। সৌভাগ্যাল্লভ্যতে স্বর্গং দুর্ভাগ্যান্নারকীগতিঃ।** সৎ বা পূন্যকর্ম্মে উর্দ্ধগতি এবং অসৎকর্ম্মে জীব অধঃগতি লাভ করে। মহারাজ মানবেন্দ্র ভরতের পক্ষে হরিণদেহ প্রাপ্তি দুর্গতির লক্ষণ তথা পুরুষপ্রবর পুরঞ্জনের পক্ষে নারী দেহ প্রাপ্তিও দুর্গতি ব্যঞ্জক। দেবকাম্য মানবদেহে কুকর্ম্মফলে কীটাদি জন্ম দুর্গতি বিশেষ ইহাতে সন্দেহ নাই। শাতাতপ সংহিতা, বিষ্ণুসংহিতা তথা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণাদিতে জীবের দুর্গতির পরিচয় পাওয়া যায়। দুষ্কর্ম্মফলে এইজন্মেই দুঃখ ভোগান্তে নরকে দুঃখদুর্গতি ভোগ হইতে ক্ষমা নাই। তৎপরেও জীব কর্ম্মোচিত নানা অবরদেহে দুঃখভোগ করে। যথা পতিকে তর্জ্জন কারিণী নারী কাকী হয়, হিংসাকারিণী শুকরী, ক্রোধ কারিণী সর্পিণী, দম্ভকারিণী গর্দ্দভী, কুবাক্য প্রয়োগকারিণী কুক্কুরী এবং বিষপ্রদায়িনী অন্ধ হয়। পরন্তু পতিব্রতা পতির সহিত বৈকুণ্ঠগতি পায়। **বাক্তর্জ্জনাদ্ভবেৎ কাকী হিংসনাৎ শুকরী ভবেৎ। সর্পী ভবতি কোপেন দর্পেণ গর্দ্দভী ভবেৎ।। কুক্করী চ কুবাক্যেনাপ্যন্ধশ্চ বিষদর্শনাৎ। পতিব্রতা চ বৈকুণ্ঠং পত্যা সহ ব্রজেৎ ধ্রুবম্।** পতিই নারীর সেব্যদেবতা, তাহার প্রতি তর্জ্জনাদি দুর্গতি প্রাপক পরন্তু সেবাদি সদ্গতি প্রদ। গুরুভক্তি ও সেবাদি দ্বারা জীব ধন্য হইয়া থাকে। গুরুপ্রসাদে জীব অবিদ্যাসংসার মুক্ত হইয়া প্রেম ও কৃষ্ণপ্রাপ্ত হয়। গুরুভক্তি বলে জীব সর্ব্বজয়ী হইয়া থাকে। যথা- **এতৎসর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো লভতে অঞ্জসা। গুরৌ প্রসন্নে প্রসীদতি ভগবান্ স্বয়ম্।** কিন্তু তাদৃশ গুরুর প্রতি অনাচার অবিচার দুর্ব্যবহারাদি সর্ব্বার্থঘাতক। কেবল তাহাই নহে পরন্তু দুর্গতি প্রাপক। **খরো গুরোঃ পরিবাদাৎ শ্বা**

ভবেদ্‌গুরুনিন্দুকঃ। মৎসরী কীটজন্ম স্যাৎ পরিভোক্তা ভবেৎ ক্রিমিঃ।। অর্থাৎ গুরুর পরিবাদদাতা গর্দ্দভ, নিন্দুক কুকুর, মৎসরী কীট তথা পরিভোক্তা ক্রিমি হয়।

শিব বৈষ্ণবপ্রধান, তাঁহার প্রণামাদি হরিভক্তি প্রদায়ক পরন্তু তাঁহার প্রতি বিদ্বেষাদি দুর্গতি দুঃখদায়ক। ব্রঃবৈবর্ত্তে বলেন শিবদ্বেষী সাত জন্ম কুকুর ও দেবল (বেতনভোগী দেবপূজারী) ব্রাহ্মণ হয় আর পণ্ডিতের কবিত্ব হর্ত্তা সাতজন্মে ব্যাঙ হয়। **শিবদ্বেষী কুক্কুরশ্চ দেবলঃ সপ্তজন্মসু। কবিত্বহর্ত্তা বিদুষাং মণ্ডুকঃ সপ্তজন্মসু।।** সৎসঙ্গ ও সদাচার ফলে অন্ত্যজ শুদ্রাদি জন্মান্তরে দ্বিজ হয় পরন্তু অসৎকর্ম্ম অসদাচার ফলে তাহার দুর্গতি হয়। যথা- ব্রঃবৈঃ **আচারহীনো যবনঃ খঞ্জো ভবতি হিংসকঃ।** আচারহীন যবন এবং হিংসাকারী খোড়া হয়। অন্যত্র বলেন- কেশযুক্ত শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া দ্বিজ যবন হয়। **সকেশং পার্থিবং লিঙ্গং সংপূজ্য যবনো ভবেৎ।** আরও বলেন- দেবদ্বিজ ভগবানকে দেখিয়া যে প্রণামাদি না করে সেই নরাধম জন্মান্তরে বুদ্ধিহীন ও যবন হয়। **ব্রাহ্মণঞ্চ সুরং দৃষ্ট্বা ন নমেদ্ যো নরাধমঃ। যাবজ্জীবপর্যন্তমস্তধির্যবনো ভবেৎ।** অগম্যাগমনকারী বহু বৎসর রৌরব কুম্ভিপাকাদিতে দুঃখ ভোগান্তে বেশ্যার যোনিকীট হয় হাজার বর্ষ, লক্ষবর্ষ বিষ্ঠার ক্রিমি, তারপর পশু, তারপর ম্লেচ্ছ, তারপর নপুংসক ব্রাহ্মণ হয়। দেখুন অগম্যা গমনে জীব কি প্রকার দুর্গতি ভোগ করে। ব্রাহ্মণ পাপাচার দ্বারা পরজন্মে বৈদ্য ও দুশ্চিকিৎসক হয়। সেই বৈদ্য তিন জন্মে সাপুড়িয়া হয়। যে দুরাচার দেব ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী সে হাজার বর্ষ কুটিল সর্প হয়। **অতিক্রুরো দুরাচারো দ্বেষ্টা চ সুর বিপ্রয়োঃ। স ভবেৎ কুটিলো ব্যালো বর্ষাণাঞ্চ সহস্রকম্।।** অদীক্ষিত দ্বিজ শঙ্খচীল ও শুক হয় তথা অবিবাহিত দ্বিজ রাজহংস হয়। **অদীক্ষিতো দ্বিজশ্চৈব শঙ্খচীলঃ শুকো ভবেৎ। অনুদ্বাহী দ্বিজশ্চৈব রাজহংসো ভবেৎ ধ্রুবম্।।** চিত্রবস্ত্রাপহারী তিন জন্মে ময়ূর হয়। শাতাতপে বলেন শাকাপহারী ময়ূর হয়। কাংস্যাদি পাত্রহারী কারণ্ডব পক্ষী হয়। দেবপ্রতিমাদি দান মহাপূন্যজনক পরন্তু চৌর্য্য মহাপাপ ও দুর্গতি প্রাপক। দেবপ্রতিমাহারী সাতজন্মে অন্ধ, দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্থ ,বধির ও কুঁজো হয়। **সুরাণাং প্রতিমা চোরোঽপ্যন্ধশ্চ সপ্তজন্মসু। দরিদ্রো ব্যাধিযুক্তশ্চ বধিরশ্চাপি কুব্জকঃ।।** শাস্ত্রে পরনারীতে মাতৃবৎ ব্যবহার কর্ত্তব্য পরন্তু কামভাবে পরস্ত্রীর কটি স্তন মুখাদি দর্শনে মানব পর জন্মে অন্ধ ও নপুংসক হয়। **কামতো যোষিতাং শ্রোণিস্তনাস্যং যশ্চ পশ্যতি। স ভবেদ্দৃষ্টিহীনশ্চ পরত্রাপি নপুংসকঃ।।** সত্যভাষণই ধর্ম্মময় ও পূণ্যপ্রদ। শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও যদি লোভবশতঃ মিথ্যা বলেন বা সত্যের অপলাপ করেন তাহা হইলে তিনি সাত জন্মে টিকটিকী ও বানর হন। **শাস্ত্রজ্ঞাতাপি দৈবজ্ঞো মিথ্যা বদতি লোভতঃ। স ভবেচ্চ ধ্রুবং জ্যেষ্ঠী বানরঃ সপ্তজন্মসু।।** উপকারই পরম ধর্ম্ম কিন্তু ব্যভিচারযোগে অপকার ও হিংসা দোষে দ্বিজ দশহাজার বর্ষ অন্ধতামিস্র নরক ভোগান্তে শুদ্র হয়। পর পুরুষাসক্ত নারী পর জন্মে কুকুরী হয় এবং যোনিব্যাধিতে মহাদুঃখ পায়।

বিষ্ণু সংহিতায় বলেন- অতিপাপীগণ পর্য্যায়ক্রমে স্থাবরদেহ পায়। **অতিপাতকীনাং পর্য্যায়েন সর্ব্বা স্থাবরযোনয়ঃ।** নরকভোগের পর পাপীগণ তির্যক যোনিতে জন্মায়। **পাপাত্মানাং নরকেষ্বনুভূতদুঃখানাং তির্য্যগ্‌যোনয়ো ভবন্তি।** মহাপাতকীগণ ক্রিমিযোনি পায়। **মহাপাতকীনাঞ্চ ক্রিমিযোনয়ঃ।** অনুপাতকীগণ পক্ষীযোনিতে জন্ম পায়। **অনুপাতকীনাঞ্চ পক্ষীযোনয়ঃ। উপপাতকীনাঞ্চ জলজযোনয়ঃ।** উপকাতকীগণ জলজযোনি হয়। জাতীভ্রংশ পাপে জলচর জন্ম হয়। **কৃতজাতিভ্রংশকরাণাং জলচরযোনয়ঃ।** সঙ্করীকরণ পাপে মৃগ জন্ম হয়। **কৃতসঙ্করীকরণকর্ম্মাণাং মৃগযোনয়ঃ।** অপাত্রীকরণ পাপে পশু জন্ম হয়। **কৃতাপাত্রীকরণকর্ম্মাণাং পশুযোনয়ঃ।** মালিনীকরণ পাপে মনুষ্যমধ্যেই অস্পৃশ্য জন্ম হয়। **কৃতমালিনী করণকর্ম্মাণাং মনুষ্যেষ্বস্পৃশ্যযোনয়ঃ।** প্রকীর্ণপাপে হিংস্র ব্যাধাদি জন্ম হয়। চৌর শ্যেন পক্ষী হয়। স্তেনঃশ্যেনঃ। মার্গহারী সর্প হয়। প্রকৃষ্টবর্ত্মাপহারী সর্পঃ। ধান্যচৌর ইন্দুর। আখুর্ধান্যাপহারী। কাংসহারী হংস হয়। কাংস্যং হংসঃ কাংস্যাপহারী। মধুচৌর দংশ হয়। মধুর্দ্দংশঃ। জলচৌর ব্যঙ হয়। জলাপহা অভিপ্লবঃ। দুগ্ধচৌরঃ কাকঃ। দুধচৌর কাক হয়। আর দুধ চৌর্য্য পাপে বহুমূত্র রোগ হয়। ঘৃতাপহারী নকুল হয়। ঘৃতং নকুলঃ। মাংসং গৃধ্রঃ মাংসহারী শকুন হয়। রসাং মদ্‌গুঃ। রসাপহারী মদ্‌গু হয়। তৈলচৌর তৈলপায়ীকীট হয়। তৈলং তৈলপায়ী। লবনং বীচিবাক্ অর্থাৎ লবনচোর তোতলা হয়। কৌশেয়াপহারী তিত্তিরঃ বসনচোর তিত্তির পক্ষী হয়। ক্ষৌমং দুর্দ্দুরঃ। ক্ষৌমবসন হারী ব্যাঙ হয়। কার্পাসং ক্রৌঞ্চঃ কার্পাস চোর ক্রৌঞ্চ পক্ষী হয়। দধির্বলাকা দধিচোর বক হয়। গোচোর গোধা হয়। গোধা গাং। ছুচ্ছুন্দরির্গন্ধং গন্ধচোর ছুঁচো হয়। শাকপত্রাপহারী ময়ূর হয়। কৃতান্নং শ্বাবিৎ পাচিতান্নচোর শ্ববিৎ হয়।আমান্নং শল্লুকঃ আম অন্নচোর শজারু হয়। অগ্নিং বকঃ অগ্নিচোর বক হয়। গজঃ কুর্ম্মঃ। হস্তিচোর কুর্ম্ম হয়। অশ্বচোর ব্যাঘ্র হয়, ফলচোর বানর হয়, স্ত্রীচোর ভল্লুক হয়, রথাদি যান হারী উট হয়, যানমুষ্ট্রঃ ব্রহ্মহন্তা- ক্ষয়রোগী, স্বর্ণহারী- কুনখী, গুরুতল্পগামী- কুষ্ঠী, সুরাপায়ী- শ্যাবদন্তী, পিশুন-পূতীনাসা, বাক্যাপহারী বোবা হয়। কুমন্ত্রণাদায়ী পূতীমুখ, কুমন্ত্রণা শ্রাবী পূতীকর্ণ। অশ্বাপহারী পঙ্গু, বিষদাতা লোলজিহ্ব, বিষদাতা সর্দ্দীরোগী, দেব ব্রাহ্মণের গালি দাতা বোবা হয়। দীপচোর অন্ধ, দীপ নির্ব্বাপক কাণা হয়। সুদখোর ভ্রামরী রোগী, পরধানাপহারী দরিদ্র হয়। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী খল্বাট(টাকমাথা) এবং পরপীড়ক দীর্ঘরোগী হয়। রাং চামর সীসকাদি চোর রজক হয়। পূর্ব্বোক্ত বর্ণন থেকে পাপলক্ষণ, শাস্তি লক্ষণ ও পুনশ্চ রোগলক্ষণ সহ দুর্ভোগ লক্ষণ জানা যায়। পাপ বা নিষিদ্ধাচার অথবা বিকর্ম্মমূলে আছে অবিদ্যা ও রজস্তমোগুণের দৌরাত্ম্য। অবিদ্বান্ স্বতঃই পাপাচারে নিরত থাকে। বিদ্বান্ও রজস্তমোগুণাধিক্যে পাপাচারে বাধ্য হয়। কামক্রোধাদি রজস্তমো বিলাসী। তন্মধ্যে কামের দৌরাত্ম্যে জীব শিশ্নারামী হইয়া মাতৃ ভগ্নী গুরুপত্নীগমনাদি করিয়া থাকে। ক্রোধের প্রাবল্যে পিতৃগুরুজনকে হত্যা করে, লোভের দৌরাত্ম্যে দেব দ্বিজ গুরুর সম্পত্তিকে হরণ করে। মদ প্রাবল্যে গুরু ও মান্যদের মান হরণ করে। মোহবশে অন্যথাকরণে লিপ্ত হয়। মাৎসর্য্যবশে জীব নিন্দাহিংসা পরপীড়নাদি করে। জিহ্বার লাম্পট্যে প্রাণীবধাদি করে। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হয় যে, অবিদ্যা রজস্তমোগুণাধিক্যে পাপে প্রবৃত্তিই দ্বিতীয় দুর্গতি লক্ষণ। তাহা হইতেই নরক যন্ত্রণা, তৎপর তির্য্যক্ যোনিতে জন্ম দুঃখাদি ভোগ, তৎপর অসভ্য ম্লেচ্ছাদিকুলে জন্ম, পুনরায় অনাচার অবিচার অত্যাচার ব্যভিচারাদিক্রমে পূর্ব্ববৎ জন্মান্তরে দুঃখপ্রাপ্তি হয়। ইহাই বদ্ধজীবের জন্ম ও দুঃখ পরম্পরা। ভাগবতে প্রহ্লাদ বলেন, অদান্তগোভির্বিশতে তমিস্রম্ । অজিতেন্দ্রিয়তা নিবন্ধন জীব অন্ধতামিস্রাদি নরকে প্রবেশ করে। নরকভোগান্তে তির্য্যকযোনিতে জন্ম তৎপর মনুষ্যজন্ম লাভ হয়। কিন্তু অসৎসঙ্গে শিশ্নোদর পরায়ণ হইয়া পুনরায় নরকে প্রবেশ করে। যদ্যসদ্ভিঃ পথি পুনঃ

শিশ্নোদরকৃতোদ্দমৈঃ। আস্থিতো রমতে জন্তুস্তমো বিশতি পূর্ব্ববৎ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন কর্ম্ম হইতেই জন্ম মৃত্যু দুঃখ দুর্দ্দশা শোকাদি পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তিত হয়। কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে। সুখং দুঃখং ভয়ং শোকং কর্ম্মণৈবাভি পদ্যতে। শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ বলেন- পুনরপি জননং পুনরপিমরণং পুনরপি জননীজঠরে শয়নম্। ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ। কথমিব মানব তব সন্তোষঃ।। যেখানে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু গর্ভবাসাদি পরিস্কাররূপে বিদ্যমান, হে মানব সেই সংসার তোমার কিপ্রকারে সন্তোষকর হইতে পারে? সকল জীবই নিজ নিজ কর্ম্মবশে নানা যোনিতে ভ্রাম্যমান। তাহাতে জড়িত আছে দুঃখ দুর্দ্দশা ও দুর্গতি বিলাস। জীবের দৌরাত্ম্যের অন্ত নাই এবং দুর্ভাগ্য দুর্দ্দশাদিরও সীমা নাই। প্রতিজন্মেই জীব ঋণী ও দুঃখভোগী। ভোগ হইতে রোগ, শাপ ও পাপ হইতে নানাবিধ তাপ সঞ্জাত হয় পরন্তু যোগই দুঃখহারী। শাপো দুঃখপ্রদো নিত্যং পাপস্তাপকরী সদা। ভোগো রোগজনির্বিদ্যাদ্ যোগস্তু দুঃখহারকঃ।। ভগবদ্ভক্তিযোগই প্রকৃত যোগ, তদ্ব্যতীত অন্যযোগ দুর্গতিভোগপ্রদ মাত্র। কারণ ভগবদ্ভক্তিই পাপ, পাপবীজ, অবিদ্যাদি সমূলে বিনাশ করিয়া স্বরূপে ব্যবস্থিতি রূপ বৈকুণ্ঠ বিলাস দান করে। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। হে অর্জ্জুন! আমাকে প্রাপ্ত ব্যক্তির পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। পরন্তু পিতৃ মাতৃ দেব দ্বিজ দেশ দশের ভক্তিতে আছে অবিদ্যার সঙ্গতি, দুর্ভাগ্যের প্রস্তুতি ও দুর্গতির প্রগতি তথা নিয়তির পরিণতিতে মায়াধামে পুনরায় আবৃত্তির সম্মতি ও সম্ভূতি। তাবদ্দুঃখজনের্দোষো যাবন্নাশ্রয়তে হরিঃ। তাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননীগর্ভনিবসনম্। তাবদ্দুঃখং তাবচ্ছোকং যাবন্ন ভজতি কৃষ্ণং লোকঃ।। যে কালাবধি লোক কৃষ্ণকে ভজন না করে তাবৎ কালই তাহার জন্মমৃত্যু দুঃখ শোকাদি পুনঃ পুনঃ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। পাপং তাপং শাপং ভোগং হরতে মাধবভক্তী রোগম্। কর্ম্মভিরাবৃতিরিচ্ছতি ধর্ম্মস্তস্মান্নিপুণো নৈচ্ছতি কর্ম্ম। মাধব ভক্তি মানবের পাপ তাপ শাপ কর্ম্মভোগ রোগাদি সকলই হরণ করে। পরন্তু কর্ম্মে সংসারে পুনরাবৃতি হয় সেই জন্য নিপুণ ব্যক্তি কখনই কর্ম্মকে পচ্ছন্দ করে না। ইদমেব সুনিষ্পন্নং হরৌ ভক্তিঃ শুভঙ্করী। এতদেব বুধৈঃ প্রোক্তং দুঃখদা হরিবিস্মৃতিঃ।। হরি ভক্তি শুভঙ্করী ইহাই সিদ্ধান্তসার এবং হরিবিস্মৃতিই দুঃখদায়িকা পণ্ডিতগণ ইহাই বলিয়া থাকেন। নিষ্পত্তিঃ কর্ম্মদুঃখানাং হরিভক্ত্যৈব নান্যথা। হরি ভক্তি বিনা কর্ম্ম ও দুঃখ পরম্পরা হইতে নিষ্কৃতি অন্য কোন সাধনে সম্ভব নহে। সুকৃতীনাঞ্চ হরৌ ভক্তিঃ কর্ম্মমূলনিকৃন্তনী। সুকৃতিদের হরিতে ভক্তি কর্ম্মমূল বিনাশিনী। দুর্ভাগ্যদোষাংশ্চ হিনস্তি মূলতো মুকুন্দভক্তিঃ খলু শান্তিজাহ্নবী। পুনর্ন যাতীহ মনঃ প্রবৃত্তিকে দুষ্কর্ম্মমার্গে হরিভক্তিচেতসাম্।। মুকুন্দভক্তি নিশ্চিতই শান্তি জাহ্নবী স্বরূপা, তাহা সমূলে দুর্ভাগ্যদোষাদি বিনাশ করিয়া থাকে। যাঁহাদের চিত্তে হরিভক্তি বিরাজ করে তাঁহাদের মন কখনই পুনশ্চ দুষ্কর্ম্মমার্গ প্রাপক প্রবৃত্তিতে গমন করে না। নাতঃ পরং কর্ম্মনিবন্ধকৃন্তনং মুমুক্ষতাং তীর্থপদানুকীর্ত্তনম্। ন যৎ পুনঃ কর্ম্মসু সজ্জতে মনোরজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোঽন্যথা।। তীর্থপাদ শ্রীহরির পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন অপেক্ষা পাপমূল বিনাশের শ্রেষ্ট অন্য কোন উপায় নাই। কারণ নামসঙ্কীর্ত্তন হইতে চিত্ত পুনরায় কর্ম্মে লিপ্ত হয় না। কিন্তু কর্ম্মমার্গে প্রায়শ্চিত্তের পরেও পুনরায় তাহা রজস্তমো গুণে মলিন হয়। অতএব সিদ্ধান্ত এই কৃষ্ণবিস্মৃতিই সকল দুর্গতির মূল এবং কৃষ্ণস্মৃতি ভক্তিই তাহা হইতে নিষ্কৃতি ও নিত্যধাম স্বরূপ প্রাপ্তির মূল। প্রণশ্যতি হরৌ ভক্তিঃ পাপান্ বাঙ্কায়চিত্তজান্। অপ্রারব্ধঞ্চ প্রারব্ধং দৃষ্টাদৃষ্টঞ্চ মূলতঃ।। হরি ভক্তি বাক্য কায় চিত্তজাত তথা প্রারব্ধ অপ্রারব্ধ দৃষ্ট অদৃষ্ট সকল প্রকার পাপই বিনাশ করে। কর্ম্মণা পুনরাবৃত্তির্মোক্ষস্তু কৃষ্ণভক্তিতঃ। তস্মাৎ কর্ম্মবিনাশায় প্রেম্না চৈব হরিং ভজেৎ।। কর্ম্ম হইতে সংসারে পুনরাবৃত্তি এবং কৃষ্ণভক্তি হইতে মোক্ষ হয়। তজ্জন্য কর্ম্মবিনাশার্থে প্রেমযোগে হরিকেই ভজন করিবেন।। যো নৈবাচরতে কর্ম্ম নাপি মুকুন্দসেবনম্। সোঽপি সুকৃতাচ্চ্যুতঃ পাপী ভবত্যধার্ম্মিকঃ। যিনি কর্ম্ম করেন না এবং হরি ভক্তিও করেন না তিনি নিশ্চিতই সুকৃতি হইতে চ্যুত হইয়া পাপী ও অধার্ম্মিক হন। বুদ্ধ্যতে ন স্বরূপঞ্চ ভজতে ন হরিং মুদা। পাষাণসদৃশঃ সৈব নিজধর্ম্ম বিসর্জ্জনাৎ।। যে নিজের স্বরূপ জানে না এবং হরিকেও আনন্দে ভজন করে না, নিজধর্ম্ম বিসর্জ্জনহেতু সে পাষাণ সদৃশ অচেতন। কর্ম্মভিঃ পূয়তে নৈব জ্ঞানধর্ম্মশতৈরপি। পূয়তে সিদ্ধ্যতে ভক্ত্যা নির্গুণয়া ভজস্ব তাম্। শত শত কাম্যকর্ম্ম ত্রৈকালিকজ্ঞান ও বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম দ্বারা আত্মা পবিত্র হয় না। কেবল নির্গুণা হরিভক্তি দ্বারাই আত্মা পরিশুদ্ধি ও প্রসিদ্ধি লাভ করে। অতএব তাঁহাকেই ভজন কর।

---ঃঃঃঃ---

শ্রীগোবিন্দ মহিমামৃত

অনাদির আদি কৃষ্ণ পরম ঈশ্বর।
তেত্রিশকোটি দেবতা তাঁহার কিঙ্কর।।
পরম আরাধ্য তাঁর নাম শ্রীগোবিন্দ।
অনন্ত মাধুর্য্যময় প্রেমানন্দকন্দ।।
বন্ধু যদি থাকে তবে সে গোবিন্দরায়।
শ্রীগোবিন্দ বিনা কেহ স্বামী পতি নয়।।
পরম দয়ালু ভবে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র।
অনাথের নাথ তিনি বৃন্দাবনানন্দ।।
গেয় মাত্র গোবিন্দের নাম গুণকীর্ত্তি।
ধ্যেয় মাত্র গোবিন্দের মনোহর মুর্ত্তি।।
সকল কাজের মাঝে সেই স্মরণীয়।
সকল সময়ে সেই হয় ভজনীয়।।
গোবিন্দ ভজন মাত্র মানবের কৃত্য।
গোবিন্দ ভজন বিনা সব মায়া নৃত্য।।
গোবিন্দ ভজন বিনা অন্যের ভজনে।
পদে পদে দুঃখ পায় জীবনে মরণে।।
গোবিন্দের ভজন বিমুখ যে যে জন।
সেজন লভে সংসার সাগরে পতন।।
কে কার পতি পুত্র কে কার জনক।
মোহমাত্র সংসারের ফল সে নরক।।
অসার সংসারে সার গোবিন্দচরণ।
পরম আনন্দময় গোবিন্দভজন।।
গোবিন্দ ভজনে হয় চিরশান্তি লাভ।
গোবিন্দ ভজনে যায় সব পাপ তাপ।।
গোবিন্দ ভজনে হয় সার্থক জীবন।
গোবিন্দ ভজনে লাভ হয় প্রেমধন।।
নরনারী সঙ্গসুখ প্রেম কভু নয়।

কামের বিলাস মাত্র জানিবে নিশ্চয়।।
পরিণাম শূন্য কাম দুঃখের কারণ।
পরিণামপূর্ণ প্রেম সুখের সদন।।
প্রেমের পাত্র কেবল শ্রীগোবিন্দরায়।
তাঁহার ভজনে মাত্র পুরুষার্থ হয়।।
গোবিন্দের সনে কর প্রেমের বিলাস।
অন্যথা জীবের প্রেমে হবে সর্ব্বনাশ।।
গোবিন্দকে জান আপনার প্রাণপতি।
গোবিন্দভজন বিনা না যায় দুর্গতি।।
বিষয়প্রসঙ্গ জান বন্ধন কারণ।
গোবিন্দপ্রসঙ্গ মাত্র মুক্তির কারণ।।
দৃষ্ট শ্রুত মায়ামাত্র পরমার্থশূন্য।
গোবিন্দভজনে জীব হয় সবে ধন্য।।
গোবিন্দ ত্যজিয়া যেবা ভজে অন্য জন।
সেই নরাধম তার অধন্য জীবন।।
গোবিন্দ সেবক নরোত্তম বিজ্ঞতম।
গোবিন্দবিমুখ নরাধম মূর্খতম।।
গোবিন্দ সম্বন্ধ কাটে মায়ার বন্ধন।
ইতর সম্বন্ধ আটে অবিদ্যাবন্ধন।।
গোবিন্দদাসের নাহি নাশ কোন কালে।
ভবসিন্ধু পার হয় সুখে অবহেলে।।
গোবিন্দভজনে পাণ্ডিত্যের পরকাশ।
গোবিন্দ বৈমুখ্যে অজ্ঞতার সুবিলাস।।
গোবিন্দ বান্ধব মাত্র অন্যে স্বার্থপর।
স্বার্থলাগী আত্মীয়তা করে নিরন্তর।।
বন্ধুবেশে ধর্ম্মনাশ তারা সব করে।
ধর্ম্মনাশি অর্থলুটি বিপদেতে ডারে।।
এসব বঞ্চক বান্ধব কাজে শত্রু সম।
শত্রুতে আপনজ্ঞান অবিদ্যাবিভ্রম।।
সম্পদে বিপদে আর জনমে জনমে।
নিছক বান্ধব কৃষ্ণ জীবনে মরণে।।
সর্ব্বদোষ বিবর্জিত শ্রীগোবিন্দরায়।
সর্ব্বগুণ ধর্ম্মধাম সর্ব্বোত্তমাশ্রয়।।
যাঁহার সম্বন্ধে পাপ হয় ধর্ম্মময়।
সেগোবিন্দভক্তি বিনা নাহি শান্ত্যুদয়।।
গোবিন্দচরণে কর আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দচরণ কর জীবন ভূষণ।।
গোবিন্দের ধামে কর মানসে বসতি।
গোবিন্দচরণে কর প্রেমের আরতি।।
গোবিন্দ ভজন বিনা বিফল জীবন।
গোবিন্দ দর্শন বিনা বিফল নয়ন।।
গোবিন্দ পরশ বিনা ব্যর্থ তনুমন।
গোবিন্দস্মরণ বিনা নিরর্থক প্রাণ।।
গোবিন্দকীর্ত্তন বিনা রসনা বিফল।
গোবিন্দ সৌরভ বিনা নাসিকা বিফল।।
দাম্পত্য সুখের মুখে তুলে দিয়া ছাই।
একান্ত ভাবেতে ভজ শ্রীগোবিন্দরায়।।
যেজন গোবিন্দ ভজে সে বড় সুকৃতি।
সকল সংসারে থাকে তার বড় খ্যাতি।।
সনাতন ধর্ম্ম সেই গোবিন্দভজন।
গোবিন্দ প্রসাদে হয় সুখী তনুমন।।
যাঁর নামে ভীত হয় মৃত্যু ভয়ঙ্কর।
সে গোবিন্দ পতি যার কি ভয় তাহার।।
গোবিন্দের প্রেম মাত্র জীবের পুরুষার্থ।
স্ত্রীপুত্রাদির প্রেম কেবল অনর্থ।।
ভোগপ্রাপ্তি নহে কৃষ্ণভজনের ফল।
গোবিন্দচরণ প্রাপ্তে সাধনা সফল।।
গোবিন্দচরণ ভজে সেই বন্ধু পিতা।
সেই গুরু পতি মান্য পূজ্য দেব ভ্রাতা।।
গোবিন্দ বিমুখ জনে সম্বন্ধ প্রাকৃত।
মায়াকার্য্য তাহা তাতে নাহি নিত্য হিত।।
মাতা হইতে দরদী ডাকিনী নিশ্চয়।
গোবিন্দ হৈতে করুণ শত্রু সুনিশ্চয়।।
গোবিন্দচরণে মন যার নাহি বসে।
ধর্ম্মকর্ম্ম ব্যর্থ তার শান্তি পাবে কিসে।।
গোবিন্দে আপন বুদ্ধি কর অনুক্ষণ।
গোবিন্দে আত্মীয়বুদ্ধ্যে সার্থক জীবন।।
সর্ব্বমূল শ্রীগোবিন্দ যেবা নাহি জানে।
জ্ঞানী হলেও পশুতুল্য ভ্রমে ভববনে।।
সর্ব্বমূল শ্রীগোবিন্দ যে বা নাহি মানে।
তাহার দুর্গতি ফল ধরে জন্মে জন্মে।।
গোবিন্দের গুণে যার মন নাহি ঝুরে।
সেজন সংসার সিন্ধুমাঝে মাত্র ঘুরে ।।
গোবিন্দের নামে যার অশ্রু নাহি গলে।
নয়নে ধিক্কার তার সাধু শাস্ত্র বলে।।
গোবিন্দের গুণ যার কর্ণে নাহি পশে।
সেই পশু মজে মাত্র সংসারের রসে।।
গোবিন্দের সেবা নাহি করে যার হাত।
জীবনে কি কাজ তার মুণ্ডে বজ্রপাত।।
গোবিন্দের ধামে যার না চলে চরণ।
বৃথা তার গতাগতি সে বৃক্ষ সমান।।
গোবিন্দের গানে যার রসনা না মজে।
সেজন সতত থাকে নরকের মাঝে।।
গোবিন্দকে যেবা নাহি জানে নিজজন।
কি কাজ পাণ্ডিত্যে তার বৃথা অধ্যায়ন।।
গোবিন্দের অঙ্গগন্ধ যে নাসায় না চলে।
সে নাসা হাপরতুল্য ভাগবত বলে।।
দেখাদেখি ধর্ম্ম করে গোবিন্দ না ভজে।
ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়াও নরকেতে মজে।।
ধর্ম্মপথে ধন সাধি জীবন যাপন।
সাধুসঙ্গে কর সদা গোবিন্দভজন।।
গোবিন্দভজন বিনা অন্যের ভজনে।

ভারতে মনুষ্য জন্ম যায় অকারণে।।
গোবিন্দভজনে যার সতত উল্লাস।
গোবিন্দমহত্ব গায় শ্রীগোবিন্দদাস।।

---ঃ০ঃ০ঃ---

অনাচার অত্যাচার ব্যভিচার সদাচার

ইহ জগতে অনাচার অত্যাচার ব্যভিচার ও সদাচার এই কথাগুলি সর্ব্বত্র প্রচলিত। ইহাদের যথাতথ্য আলোচনা করা যাইতেছে।

অনাচার কাহাকে বলে?

বেদ প্রসিদ্ধ স্বরূপভূত ও অধিকারোচিত আচারের অকরণকেই অনাচার বলে। অনাচার গীতোক্ত অকর্ম্ম সংজ্ঞক। জীবের মায়াপতন তথা জন্মান্তরবাদের প্রথম কারণ অনাচার অর্থাৎ বেদ প্রসিদ্ধ স্বরূপভূত আচার না করা।

অনাচার কি কি?

আদৌ মুখ্য স্বরূপভূত আচার না করা। যথা- হরি ভজন না করা, সাধু সঙ্গ না করা, ভগবানে অশরণাগতি, অশ্রদ্ধা, অনিষ্ঠা, সাধু শাস্ত্রে অবিশ্বাস ইত্যাদি অনাচার বিশেষ।

ব্যবহারগত অনাচার--অনাতিথ্য, অভ্যাগতকে সমাদর না করা, যথাশাস্ত্র দশকর্ম্মাদি না করা, বৈষ্ণবীয় সদাচার না পালন করা প্রভৃতি।

বাক্যগত অনাচার-সত্য কথা না বলা, সত্যসাক্ষী না দেওয়া, হিত উপদেশ না করা, সত্যপথ প্রদর্শন না করা তথা ভগবদ্‌গুণ লীলাদি কীর্ত্তন না করা প্রভৃতি।

মনোগত অনাচার-- নিত্যসেব্য প্রভুর ধ্যানাদি না করা, নিজ ও পরের হিত চিন্তা না করা বা অন্যের শুভ কামনা না করা অর্থাৎ পুত্র শিষ্য ভৃত্যাদির শুভ কামনা না করা তথা সম্পদে বিপদে হরিকে স্মরণ না করা প্রভৃতি।

দেহগত অনাচার--- নয়নে শ্রীমুর্ত্তি ও বৈষ্ণব, ভগবৎ পূজামহোৎসব যাত্রাদি দর্শন না করা, মস্তক দ্বারা সাধু গুরু বৈষ্ণব ভগবান্ ও দেবাদিকে প্রণাম না করা, নাসিকা দ্বারা ভগবৎপ্রসাদী ধূপাদির আঘ্রাণাদি না গ্রহণ করা, কর্ণ দ্বারা ভগবৎকথাদি না শ্রবণ করা, পদ দ্বারা শ্রীমন্দির ভগবদ্ধামাদি পরিক্রমা না করা, দেহে তীর্থরজঃ ধারণ না করা, বৈষ্ণবচরণ স্পর্শ না করা প্রভৃতি।

গুরুগত অনাচার--বালিশ শিষ্যকে সযত্নে যথা শাস্ত্রীয় কর্ত্তব্য উপদেশ না করা, কেবল মন্ত্রাদি দিয়াই গুরুত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে না । শিষ্যের দোষ সংশোধন না করা, শিষ্যের ভজন সাধনে পরীক্ষা না লওয়া তথা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য না বলা, যোগ্যপাত্রে ভজন রহস্য প্রকাশ না করা ইত্যাদি।

শিষ্যগত অনাচার--গুরুতে যথাযথ ভক্তি না করা, তাঁহার উপদেশমত না চলা, গুরুবাক্যে সমাদর না করা প্রভৃতি।

বিঃ দ্রঃ---গুরুর উপদেশমত না চলা মানে গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রের সময়মত জপাদি না করা, তিলক ধারণ না করা, নিয়মিত আরতি পূজাদি না করা, বৈষ্ণব সদাচার পালন না করা ইত্যাদি। বৈষ্ণব পক্ষে ভগবৎপ্রসাদ চরণামৃতাদির সেবা না করা অনাচার বিশেষ।

কেহ অন্যথাকরণকেই অনাচার বলেন। প্রকৃত পক্ষে তাহা সদাচারের বিরোধী হইলে ব্যভিচারে গণ্য আর বিরোধী না হইয়া অতিরিক্ত ভাব ধারণ করিলে অত্যাচারে মান্য হয়। অতএব অকরণই অনাচার বাচ্য।

এই অনাচার ক্ষেত্র বিশেষে সময় বিশেষে অপরাধাদিতে গণ্য ও পরিণত হয় বা অপরাধাদির জনক হইয়া থাকে। যথা-বৈষ্ণব দর্শনে তাহাকে প্রণামাদি না করা একটি অনাচারতো বটে ইহা অপরাধও বটে।

কৃষ্ণাধিষ্ঠান জ্ঞানে জীবকে যোগ্য সম্মান না দেওয়া একটি অনাচার বিশেষ। অতিথি আত্মীয় ও ভিক্ষুক বিচারে জীবে সম্মান এক প্রকার আর বিষ্ণুপ্রিয় বৈষ্ণব জ্ঞানে সম্মান বিশেষ ব্যাপার, ইহা পরমার্থ ব্যাপার। বৈষ্ণব যখন বিশেষ মান্য পাত্র তখন তাহাকে বিশেষ মান না দেওয়াই অনাচার ও অপরাধ মূলক।

কেহ বলেন- অন্যথা আচারই অনাচার বাচ্য, কেহ বলেন-অশাস্ত্রীয় আচারই অনাচার সংজ্ঞক, কেহ বলেন-অযথাযোগ্য আচারই অনাচার বাচ্য, আবার কেহ বলেন-অপ্রসিদ্ধ আচারই অনাচার বাচ্য। পূর্ব্বোক্ত সংজ্ঞাগুলি একই তাৎপর্য্যপর অতএব সঙ্গত। যথা গুরুতে ভগবদ্বুদ্ধিই ন্যায্য, শাস্ত্রীয়, যোগ্য ও প্রসিদ্ধ আচার কিন্তু নরবুদ্ধিতে তাঁহার অবজ্ঞা যেমন অন্যায্য আচার তেমনই তাহা অশাস্ত্রীয় অযোগ্য ও অপ্রসিদ্ধ আচারও বটে এবং ইহা মহা অপরাধেও গণ্য।

আচার যথার্থ না হইলে যথার্থ ধর্ম্মও সিদ্ধ হয় না । আচারের মাধ্যমেই ধর্ম্ম উজ্জ্বল ও সিদ্ধ হয়। আচারপ্রভবো ধর্ম্ম আচারো হন্তি চাশুভম্ অর্থাৎ আচার হইতেই ধর্ম্ম প্রসিদ্ধ হয়, আচার অশুভ নাশ করে। অতএব সাধককে সর্ব্বতোভাবেই অনাচার ত্যাগ করতঃ সদাচারী হইতে হইতে হয়। যেমন ঔষধ সেবন না করিলে রোগমুক্তি হয় না বা যথাযোগ্য ঔষধ সেবন না করিলে রোগমুক্তি হয় না। যেমন-প্রকৃত গন্তব্য পথে না চলিলে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছান যায় না তেমনই অনাচারে বা অত্যাচারে বা ব্যভিচারেও ধর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধ হয় কেবল সদাচারে।

অত্যাচার কাহাকে বলে?

অতি আচার অত্যাচার অর্থাৎ অতিরিক্ত আচারই অত্যাচার সংজ্ঞক তথাপি অত্যাচার বলিতে যে আচারে নিজের ও পরের উদ্বেগ দুঃখাদি উদিত হয় তাহাই অত্যাচার বাচ্য। শাস্ত্রীয় হইলেও যাহা নিজের ও পরের উদ্বেগ কর তাহা সদাচার না হইয়া অত্যাচারে গণ্য হয়। যথা তপঃ একটি সদাচার কিন্তু সেই তপঃ যদি মন্ত্রের সাধক ও অন্যের সুখের কারণ হয় তবেই তাহা সদাচার অন্যথা তাহা অত্যাচার। যেমন হিরণ্যকশিপুর তপস্বা লোকতাপন অতএব তাহা অত্যাচারে গণ্য এবং ঐ তপস্বা আসুরিক সংজ্ঞক। তাহাতে কদর্য স্বভাবও সিদ্ধ। অন্যের পীড়ণ দ্বারা স্বার্থ সিদ্ধ করণই কদর্য লক্ষণ। ইহা অধর্ম্মময়ও বটে। যেমন কংস ও বেণের আচার অত্যাচার সংজ্ঞক। সুক্ষ্ম বিচারে তাহা অনাচারও বটে উপরন্তু লোক নির্যাতন কারী ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বলিয়া অত্যাচার বিশেষ। এককথায় রাজ পক্ষে প্রজাকে সঠিক ধর্ম্ম যাজন করিতে না দেওয়া, সঠিক ধর্ম্মযাজীর প্রতি নানা প্রকার অধর্ম্মীয় নির্যাতন প্রভৃতি অত্যাচার সংজ্ঞক। তদ্রূপ গুরু নেতা পিতা মাতা স্বজন বান্ধব পক্ষে শিষ্য ভৃত্য পুত্র পত্নী স্বজনকে ধর্ম্ম যাজনে বিরোধিতা করা, উদ্বেগ দান ও নির্যাতন করণই অত্যাচার। অত্যাচরী ব্যক্তি ভূতদ্রোহী নারকী তথা সাধুদের উপেক্ষা ও অভিশাপ পাত্র। অপিচ দেশ সমাজের নিন্দনীয় ও ধিক্কার জীবন। যেমন বেণ ও কংসের ব্যাবহার অত্যাচার আসুরিক ও ম্লেচ্ছাচারও বটে। সাধু পুত্র প্রহ্লাদের প্রতি মাৎসর্য বুদ্ধি হিরণ্যকশিপুরের যে ব্যবহার তাহাই

অত্যাচার সংজ্ঞক। এই অত্যাচার অভিচারও বটে যেহেতু তাহাতে জিঘাংসা অর্থাৎ হননেচ্ছা বর্ত্তমান্। তবে সাধারণতঃ গোপন সূত্রে অন্যের সংহার ইচ্ছায় তপঃ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানই অভিচার ক্রিয়া। এই অভিচার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিল সুদক্ষিণ রাজা পিতৃঘাতী কৃষ্ণকে হত্যার বাসনায়। অত্যাচার অধর্ম্মবহুল। অত্যাচার ইহলোক ও পরলোকে ভয়াবহ। সাধারণতঃ রজস্তমোগুণে মাৎসর্য বুদ্ধিতে স্বৈরাচারী ব্যক্তিতে এই অত্যাচারের অভ্যুদয় হয়।

ব্যভিচার কাহাকে বলে?

বি অভিচার-- ব্যভিচার। বিষয়ের বিপরীত অভিমুখে আচারই ব্যভিচার সংজ্ঞক। পতিব্রতা ধর্ম্মনাশক পরপুরুষের সেবাই ব্যভিচার নামে প্রসিদ্ধ। এককথায় প্রকৃত পতি সেবা না করিয়া বা পতিসেবা করিয়াও গোপন সূত্রে রতিধর্ম্মে পতিজ্ঞানে পরপুরুষের সেবাই ব্যভিচার ধর্ম্ম। ইহা কূলনাশক, বর্ণশঙ্করজনক, নিন্দনীয়, ভয়ঙ্কর, নরকপ্রাপক মহা অধর্ম্ম বিশেষ। অত্যন্ত কামান্ধ নরনারীতেই এই ব্যভিচার ধর্ম্ম দেদীপ্যমান।

নারী পক্ষে নিজ পতিই বিষয় আর উপপতিই তাহার বিপরীত। এই উপপতি অভিমুখে সক্রিয় বলিয়া তাদৃশ আচার ব্যভিচার সংজ্ঞক। আধ্যাত্মিক পক্ষে কৃষ্ণ বহির্মুখ জীবমাত্রেই এই ব্যভিচার ধর্ম্মে বর্ত্তমান্। কেন? তত্ত্ব বিচারে ভগবান্ শক্তিমান্ আর জীব শক্তি। শক্তির ধর্ম্ম শক্তিমানের সেবা করা। জীব সেখানে সেই শক্তিমান্ ভগবানকে সেবা না করিয়া নানা কামে হৃতজ্ঞান হইয়া নানা দেবদেবী ও নরাদিকে ঈশ্বর বুদ্ধিতে সেবা করে বলিয়া তার ধর্ম্ম ব্যভিচার বহুল। জীবের স্বরূপধর্ম্মই কৃষ্ণসেবা তাহা না করিলে জীব অনাচারী হয় আর কৃষ্ণ সেবা না করিয়া অন্যের সেবা করিলেই ব্যভিচারী হয়। কোন পতিব্রতা নারী সংসারের আত্মীয় সজ্জন বন্ধু বান্ধবাদিকে যথাযোগ্য সেবা করিয়াও পতিব্রতা থাকে কিন্তু সে যখন তার পতির প্রতি যে রতি বিষয়ক প্রীতি তাহা অন্য পুরুষে ব্যবহার করে তখন সে হয় ব্যভিচারিণী। তদ্রূপ জীব যখন ধর্ম্মশাস্ত্র মতে ভগবানকে আরাধ্য পতি জ্ঞানে এবং তদীয় জ্ঞানে দেব ও অন্য জীবকে যথাযোগ্য মান দান করে সে তখন সদাচারী ধার্ম্মিক সংজ্ঞা পায়। আর যখন সে মূঢ়তা বশে অর্থ বা স্বার্থ বশে ভগবদ্ভাবকে অন্যত্র ব্যবহার করে তখনই সে হয় ব্যভিচারী।

যেমন দেবর সেবা তথা পুত্রাদির সেবাদি দ্বারা পতিব্রতা ধর্ম্ম সিদ্ধ হয় না তেমনই অন্যের সেবাদি দ্বারাও জীবের হরিব্রত ধর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। ভগবানে এক পতি জ্ঞান না থাকায় জীবের এই মায়া পতন, ব্যভিচার ধর্ম্মে দুঃখদুর্দ্দশাদি ভোগ ও জন্মান্তরবাদ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বীদের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত ব্যভিচার ধর্ম্ম অত্যন্ত নিন্দনীয়। সেবা পরম ধর্ম্ম বটে কিন্তু যথাযোগ্য না হইলে তাহা ব্যভিচারধর্ম্ম বিশেষে পরিণত হয়।

যথাযোগ্য ব্যবহার কেমন?

আরাধ্যপতি পদে ভগবান্ কৃষ্ণকে বরণ করা, তদীয় অর্থাৎ ভগবানের সম্বন্ধযুক্ত জনে যোগ্য মান দানই যথাযোগ্য ব্যবহার। কখনও শিবাদি দেবতাকে কৃষ্ণের সমান জ্ঞান করিতে হইবে না। তাই শাস্ত্র বলেছেন--আদৌ সর্ব্বেশ্বর জ্ঞান কৃষ্ণেতে হইবে। অন্য দেবে কখন অবজ্ঞা না করিবে।।

তদীয় সম্মানটা কেমন?

কৃষ্ণ ভগবানই তৎবাচ্য পদার্থ আর তৎসম্বন্ধীয় সকলই তদীয় বাচ্য পদার্থ। দেবদেবী জীবাদি সকলই তদীয় বিচারে গণ্য। তন্মধ্যে গুরু বৈষ্ণবগণ ভগবানের ন্যায় পূজ্য মান্য কারণ তদীয়দের মধ্যে ইহারাই শ্রেষ্ঠ। দেবগণও তদীয় হইলেও তাহারা মহত্বে গুরু বৈষ্ণব অপেক্ষা ন্যূন। তবে দেবতাদের মধ্যে শিব ব্রহ্মাদির গুরুত্ব ও মহাজনত্ব প্রসিদ্ধ। গুরু বৈষ্ণবগণ ভগবানের প্রিয়তম বিচারে বিশেষ মান্য পূজ্য। পৃথক্ ঈশ্বর বুদ্ধিতে সেবা না করিয়া তদীয় বুদ্ধিতেই অন্য দেবাদির নমস্কারাদি করা সদাচার ধর্ম্ম।

কোন বৈষ্ণব যদি কৃষ্ণপূজার সঙ্গে নানা দেবদেবীদের পূজা করে তাহা হইলে তাহা ব্যভিচারে গণ্য হয়। অতিথি অভ্যাগত জ্ঞানে চলার পথের দেবদেবীদিগকে নমস্কারাদি অবশ্য কর্ত্তব্য। আত্মীয় বন্ধু জ্ঞানে গুরুবৈষ্ণব পূজ্য। আর যাহারা তদীয় হইলেও তৎ এর সেবায় বিমুখ তাহারা উপেক্ষ্য মাত্র। তবে যাহারা অজ্ঞ অথচ শ্রদ্ধালু তাহারা দয়ার পাত্র। বৈষ্ণব নর নারী পক্ষে পর স্ত্রী ও পুরুষ গমন ব্যভিচার ধর্ম্ম।

শাস্ত্রে কোথাও অন্যদেবদেবীদের প্রণামাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে কেন? তদীয় বিচারে তাহারাতো মান্য পূজ্য।

উ--প্রাথমিক ভক্ত যাহাদের সম্বন্ধজ্ঞান দৃঢ় হয় নাই তাহাদের ব্যভিচার ধর্ম্মের আশঙ্কা করিয়া শাস্ত্রে অন্য দেবদেবীদের প্রণামাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে। সংসারেও দেখা যায় যে নব পরিনীতা বধূকে বয়স্ক দেবরাদির সহিত প্রথম মেলামেশা করিতে দেয় না কারণ কি? কারণ যতদিন পর্যন্ত পতির প্রতি ঐ বধূর প্রেমযোগ সিদ্ধ না হয়। তৎপূর্বে পতি ব্যতীত পতি তূল্য কোন ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশায় বধূর ধর্ম্মহানীর সম্ভাবনা থাকে। আর যে বধূর পতিপ্রেম সিদ্ধ হইয়াছে, পতি যার ধ্যান জ্ঞান সর্ব্বস্ব হইয়াছে তাহার ধর্ম্মচ্যুতির সম্ভাবনা থাকে না। তিনি যথাযোগ্য ব্যবহারে ধর্ম্ম যাজিকা। পক্ষান্তরে যার বিবাহ মাত্র হইয়াছে , পতির সঙ্গ হয় নাই। উঠাবসা অন্যপুরুষের সঙ্গে। তার ধর্ম্মহানী লোকপ্রসিদ্ধ ব্যাপার। এইরূপ অভিপ্রায় যোগেই নবভক্তদের অন্য দেবদেবীদের পৃথক্ পূজ্য জ্ঞানে প্রণামাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে। যেমন মাতৃজ্ঞান না থাকায় আপাততঃ ধাত্রীরূপে অবস্থিতা নিজ পত্নী রতিতে প্রদ্যুম্নের মাতৃজ্ঞান হইয়াছিল।নিজের মাতৃজ্ঞান তথা কার্ত্তিকের প্রতি পূত্র জ্ঞান লুপ্ত হওয়াই পার্ব্বতী পুত্রগমনরূপ ব্যভিচার ধর্ম্মে মুগ্ধ ও উদ্ধত হইয়াছিলেন। গন্ধর্ব্বরূপে মুগ্ধা জামদগ্নি পত্নী রেণুকার ব্যভিচার মতি জাত হয়। মহত্ব থাকিলেও নিজ বিচারে পতি হইতেও উপপতির উৎকর্ষ দর্শনে মুগ্ধা রমণীতে এই ব্যভিচার ধর্ম্ম জাত হয়। তদ্রূপ স্বতঃসিদ্ধ ও অনন্যসিদ্ধ মহিম কৃষ্ণের মহত্বজ্ঞান না থাকিলেও অন্য দেবতার মহত্ব দর্শনে তদ্ভক্তি ব্যভিচার ধর্ম্মের উদয় করায়। যতদিন পিঙ্গলায় স্বতঃসিদ্ধ পতি কৃষ্ণের মহত্বজ্ঞান না উদিত হয় ততদিনই সে বার বনিতা ছিল আর যখন অবধূতের কৃপায় তাহার সেই জ্ঞান উদিত হয় তখন সে ব্যভিচার ধর্ম্ম থেকে মুক্ত হইয়া সদাচার ধর্ম্মে ব্রতী ও শুদ্ধ ধার্ম্মিকে মান্য হয়।

তবে মা যশোদার ষষ্ঠীপূজা, গোপীদের কাত্যায়নীপূজা ও শিবপূজা ব্যভিচার ধর্ম্ম নহে। কেন? কারণ যশোদার ষষ্ঠীপূজা কৃষ্ণার্থেই। গোপীদের কাত্যায়নীব্রত কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্যই। তাহা ছাড়া তাহারা পৃথক্ আরাধ্যবুদ্ধিতে বা নিজের কোন অপস্বার্থ সিদ্ধির জন্য কাত্যায়নীকে পূজা করেন নাই। যেমন পতিব্রতার গুরুসেবা ব্যভিচার

ধর্ম্ম নহে তাহা তাহার সৎধর্ম্ম। তবে যখন গুরুতে পতি ভাব ন্যস্ত হয় তখনই তাহা হয় ব্যভিচার ধর্ম্ম।

সদাচার কাহাকে বলে ?

সৎ আচার-- সদাচার, সৎ শব্দ সাধু বাচক অতএব সাধুর আচারকে সদাচার বলে। সাধুগণ সনাতন ধর্ম্ম পরায়ণ। অতএব সনাতন ধর্ম্মপালনই উত্তম সদাচার। অপিচ সৎ অর্থাৎ ধর্ম্মসঙ্গত আচারও সদাচার নামে কথিত হয়। শ্রবণকীর্ত্তনাদি নানা ভক্ত্যঙ্গ যোগে ভগবদ্ভজন সাধুসঙ্গ ও সেবা, জীবে দয়া, মূখ্য সদাচার।

বৈষ্ণবের অসৎসঙ্গ ত্যাগ একটি বিশেষ সদাচার। স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণের অভক্তগণই অসৎবাচ্য। তাহাদের সঙ্গ অবশ্য ত্যাজ্য রূপে সদাচার। অহিংসা, অচৌর্য্য, কৃষ্ণার্থে ভোগত্যাগ, যাবদর্থানুবর্ত্তিতা, গুরুসেবা, বত্রিশ প্রকার সেবা অপরাধ পরিহার, দশপ্রকার নামাপরাধ ত্যাগ, ভগবৎপ্রসাদ নির্মাল্য সেবন, ধর্ম্মলক্ষণ থাকায় সত্য ও প্রিয় ভাষণ, তপঃ শৌচ, কৃতজ্ঞতা, আতিথ্য, অকৌটিল্য নম্রব্যবহার, অশাঠ্য, যথাবিধি শৌচ(স্নান-দন্তধাবন-মুখপ্রক্ষালন- মূত্রাদি ত্যাগে হস্তপদাদিপ্রক্ষালন,আচমন তথা উচ্ছিষ্ট বিচার প্রভৃতি) স্বাধ্যায়, জপ, বিষয়বৈরাগ্য তথা যুক্তবৈরাগ্যাদি সাধু গুণ বলিয়া দৈন্য, স্থৈর্য্য, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, ভগবৎকথারুচি, দান অদম্ভ, অনসূয়া, নৈবপেক্ষ্য, সমতা, মানদত্ব, অদোষদর্শিতাদি সদাচার বিশেষ।

তবে হিতৈষী গুরু বৈষ্ণবের শিষ্যের দোষ প্রদর্শন সদাচারে গণ্য। পরচর্চা নিষিদ্ধ হইলেও শিক্ষার্থে প্রসিদ্ধ। ভগবানে সর্ব্বথা দাস্যভাব, ব্রহ্মচর্য্য ধৃতি প্রভৃতি ধর্ম্মাঙ্গগুলিও সদাচারে গণ্য। যে সত্যভাষণে প্রাণীহিংসার উদয় হয় সেই সত্যভাষণ অসদাচার পরন্তু মিথ্যাও কার্য্যক্ষেত্রে ভগবৎসম্পর্কে সদাচারে মান্য হয়। তাৎপর্য্য এই বিষ্ণুস্মরণই বিধি আর তাঁহার বিস্মরণই নিষিদ্ধ ব্যাপার। বিধি বচনগুলি হরিস্মৃতিপর, নিষেধবচনগুলিও ব্যতিরেকভাবে হরিস্মৃতিসাধক। অতএব বিধি কৃত্যগুলি অন্বয়ভাবে এবং নিষেধ বচনগুলি ব্যতিরেক ভাবে সদাচারে গণ্য। তজ্জন্যই যম নিয়মাদিও সদাচারে গণ্য। (যম --অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, অনাসঙ্গ, লজ্জা, অসঞ্চয়, আস্তিক্য, ব্রহ্মচর্য্য, মৌন স্থৈর্য্য ক্ষমা, অভয়। নিয়ম--শৌচ, জপ, তপঃ, হোম, শ্রদ্ধা, আতিথ্য, হরিপূজা তীর্থযাত্রা, পরোপকার, যথালাভে সন্তোষ, আচার্য্যাসেবা। ধর্ম্মপথে অর্থ উপার্জ্জনে জীবিকা নির্ব্বাহও একটি সদাচার। নিষ্পাপজীবন যাপনও একটি সদাচার। কারণ সাধুগণ পাপকর্ম্মপরিত্যাগী। জিতেন্দ্রিয়ত্বও সদাচার বিশেষ। ভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তিমান্ বৈষ্ণব গুণের সাগর। তাহার স্বভাব চরিত সর্ব্বদাই সদাচার সম্বলিত। সিদ্ধদের শিক্ষার প্রয়োজন না হইলেও শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রয়োজন তদ্রূপ যাহারা ভগবদ্ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত তাহাদের শিক্ষার প্রয়োজন না হইলেও যাহারা প্রাথমিক বৈষ্ণব তাহাদের প্রচুর শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষা বিনা তাহাদের শোধন প্রবোধন প্রসাধন সম্পন্ন হইতে পারে না। যাহারা বাল্যকাল থেকে কুসংস্কারে গঠিত তাহারা সদাচার জানে না। যদি তাহারা পরমার্থপথে অগ্রসর হইতে চায় তাহা হইলে প্রথমেই তাহাদের শিক্ষনীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় সদাচার, সৎব্যবহার,সদালাপ। ভজন জীবন সদাচার বিনা শোভা পায় না, সিদ্ধি হয় না ,তাহাতে সমৃদ্ধিও থাকে না। পৈতাধারী ব্রাহ্মণে যেমন চামারের আচার নিন্দনীয় তদ্রূপ সাধুবৈষ্ণবে কদাচারও নিন্দনীয়। সাধু ব্যক্তিতে সদাচার সোনায় সোহাগা স্বরূপ। যেমন কমলনয়নে কাজলরেখা, যেমন বিম্বাধরে বিনোদহাসি। সদাচার চন্দ্রিকায় বৈষ্ণবচরিত্র কৌমুদী প্রফুল্লিত প্রস্ফুটিত হয়। অনাচার অত্যাচার ব্যভিচার যোগে বৈষ্ণবতা রাহুগ্রস্থ চন্দ্রের ন্যায়, কালীমুখের ন্যায়, অসংস্কৃত অনলঙ্কৃত দেহের ন্যায় মোটেই শোভা পায় না। অসংস্কৃত ফলাদি যথা ভগবানে নিবেদন যোগ্য হয় না তদ্রূপ অসদাচারীও বৈষ্ণবসভায় বসিবার যোগ্য হয় না। অতএব বৈষ্ণব মাত্রেরই যোগ্য সদাচারে সংস্কৃত হওয়া উচিত।।

---ঃ০ঃ০ঃ০ঃ---

কুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠের তাত্ত্বিক বিচার

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের উপদেশামৃতের বৈকুণ্ঠাজ্জনিত বরা মধুপুরী শ্লোক হইতে জানা যায় যে বৈকুণ্ঠই ভজন স্থান। বৈকুণ্ঠ হইতেই ভজন আরম্ভ হয়। অবৈকুণ্ঠ অর্থাৎ কুণ্ঠাধামে ভজন হয় না। পরব্যোমই বৈকুণ্ঠ সংজ্ঞক কারণ সেখানে কোন প্রকার কুণ্ঠাধর্ম্ম নাই। ত্রিগুণ ভাবিত মায়িক চতুর্দ্দশলোক কুণ্ঠাধাম দেবীধাম। ব্রহ্মলোক ত্রিগুণাতীত চিন্ময়। কুণ্ঠাধাম না হইলেও কুণ্ঠাধর্ম্মী অর্থাৎ পূজ্য পূজক ও পূজা রূপ ত্রিপূটী বিনাশকারী। অতিবুদ্ধিগণ সেখানে চরম পরম আত্মবঞ্চনা লাভ করে। তজ্জন্য তাহার বৈকুণ্ঠ সংজ্ঞা নাই। কুণ্ঠ ধাতু হইতে কুণ্ঠতি ইতি কুণ্ঠ শব্দের উৎপত্তি, তাহার অর্থ জড়, আলস্য, মূর্খ, অকর্ম্মণ্য। মায়া জড়রূপা বলিয়া কুণ্ঠানামে বিখ্যাত। তাহার ধামে সর্ব্বত্রই কুণ্ঠাভাব বিদ্যমান্। মায়াশক্তি নিত্য হইলেও তাহার বিলাস ছলনা বঞ্চনা প্রতারণাময়। এখানে জীব সুখের আশায় পদে পদেই বঞ্চিত লাঞ্ছিত গঞ্জিত ভৎর্সিত প্রতারিত অপমানিত ও হত হয়। জন্মমৃত্যু প্রবাহে জীব দুঃখ পরম্পরা প্রাপ্ত। যেমন মৃত রমণী পতির সুখ কারণ না হইয়া দুঃখেরই কারণ হয় তদ্রূপ জড় বস্তু সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখেরই কারণ হয়। জন্ম মৃত্যু জ্বরা ব্যাধি সুখ দুঃখ শোক মোহাদি তথা কামাদিও কুণ্ঠাধর্ম্মময়। শোকমোহও ভয়প্রদ বিচারে মায়িক দেশ কাল পাত্রাদি সকলই কুণ্ঠা সংজ্ঞা প্রাপ্ত। প্রাকৃত অভিমানাদিও কুণ্ঠাধর্ম্মে গণ্য। এই কুণ্ঠাধামে সেব্য সেবকও কুণ্ঠা ধর্ম্মগত। ইহাদের স্বভাবে বৈকুণ্ঠ ভাব নাই। কুণ্ঠভাব পরমার্থ বর্জ্জিত। কুণ্ঠভাব অধর্ম্মরঞ্জিত। আধ্যক্ষিকগণ এই কুণ্ঠাধামে কুণ্ঠাভাবেই বিলাস করে। পরন্তু আধ্যাত্মিক ও আধক্ষজিকগণ বৈকুণ্ঠ বিলাসী। কৃষ্ণচৈতন্য বর্জ্জিত সুখভোগপ্রবণ দেহারামী কর্ম্মীগণ, মনোধর্ম্মী প্রচ্ছন্ন ও পরোক্ষভোগী জ্ঞানীগণ, অনিমাদি সিদ্ধিকামী যোগী তপস্বীগণ কুণ্ঠধাম স্বরূপ। তাহাদের স্বরূপে বৈকুণ্ঠ বিলাস নাই। অবিদ্যাভোগীগণও কুণ্ঠাধর্ম্মী। স্বরূপ ধর্ম্মই বৈকুণ্ঠ আর স্বরূপচ্যুতিই কুণ্ঠাময়। দুস্কৃতিমান্ অসুরগণও কুণ্ঠাধাম বিলাসী। তত্ত্বমূঢ় নানা দেবদেবীযাজী পতঙ্গধর্ম্মীগণও কুণ্ঠাধর্ম্মী। অতত্ত্বে সতত্ত্বমানী পাষণ্ডীগণ, ধর্ম্মজীবী অথচ অধর্ম্মসেবী ধর্ম্মধ্বজীগণও কুণ্ঠধাম বিলাসী। কৃষ্ণভজনের সঙ্গে অজ্ঞতাক্রমে কৃষ্ণেতর ভজন প্রয়াসী ব্যাভিচারীগণও প্রকৃত পক্ষে কুণ্ঠাধর্ম্মী। কৈতব শাস্ত্রযাজী স্বার্থবাদীগণও কুণ্ঠাধাম নিবাসী। পক্ষে ষোল প্রকার অনর্থমুক্ত ঈস্বর ভক্তিরূপ পরমার্থপরায়ণগণই বৈকুণ্ঠস্বভাবী ও বৈকুণ্ঠ বিলাসী। প্রোজ্ঝিতকৈতব ভাগবতধর্ম্মযাজীগণ বৈকুণ্ঠ বিলাসী। বিবর্ত্তবিলাসে দেহারামতাক্রমে ভোগাসক্তদেহ, ভোগচিন্তামগ্ন মন, ভোগচঞ্চলপ্রাণ ও ভোগবিচারপর বুদ্ধি কুণ্ঠাধাম স্বরূপ। পক্ষে নিষ্কপট কৃষ্ণসেবনোন্মুখ দেহ মন প্রাণবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি বৈকুণ্ঠস্বভাবী, বৈকুণ্ঠধর্ম্মী। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ অর্থাৎ সেবোন্মুখ জিহ্বাদিতেই অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠস্বরূপবিলাসী নামাদি কীর্ত্তনরূপে নৃত্য করে। সেবোন্মুখ নয়নে নন্দনন্দনের নবতা বিলাসী

রূপ পরিদৃষ্ট হয়। সেবোন্মুখ কর্ণে বৈকুণ্ঠকথা প্রবেশ করে। সেবোন্মুখ হস্ত তৎসেবায় নিযুক্ত হয়। সেবোন্মুখ মনে বৈকুণ্ঠবিলাস প্রপঞ্চিত হয়। সেবোন্মুখ বুদ্ধি বন্ধনে ভগবান্ দামোদর নাম প্রাপ্ত হন। সেবোন্মুখ দেহ প্রাণ বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের সেব্য বিচারেই ভগবান্ হৃষীকেশ। অপ্রাকৃত ভাবনাময় ইন্দ্রিয়াদিতে অপ্রাকৃত ভগবন্নামরূপাদি সেব্য হইয়া থাকে। স্থূল সূক্ষ্মভোগাসক্ত গুরু ও শিষ্য কুণ্ঠাধর্ম্মী। পরন্তু কেবল সেবোন্মুখ কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা পরায়ণ গুরু শিষ্য বৈকুণ্ঠধর্ম্মী ও বিলাসী। যখন পুঞ্জীভূত সুকৃতির ফলে সাধুসঙ্গে আত্মস্বরূপ বোধক্রমে কৃষ্ণভজনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতঃ ভোগধর্ম্মে দুঃখযোগ ও বঞ্চনারোগ ভোগে বিরক্তি লাভ ঘটে সেই সঙ্গে কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব অভিমান পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা রূপিণী গর্দভীর পদাঘাতে পঞ্চপ্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, দেহ মন ইন্দ্রিয়াদির দাসত্বের মোহ অপগত হয় তখনই সৎগুরুচরণে প্রণিপাত, তত্ত্ব জিজ্ঞাসা ও সেবোন্মুখতা যোগেই শিষ্যত্ব প্রকটিত হয়। এই শিষ্যই বৈকুণ্ঠ সেবাযোগ্য। তাহার দেহাদি দীক্ষা শিক্ষা প্রভাবে চিদানন্দত্ব প্রাপ্তিতে ধন্য হয়। অবান্তর ভোগ বাসনামূলে যিনি মন্ত্রজীবী তিনি গুরুব্রুব, সৎগুরু নহেন কারণ তিনি কুণ্ঠাধর্ম্মী। অধর্ম্ম, মিথ্যা, মায়া, দম্ভ, হিংসা, কলি, স্পর্দ্ধা, অসূয়া, মাৎসর্য্য, খলতা, শাঠ্য, ধৃষ্টতা, স্ত্রীলাম্পট্য, পৈশুন্য, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি কুণ্ঠাধর্ম্ম বিশেষ। ধর্ম্ম, সত্য, কৃষ্ণপ্রাণতা, দয়া, মৈত্র, সৌম্য, সৌজন্য, সারল্য, সহানুভূতি, পরোপকার, সৌহার্দ্দ্য, অমানী, মানদত্ব প্রভৃতি বৈকুণ্ঠধর্ম্ম। ভগবদ্ভজনশীল দেশই বৈকুণ্ঠধর্ম্মী, ভজনকালই বৈকুণ্ঠময়। বর্ণাশ্রমীদের মধ্যে ভগবদ্ভজন তৎপরগণই বৈকুণ্ঠধর্ম্মী। ভগবৎসেবাযোগ্য দ্রব্যফল ফুলাদি বৈকুণ্ঠধর্ম্মী। বৈদিক ক্রিয়াগুলি হরিতোষণ তৎপর হইলেই বৈকুণ্ঠভাব প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানও হরিভজনে বৈকুণ্ঠভাবী হয় অন্যথা কুণ্ঠাভাবে লুণ্ঠিত হয়। হরিভজনহীন দীক্ষা শিক্ষাদিও কুণ্ঠাধর্ম্মগত। হরি বৈকুণ্ঠস্বরূপী, হরি সম্বন্ধও বৈকুণ্ঠ। হরিসেবা প্রীতি প্রভৃতিও বৈকুণ্ঠ। বিশুদ্ধ জীবাত্মা বৈকুণ্ঠবস্তু। মায়াভিনিবেশক্রমেই তাহাতে কুণ্ঠাধর্ম্মের প্রলেপ পড়িয়াছে মাত্র বস্তুতঃ সে বৈকুণ্ঠধর্ম্মী। অতএব তত্ত্বজ্ঞান বিক্রমে বিশুদ্ধ ভজনযোগে কুণ্ঠার কবল থেকে মুক্ত হওতঃ বৈকুণ্ঠধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই বুদ্ধিমত্ত্বার পরিচয়। তাহাতেই আছে জন্মসাফল্য ও কর্ম্ম সাফল্য।

নামধাতুযুক্ত কৃষ্ণস্তুতিরত্নাষ্টকম্

রিপবতি খলু কংসে বংশদীপো মুকুন্দঃ
পিতরতি যদুবংশে হংসশংস্যো ব্রজেন্দুঃ।
গুরবতি সুরবৃন্দে বৃন্দয়ারাধ্যকৃষ্ণঃ
কমলতি নতভৃঙ্গে তুঙ্গবিদ্যাসুতৃষ্ণঃ।।১

গোপবংশ প্রদীপ মুকুন্দ কংস প্রতি শত্রুর ন্যায় আচরণ করেন। পরমহংস প্রশংসিতচরণ ব্রজেন্দ্রকুমার যদুবংশ প্রতি পিতৃবৎ আচরণশীল। বনদেবী বৃন্দাসেব্য কৃষ্ণ দেববৃন্দ প্রতি গুরুবৎ এবং তুঙ্গবিদ্যাসখীর প্রেম বিলাসে সতৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রণত ভক্তভৃঙ্গ পক্ষে কমলের ন্যায় প্রেমমধু প্রদ।।১

রবয়তি রতিপদ্মে বিপ্রভার্য্যাসু কৃষ্ণঃ
সুহৃদতি নতবর্গে চাপবর্গত্যভিক্ষ্নম্।
রসনিধয়তি রাধাগোপিকালি কদম্বে
সুরতরবতি নিত্যং ভক্তবর্গে রসজ্ঞঃ।।২

কৃষ্ণ মধুকরবৎ বিপ্রপত্নীবৃন্দের রতিপদ্মে প্রেম রবকারী। তিনি ভৃত্যবর্গে অনুক্ষণ সুহৃদ ও অপবর্গবৎ বিলাসী। তিনি রাধা গোপিকাদি সখীবৃন্দে রসনিধিবৎ সুখ বিহারী। রসজ্ঞ গোবিন্দ নিত্যকাল ভক্তবর্গে কল্পতরুবৎ অভীষ্টপ্রদ।।২

নিগমতি নতবৃন্দে কুন্দদন্তঃ প্রকামং
যমতি দিতিজবৃন্দে নন্দরাজেন্দ্রপূত্রঃ।
বিধবতি বুধবৃন্দে শ্যামলীপ্রাণবন্ধু
রতনবতি মুকুন্দো গোপদারেষু সত্যম্।।৩

কুন্দদশন মাধব শরণাগত ভক্তবৃন্দে যথেষ্ট নিগমবৎ আচরণশীল। নন্দরাজেন্দ্রতনয় অসুরবৃন্দে যমের ন্যায় ভয়প্রদ। শ্যামলীপ্রাণবন্ধু পণ্ডিতবর্গে শশধরতুল্য এবং মুকুন্দ গোপস্ত্রীবৃন্দে কন্দর্পের ন্যায় প্রতীয়মান্।।৩

কৃপণতি যতিবৃন্দে ভক্তিদানপ্রসঙ্গে
করুণতি সুকৃতেষূন্মার্গমুক্তেষু নিত্যম্।
রসবতিধনমুক্তেঅকিঞ্চনে কল্পবৃক্ষঃ
প্রথয়তি পতিসৌখ্যং কামিনীষূত্তমাসু।।৪

ভক্তিদান প্রসঙ্গে কুঞ্জবিহারী জ্ঞানী সন্ন্যাসীদের প্রতি কৃপণবৎ কিন্তু নিত্যই তিনি উন্মার্গমুক্ত সুকৃতিমানদের প্রতি করুণভাব প্রচারী। কল্পতরুস্বভাবী কৃষ্ণ ধনহীন অকিঞ্চন প্রতি রত্নতুল্য বিচারী এবং উত্তমকামিনীদের প্রতি পতিসঙ্গসুখ বিস্তারকারী।।৪

অনুনয়তি চ বামাং কামসূক্তৈর্বনান্তে
অভিসরতি চ নিকুঞ্জে কামিনীং সোমমৌলিঃ।
মদয়তি রতিতল্পে জল্পিতৈর্মাধবীঞ্চ
রসয়তি মুখপদ্মং সঙ্গরঙ্গী প্রগল্ভাম্।।৫

রতিবিলাসী কৃষ্ণ বামা রাধিকাকে কামসূক্তের দ্বারা অনুনয় করিতেছেন। চন্দ্রশেখর বনান্তে নিকুঞ্জে কোন কামিনীর প্রতি অভিসার করিতেছেন। তিনি এক মাধবী নায়িকাকে রতিসজ্জায় প্রেম জল্পনা দ্বারা অনন্দিত করিতেছেন আর অনঙ্গসঙ্গরঙ্গী গোবিন্দ প্রগল্ভার মুখপদ্মের রস উপভোগ করিতেছেন।।৫

নবতি সুরততৃষ্ণাং গোপীকানাং প্রকামং
দবয়তিগৃহধর্ম্মান্বেণুনাদপ্রসঙ্গৈঃ।
হরতি হৃদয়মুচ্চৈর্হার্দ্দ্যলীলাবিলাসৈ
র্নয়তি নলিননেত্রস্তাঃ পদান্তং বনান্তে।।৬

রাসবিলাসী কৃষ্ণ গোপীদের সুরত পিপাসাকে যথেষ্ট নবনব করিতেছেন। তিনি বেণুনাদ প্রসঙ্গাদি দ্বারা তাঁহাদের গৃহধর্ম্মগুলিকে তুচ্ছ করিতেছেন। তিনি হার্দ্দ্য লীলা বিলাস দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়কে অধিকরূপে হরণ করিতেছেন। পদ্মলোচন কৃষ্ণ শেষে তাঁহাদিগকে বনান্তে নিজ পদান্তে আকর্ষণ লীলায় আনয়ন করিতেছেন।।৬

চপলয়তি চরিত্রং সন্ততং সাধিকানাং
রময়তি রসিকেন্দ্রো মানসং মানবীনাম্।
দৃঢ়য়তি মতিবন্ধং বেণুনা ধেনুপানাং
স্থবয়তি গতিসঙ্গং সঙ্গমৎস্বামিনীনাম্।।৭

রসিকরাজ সর্ব্বদা ব্রজসাধিকাদের চরিত্রকে চঞ্চল করিয়া তোলেন। তিনি মানবীদের মান মন্দিরে রমণ করেন। তিনি বেণুধ্বনি দ্বারা ধেনু পালিকাদের তৎপ্রতি মতি বন্ধনকে সুদৃঢ় করেন তথা তাঁহার সঙ্গমে উৎসুকা স্বামিনীদের গতিসঙ্গকে স্থবীর করেন।।৭

জয়তি যুবতিকান্তঃ শান্তদান্তৈককান্তঃ
সুরতসমরদক্ষো দক্ষিণাদীক্ষিতাক্ষঃ।

শ্রুতিলসদবতংসো নন্দবংশাবতংসো
রমিতমধুররাধঃ সাধকানাং শ্রিয়েস্তু।।৮
ব্রজযুবতী কান্ত একান্ত শান্ত দান্তদের কান্ত কৃষ্ণ প্রিয় সুরত সমর দক্ষ, দক্ষিণানায়িকাদের প্রীতি দীক্ষিতলোচন, শ্রবণযুগলে কদম্ব অবতংসধারী, নন্দকুলের অবতংস, মধুরা রাধিকা কর্ত্তৃক রমিত কৃষ্ণ জয়যুক্ত হইতেছেন। তিনি সাধকদের মঙ্গলের নিমিত্ত হোউন।।৮

ধর্ম্ম বিবেক

ধারণাদুচ্যতে ধর্ম্মো ধার্য্যোত্র কেশবো হরিঃ।
ধারকো নরজন্মাঢ্যো মানবঃ সাধুসঙ্গভাক্।।১

ধারণহেতু ধর্ম্ম সংজ্ঞা। ধার্য্য এখানে কেশব হরি ও ধারক নরজন্ম সম্পন্ন সাধু সঙ্গকারী মানব।।১

ধর্ম্মস্তোষায় মোক্ষায় ধনায় চৈব শান্তয়ে।
ধর্ম্মো হি পরমং তপো ধর্ম্মো জ্ঞানায় বৈ নৃণাম্।।২

আত্মসন্তোষ, মোক্ষ, ধন এবং শান্তির নিমিত্ত হইল ধর্ম্ম। ধর্ম্মই পরম তপস্বা স্বরূপ এবং ধর্ম্ম মানবের জ্ঞান কারণ। ভাগবতে বলেন বিষ্ণু হইতেই ধর্ম্ম জ্ঞান শান্তি অভয় বৈরাগ্য তথা ঐশ্বর্য্যাদি সম্পন্ন হয়। বস্তুতঃ ভাগবত ধর্ম্মই সকল প্রকার শান্তি সন্তোষাদির মূল।।২

ধর্ম্মো হি পরমো বন্ধুঃ সর্ব্বথাসুখকারণম্।
ধর্ম্মঃ পরেশভক্তিকৃদ্ধর্ম্মো মৃতত্বদায়কঃ।।৩

ধর্ম্মই মানবের পরম বন্ধু এবং সর্ব্বতোভাবে সুখকারণ। পরমেশ্বরে ভক্তিকারীই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মই অমৃতত্বের দাতা। শ্রীকৃষ্ণ বলেন ধর্ম্মো মদ্ভক্তিকৃৎপ্রোক্তঃ। আমাতে ভক্তিকারীই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বাস্তব হিতকারী বিচারে বন্ধু সংজ্ঞক। ধর্ম্মো মৃতত্বায়।ধর্ম্ম অমৃতত্বের নিমিত্ত।

ধর্ম্মো হি পরমোগুরুর্ধর্ম্মঃ পতির্গতির্নৃণাম্।
ধর্ম্মো মূল্যমণির্লোকে কোপি নাস্যাপহারকঃ।।৪

ধর্ম্ম হইতেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় বলিয়া ধর্ম্মই পরম গুরু সংজ্ঞক। ধর্ম্ম মানবকে পাতিত্যাদি দোষ হইতে রক্ষা করে বলিয়া তাহার পতি সংজ্ঞা এবং প্রকৃত গতি বাচ্য। ধর্ম্মাদ্ধনং তথা আয়ুর্ঘৃতম্ ন্যায়ে ধর্ম্মই অমূল্যরত্ন স্বরূপ। ইহলোকে ইহার কেহই অপহারক নাই অর্থাৎ চৌর ধর্ম্মকে চুরি করিতে পারে না।

ধর্ম্মএব পরঃ সঙ্গী যেনেশঃ পরিতুষ্যতে।
ধর্ম্মো দোষবিনির্মুক্তঃ সর্ব্বযজ্ঞপরঃ স্মৃতঃ।।৫

ধর্ম্মই মানবের শ্রেষ্ঠ সঙ্গী যাহার দ্বারা পরমেশ পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে দোষাদি মুক্ত। ধর্ম্মই সর্ব্বযজ্ঞময় বলিয়া স্মৃত হয়। রহস্য--অধোক্ষজে অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তিই পরম ধর্ম্ম সংজ্ঞক। তাহার দ্বারাই আত্মা সম্যক্ প্রকারে প্রসন্ন হইয়া থাকে। অতএব ধর্ম্ম যে ভগবানের সন্তোষকারণ তাহা ন্যায় সঙ্গত।৫

ধর্ম্মো রক্ষতি পাতি চ দদাতি ফলমুত্তমম্।
ধর্ম্মাদন্যপ্রভুর্নাস্তি জীবনে মরণেপি হি।।৬

ধর্ম্মই রক্ষণ ও পালন করে এবং উত্তম শ্রেয়ঃফল দান করে। ধর্ম্ম বিনা জীবনে মরণে আর অন্য কোন প্রভু নাই।

ধর্ম্ম আচরিতো যেন তেন তোষিত ঈশ্বরঃ।
ধর্ম্মো নাচরিতো যেন তস্য জন্ম বিড়ম্বিতম্।।৭

যাহার দ্বারা ধর্ম্ম আচরিত হয় তাহার দ্বারা ঈশ্বরও তোষিত হয়। যিনি ধর্ম্মাচরণ করেন না তাহার জন্ম বিড়ম্বিত হয়।

ধর্ম্মাচারায় জন্মৈতন্নির্ম্মিতং হরিণা পরম্।
ধর্ম্মেণ লভ্যতে জন্মসাফল্যং নাত্র সংশয়ঃ।।৮

ভগবান শ্রীহরি ধর্ম্ম আচরণের জন্যই এই শ্রেষ্ঠ মানব দেহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাই ধর্ম্মাচার হইতেই জন্মসাফল্য লভ্য হয় ইহাতে কোন সংশয় নাই।

সৃষ্টা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা
বৃক্ষান্ সরীসৃপপশুন্খগদংশমৎস্যান্।
তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায়
ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ।।

অজয়া আত্ম মায়াশক্তি দ্বারা ভগবান্ বৃক্ষ সরীসৃপ পশু পক্ষী মশক মৎস্যাদি বিবধ দেহপুর নির্ম্মাণ করিয়া তুষ্ট হইলেন না। পরিশেষে ভগবদ্দর্শনোপযোগী জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন এই মানব দেহ সৃষ্টি করিয়া আনন্দিত হইলেন। অতএব মানব দেহই ধর্ম্ম সাধক। নর তনু ভজনের মূল।।

ধর্ম্মহীনো হি হীনো বৈ দীনো দুর্ভাগ্যবানপি।
পশুতুল্যো যমদণ্ড্যঃ কুলাঙ্গার ইহোচ্যতে।।৯

ধর্ম্মহীনই প্রকৃত হীন, দীন ও দুর্ভাগ্যবান্। সে পশুতুল্য যমদণ্ড্য এবং ইহলোকে কুলাঙ্গার বলিয়া কথিত হয়। ধর্ম্মেণ হীনা পশুভিঃ সমানাঃ। ধর্ম্মহীন পশুর সমান।।৯

ধর্ম্মো হরতি চাশুভং জনিদুঃখং পরাৎপরম্।
ধর্ম্মবৈকুণ্ঠবাসায় বিমুক্তিস্থিতিহেতবে।।১০

ধর্ম্ম সকল প্রকার অশুভ উত্তরোত্তর জনি দুঃখাদি হরণ করে। ধর্ম্ম বৈকুণ্ঠবাস এবং বিদেহমুক্তি তথা বৈকুণ্ঠস্থিতির কারণ।।১০

ধর্ম্মো দোষবিমোক্ষায় জয়সৎকীর্ত্তিসিদ্ধয়ে।
ধর্ম্মেণ সভ্যতামিয়াদ্ধর্ম্মো ভদ্রং করোতি চ।।১১

ধর্ম্মই পাপদোষ থেকে মুক্তি দান করে। বিশেষতঃ তাহা জয় কীর্ত্তি ও মুক্তিসিদ্ধির নিমিত্ত। ধর্ম্ম দ্বারা সভ্যতা লভ্য হয় এবং ধর্ম্মই মানবকে ভদ্র করে।।১১

ধর্ম্মেনৈব হি মাঙ্গল্যং শালিন্যং পরিজায়তে।
ধর্ম্মাত্মা পণ্ডিতো ধন্যো বরেণ্যো মান্যমানকৃৎ।।১২

ধর্ম্মের দ্বারাই মাঙ্গল্য ও শালিন্য প্রতিপন্ন হয়। ধর্ম্মাত্মাই প্রকৃত পণ্ডিত ধন্য মান্য বরেণ্য ও মান্যের মান দাতা।

ধর্ম্মাত্মা বিনয়ী বন্দ্যঃ পূজ্যশ্চ মানবৈঃসদা।
ধর্ম্মাত্মা বন্ধুরাত্মীয়ঃ শরণ্যঃ কুলপাবনঃ।।১৩

ধর্ম্মপ্রাণ বিনয়ী সর্ব্বদা মানবের বন্দ্য ও পূজ্য। ধর্ম্মাত্মাই প্রকৃত বন্ধু, আত্মীয়, শরণ্য ও কুলপাবন।।১৩

ধর্ম্মো দদাতি সাদগুণ্যং সৈজন্যঞ্চানুজন্মনি।
ধর্ম্ম দিব্যতি সর্ব্বেষাং মূর্দ্ধণি ক্ষেমবৈভবৈঃ।।১৪

ধর্ম্মই প্রতিজন্মে সদ্গুণ ও সৌজন্যাদি দান করে। ধর্ম্ম মঙ্গল বৈভবের সহিত সকলের মস্তকে বিরাজ করে।।১৪

ধর্ম্মঃ সাক্ষী বিধাতা চ সংহর্ত্তা দুঃখসংসৃতেঃ।
ধর্ম্মঃ কল্যানকল্পাগো ধর্ম্মেণাত্মা প্রসীদতি।।১৫

ধর্ম্মই মানবের প্রধান সাক্ষী বিধাতা এবং দুঃখ সংসারের সংহার কর্ত্তা। ধর্ম্ম কল্যান কল্পতরু স্বরূপ। ধর্ম্ম দ্বারাই আত্মা সুপ্রসন্ন

হয়।।১৫
ধর্ম্মো স্বরূপসৌন্দর্য্যমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যশক্তিমান্।
মর্ত্ত্যবৈষম্যবৈগুণ্যবৈয়র্থহারিসিদ্ধিভাক্।।১৬
ধর্ম্ম স্বরূপের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যশক্তি সম্পন্ন এবং মর্ত্ত্য বৈষম্য বৈগুণ্য ব্যর্থতাহারী সিদ্ধি ভাজন। অর্থাৎ ধর্ম্মে ইদৃশ সিদ্ধি আছে যার ফলে মরণভাব, বিষমভাব বৈগুণ্য ব্যর্থতাদি ধ্বংস হয়।।১৬
ধর্ম্মঃ সেবধিসম্পুটঃ সংরক্ষিতমহাজনৈঃ।
শুশ্রূষুণাং প্রমোদায় কৃষ্ণেন পরিভাবিতঃ।।১৭
মহাজন কর্ত্তৃক সংরক্ষিত অমূল্যরত্ন সম্পূটই ধর্ম্ম। তাহা শুশ্রুষুদের প্রমোদ নিমিত্তই কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরিভাবিত।।১৭
ধর্ম্মধী কলিনির্ম্মুক্তো বৈরদৌরাত্ম্যনির্গতঃ।
ধর্ম্মদৃগ্তত্ত্বসন্দর্ভী নৈরপেক্ষো হ্যতন্দ্রিতঃ।।১৮
ধর্ম্মবুদ্ধি সর্ব্বদায় কলি নির্ম্মুক্ত, শত্রুতা ও বৈর দৌরাত্ম্য বর্জ্জিত। ধর্ম্মদ্রষ্টা প্রকৃত তত্ত্বসন্দর্ভী, নিরপেক্ষ ও নিরলস অর্থাৎ আলস্যশূন্য।।১৮
ধর্ম্মো নৌচিত্যরাহিত্যো যাথার্থ্যস্বার্থপার্থিবঃ।
ধর্ম্মোহঙ্কারকর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বনেতৃগর্বমুট্।।১৯
ধর্ম্ম অনুচিত ভাব রহিত, যথার্থ স্বার্থ পালক। ধর্ম্ম অহঙ্কার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব নেতৃত্বাদি গর্ব হারক।।১৯
ধর্ম্মেণায়ূযশঃ শ্রীরাণৃন্যঞ্চাধিগচ্ছতি।
ধর্ম্মঃ শাশ্বতসৌখ্যর্দ্ধিমচ্ছোকমোহভয়াপহা।।২০
ধর্ম্ম দ্বারাই পরমায়ূ যশঃ সম্পত্তি ও ঋণমুক্তি সংঘটিত হয়।ধর্ম্মই নিত্যশান্তি সিদ্ধিমান্ এবং শোকমোহ ভয় অপহারী।।২০
ধর্ম্মো হি সত্যসঙ্গী স্যান্নিত্যধামনিবাসকঃ।
ধর্ম্মোনাদিরাদির্বৈ নিত্যো নব্যঃ সনাতনঃ।।২১
ধর্ম্মই মানবের একমাত্র সঙ্গী ও নিত্যধামে বাসপ্রদ। ধর্ম্ম আদি ও অনাদি তাহা নিত্য নবীন ও সনাতন।।২১
ধর্ম্মঃ সম্পূর্ণসৌভাগ্যসম্পত্তিপ্রতিপত্তিকৃৎ।
ধর্ম্মস্ত্বনর্থপৈশুন্যমত্তমাতঙ্গকেশরিঃ।।২২
ধর্ম্মই সম্পূর্ণ সৌভাগ্য সম্পত্তির প্রতিপাদক। ধর্ম্ম কিন্তু অনর্থ পৈশুন্য রূপ মত্তহস্তির দলনে সিংহ স্বরূপ।।২২
ধর্ম্ম ঈশমূলোশ্বত্থশ্চানন্তস্কন্ধসংযুতঃ।
চৈতন্যফলপুষ্পাঢ্যশ্চাখণ্ডরসমণ্ডিতঃ।।২৩
ধর্ম্ম ঈশ্বরমূলী, অনন্ত শাখাপ্রশাখাদি সংযুক্ত অশ্বত্থবৃক্ষ স্বরূপ। তাহা চৈতন্য ফুলফল সম্পন্ন এবং অখণ্ড রস মণ্ডিত।।২৩
ধর্ম্মঃ কৃষ্ণপ্রণীতঃ স্যাৎ সৎপ্রেমফলদায়কঃ।
অব্যয়শ্চাবিনাশী যদৈকান্তিকৈকবল্লভঃ।।২৪
ধর্ম্ম কৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রণীত। তাহা সৎপ্রেমফলদাতা এবং অবিনাশী। যাহা ঐকান্তিকদের একমাত্র প্রিয়।।২৪
ধর্ম্মোত্র ব্যাসনির্ণীতো ভাগবতীয় উচ্যতে।
অন্যথাপরধর্ম্মাণাং বিস্তারৈঃ কিং প্রয়োজনম্।।২৫
ধর্ম্ম ইহজগতে শ্রীবেদব্যাস কর্ত্তৃক নির্ণীত তাহা ভাগবতীয় বলিয়া কথিত হয়। এতদ্ব্যতীত অপর ধর্ম্মাদি বিস্তারের কি প্রয়োজন।।২৫
সমুন্মূলিতজন্মাদিপাপসন্তাপসন্ততিঃ।
ধর্ম্ম এষ হ্যধোক্ষজসেবনোন্মুখ্যসম্ভবঃ।।২৬
এই ভাগবত ধর্ম্ম জন্মাদি পাপসন্তাপাদির বিস্তৃত মূলকে সম্যক্ প্রকারে উৎপাটিত করে। অধোক্ষজ শ্রীহরির সেবনোন্মুখতা থেকেই এই ধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।।২৬
অপবর্গগতির্ধর্ম্মশ্চাপবর্গপতীশ্বরঃ।
পঞ্চমপুরুষার্থাঢ্যঃ কামাদিকৈতবাপহা।।২৭
ধর্ম্ম অপবর্গের গতি এবং অপবর্গ পালনে ঈশ্বর স্বরূপ। ইহা পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম সম্পন্ন এবং কামাদি কৈতব শত্রুবর্গের ধ্বংসকারী।।২৭

---ঃ০ঃ০ঃ০ঃ---

জন্ম ও আবির্ভাব, মৃত্যু ও তিরোভাব

জন্ ধাতু মন্ প্রত্যয় যোগে জন্ম শব্দ নিষ্পন্ন। জন্ম অর্থে উৎপত্তি বুঝায়। গর্ভান্নিঃসরণম্ জন্ম অর্থাৎ শৌক্রপন্থায় মাতৃ গর্ভ হইতে নিঃসরণকে লোকে জন্ম বলে। কিন্তু জনি প্রাদুর্ভাবে। আবির্ভাব আবিঃ পূর্ব্বক ভু ধাতুর সহিত ভাবে ঘঙ প্রত্যয় যোগে আবির্ভাব শব্দ সম্পন্ন। আবির্ভাব অর্থে প্রকাশ বা প্রকট ভাব বুঝায়। ঘর্ষণ যোগে কাষ্ঠ হইতে অগ্নির উৎপত্তিকে প্রকাশ বা প্রকট অথবা আবির্ভাব বলা যায়। ন জায়তে ম্রিয়তে বা পদ্যে আত্মার জন্ম মৃত্যুহীনত্ব তথা অজো নিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ইত্যাদি পদ্যে উহার অজত্ব নিত্যত্ব সনাতনত্ব জানা যায়। নিত্যবস্তুর জন্ম মৃত্যু অসম্ভব তবে জন্ম মৃত্যু পদের ব্যবহার কিরূপ? শাস্ত্রবিচারে দেহেরই জন্ম মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

জীবো হ্যস্যানুগো দেহো ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ঃ।
তন্নিরোধোস্য মরণমাবির্ভাবস্তু সম্ভবঃ।।

অর্থাৎ জীবাত্মার অনুবর্ত্তী ভুতেন্দ্রিয়মনোময় স্থুল সুক্ষ্ম দেহের কার্য্যক্ষমতাই জন্ম ও কার্য্যক্ষমতার অভাবই মরণ বাচ্য। অতএব নিত্য সনাতন অজ হইলেও জীবাত্মার দেহযোগে প্রকাশকে জন্ম বলা যায় আর ঔপাধিক দেহযোগ বিনা স্বস্বরূপে প্রকটকে আবির্ভাব বলা হয়। জনি প্রাদুর্ভাবে। মৎস্য কুর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ বামন ধন্বন্তরি প্রভৃতি লীলাবতারগণ স্বস্বরূপেই আবির্ভুত হইয়া লীলা করিয়া থাকেন। ইহাদের লীলা রসময় হইলেও ঐশ্বরিকী কিন্তু রামকৃষ্ণ বামনাদির জন্ম লীলা নরোপম বাৎসল্যরস বিস্তারী। কংসের কারাগারে দেবকী বসুদেব হইতে কৃষ্ণের আবির্ভাব অপেক্ষা যশোদা হইতে কৃষ্ণের আবির্ভাব অধিক রহস্যপূর্ণ ও রসময়। সার কথা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বসামর্থ্য ভগবানের যে কোন প্রকারের প্রকটভাবকে আবির্ভাব বলা হয় আর অতএব বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই। সঙ্গে আইসেন সঙ্গে যায়েন তথায়।। ইত্যাদি পদ্যে নিত্যমুক্ত পার্ষদের আবির্ভাব ও তিরোভাব স্বীকৃত হয়। সাধক বা বদ্ধজীবের প্রকট ও অপ্রকট জন্ম মৃত্যু বাচ্য। ইহাদের আবির্ভাব তিরোভাব বিধান নাই।। আবার ভগবান্ ও তৎপার্ষদদের প্রাকৃত জন্ম মৃত্যু না থাকিলেও নর লীলা অনুসারে তাহাদের আবির্ভাবকে পণ্ডিতগণ জন্মও বলিয়া থাকেন। যেমন কৃষ্ণের প্রকট তিথি **জন্মাষ্টমী** নামে প্রসিদ্ধ। যথা-- চৈতন্যের **জন্মযাত্রা** ফাল্গুনী পূর্ণিমা। নিত্যানন্দ **জন্ম** মাঘী শুক্লত্রয়োদশী। অতঃপর ঈশ্বরের **জন্মতিথি** যেহেন পবিত্র। বৈষ্ণবের সেইমত তিথির চরিত্র।। সর্ব্ববৈষ্ণবের **জন্ম** নবদ্বীপ ধামে। কোন মহাপ্রিয় দাসের **জন্ম** অন্যস্থানে।। প্রভুর আজ্ঞায় আগে সর্ব্বপরিকর। **জন্ম** লভিলেন সবে মানুষ ভিতর।। ভাগবত রূপে **জন্ম** হইল সবার।। শোচ্যদেশে শোচ্যকুলে আপন সমান। **জন্মাইয়া** বৈষ্ণবে সবার করে ত্রাণ।। ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত পদ্যগুলিতে

ভগবান্ ও তাঁহার পার্ষদ ভক্তদের আবির্ভাব জন্ম শব্দে অভিহিত। এখানে জন্ম শব্দ আবির্ভাব বাচী। শাস্ত্রে নিষ্কাম নিরুপম নিরুপাধিক গোপীপ্রেমের কাম সংজ্ঞার ন্যায় ভগবান্ ও তৎপার্ষদ ভক্তদের আবির্ভাবেরও জন্ম সংজ্ঞা নরলীলা দ্যোতক। ভাগবতে সুত বিধি শুক বাক্যেও ভগবানের আবির্ভাব স্থলে জন্ম শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা সুতবাক্য--**জন্মগুহ্য ভগবতো**, বিধি বাক্য-- **জজ্ঞে কর্দ্দমগৃহে**, কৃষ্ণের ব্রজে আবির্ভাবে--**জাতঃ করিষ্যতি**, উদ্ধববাক্য--বসুদেবস্যদেবক্যাং **জাতো,**শুকবাক্য--**জাতো গতঃ**পিতৃগৃহাদ ব্রজমেধিতার্থো ইত্যাদি।

মৃত্য বা মরণ

ইহলোকে দেহপাত বা দেহত্যাগকে মৃত্যু বলে। কর্ম্মজন্য দেহের অকর্ম্মণ্যতাক্রমে তাহার ত্যাগ মৃত্যুর তটস্থলক্ষণ আর কার্য্য ক্ষমতার অভাবই মৃত্যুর স্বরূপ লক্ষণ। অকর্ম্মণ্য স্থুলদেহ ত্যাগ করতঃ জীবাত্মা সুক্ষ্ম দেহে কর্ম্মোচিত পাপপূণ্যাদি লোকান্তরে ভোগ করে। অতএব বিশ্বনাথ মতে দেহ ত্যাগ হইতে দেহধারণ ক্রমে গর্ভ হইতে নিঃসরণের পূর্ব্ব ভাবই মরণ।

তিরোভাব

তিরঃ ভূ ঘঙ তিরোভাব অর্থে অপ্রকটভাব, অন্তর্ধান বুঝায়। স্বস্বরূপের অদৃশ্যকরণকে তিরোভাব বলা যায়। ধ্রুবের সম্মুখে ভগবানের প্রকট ও বর দানান্তে অদৃশ্যতাই আবির্ভাব ও তিরোভাব। অপিচ বিদেহমুক্তি পন্থায় দেহত্যাগ করতঃ নিত্যধাম বৈকুণ্ঠাদিতে গমনকে নির্যাণ বলে। কর্ম্মবশে জন্মবানদের দেহ ত্যাগান্তে দেহান্তরে বা লোকান্তরে গতিকে নির্যাণ বলা যায় না। জীবন্মুক্তের দেহত্যাগকে মরণও বলে। যথা চৈতন্য চরিতামৃতে-

মহাযোগেশ্বর প্রায় স্বচ্ছন্দে **মরণ।**
ভীষ্মের **নির্যাণ** সবার হইল স্মরণ।।
পুনশ্চ ইচ্ছামাত্রে নিজ প্রাণ কৈল নিষ্ক্রামণ।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের **মরণ**।।

এখামে পূর্ব্বপদ্যে ভীষ্মের **নির্যাণ** পদ এবং পর পদ্যে **মরণ** পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব এই মরণ শব্দ নির্যাণ বাচী। আবার দেহ হইতে জীবাত্মার অন্তর্ধান বা দেহযোগে অন্তর্ধানকে তিরোভাব বা তিরোধান বলিতে দেখা যায়। অতএব ভাবভেদে দেহত্যাগ মরণ, নির্যাণ ও তিরোভাব তিরোধান রূপ ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। মরণ, নির্যাণ ও তিরোভাবের তাৎপর্য্য এক বস্তু সিদ্ধিতে। নিত্যধামে স্বরূপগতিই নির্যাণ, তজ্জন্য দেহ হইতে অন্তর্ধানই তিরোভাব এবং অন্তর্ধানে দেহত্যাগই মরণ বাচ্য।

আবির্ভাব ও তিরোভাবের ব্যবহার

নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের ইহ জগতে প্রকট ও অপ্রকটার্থে আবির্ভাব ও তিরোভাব পদ যথার্থ ব্যঞ্জক। কিন্তু সাধক বা বদ্ধজীবের প্রকট ও অপ্রকটকে আবির্ভাব তিরোভাব বলা অতিস্তুতি মাত্র। সেখানে সাধনসিদ্ধের নিত্যধাম প্রবেশকে নির্যাণ বলাই শ্রেয়ঃ ও সার্থক। বদ্ধের পক্ষে জন্ম মৃত্যু পদ উপযুক্ত। প্রতিযোগিতার যুগে সকলে নিজ নিজ বিচারে আবির্ভাব তিরোভাব পদ প্রয়োগ করেন বটে কিন্তু সেখানে তাহা কতটুকু সার্থক তাহা বিচার্য্য বিষয়। কোন ভগবৎপার্ষদগুরুর প্রকট ও অপ্রকটকে আবির্ভাব তিরোভাব বলিতে দেখিয়া তদনুকরণে স্বরূপসিদ্ধগুরুতেও তদীয় পণ্ডিতন্মন্য শিষ্য বা গুরু আবির্ভাব বা তিরোভাব পদ ব্যাবহার করেন। অনেকে বলেন, গুরুতত্ত্ব এক অতএব সকল গুরুতেই আবির্ভাব ও তিরোভাব ব্যবহার করা যায় তাহাতে কোন দোষ হইতে পারে না। কোথাও এবিষয়ে তর্ক দেখা যায় যে তোমার গুরু আমার গুরু সতীর্থ। তোমার গুরুতে আবির্ভাব তিরোভাব আর আমার গুরুতে জন্ম ও মৃত্যু প্রয়োগ হইবে কোন বিধানে? যদি উভয়েই নিত্য সিদ্ধ হন তাহা হইলে তাহাদের উভয়ের প্রকট অপ্রকটকে আবির্ভাব তিরোভাব বলিতে আপত্তি হয় না। কিন্তু একজন নিত্যসিদ্ধ অপরজন সাধনসিদ্ধ বা সাধক এমতাবস্থায় নিত্যসিদ্ধ পক্ষেই আবির্ভাব তিরোভাব পদ প্রযুক্ত আর স্বরূপসিদ্ধ পক্ষে জন্ম ও নির্যাণ পদই উপযুক্ত। যদিও শিষ্যের নিকট গুরু ভগবৎস্বরূপী। তাহাতে মনুষ্যবুদ্ধি মহা অপরাধ। অতএব তাহাতে জন্ম মৃত্যু পদ প্রয়োগ উপযুক্ত নহে। তথাপি এ কথাও সত্য যে, সকল গুরুই পার্ষদ নহেন। যদি সকলগুরু নিত্যসিদ্ধ হইতেন তাহা হইলে শাস্ত্রে গুরু সম্বন্ধে সৎ অসৎপদ থাকিত না। দেখা যায় অযোগ্য ব্যক্তিও গুরু কার্য্য করিতেছেন এবং সেখানে তাহার অযোগ্য শিষ্য তাহাকে নিত্যসিদ্ধ বলিয়া বিজ্ঞাপন দিতেছেন। তবে প্রভাসক্ষেত্রে বলরামের অন্তর্ধানকেও ভাগবতে নির্যাণ বলিয়াছেন। যথা--রাম**নির্যাণ**মালোক্য ভগবান্ দেবকীসুতঃ। নিষষাদ ধরোপস্থে তুষ্ণীমাসাদ্য পিপ্পলম্। বলরামের নির্যাণ দেখিয়া ভগবান্ দেবকীনন্দন ধরাপৃষ্ঠে এক পিপ্পল বৃক্ষ মূলে মৌনভাবে বসিলেন। কৃষ্ণোবাচ--গচ্ছ দ্বারাবতীং সূত জ্ঞাতীনাং নিধনং মিথঃ। সঙ্কর্ষণস্য **নির্যাণং** বন্ধুভ্যো ব্রুহি মদ্দশাম্।। হে দারুক! তুমি দ্বারকায় গমন করিয়া সেখান আমাদের জ্ঞাতিদের নিধন, সঙ্কর্ষণের নির্যাণ ও আমার দশাকে নিবেদন কর। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ে শুকদেব ও কৃষ্ণবাক্যে বলরামের তিরোধান নির্যাণ শব্দে কথিত হইয়াছে। অতএব নির্যাণ শব্দ তিরোধান বা তিরোভাব বাচী। উপসংহারে বক্তব্য-আবির্ভাব তিরোভাব ও নির্যাণ পদগুলি সাম্প্রদায়িক সদাচার রূপে যেখানে যেভাবে স্বীকৃত হইয়াছে তাহাই অধস্তনগণের পরিপালনীয়। এতদ্বিষয়ে শাস্ত্রে কোন বিশেষ ও বিশদ বিচার দেখা যায় না। তত্ত্ববিচারে যাহাদের গুরুত্ব নাই অথচ তাহারাও গুরুকার্য্য করিতেছেন। স্বরূপসিদ্ধিও লাভ করেন নাই এমন ব্যক্তির অপ্রকটে নিত্যলীলা প্রবেশ পদ লেখা হয়। ইহা বাস্তবিক লৌকিক প্রথা বিশেষ। কিন্তু তত্ত্ববিচারিত তথ্য নহে। অনেকে নিজ গুরুর নামের পূর্ব্বে ১০৮ শব্দ ব্যবহার করেন কিন্তু তাহার কি অর্থ বা উদ্দেশ্য তাহা অনেকেই জানেন না। লোক দেখাদেখি তাদৃশ পদ ব্যবহার করেন মাত্র। কেহ বলেন, ইহা গুরুর সম্মান বিশেষ কিন্তু এইরূপ উক্তি শাস্ত্রীয় নহে। বস্তুতঃ ১০৮ গুণে গুণীকেই অষ্টোত্তরশত শ্রী নামে অভিহিত করা হয়। আজকাল গৌরবার্থে জন্মদিনে কবি নেতাদের নামান্তে জয়ন্তী পদের ব্যবহার দেখা যায়। ইহা তত্ত্বতঃ মূর্খোক্তি মাত্র। যাহারা জয়ন্তী শব্দের তাৎপর্য্য জানেন তাহারা যার তার নামে তাহা ব্যবহার করেন না। কেবল ভাদ্রে জন্মাষ্টমী, আশ্বিনে দুর্গাষ্টমী, চৈত্রে রামনবমী, বৈশাখে নৃসিংহ চতুর্দ্দশী, ফাল্গুনে শিব চতুর্দ্দশী এবং শ্রাবণে বামন দ্বাদশী জয়ন্তী নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত অন্যত্র জয়ন্তী শব্দ ব্যবহার অজ্ঞতা মূলক। কেহ তর্ক করেন যে, কৃষ্ণের জন্মকে যদি জয়ন্তী বলা যায় তাহা হইলে গৌরের জন্মকে বলা যাবে না কেন? বা মৎস্য কুর্ম্মাদি ভগবানের জন্মকে জয়ন্তী বলিতে আপত্তি কিসে? উত্তর-- আমরা বিধান কর্ত্তা নহি বা জনে জনে বিধান কর্ত্তা নহেন। যিনি প্রধান যাহাতে আছে অবধান ও অবদান তিনিই সন্বিধান কর্ত্তা হইতে পারেন। তাহার মত পথই

অনুসরণীয়। ভিখারী মূর্খ বিধান কর্ত্তা হইতে পারে না। বিধান কর্ত্তার একটি অভিধান আছে তাহাতে তাহার বাক্য সকলেরই অনুপাল্য হয়। সনাতন শাস্ত্রবাণীই মান্য। দাম্ভিক কখনই প্রধান হইতে পারে না। তাহার আন্দোলন বাস্তবতা মুক্ত। বর্ত্তমানে ব্যবহারিক জগতে কত শত ভ্রমাত্মক বিপর্য্যয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ইহা তত্ত্ববিচারে রজস্তমো গুণজাত ইহাতে সত্য ধর্ম্মের সংস্থান নাই। ইহা অধর্ম্মবহুল তজ্জন্য অশান্তি কলহ বিবাদ সাধুমন্যদের মজ্জাগত হইয়াছে। বদ্ধ আর মুক্ত সাধক আর সিদ্ধে একজ্ঞান মুর্খতা কিন্তু যথাযোগ্যজ্ঞানই বিজ্ঞতা। বর্ত্তমান যুগে পণ্ডিতসভার অযোগ্য ব্যক্তি মুর্খ সমাজে পণ্ডিতরাজ কিন্তু তাহাতে বাস্তবতা কোথায়? যথার্থতা বিহীন যাকে তাকে সিদ্ধ রসিক মহাভাগবত ও ভগবান্ বলা পণ্ডিতমন্যদের প্রলাপ মাত্র। এতদ্বিষয়ে তাহারা বিজ্ঞদের সহিত স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া নিজেরাই বঞ্চিত হয়। কামুকে রসিক জ্ঞান, গর্দ্দভে অশ্ব জ্ঞান, কাকে কোকিল জ্ঞান, কুক্কুরে শৃগাল জ্ঞান, বিড়ালে ব্যাঘ্র জ্ঞান, শুক্তিতে মুক্তা জ্ঞান, ধর্ম্মধ্বজীতে ধার্ম্মিক জ্ঞান বঞ্চনা বহুল ভ্রমবাদ। অনেকে বলেন, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। তবে সেখানে বক্তব্য অমৃত বিশ্বাসে বিষ পান করিলে বিষক্রিয়াই হয়, অমৃত ক্রিয়া হয় না। দুগ্ধজ্ঞানে চুনগোলা পানে দুগ্ধক্রিয়া কখনই পাওয়া যায় না। আরোপ অপবাদ, অপবাদ বিবাদের কারণ আর বিবাদ বিষাদের কারণ। অতএব শান্তিকামীদের পক্ষে স্বরূপবাদই স্বীকার্য্য। তজ্জন্য পূর্ণপ্রজ্ঞ মহাজন পথই অনুসরণীয়। মহাজন পথ নিষ্কন্টক প্রশস্ত্য শান্তিপ্রদ ও নিরন্ত কুহক সত্যের প্রাপক। মহাজন পথই সনাতন ধর্ম্মময় তাহাই জীবের জীবনপথ। বিবেক--ভগবান্ ও ভক্তের আবির্ভাবকে জন্ম বলিলেও তত্ত্বতঃ ভূল হয় না। কিন্তু তাহাতে মূর্খ জীবের ভ্রম উদিত হয়। তাহারা সাধারণ জীবের ন্যায় মনে করিয়া অনাদরে অপরাধী হইয়া পড়ে। তজ্জন্য বিজ্ঞগণ ভগবান্ ও ভক্তের জন্মকে আবির্ভাব বলিয়া থাকেন। যদিও জন্ম ও আবির্ভাব একবাচী তথাপি ভক্ত ভগবানের জন্মের বৈশিষ্ট জ্ঞাপনের জন্য আবির্ভাব শব্দের প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়। বৈষ্ণবের আবির্ভাবকে জন্ম বলিলে দোষ বা অপরাধ হয় না সত্য কিন্তু বৈষ্ণবের জন্মকে সর্ব্বসাধারণ মনে করাই অপরাধমূলক। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি যেমন দূষণীয় তেমনই বৈষ্ণবের জন্মকে সাধারণ মনে করাও দূষণীয় ব্যপার। বৈষ্ণবের দেহত্যাগকে মৃত্যু মরণ বলিলে মর্ত্তধর্ম্মী তত্ত্বমূর্খগণ সাধারণ নরজ্ঞান করিয়া অপরাধ পঙ্কে পতিত হয় বলিয়া বিজ্ঞগণ তিরোভাব তিরোধান অপ্রকট শব্দ ব্যবহার করেন।

---ঃ০ঃ০ঃ---

শ্রীমদ্গৌরসুন্দরের সন্ন্যাস রহস্য

শ্রীল গৌর সুন্দর ২৪ বৎসর গৃহবাসে লীলান্তে সন্ন্যাস গ্রহণান্তর ২৪ বৎসর নাম প্রেম প্রচার ও বাঞ্ছিত আস্বাদনান্তে নিত্যধামে প্রয়াণ করেন। তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণ ব্যাপার অতীত রহস্যপূর্ণ। চৈতন্যভাগবত তথা চৈতন্য চরিতামৃতে সন্ন্যাস গ্রহণ কারণ যাহা উল্লেখিত আছে তাহা রহস্য বিচারে বাহ্য কারণ। ব্রাহ্মণের অভিশাপ ও অধম পড়ুয়াদের বিদ্বেষ তজ্জন্য তাহাদের উদ্ধারার্থে গৌরের সন্ন্যাসাশ্রম অঙ্গীকার গৌণ কারণ। ব্রাহ্মণের অভিশাপ--সংসারসুখ তোমার হউক বিনাশ। শাপ শুনি প্রভুর চিত্তে হইল উল্লাস।

ছাত্রব্রাহ্মণদের বিদ্বেষ--

শুনি ক্রোধে কৈল সব পড়ুয়ার গণ।
সবে মিলি করে তবে প্রভুর নিন্দন।।
সবদেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা নিমাই।
ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে ধর্ম্মভয় নাই।।
পুনঃ যদি ঐছে করে মারিব তাঁহারে।
কোন্ বা মানুষ হয় কি করিতে পারে।।

তাহাদের উদ্ধার চিন্তা--

মোরে নিন্দা করে, না করে নমস্কার।
এ সব জীবেরে অবশ্য করিব উদ্ধার।।
অতএব অবশ্য আমি সন্যাস করিব।
সন্যাসীবুদ্ধে মোরে প্রণত হইব।।
প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়।
নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করাইব উদয়।।
এসব পাষণ্ডীর তবে হইবে উদ্ধার।
আর কোন উপায় নাই এই যুক্তি সার।।চৈঃচঃ

জৈমিনি ভারতে ভগবান্ বলিয়াছেন, আমি শুদ্ধ স্বর্ণকান্তি গ্রহণ করতঃ নবদ্বীপে দ্বিজকুলে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাস করতঃ কৃষ্ণচৈতন্য নামে ভক্তিযোগ প্রচারে লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিব।

ভক্তিযোগ প্রকাশায় লোকস্যানুগ্রহায় চ।
সন্যাসাশ্রমমাশ্রিত্য কৃষ্ণচৈতন্যনামধৃক্।। পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাস কারণ বিচার করিলে জানা যায় যে, ইহা যুগধর্ম্মপাল অবতার পর। কিন্তু গৌরহরি স্বয়ং অবতারী লীলাপুরুষোত্তম। অতএব ব্রাহ্মণের অভিশাপ ভোগার্থে ও পাপীতাপীদের উদ্ধারার্থে গৌরহরির সন্যাস মুখ্য নহে বা ইহা তাহার সন্ন্যাস রহস্য নহে। অপিচ শাস্ত্র প্রমাণে গৌরকৃষ্ণ ভক্তরূপী ভক্তলীল। ভক্তিনিষ্ঠই ভক্ত। ভক্তির মধ্যে ব্রজের রাগভক্তিরই সর্ব্ব প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয়। গৌরসুন্দর সেই ব্রজরাগভক্তি পরায়ণ। রাগ লক্ষণ যথা চৈতন্য চরিতামৃতে-

কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ।
তবে কৃষ্ণ বিনা অন্যত্র নাহি রহে রাগ।। শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর নিকট হইতে সেই রাগভক্তি মন্ত্র প্রাপ্তি হেতু গৌরসুন্দরে অহৈতুকী জ্ঞান বৈরাগ্য প্রকাশ পায়। কিন্তু বৃক্ষ যেমন ফলিতে ফলিতে যথাসময়েই ফলিয়া থাকে তেমন সন্যাস গ্রহণে জ্ঞান বৈরাগ্য সুব্যক্ত হয়। দীক্ষাদি সন্ন্যাসাবধি তিনি যে সংসারধর্ম্মে উদাসীন ছিলেন তাহা চৈতন্য ভাগবতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণের জাতরতি গৌরসুন্দর পরমাসুন্দরী যুবতীললামভূতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গকে বিষবৎ বোধ করিতেন। অবশেষে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কৃষ্ণের জাতরতির লক্ষণ এবম্বিধই হইয়া থাকে। যথা- যদবধি আমার চিত্ত নব নব রস ধাম শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে রতি লাভ করিয়াছে তদবধি নারী সঙ্গ স্মরণেও সুষ্ঠু প্রভুত মুখবিকৃতি ও থুৎকৃতি জাগে।

যদবধি মম চেতঃকৃষ্ণ পাদারবিন্দে
নব নবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্যমানে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ।।

ঋষভনন্দন ভরতও জাত রতিক্রমে যৌবনকালেই মনোজ্ঞ রমণী ও সাম্রাজ্য লক্ষ্মীকে মলবৎ পরিত্যাগ করতঃ বনে প্রস্থান করেন। অতএব কৃষ্ণরতিই ভক্তরূপ গৌরহরির সন্ন্যাসের রহস্য।

অপিচ আদর্শ ভক্তচরিত্র বর্ণনে ভগবান্ কপিলদেব বলেন, যথা ভাগবতে-

তিতিক্ষবঃ কারুণিকঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।

অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ।।
ময্যনেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াম্।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ।
মদাশ্রয়াঃ কথামৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্ মদগতচেতসঃ।।
ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে।।

হে মাতঃ! দুঃখসহিষ্ণু, কারুণিক, সর্ব্ব প্রাণীর সুহৃদ, অজাতশত্রু, সাধনপর, সাধু লক্ষণ ভূষিত যাঁহারা আমাতে অনন্য ভাবে দৃঢ়া ভক্তি করেন, আমার নিমিত্ত সমস্ত কর্ম্ম ও স্বজন বান্ধবদিহকে পরিত্যাগ করেন, মদাশ্রিত হইয়া আমার লোকপাবনী কথার শ্রবণ কীর্ত্তন করেন। বিবিধ তাপ তাদৃশ মদগতচিত্ত ভক্তকে তাপিত করিতে পারে না। যাঁহারা সর্ব্ব সঙ্গ বিমুক্ত, হে সাধ্বি!এবম্বিধ সঙ্গদোষ হারী সাধুদের সঙ্গই আপনার প্রার্থনীয়। অতএব আদর্শ বৈষ্ণবাচার্য্য চরিত অনুশীলনে ভক্তরূপ গৌরসুন্দরে সন্ন্যাস ধর্ম্ম প্রপঞ্চিত হয়। যদি বৈরাগ্য বিদ্যা নিজ ভক্তিযোগ শিক্ষার্থ গৌর অবতার স্বীকৃত হয় তাহা হইলেও আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখামু সবারে। এই ন্যায়ানুসারে ভক্তরূপী গৌর সুন্দরের বৈরাগ্য আশ্রম প্রপঞ্চিত হয়। কিন্তু ইহাও সন্ন্যাসের গৌণ কারণ। পরন্তু ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে জ্ঞান বৈরাগ্যের আত্ম প্রকাশে ভক্তরূপী গৌরসুন্দরের পরমহংসাশ্রম আবিস্কৃত হয়। অতএব ভক্ত রসিকরাজের পক্ষে ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্যরস আস্বাদনই তাদৃশ সন্ন্যাসের রহস্য জানিবেন। আর পূর্ব্বোক্ত কারণদ্বয় কাকতালীয় ন্যায়ে তাহাতে পূর্ণতা লাভ করে। ভগবানে যখন জ্ঞানবৈরাগ্য বিলাস প্রাধান্য লাভ করে তখনই তাহাতে জ্ঞান বৈরাগ্য জনন ভক্তিবিলাস সাম্রাজ্য প্রপঞ্চিত হয়। ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্য জননী বলিয়া ভক্তে জ্ঞান বৈরাগ্য স্বাভাবিক অতএব ভক্তরূপ গৌরসুন্দরে জ্ঞান বৈরাগ্য লক্ষণাত্মক সন্ন্যাস ধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ ভাব। কৃষ্ণ স্বরূপে ষড়ৈশ্বর্য্যবিলাস থাকিলেও সেখানে জ্ঞান ভগ বিলাস কেবল উপদেষ্ট রূপে কিন্তু গৌরসুন্দরে আচার্য্য স্বরূপে। সেখানে বৈরাগ্য বিলাস গৌণ ব্যক্তিগত নহে কিন্তু গৌর স্বরূপে তাহা ব্যক্তিগত। সর্ব্বোপরি গৌরের সন্ন্যাসধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে প্রেম বিপ্রলম্ভ বিলাস বহুল। তাঁহার সেই সন্ন্যাসধর্ম্মে ব্রজরসনির্যাস নিরঙ্কুশভাবে তাহাতে ও তদীয় ভক্তবৃন্দে আস্বাদন পদবী প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ রামচন্দ্রের বন গমনের মুখ্য কারণরূপে মন্থরার মন্ত্রণা বশে কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। তথাপি তাহাতেও উদ্দেশ্য কেবল রাবণবধ, হনুমানাদি ভক্তগণের আত্মসাথকরণ, সমুদ্রবন্ধন, শবরীপ্রসাদ ও দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণের ভাবোদ্দীপনাদি নয় কিন্তু মুখ্যতঃ রহস্যতঃ বিপ্রলম্ভ রসাস্বাদনই। একলীলায় করেন প্রভু লীলা পাঁচ সাত। এখানে এক লীলা তাঁহার স্বরূপসিদ্ধ রসিকতার বিলাস। ইহারই আনুসঙ্গিক বা প্রাসঙ্গিক লীলাই লীলা পাঁত সাত। রস যোগ ও বিযোগে পুষ্টির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। বিয়োগ বাহ্যতঃ পরমতম দুঃখময় হইলেও অন্তরে পরমানন্দময় ইহা নিরুপাধিক রসিকজীবনের অনুভূত বিষয়। বিয়োগে মিলনানন্দ সমুদ্রে মজ্জন হয়। অপরদিকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনে বাহ্যতঃ ধনুর্যজ্ঞ দর্শনই সূত্রপাত তাহা হইতে রজক বধ, কুব্জাও তাঁতীমালী প্রসাদন, কুবলয়পীড় মুষ্টিক চানুর সুহৃদ্দ্বেষী কংসাদির বধ, তৎপর দ্বারকা বিলাসাদি প্রপঞ্চিত হয়। এই সকল লীলার রহস্য রূপে বর্ত্তমান আখিল রসামৃত সমুদ্র বিহার। কৃষ্ণের মথুরাগমনে ব্রজবাসীদের বিপ্রলম্ভরস ও মথুরা ভক্তদের মিলনানন্দরস সাম্রাজ্য প্রপঞ্চিত হয়। বিপ্রলম্ভ বিনা সম্ভোগ বা মিলন সাম্পূর্ণ্য লাভ করে না। যে বিয়োগে ভক্ত ও ভগবানে মিলনরস নির্যাস একান্তভাবে আস্বাদিত হয় সেই বিয়োগের রসতা শাস্ত্র ও যুক্তি সঙ্গতই বটে। রস আনন্দস্বরূপ, আনন্দ ক্রিয়াত্মক অর্থাৎ আনন্দ হইতে ক্রিয়ার অভ্যুদয়, ক্রিয়া লীলাময়ী রসের বৈচিত্র্য হেতু লীলারও বৈচিত্র্য প্রসিদ্ধ। আর লীলার বৈচিত্র্য নিবন্ধন তাহাতে যোগ বিয়োগ সোনায় সোহাগা স্বরূপে সক্রিয়। এই যোগবিয়োগই তরঙ্গবৎ ভক্ত ও ভগবানকে রসসমুদ্রে নিমজ্জিত ও উন্মজ্জিত করে। যেমন শৈত্য ও ঔষ্ণ্য জলেরই অবস্থা বিশেষ তেমনই অপ্রাকৃত রাজ্যে অর্থাৎ প্রেমরাজ্যে আনন্দ ও বিষাদ রসেরই অবস্থা বিশেষ। যোগে রস আনন্দের উচ্ছলনকারী আর বিয়োগে বিষাদের সম্পাদক। অতএব শ্রীল গৌরসুন্দরের সন্ন্যাসলীলা যোগ ও বিয়োগভাবে তদীয় ভক্তবৃন্দের রসানুভূতি বিভূতির বিনায়করূপে সক্রিয়। অতএব ব্রাহ্মণের শাপ সত্যকরণ ও জীবোদ্ধার গৌরসুন্দের সন্ন্যাসের নৈমিত্তিক কারণ পরন্তু ভক্তিরস বিলাসই মুখ্য কারণ। সন্ন্যাস গৌরসুন্দের একটি লীলা। লীলাও রসময়ী। যাহা রসময়ী নহে তাহার লীলা সংজ্ঞা হইতে পারে না। এই সন্ন্যাসলীলা দ্বারা গৌর ভগবান্ ইঙ্গিত করিলেন যে, প্রবৃত্তি পথে একান্ত বা অনন্যভাবে ব্রজরস আস্বাদন হয় না। বিশেষতঃ দাম্পত্যবিলাসীগণ ব্রজরস আস্বাদনে নিতান্ত অযোগ্য। ব্রজরতি অনন্যকৃষ্ণাশ্রয়া। তজ্জন্য অন্যত্র রতিমানদের ব্রজরতি সুদুর্ল্লভা। একান্ত কৃষ্ণরতির বিলাস সন্ন্যাস লক্ষণাত্মিকা। **ভোগ স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসের সম্যক্ ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগই সন্ন্যাসের তটস্থ লক্ষণ এবং কৃষ্ণরতির উদয়ে সর্ব্বেন্দ্রিয়াদি যোগে আত্মবৃত্তিদ্বিকে কৃষ্ণেন্দ্রিয় সন্তর্পণে সম্যক্ ন্যাস অর্থাৎ বিনিয়োগই সন্ন্যাসের স্বরূপ লক্ষণ।** কর্ম্মত্যাগী কর্ম্ম সন্ন্যাসী, মুমুক্ষু নির্বিষয়ী জ্ঞানসন্ন্যাসী কিন্তু নির্বিষয়ী ভক্তিমান্ ভক্তসন্ন্যাসী। ভক্তির তটস্থ লক্ষণ বর্ণনে ভক্তিসূত্র বলেন, সা (ভক্তি)ঁ অমৃতময়ী চ। সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ। নিরোধস্তু লোকবেদ ব্যাপরসন্ন্যাসঃ। সেই ভক্তি অমৃতময়ী। তাহা কামনা পূর্ত্তির জন্য নহে। লৌকিক ও বৈদিক বিষয়ের নিরোধই সন্ন্যাস। অতএব ভক্তরূপ গৌরসুন্দরে সন্ন্যাস স্বরূপধর্ম্মরূপে বিদ্যমান্।

ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাস তাৎপর্য্য

শ্রীকৃষ্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী। জ্ঞান বৈরাগ্য ষড়ৈশ্বর্য্যের অন্যতম। অপিচ ভগবান অদ্বয়জ্ঞানমূর্ত্তি। অতএব তাহাতে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান ও বৈরাগ্য বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া তাহাতে ভগবত্তার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি থাকিলেও ঈশভাবে জ্ঞানবৈরাগ্য বিলাস সম্পূর্ণ চমৎকারকারিতা সম্পাদন করে নাই কিন্তু ভক্তভাবেই তাহা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। নির্গুণা প্রেমলক্ষণাভক্তিই বিশুদ্ধ জ্ঞানবৈরাগ্য জননী। কৃষ্ণের রাধা ভাবরূপ ভক্তভাবেই সেই প্রেমভক্তি এবং তজ্জাত বিশুদ্ধ জ্ঞানবৈরাগ্য বিলাস বিপুলীকৃত হইয়াছে। অতঃ প্রেমভক্তি বিলাসে গৌরকৃষ্ণে জ্ঞান বৈরাগ্য বিলাসময় সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রপঞ্চিত হয়। দ্বিতীয়তঃ--আদৌ ভক্তি শরণাগতি মূলা। শরণাগতি আত্মসমর্পণাত্মিকা। আত্যন্তিক আত্মসমর্পণই সন্ন্যাস রহস্যময়। ভগবানে আত্যন্তিক আত্মসমর্পণফলে তদিতর বিষয়ে সম্যক্ ঔদাসীন্য বিন্যাসকেই বিজ্ঞগণ সন্ন্যাস কহিয়াছেন। ইহাই বিষ্ণুর সন্ন্যাস রহস্য। কৃষ্ণরতি অন্যরতি সংহারিণী। গৌরসুন্দরে অহৈতুকী কৃষ্ণরতি উদিত হইয়া সংসাররতিকে সর্ব্বতোভাবে বিদ্রাবিত করতঃ তাহাতে অকিঞ্চন

পরমহংস ধর্ম্মের প্রাকট্য সাধন করে। ইহাই গৌরসুন্দরের সন্ন্যাস. রহস্য। আর পতিতপাবন কারণ তাহাতে বাহ্যমাত্র। জানিতে হইবে কাকতালীয় ন্যায়ে যাবতীয় কারণ অন্বয়ব্যতিরেকভাবে একমৌলিক কারণ লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ সমুদ্র সঙ্গমী। ভগবান্ অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিসম্রাট। তিনি কোন কারণ বশ নহেন পরন্তু সকল কারণই তাহ হইতে উদিত, তাহাতে স্থিত এবং অস্তমিত হয়। মানবের মন বাক্যের সহিত যাহাকে না পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তিত হয় সেই ভগবানের চিত্তগাম্ভীর্য্যের ইয়ত্বা করিবার শক্তি জীবে কোথায়? তবে অহৈতুকী কৃপা হইলে ক্ষুদ্রজীবও তাঁহার লীলাচরিত্রের কিঞ্চিৎ দিক্‌দর্শন পাইতে পারে। তাঁহার বিহার বৈচিত্র্য দর্শনে তত্ত্ব নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া দিব্যসূরিগণ মোহ প্রাপ্ত হন মাত্র কিন্তু রহস্য রত্ন উদ্‌ঘাটনে কোন মতে সমর্থ হন না। তিনি সকলের ভাবনাতীত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। তিনি লৌকিক ভাবে লীলা করিলেও তাঁহার সকল লীলাই অলৌকিক রসাস্বাদনপ্রদ বিলক্ষণ মাধুর্য্যমর্য্যাদা মন্দাকিনীরূপে প্রবাহমান। তাঁহার প্রত্যেকটি লীলা কার্য্যকারণরূপে অনন্ত লীলার জননী অর্থাৎ যে লীলা অন্য লীলার কারণ সেই লীলা বীথিবৎ অন্যলীলার কার্য্যরূপে বিদ্যমান। সন্ন্যাস ধর্ম্ম দ্বারা গৌরসুন্দরের আত্মারামতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হয়। অনন্য ও একান্তচিত্তেই রসাস্বাদের সম্পূর্ণতা সমুদিত হয়। অতএব বাহ্য সম্বন্ধাদি বিসর্জ্জন করতঃ আরাধ্যে একান্তচিত্তের সম্যক্ সমাধিই আত্যন্তিক সন্ন্যাসলক্ষণ। শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলার ন্যায় কৃষ্ণরতিকলা ক্রমবর্দ্ধমান্ ভাবে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদি সর্ব্বতোভাবে আত্ম প্রকাশ করে। এমতাবস্থায় একদিকে প্রাকৃত বিষয় বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা, অপরদিকে আরাধ্যে রাগ বৈশিষ্টের পরাকাষ্ঠা বিশিষ্টদশায় মহিষ্ট মণ্ডনে মণ্ডিত হয়। তটস্থ লক্ষণের সম্পূর্ণতায় স্বরূপলক্ষণের সাম্রাজ্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। অন্যথাভাব বিগত হইলেই যেমন যথার্থভাবের ঔজ্জ্বল্য অনন্তধারায় বিকাশ প্রাপ্ত হয়। তেমনই কৃষ্ণেতর বিষয়রাগ বিগত হইলেই আরাধ্য কৃষ্ণরাগ বৈশিষ্ট্য প্রপঞ্চিত হয়। আবার সুক্ষ্মভাবে বিচার করিলে রসিকরাজ পক্ষে জ্ঞান বৈরাগ্য বিলাস তটস্থ কিন্তু আরাধ্য রসাস্বাদই মুখ্য। তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণদ্বয় অন্যান্যাশ্রয়ীভাবে নিজ নিজ পুষ্টি লাভ করে। তথাপি স্বরূপলক্ষণের মুখ্যত্বহেতু গৌরসুন্দরের বৈরাগ্যবিলাস গৌণ এবং স্বাভীষ্ট রাধারস আস্বাদ বিলাসই মুখ্য। স্বাভীষ্ট রসাস্বাদ উৎকণ্ঠায় উন্মাদিনী কামিনী যেমন পতিব্রতাদি যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্মাদি বিসর্জ্জন করতঃ প্রিয় সঙ্গমে ধাবিত হয় তদ্রূপ গৌরসুন্দর রাধাভাবে স্বমাধুর্য্যমুগ্ধতা ক্রমে নির্ব্বিচারে সকল ধর্ম্মকর্ম্মাদি পরিত্যাগ করতঃ কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন এবম্বিধ প্রিয় সংদিদৃক্ষা যোগে প্রৌঢ়রাগ রঞ্জিত ভূষণে ভূষিত হইয়া মত্ত মাতঙ্গগতি বিলাস প্রাপ্ত হন। আরাধ্য প্রতি প্রৌঢ়রাগই তাঁহার অরুণ বসন ভূষণ রূপে অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করে। তিনি যখন এমতাবস্থায় কোন ধর্ম্মেরই অপেক্ষা রাখিলেন না তখন সম্প্রদায়ের কি কথা? তাই কেশবভারতী অর্থাৎ কেশবের শুদ্ধা ভারতী তাহাকে প্রাকৃত বিশেষ রহিত নির্ব্বিশেষ সাম্প্রদায়িক বসন ও নাম প্রদান করিলেন। তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে পরিত্যাগ করতঃ কৃষ্ণপ্রিয়া রাধার ভাব রাজ্যে সমাসীন হইলেন। অহো কৃষ্ণরতির কি মোহন চাতুর্য্যবিলাস। অহো কৃষ্ণমাধুর্য্য পিপাসার কি অদ্ভুত উন্মাদন বৈদগ্ধি বাহুল্য। তাহা ক্ষণমধ্যেই গৌরসুন্দরকে সর্ব্ববিষয়ে উদাসীন করাইয়া দেশ ও দিশাহারা সর্ব্বহারা করিল। পাঠকগণ! অনুধাবন করুন। গৌরসুন্দরের সন্ন্যাস মর্য্যাদা কত গভীর রহস্যময়। প্রগাঢ় তৃষ্ণায় মধুর মাধুর্য্য যেমন মধুকরকে সর্ব্ববিস্মিত ও সর্ব্ববিষয়ে উদাসীন করতঃ অনন্য তদেকচিত্ততা সম্পাদন করে, তেমনই নিজ অনন্যসিদ্ধ মাধুর্য্যও গৌরসুন্দরকে সর্ব্বহারা সন্ন্যাসী করাইয়া তদেকচিত্ত করিল। ইহাতে শিক্ষা হয় কৃষ্ণমাধুর্য্যের একান্ত আকর্ষণে যে সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগরূপ পরমধর্ম্মের উদয় হয় তাহাই যথার্থ সন্ন্যাস। তাহার মহিমা অনন্ত অপার। তদবস্থায় জীবের স্বরূপ মেঘমুক্ত আকাশের ন্যায় নির্ম্মল উজ্জ্বল এবং স্বরূপের সাদ্ধর্ম্ম অলি বিলসিত পূর্ণ বিকশিত সৌরভ সম্ভরিত সৌন্দর্য্য সম্বলিত মধুগর্ভিত কমলের ন্যায় সুসম্পন্ন। ১০/৪/৯১ ভজনকুটীর

---ঃ০ঃ০ঃ---

শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহন গোবিন্দ ও গোপীনাথ নামের লীলায়িত অর্থ

সর্ব্বসাধারণ ভাবে রাসস্থলীতে শ্রীকৃষ্ণ নিজ সৌন্দর্য্য দ্বারা মদনকে মোহিত করতঃ মদনমোহন নাম তথা গোচারণ দ্বারা গোবিন্দ নাম এবং গোপীদের প্রীতিকর্ত্তা বিচারে গোপীনাথ নাম ধারণ করেন। প্রকৃত পক্ষে মধুররস বিলাসে

তাঁহার ত্রিবিধ নাম সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন বিচারেই সমধিক সমুল্লাস তথা সমাদর প্রাপ্ত। শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত অদ্ভুত বৈচিত্র্যপূর্ণ অনন্যসিদ্ধ অসমোর্দ্ধ রূপমাধুর্য্য, গুণ মাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্য ও বেণু মাধুর্য্যময় দেবতা। তিনি মাধুর্য্য চতুষ্টয় দ্বারা চরাচর সকলকে এমন কি নিজ সহ অবতারগণকেও চমৎকৃত বিস্মাপিত ও মোহিত করেন। তিনি সাক্ষাৎ মদন। মদনে থাকে মহাআকর্ষণ। কারণ মদন সৌন্দর্য্যের ধাম। তাহাতে আকর্ষণ পরম ও চরম। কৃষ্ণ তাঁহার সেই মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য দ্বারা ব্রজকিশোরীদের চিত্তকে আনন্দিত ও তৎপ্রাপ্ত্যর্থে মোহিত করেন। অবশেষে চিত্তকে বলাৎকারে হরণ করেন। আনন্দিত ও মোহিতক্রমেই চিত্তহরণ স্বাভাবিক ব্যাপার। চিত্তং মদয়তি আনন্দয়তি তথা তৎপ্রাপ্তে মোহয়তি ইতি মদনমোহনঃ অর্থাৎ চিত্তকে আনন্দিত ও তাঁহার প্রাপ্তির জন্য মোহিত করেন বলিয়া তিনি মদনমোহন নামে প্রসিদ্ধ হন। অনন্তর চিত্তহরণ ক্রমে ব্রজকিশোরীদের মধুর সম্বন্ধের প্রবন্ধ নির্বন্ধিত হয়। প্রেমবন্ধনে তাঁহারা কৃষ্ণের সহিত আবদ্ধ হন। এই প্রেমবন্ধনই সম্বন্ধ বাচ্য। প্রেমবন্ধনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বন্ধন। সম্যক্ বধ্নাতি ইতি সম্বন্ধঃ। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধতত্ত্বে মদনমোহন স্বরূপবান্। সম্বন্ধের মূল কারণ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বোত্তমতা। উত্তমে আকৃষ্টি স্বাভাবিকী। উত্তমের সমাদর সর্ব্বোপরি। উত্তমের সম্বন্ধ নির্ব্বিবাদে প্রতিষ্ঠিত। প্রাপ্তকালে কোন্ সুন্দরী জগন্নেত্রমনোহারী সৌন্দর্য্যস্বভাব বিহারী বংশীধারী মুরারিকে প্রাণপতি রূপে বরণ করিতে না চায়? সকলেই চায়। তিনি সকল প্রিয় পদার্থের মধ্যে প্রিয়তম। তাঁহার সম্বন্ধেই অন্যে প্রিয় হইয়া থাকে। তিনি প্রিয়ত্বের মহাপ্রতিষ্ঠা স্বরূপ। তাই তাঁহার সম্বন্ধ সেবা সঙ্গতি সকলেরই চিরবাঞ্ছিত বিষয়। প্রকৃত স্বার্থকুশলগণ তাহাতেই রতি মতি ভক্তি ও প্রীতি করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রিয়তার প্রাবল্যে ব্রজসুন্দরীদের রতিরাগের সাবল্য ও কৈবল্য উদিত হয়। রতির বিকাশে রাগের প্রকাশে সম্বন্ধের বিলাস সমুল্লাস প্রাপ্ত হয়। সেখানেই প্রীতির পরিবেশ মধুময় হইয়া উঠে। এই পরিবেশে পরিবেশিত হয় প্রিয়তম সন্দেশ। অনন্তর কৃষ্ণের অনন্যসিদ্ধ মাধুর্য্যের মহা আকর্ষণে তৎপ্রতি অনুরাগবতী গোপসতীর পতিব্রতা ধর্ম্মের বন্ধন টুটিয়া যায়, জুটিয়া যায় সখীসঙ্গতি, তখন সে ছুটিয়া চলে কান্ত দিগন্তে, লুটিয়া পড়ে প্রাণকান্তের পদপ্রান্তে। তাঁহার লোকলজ্জা গুরুভয়

চলিয়া যায় চিরতরে রসাতলে। অশ্রুজলে প্রাণকান্তের চরণকমলের করে মহাঅভিষেক। নিবেদন করে মধুর বোলেঃ---

পীরিতি রসেতে ঢালি তনু মন
সঁপেছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মম আন নাহি ভায়।
সতী বা অসতী তোমার বিদিত
ভালমন্দ নাহি জানি।
সর্ব্বস্বদায় পাপপূন্যময়
তোমার চরণ দুখানি।।

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে প্রেয়সীস্বরূপে আকুল প্রাণে ব্যাকুলমনে অশ্রু নয়নে কাতর বচনে নিজচরণে শরণাগতা প্রণয়বিনীতার সহিত বিনোদ বিলাসে তৎপর হইয়া নিজ রূপযৌবন লাবন্যময় সৌরূপ্যামৃত(সুরূপ), সৌরস্যামৃত (সুরস), সৌস্পর্শ্যামৃত (সুস্পর্শ), সৌগন্ধ্যামৃত(সুগন্ধ) সৌবাগামৃত(সুশব্দ) প্রভৃতি পঞ্চামৃতের দ্বারা তাঁহার পঞ্চেন্দ্রিয়কে অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বকাদিকে পরমানন্দিত ও পরমাপ্যায়িত করেন। নিজস্বৈঃ পঞ্চামৃতৈঃ সম্বন্ধিতানাং গোপসুন্দরীণাং গাঃ ইন্দ্রিয়ান্ বিন্দতি অর্থাৎ নিজস্ব পঞ্চামৃত দ্বারা গোপসুন্দরীদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে পালন করেন বলিয়া তাঁহার নাম গোবিন্দ। অথবা সেই শরণাগত সুন্দরীগণ নিজ রূপরসাদি দ্বারা কৃষ্ণের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের আনন্দ বিধান করেন বলিয়া তাঁহার নাম গোবিন্দ। গোপীনাং গোভির্বিন্দ্যতে ইতি গোবিন্দঃ।

অনন্তর কৃষ্ণ সম্বন্ধে মহাভাগ্যবতী পূর্ব্বরাগ ও অনুরাগবতী অহৈতুকী প্রেমযোগবতী গোপসতীগণ প্রয়োজন বিলাসে বিশ্ববিমোহন শ্যামসুন্দরের সম্মোহিনী বংশীরবে আকৃষ্টি ক্রমে প্রেমকল্লোলিনী কৃষ্ণাতটে বংশীবটে উপস্থিত হন। সমাগতা ভাবাপ্লুতা প্রেমরসোল্লসিতা গোপীগণ কর্ত্তৃক রতিরাসে প্রার্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপীনাথ নাম ধারণ করেন। রতিরাসে গোপীভির্নাথত্বাৎ গোপীনাথঃ। প্রেমবিলাসই প্রয়োজন তত্ত্ব। রাস সেই প্রেম বিলাসময়। রসকেলি থেকে রাস নাম সিদ্ধ হইলেও তাহাতে প্রেম বিলাসই মূর্ত্তিমান্। অতএব প্রেমবিলাসে প্রেমময় প্রেমবতী গোপী কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া গোপীনাথ নামে প্রসিদ্ধ হন। গোপীদের রতি প্রার্থনা গোপীগীতেই বিদ্যমানা। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ রসরাজ সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন বিলাসে মদনমোহন গোবিন্দ ও গোপীনাথ নাম ধারণ করেন। শ্রীমদনমোহনের যোগপীঠ দ্বাদশাদিত্য টীলা, শ্রীগোবিন্দের যোগপীঠ কল্পদ্রুম, শ্রীগোপীনাথের যোগপীঠ বংশীবট।

গোবিন্দকুণ্ড,২৭।৭।২০০৮

---ঃ○ঃ○ঃ---

রাগমার্গ বিবেক

বৈষ্ণবশাস্ত্রে ভগবদ্ভজনের দুইটি মার্গের কথা আছে। একটি বিধি মার্গ অপরটি রাগমার্গ। শাস্ত্রবোধিত মার্গই বিধি মার্গ এবং স্বতঃসিদ্ধ রুচিবোধিত মার্গই রাগমার্গ। যতদিন পর্যন্ত হৃদয়স্থ স্বতঃসিদ্ধ ভজন প্রবৃত্তি প্রকাশিত না হয় ততদিন পর্যন্তই বৈধি মার্গের প্রাধান্য অর্থাৎ বিধিঃ রাগাবধিঃ বিধি রাগ পর্যন্ত সীমা বিশিষ্ট। অনাদিবহির্ম্মুখ জীবে কৃষ্ণ রাগ নাই। রাগ থাকিলে জীব বহির্ম্মুখ ও মায়া বদ্ধ হইত না। যখন আদৌ কৃষ্ণস্মৃতি নাই তখন শ্রদ্ধা রাগাদির কোন প্রশ্নই আসে না। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ যাহাকে নিজ পাদপদ্ম সেবায় আত্মসাথ করিতে অভিলাষ করেন তাহারই হৃদয়ে সেই অভিলাষ অব্যক্ত শ্রদ্ধা রূপে আত্ম প্রকাশ করে। শ্রদ্ধা যেরূপ হয় সিদ্ধিও তদ্রূপই হইয়া থাকে। যাদৃশী যাদৃশী শ্রদ্ধা সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। সেই শ্রদ্ধাক্রমে জীব সমজাতীয় উত্তম সাধু সঙ্গ লাভ করে। সাধুসঙ্গে আত্মতত্ত্ব আরাধ্যতত্ত্ব, আরাধনাতত্ত্ব ও প্রয়োজনতত্ত্ব অবগত হইয়া সাধক ভজন তৎপর হয়। অতঃপর বিশুদ্ধ ভজনক্রমে স্বস্বরূপাচ্ছাদি অনর্থ নিবৃত্তি হইলে মেঘমুক্ত সূর্যের ন্যায় স্বরূপ কিরণপাত করিতে থাকে। নিষ্ঠা ও রুচির মাধ্যমেই জীবের হৃদ্গত স্বরূপ প্রকাশ পায়। ভজনক্রমে ঐ স্বরূপটি শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রকলার ন্যায় ক্রমপুষ্টি লাভ করিতে করিতে রাকাচন্দ্রের ষোড়শকলার ন্যায় সর্ব্বঙ্গসুন্দর রূপে প্রকাশ পায়। যখন ভজনক্রমে অনর্থ নিবৃত্তিতে স্বতঃসিদ্ধ ভজন রুচিরাগ প্রকাশিত হয় তখনই তাহা রাগমার্গ নামে কথিত হয়। শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ ভক্তি সন্দর্ভে বলেন-- প্রীতিলক্ষণাভক্তীচ্ছূনাং রুচিপ্রধান এব মার্গঃ শ্রেয়ান্ নাজাতরুচিনামিব বিধি প্রধান এব মার্গঃ অর্থাৎ প্রেম লক্ষণা ভক্তিলিপ্সুদের রুচি প্রধান মার্গই প্রশস্ত। অজাতরুচিদের ন্যায় বিধি মার্গ নহে। ইহাতে সিদ্ধান্তিত হয় রাগমার্গ রুচিপ্রধান মার্গ এবং অজাতরুচি মার্গই বিধিমার্গ। রুচি ও রাগ উভয়ে স্বাধীন, কোন শাস্ত্র যুক্তি তর্কাদির অপেক্ষা রাখে না কিন্তু বিধিমার্গ শাস্ত্রযুক্তি বিনা চলিতে পারে না। বিধি মার্গ প্রযত্ন সিদ্ধ আর রাগমার্গ স্বভাব সিদ্ধ। বস্তুতঃ উভয়মার্গই একমার্গ পূর্ব্বাপর ভেদ মাত্র। যেমন নিজ গৃহ হইতে রাজমার্গ পর্যন্তই পথিককে পদব্রজে যাইতে হয়। অতঃপর রাজ মার্গীয় যানই তাহাকে তাহার গন্তব্যস্থলে লইয়া যায়। তদ্রূপ রুচি উদয় পর্যন্তই সাধকের সাধন প্রযত্ন থাকে। আর রুচি প্রাপ্তিতে প্রযত্ন প্রয়াস থাকে না। রুচিই সাধককে প্রেমলোকে লইয়া যায়। রুচি প্রধান রাগমার্গে নাম রূপ বয়ো বেশ সম্বন্ধ যূথ আজ্ঞাসেবা পরাকাষ্ঠা পাল্যদাসী নিবাসাত্মক একাদশ প্রকরণ শ্রুত হয় অর্থাৎ রোচমানা সাধকের আত্ম স্বরূপটি পূর্ব্বোক্ত একাদশ ভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই একাদশ প্রকরণ সাধকের হৃদয়ে রুচিবশে পুষ্প বিকাশের ন্যায় স্বতঃসিদ্ধভাবেই বিকাশ লাভ করে। ইহা কোন শাস্ত্রযুক্তি উপদেশাদির অপেক্ষা রাখে না। যদি শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা করে তবে তাহা রাগমার্গ হইতে পারে না, তাহা তত্ত্বতঃ বিধি মার্গ। কিন্তু অধুনা অসর্ব্বজ্ঞ ও অসিদ্ধ বাবাজী সমাজে যে স্বরূপের আদান প্রদান প্রথা প্রবলবেগে চলিতেছে তাহা নূন্যাধিক স্বকল্পনা প্রসূত। তাহা শাস্ত্রীয় মহাজনানুমোদিত ব্যাপার নহে। আদৌ জ্ঞাতব্য স্বরূপ আদান প্রদানের বিষয় নহে। স্বরূপের সংজ্ঞায় শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বলেন অজন্যস্তু স্বতঃসিদ্ধঃ স্বরূপং ভাব উচ্যতে। যাহা অজন্য অর্থাৎ অন্য কোন উপায়ে উৎপাদ্য নহে এবং যাহা স্বতঃসিদ্ধ তাহাতে আদান প্রদানের প্রশ্ন থাকিতে পারে না। রাগমার্গীয় ভজন প্রণালী রসিকগুরু মুখ হইতেই শ্রবণীয় বটে কিন্তু গুরু দলিলনামার ন্যায় স্বরূপনামা লিখিয়া না দিলে স্বরূপ বা রাগ মার্গ হইবে না ইহা শাস্ত্রে ুক্তি নহে। গুরুবাক্যে নিষ্ঠা আর স্বতঃসিদ্ধ রুচি এক কথা নহে। গুরূপদিষ্ট বিষয়ে নিষ্ঠা থাকিলেও যতক্ষণ পর্যন্ত তাহা স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিকী রোচমানা প্রবৃত্তিমূলক না হয় ততক্ষণ তাহাতে রাগমার্গ প্রকাশিত হয় না। কোন সর্ব্বজ্ঞ গুরু সর্ব্বজ্ঞতাদিগুণে শিষ্যের সিদ্ধ স্বরূপের পরিচয় জ্ঞাত হইলেও অজাতরুচি অজাতরতি অস্নিগ্ধ শিষ্যে তাহার উপদেশ নিষিদ্ধ। কারণ অজাতরতিতে উপদেশ অনর্থকর

ব্যাপার। গুরুর কৃপা যে কেবলমাত্র খাতাকলমেই প্রকাশিত বা মস্তকে হাত ধরিয়া তোমার প্রেম হউক এইরূপ বাহ্যিক বাচিক আশীর্ব্বাদেই সিদ্ধ হয় তাহাও নহে, আন্তরিক ভাবেও কৃপা কার্য্য করে। প্রতাপরুদ্রের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপারহস্যই তাহার প্রমাণ। বাহিরে তাহাকে স্বীকার বা আশীর্ব্বাদ বা ভক্তনামা না দিলেও তাঁহার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া মহাপ্রভু পার্ষদদেরও দুর্ল্লভ দর্শন করাইলেন। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযন্তি তে ইহাই চৈত্যগুরুর কৃপা। তজ্জন্য কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন-

যারে তাঁর কৃপা সেই জানিবারে পারে।
কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিক জানিবারে নারে।।
রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি প্রভুর তুষ্ট মন।
সেইতো প্রসাদে পাইল রহস্য দর্শন।
সাক্ষাতে না দেয় দেখা পরোক্ষেতে দয়া।
কে বুঝিবে পারে চৈতন্যচন্দ্রের মায়া।

ভগবান সর্ব্বজ্ঞ তিনি দেশকালপাত্রজ্ঞ। কখন কাহাকে কিভাবে কৃপা করা প্রয়োজন তাহা তিনি ভালই জানেন এবং তাঁহারই বিধান মত সেই সেই ঘটনাদি ঘটিয়া থাকে। কৃষ্ণ ভজনে যে নিষ্কপট প্রবৃত্তি তাহাই কৃষ্ণ কৃপার লক্ষণ। কেবল মন্ত্রগুরুই কৃপা করেন এমনটি নয় পরন্তু কৃষ্ণ পাত্র বিচারে কাহাকে চৈত্যগুরুরূপে, কাহাকে মন্ত্রগুরুরূপে, কাহাকে বা শাস্ত্ররূপে, কাহাকেও বা শিক্ষা গুরুরূপে কৃপা করিয়া থাকেন। আদৌ তাঁহার কৃপা হইতে যখন জীবের পরমার্থজীবন অঙ্কুরিত হইয়াছে তখন ভজনসিদ্ধিও তাঁহার করতলগত বিষয়। তিনি কেবল শিষ্যের অন্তর্যামীই নহেন পরন্তু গুরুরও অন্তর্যামী। গুরুর কৃপাশক্তি তাঁহারই দত্তসম্পত্তি বিশেষ। তিনি অন্তরে প্রেরণা দিলেই তখন গুরুতে শরণাগতের প্রতি কৃপা দানধর্ম্ম ও শিষ্যের গুর্ব্বানুগত্যধর্ম্মের উদয় হয়। তাহা না হইলে গুরুর গুরুত্ব ও শিষ্যের শিষ্যত্ব সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ জ্ঞানোপদেশ সিদ্ধ হয় না। গুরু ও শিষ্যের শ্রদ্ধার ঐক্যে জ্ঞানোপদেশ সিদ্ধ। প্রায়শঃ দেখা যায় গুরু মঞ্জরীনামা লিখিয়া দিয়াছেন কিন্তু শিষ্যের তদনুশীলনে মতি নাই। কেহ বা যন্ত্রবৎ মন্ত্রাদি আবৃত্তি করেন কিন্তু তাহাতে মন নাই, মন আছে কনক কামিনীতে। ইহাকে কি গুরু কৃপা বলা যায় ? আর ইহা কি রাগ চেষ্টা বা জাতরতির ব্যবহার ? জাতরতির কৃষ্ণানুরাগ প্রবল। তাহার ইতর রতি রাগ নাই। অজাতরতিতে ইতর রাগ বর্ত্তমান্। অতএব অজাতরতিকে রাগমার্গ উপদেষ্টায় শুদ্ধগুরুত্বের অভাব। শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বলেন, যথা কৃষ্ণ সংহিতায়--যিনি রাগ মার্গ যথাযথ অবগত হইয়া শিষ্যের অধিকার বিচার পূর্ব্বক পরমার্থ উপদেশ করেন তিনিই সৎগুরু। যিনি রাগমার্গ অবগত নহেন অথচ উপদেশ করেন অথবা রাগমার্গ অবগত হইয়াও শিষ্যের অধিকার বিচার না করিয়া কোন উপদেশ করেন তিনি দুষ্টগুরু। কেহ বলেন আমার অধিকার নাই বটে কিন্তু গুরু অপ্রকট হইলে কে আমাকে স্বরূপনামা দিবেন? এখন লইয়া রাখি সময় হইলে দেখিব। ইহাও মূর্খোক্তি। গুরু কি মর্ত্ত্যবস্তু বা স্থুলদেহটা কি গুরু? না গুরু দিব্য বস্তু। তিনি শ্রদ্ধালু শিষ্যের হৃদয়ে নিত্য বর্ত্তমান। গুরু অপ্রকট হইলেই বা ভয় কি ? ভগবান্ গীতায় তাদৃশ অনাথাদের অভয় দিয়াছেন দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযন্তি তে।। সুতরাং প্রয়োজন প্রীতিভজন। সতত প্রীতিভজনে মন্ত্রগুরু হইতে যাহা পাওয়া যায় না তাহাও লভ্য হয়। সাধকশিষ্য সকলেই একজাতীয় নহে। কেহ শ্রবণ মাত্রেই স্বরূপের অভিজ্ঞান লাভ করেন। কাহারও বা স্বতঃই স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হয়, কেহ বা বহুকালে স্বরূপের জ্ঞান লভা করেন আর কেহ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ পঠন করিয়াও স্বরূপজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। যাহাতে স্বতঃই স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হয় জানিতে হইবে তাহার জন্মান্তরীণ সাধনা প্রবল ও পুষ্ট তাই বিনা উপদেশেই স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। কাকতালীয় ন্যায়ে শ্রবণমাত্রেই যাহাদের স্বরূপের অভিজ্ঞান লাভ হয় তাহাদেরও জন্মান্তরীণ সাধনা প্রচুর। জাতরতি সাধক ইঙ্গিত সঙ্কেতে স্বরূপ রহস্য লাভ করেন কিন্তু অজাতরতিকে উপদেশ করিলেও তাহা বুঝিতে পারেন না বা মেধাগুণে বুঝিলেও আচরণ করিতে পারেন না। কারণ অন্তরে প্রেরণা নাই। আচরণ আন্তরিকতার সহিত আত্ম প্রকাশ করে। অন্তরে কামোদয় হইলে বহিরিন্দ্রিয়েও কামচেষ্টা প্রকাশিত হয়। যেমন তৃষ্ণার উদয়ে পাণীয় অন্বেষণ প্রবৃত্তি জাগ্রত হয় তদ্রূপ রত্যুদয়ে রতি মুদ্রা প্রকাশিত হয়। মঞ্জরীনামা লেখার পদ্ধতি আবিস্কার ৪০০ বৎসরের বেশী হয় নাই। শ্রীগোপালগুরু হইতেই ইহার প্রচার। কিন্তু তৎপূর্ব্বে অনেকেই রাগ ভজন করিয়াছেন। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীই রাগ ভজনের আদিশিল্পী। তৎপূর্ব্ব গুরুতে রাগভজন পরিদৃষ্ট হয় না। শ্রীবিল্বমঙ্গলাদি অনেকেই রাগানুগ ভজনে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। অগ্নিপূত্রগণ, শ্রুতিগণ তথা দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণও রাগ ভজনে সিদ্ধি লাভ করেন। তাহাদের সময় মঞ্জরী নামা প্রদান পদ্ধতি ছিল না। কেহ বলেন, মঞ্জরী নামা না দিলে রাগভজন করা যায় না। যদি ইহাই সিদ্ধান্ত হয় তবে পূর্ব্বে মহাজনগণ কিভাবে তাহারা রাগভজনে সিদ্ধি লাভ করিলেন? তাহারাই তো রাগভজনের পূর্ব্বমহাজন। অতএব বর্ত্তমান পদ্ধতি কিত্রিম কিন্তু রাগানুগাভজন বিষয়ে ভাবই কারণ। ভাবো হি ভবকারণম্। বীজ হইতে বৃক্ষ প্রকাশের ন্যায় ভাব হইতেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্বরূপ প্রকাশিত হয়। ব্রজরসাচার্য্য শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ তাদৃশ দলিল নামা প্রদানের উপদেশ করেন নাই। তিনি স্বতঃসিদ্ধভাবে জাতরতি ক্রমে সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীম্। আজ্ঞাসেবাপরাং তত্তৎকৃপালঙ্কারভূষিতাম্। অর্থাৎ জাতরতিসাধক নিজকে সখীদের সঙ্গিনীরূপে ভাবনা করিবেন এবং ভাবনা যোগে তাহাদের আজ্ঞা সেবা কৃপা অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত হইবেন। তথা কৃষ্ণং স্মরন্ জনং চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্। তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা। রূপেই ভজন করিতে উপদেশ করিয়াছেন। তত্ত্ববিচারে বর্ত্তমানে বিরক্তসমাজে স্বরূপসাধন ব্যবস্থা পত্রহারীদূতীর ন্যায়। পত্রহারী কেবল পত্রই বহন করে কিন্তু পত্রস্থ বিষয়ে অবগত নহে তদ্রূপ অজ্ঞ শিষ্য কেবল স্বরূপনামাই বহন করে মাত্র কিন্তু তদ্বিষয়ে প্রবেশ করিতে পারে না তথা জানেও না কারণ রসজ্ঞতার নিতান্ত অভাব। আর নিসৃষ্টার্থ কেবল ভারপ্রাপ্ত কার্য্য সম্পাদক কিন্তু তাহা তাহার স্বতঃসিদ্ধ রুচি কৃত্য নহে। তদ্রূপ শ্রদ্ধালু শিষ্য গুরুবাক্যে নিষ্ঠ হইয়া যথা সময়ে কর্ত্তব্যবৎ স্বরূপনামা আবৃত্তি করিয়া তদনন্তর কার্য্যান্তরে ব্যস্ত থাকে। স্বরূপ ভাবনায় তাহার নৈরন্তর্য্য নাই কারণ রুচির অভাব। পরন্তু সিদ্ধান্ত বিচারে অমিতার্থদূতীবৎ সাধকে যথার্থ রাগধর্ম্ম প্রকটিত। অমিতার্থা দূতীর কার্য্যবিষয়ে উপদেশের অপেক্ষা নাই উপরন্তু তিনি আকার ইঙ্গিতে নায়ক নয়িকার মনোভাব অধিগত হইয়া তাহাদের বাঞ্ছিত মিলনকার্য্যাদি যথা সময়ে করিয়া থাকেন। তদ্রূপ রাগমার্গীয়

সাধকেও স্বরূপনামা দানের অপেক্ষা নাই। তিনি কেবল তদ্ভজন পদ্ধতি বিষয় শ্রবণমাত্রেই নিজ স্বরূপকৃত্যে প্রস্তুত হন। সারকথা যাহার হৃদয়ে মঞ্জরী ভাব আছে বিশুদ্ধভজনে তাহাই নিষ্ঠা ও রুচির মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। তবে যে ভাবনা দেওয়ার কথা আছে তাহা সিদ্ধির উৎকণ্ঠা ব্যঞ্জক। জ্যোতিষী যেরূপ ভাগ্য প্রস্তুত করেন না কেবল মাত্র পূর্ব্ব প্রস্তুত ভাগ্যই প্রকাশ করেন তদ্রূপ সর্ব্বজ্ঞগুরু শিষ্যের হৃদয়স্থ স্বরূপের পরিচয় দান করেন মাত্র। ইহা গুরুর সৃষ্ট বিষয় নহে। যত্নপূর্ব্বক ভাবনা বিধি কার্য্য আর রুচিপর ভাবনা রাগকার্য্য। রাগধর্ম্ম রুচিপ্রধান অতএব রাগই পরীক্ষণীয়। এইটি ধর, ওটি ধরিও না এইরূপ উপদেশ তথা নিজ হাতে ধরাইয়া দেওয়াকে রুচি পরীক্ষা বলে না। রুচি স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই সক্রিয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত জৈবধর্ম্ম গ্রন্থে বিজয়কুমার ও ব্রজনাথের--আমাদের কি রাগ মার্গে অধিকার আছে ? এইরূপ প্রশ্নেও রাগলক্ষণ নাই। শ্রীল রঘুনাথদাস বাবাজী যাহা বলিয়াছেন তাহা যুক্তি সঙ্গত ও নির্দোষ। আবার শিষ্যদ্বয়ের সেবা রুচি জিজ্ঞাসাক্রমে তদ্বিষয়ে আশীর্ব্বাদও প্রশংসনীয় কিন্তু বাকী আর কিছুই নাই কেবল তোমাদের সিদ্ধশরীরের নামরূপাদি জানা আবশ্যক। তুমি একা আমার নিকট আসিলে আমি তাহা বলিয়া দিব এবম্বিধ উক্তিতে রাগমার্গ স্পষ্ট নাই। কারণ শিষ্যের সেবারুচিটাই কেবল জিজ্ঞাস্য আর বাকীগুলি গুরুর বক্তব্য ইহা রাগ পদ্ধতি নহে। একাদশ প্রকরণের প্রত্যেকটি বিষয়েই সাধকের স্বতঃসিদ্ধ রুচি থাকিলেই যথার্থ রাগ নতুবা অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়ে রাগমার্গ প্রশস্ত নহে। পরন্তু শিষ্যের স্বতঃসিদ্ধ রুচিগত নামরূপাদির ত্রুটি বিচ্যুতি শোধন ও ভাবশুদ্ধির সমর্থন পর্যন্তই গুরুকৃত্য। রাগভজন বিষয়ে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের বিচার ধারা বিশুদ্ধ রূপানুগীয়। তিনি বলেন, অনর্থ নিবৃত্তি হইলে স্বরূপ স্বতই উদ্বুদ্ধ হয়। স্বরূপের উদ্বোধনে নিত্য প্রতীতি আপনাতে আসিয়া উপস্থিত হয়। উহা কেহ কাহাকেও কপটতা করিয়া শিক্ষা দেয় না বা নির্ণয় করিয়া দেয় না। তবে নিষ্কপটচিত্তে প্রচুর হরিনাম করিতে করিতে যে উপলব্ধি হয় তাহা সাধু গুরুপাদপদ্মে নিবেদন করিয়া সেই বিষয়ের ধারণা শুদ্ধি ও সমর্থন করিয়া লইতে হয়। উহাই একাদশ প্রকার স্বরূপের পরিচয়। রসশাস্ত্রের অভিজ্ঞতার সহিত স্বরুচি সঙ্গত স্বরূপ প্রকরণ পদ্ধতি অবশ্যই শ্রাব্য। এমনকি সুষ্ঠুবোধের জন্য একাধিকবারও শ্রবণীয় ও বিচারণীয়। সেইসঙ্গে বরণকার্য্যটিও রুচিসঙ্গত হওয়া উচিত। রসশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা নাই, রাগরহস্যবোধ নাই, ভোক্তা অভিমান প্রবল, এতাদৃশ অজ্ঞ ও অনর্থপ্রধানের রাগভজন প্রচেষ্টা বাতুলতা বা এঁচড়ে পাকামীতা মাত্র। এতাদৃশ সাধক হইতেই জগতে অপসাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনধিকার চর্চ্চায় সদ্ধর্ম্ম কখনই সিদ্ধ হয় না। একটা বালক তাহার মাতাকে বলিল- মা! ক্ষুধা পাইলে আমাকে বলিয়া দিবে। মাতা তখন হাস্য করিয়া বলিল, বাচা! তোমার ক্ষুধা পাইলে আমাকে বলিতে হইবে না তুমিই আমাকে জানাইবে। বর্ত্তমানে রাগভজন মঞ্জরীভজন ব্যবস্থাও ঐ অজ্ঞ বালকবৎ অজ্ঞতামূলক। কেহ কিলায়ে, কেহ বা ঔষধ প্রয়োগে আম পাকাইবার ন্যায় তাদৃশ অজাতরতিগণ নিজেকে ও অপরকে সিদ্ধ করিতে চায় কিন্তু তাহাতে যথার্থতার প্রচুর অভাব। অন্তরে নির্ম্মল কৃষ্ণানুরাগ না থাকিলে বাহিরে রংএর ছড়াছড়ি হইতেই আত্মপর বঞ্চনা সংঘটিত হয়। যেখানে বিধির বাধ্যতা ও উপদেশের সাধ্যতা সেখানে রাগের গন্ধ মাত্রও নাই জানিবে। কি ভাবে ভজন করিব? ইহা অজাতরতির উক্তি। এইভাবে ভজন করিতে স্বতঃই ভাল লাগে ইহা জাতরতির উক্তি, আমি ঠিক করিতে পারি না কিভাবে ভজন করিলে ভাল হয় ইহা অনিষ্ঠিতের উক্তি, আমার কিন্তু এই ভাব হইতে মন অন্যত্র চলে না ইহা স্থায়ীরতিমানের উক্তি। যখন যেভাবের কথা শুনি তখন সেইভাবেই মন মজে যায় ইহা অস্থায়ীসচ্ছরিতর উক্তি। পূর্ব্ব কথিত উক্তি গুলি স্বভাব বিহিত। স্বভাব বিহিতই ধর্ম্ম। যাহা স্বভাব বিহিত নহে তাহা অধর্ম্ম অতএব অসাধ্য। স্বভাব হইতেই সিদ্ধি উদিত হয়। স্বভাবধর্ম্মই সহজ ও সুখসাধ্য।

এ স্বভাবধর্ম্মই শ্রেয়স্কর ও ক্লেশহর। স্বভাব অন্তর ভাবিত, অন্তর স্বরূপ ভাবিত, স্বরূপ ঈশ্বরভাবিত অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে স্বরূপের জাগরণ, স্বরূপের জাগরণে

অন্তরের আলোড়ন, অন্তরালোড়নে স্বভাবের উদ্বোধন ও ইন্দ্রিয়ের বিভাবন সিদ্ধ হয়। নিত্য স্বভাবই রাগ মণ্ডিত, নিত্যস্বভাবই ভাবনাষ্পদ ও ক্রিয়াষ্পদ। সেই নিত্যস্বভাব অর্থাৎ স্বরূপ বদ্ধজীবে সুপ্ত, সাধকে জাগ্রত এবং সিদ্ধে সক্রিয়।

যস্য কৃপা প্রসাদাদ্বৈ রাগমার্গং প্রকাশিতম্।
তস্য গৌরহরেরূপং সর্ব্বাত্মনা সমাশ্রয়ে।।
ব্রজভাবরসজ্ঞানং যেন বিস্তারিতং ভুবি।
গৌরকারুণ্যরূপং তং রূপগোস্বামিনং ভজে।।
হা হা রূপ প্রভোপ্রেষ্ঠ পদাব্জশরণৈষিণম্।
কদা মাং দীনবৎসল নয়সি চরণান্তিকম্।।

রাগভজনবিবেক

রাগের ভজন করছে সবে
রাগের লক্ষণ জানে না।। ধ্রুব
বিষয়রাগে কৃষ্ণভজন কেবল মাত্র বঞ্চনা।।
রাতারাতি দীক্ষাশিক্ষা স্বরূপ প্রদান
রাগমার্গ উপদেশ বাবাজীকরণ
কিন্তু হোলসেল মার্কেটের মত
রাগ ব্যবসা মেন না।।
যারেতারে নির্বিচারে রাগের ভজন
উপদেশকারী নহে সাধুগুরুজন
উলুবনে মুক্তা দানে চাষীর গৌরব থাকে না।।
পূতনার মত যত রাগের ভজন
কপটতামাত্র লোক বঞ্চনা কারণ
কামাসক্ত রামারক্ত রাগ ভজনে সাধু না।।
কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ
কৃষ্ণ বিনা অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ
এ লক্ষণে মহজ্জনে হয়তো রাগের ঘটনা।।
ক্রমপন্থা বিনা নহে কভু রাগোদয়
ক্রম ছাড়ি অতিবাড়ী সিদ্ধি নাহি পায়
ইচড়ে পাকা ন দেবায় ন ভূতায় দেখ না।।
অধিকার না লভিয়া সিদ্ধ দেহ ভাবে
বিপর্য্যয় বুদ্ধি জন্মে শক্তির অভাবে

সাবধানে ক্রম ধর সফল হবে সাধনা।।
আগে রতি পরে রাগ সাধুশাস্ত্র কহে
রতি বিনা রাগোদয় কভু সিদ্ধ নহে
নিষ্ঠারুচি বিনা নহে শুদ্ধরাগের ঘটনা।।
ইষ্টে সারসিক ভাবে স্বরূপ লক্ষণ
চিত্তের পরমাবেশে তটস্থ লক্ষণ
এ দুইলক্ষণে সত্য রাগধর্ম্মের ঘটনা।।
কৃষ্ণরাগী ভোগমোক্ষপ্রতিষ্ঠাশাহীন
কৃষ্ণচর্চ্চা বিনা অন্য চর্চ্চাদি বিহীন
নিরন্তর কৃষ্ণাবেশে অন্য কিছুই জানে না।।
এদাস গোবিন্দ বলে শ্রেয়স্কামীজন
অপরাধ শূন্য হয়ে কর নাম গান
নাম গানে ইষ্টধ্যানে শুদ্ধরাগের যোজনা।।

বিধি নিষেধের বিচার

ধর্ম্মের অনুকুল প্রতিকূল বিচারেই বিধি নিষেধের জন্ম। যাহা শ্রেয়ঃপ্রদ, শ্রেয়ঃ অনুকূল এবং শ্রেয়ঃ সাধক তাহাই কর্ত্তব্য বিচারে বিধি সংজ্ঞা প্রাপ্ত। আর যাহা শ্রেয়ঃঘাতক, শ্রেয়ঃ প্রতিকূল এবং যাহা শ্রেয়ঃ নহে তাহাই অকরণীয় বিচারে নিষেধ সংজ্ঞক। যাহার অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠাতার অমঙ্গল হয় তাহা কখনই তাহার কর্ত্তব্য বিধি হইতে পারে না। পক্ষে যাহার অনুষ্ঠানে, আচার বিচার ব্যবহার সঙ্গতিতে অমঙ্গল নাশ ও মঙ্গল প্রাপ্তি হয় তাহাই কর্ত্তব্য বিচারে বিধিতে গণ্য। এককথায় কর্ত্তব্য বিচারে যাহা ধর্ম্মময় তাহাই বিধি অর্থাৎ বিধাতব্য আর যাহা ধর্ম্মবিরোধী, অধর্ম্মবহুল তাহাই নিষিদ্ধ। হিতৈষী ভগবান্ জীবের সুখদুঃখাদির পর্য্যালোচনা করতঃ বিধিনিষেধের বিচার দিয়াছেন। ধর্ম্ম কর্ত্তব্য কেন? ধর্ম্মে নীতি যুক্তি সত্যাদি সদ্‌গুণ এবং শ্রেয়ঃ সিদ্ধি বর্ত্তমান্ তাই ধর্ম্মই বিধি। নীতি শাস্ত্র বলেন ধর্ম্মার্থপ্রভবঞ্চৈব সুখসংযোগমক্ষয়ম্। অধর্ম্মপ্রভবঞ্চৈব দুঃখযোগং শরীরিণাম্।। অর্থাৎ ধর্ম্ম হইতেই অক্ষয়সুখ এবং অধর্ম্ম হইতেই দুঃখযোগ উপস্থিত হয়। অধর্ম্মে ন্যায় নীতি সত্যদয়াদি ধর্ম্মাচার তথা সিদ্ধির অভাব তজ্জন্য শ্রেয়স্কামী পক্ষে অধর্ম্ম নিষিদ্ধাচার বিশেষ। বিধি নিষেধ সম্পর্কে শাস্ত্রের উক্তি-- স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ।। সর্ব্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে কখনই তাঁহাকে ভুলিয়া যাইবে না। সকল প্রকার বিধি নিষেধ এই হরিস্মৃতি ও বিস্মৃতির দাস। বদ্ধ কেন মুক্তজীবের পক্ষেও হরিস্মৃতি সকল প্রকার কল্যানপ্রদ এবং অমঙ্গল নাশক। স্মৃতে সকল কল্যানভাজনং যত্র জায়তে তমজং পুরুষং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্। যাহাকে স্মরণ করিলে সকল প্রকারের কল্যান লভ্য হয় সেই হরিতে আমি শরণাপন্ন হই। তথা হরিস্মৃতি সর্ব্ববিপদ্বিমোক্ষণম্ অর্থাৎ সকল বিপদ নাশ করে কল্যানমূল হরি, হরিস্মৃতি সেবাদি । তজ্জন্য হরিস্মৃতিই বিধেয় বিচারেই মূখ্যবিধি। পক্ষে বিস্মৃতি অনর্থপ্রাপক ও পরমার্থঘাতক।যথা- সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং স চান্ধজড়মূকতা। যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবং ন চিন্তয়েৎ।। যে মুহূর্ত্তে যে ক্ষণে বাসুদেবের চিন্তা না হয় সেই মুহূর্ত্তই জীবের পক্ষে অন্ধত্ব, জড়ত্ব ও মূকত্ব প্রতিপাদন করে এবং তাহাই মহাহানি, মহাচ্ছিদ্র, মহাদোষ স্বরূপ। চৈতন্যচরিতামৃতে বলেন-- কৃষ্ণভূলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।।অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ।। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই অবগত হওয়া যায় যে হরিবিস্মৃতি কত বড় অনর্থকর ও শ্রেয়ঃ পথের পরিপন্থী। অতএব নিত্য কল্যানকামীর পক্ষে নিত্যকাল হরিস্মৃতিই কর্ত্তব্য। এ ব্যাপারে যাহারা সহায়ক ও আনুকূল্য সাধক তাহারাও কর্ত্তব্য বিধিতে গণ্য। যথা সাধুসঙ্গাদি। সাধু নিরন্তর হরিস্মৃতিকর সাধনাদিতে তৎপর তজ্জন্য তাহার সঙ্গ হরিস্মৃতি বিধায়ক বিচারে কর্ত্তব্যবিধি। তেমনই গুরুসেবা, তীর্থাটন, ভাগবতগীতাদির অধ্যয়ন প্রভৃতি শ্রেয়ঃসাধক কর্ত্তব্যগুলিই কর্ত্তব্য বিধিতে গণ্য। অসৎসঙ্গ, কৃষ্ণবহির্ম্মুখের সেবা, কৃষ্ণেতর শাস্ত্রের অনুশীলনাদি নিষিদ্ধ। কেন? যেহেতু তাহা হরিস্মৃতির পরিপন্থী, প্রতিকূল এবং অননুকূল। তজ্জন্য মহাজন গাহিয়াছেন--

যার কাছে ভাই হরিকথা নাই
তার কাছে তুমি যেও না।
যার মুখ হেরি ভূলে যাবে হরি
তার মুখ পানে তুমি চেও না।

শ্রীমদ্ভাগবত মুক্তকণ্ঠে এবিষয়ে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ, বিরোধী ও বিদ্বেষী পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র পতি স্বজনাদির সঙ্গ নিষিদ্ধ করিয়াছেন গুরুর্ন স স্যাৎ শ্লোকে। কারণ আত্মীয় হইলেও তাহাদের সঙ্গে হরিস্মৃতির সম্ভাবনা নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেন-- দুগ্ধহীন গাভীপালন, অসতী ভার্য্যাপালন, জলহীন কূপের সেবা, দুষ্ট প্রজাপালন যেমন বৃথা ও দুঃখপ্রদ মাত্র তেমনই আমার ভক্তিহীন শাস্ত্রাদির অধ্যায়নাদিও বৃথা। হরিস্মৃতিই জীবন। হরিস্মৃতির সাধকই স্বীকার্য্য আর বাধকই পরিত্যজ্য ও নিষিদ্ধ। স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ এই ভাগবত সিদ্ধান্ত বিচারে জীবের যাবতীয় অনুষ্ঠানের সিদ্ধি বা সৎফল স্বরূপ হরিতোষণ। অতএব হরিস্মৃতি ও সন্তোষজনক কর্ত্তব্যগুলিই মাত্র বিধিতে গণ্য তদ্ব্যতীত সকলই নিষেধে মান্য। বিধিতব্য বিচারেই বিধি সংজ্ঞা। সত্যভাষণ, পরহিতচেষ্টা, জীবে দয়া, সাধুসেবা, অহিংসা, অচৌর্য্য, আস্তিক্য, সরলতা, দৈন্য, ক্ষমা, কৃপা, তিতিক্ষা, ধৃতি, অলোভ, যথালাভে সন্তোষ, পরোপকার, মহদানুগত্য, বিনয়, অপাপতা,সৌজন্য, অমাৎসর্য্য, অনিন্দা, বিষয়বৈরাগ্য, যাবদর্থানুবর্ত্তিতা, সাধুপথে গমনাদি বিধিতে গণ্য। কারণ ইহারা হরিস্মৃতি সাধক, কেহ সহায়ক, কেহ বা সিদ্ধিপ্রদ ভক্ত্যঙ্গে গণ্য। ইহাদের কতকগুলি যম নিয়মে গণ্য। বৈদিকী তান্ত্রিকী ক্রিয়াগুলির তাৎপর্য্য হরিস্মরণেই বিদ্যমান্। কারণ বাসুদেবপরা ক্রিয়া। যাগযোগ তপস্বাদির তাৎপর্য্যও বাসুদেবর স্মৃতি ও ভক্তি। বাসুদেবের সম্বন্ধভূত, তাঁহার মতি রতি ভক্তি প্রীতি গতিপ্রদ সকলই ধর্ম্মবিধিতে গণ্য। বাসুদেব সম্বন্ধহীন, ভক্তি প্রীতিহীন দেশ- কাল- পাত্র- ভাব- দ্রব্য-সঙ্গাদি নিষিদ্ধ বিচারে প্রতিষ্ঠিত। যথা- বিষয় পিপাসার অনুকূল ও প্রতিকূল জাত কাম ক্রোধাদি, হিংসা নিন্দা, গুরুঅবজ্ঞা, শ্রুতিনিন্দা, নাস্তিক্য, কৃপণতা, কুটিলতা, বিশ্বাসঘাতকতা, শাঠ্য, কাপট্য, ধৃষ্টতা, লাম্পট্য, ঔদ্ধত্য, দম্ভ, মিথ্যা, প্রতারণা, বঞ্চনা, ছলনা, অভিমান, কলহ, বিদ্বেষ, বৈষম্য, অন্যায্য, অশৌচ, তপোরাহিত্য, অসৌহার্দ্দ্য, অমৈত্র্য, আলস্য, নিদ্রা, প্রমাদ, প্রজল্প, বৃথাপ্রয়াস, নিয়মাগ্রহ, অসজ্জনসঙ্গ, বিষয় সংগ্রহে লোভ, বাক্যবেগ, মনোবেগ, দেহবেগগত জিহ্বা উদর ও উপস্থবেগ, অধৈর্য্য, অস্থৈর্য্য, পৈশুন্য, বুভুক্ষা, মুমুক্ষা, যোগবিভূতিস্পৃহা, কর্ম্মজ্ঞানযোগ অন্যাভিলাষ, নীচসঙ্গ, মহদুপেক্ষা,

পাপ, অপরাধ প্রভৃতি শ্রেয়ো ঘাতক ও বাধক। অতএব নিষিদ্ধাচারে গণ্য। মুখ্যতঃ ইহারা হরিস্মৃতির বাধক ও নাশক। ইহারা অধিকাংশই অধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের শাখা রূপে গণ্য মান্য। ইহারা কলির ন্যায় সাধক চরিত্রের কলঙ্ককর। ইহারা নিজ প্রভাবে তথা সঙ্গদানে কল্যানচরিত্রকে কলুষিত, নিন্দিত ও স্বার্থ থেকে বঞ্চিত করে। একে জীব কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ তাহাতে যদি ঐ অধর্ম্মগুণাবলী তাহার চরিত্রে রাজ্য করে তাহা হইলে সে নিশ্চিতই হরিবিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়া যায়। অতএব কল্যানের পরিবর্ত্তে যাহারা অমঙ্গলের রাজ্যে পৌঁছাইয়া দেয় তাহাদের নিষিদ্ধাচার সংজ্ঞাই যথাযোগ্য বটে। বহির্ম্মুখ জীবে পূর্ব্বোক্ত নিষিদ্ধাচারগুলি স্বতঃসিদ্ধ ও সঙ্গসিদ্ধ ভাবে বিদ্যমান্। আর অহিংসাদি ধর্ম্মাচার গুলি সিদ্ধে স্বতঃসিদ্ধ রূপে বিরাজমান্। ইহারাই সাধকের সাধ্যরূপে কৃত্য। সিদ্ধ আচারই সাধকে বিধি রূপে সেব্যমান্। কারণ সিদ্ধের যাহা লক্ষণ সাধকের তাহাই সাধন বিধি। সিদ্ধস্য লক্ষণং যদ্ধি সাধনং সাধকস্য তৎ অর্থাৎ সিদ্ধভক্তের প্রেমাচার গুলি সাধকের কর্ত্তব্যবিধিরূপে উপদিষ্ট। সাধক এইগুলি সাধন করিতে করিতে সহজদশায় সিদ্ধের ভূমিকায় আরুঢ় হয়। যাহারা ভক্তির সাধক, বিধিগুলি তাহাদিগকে আশ্রয় করে এবং নিষেধ গুলি পরিত্যাগ করে। যাহারা সিদ্ধভক্ত তাহারা বিধিনিষেধের অতীত হন। তাহারা বেদাতীত ও লোকাতীত হন। বিধি সাধকেরই সেবক, সিদ্ধের নহে। গন্তব্য প্রাপ্তে গতি থাকে না। গন্তব্যপ্রাপ্তের পথ সেব্য নহে। গন্তব্যকামীরই পথ সেব্য। কারণ সিদ্ধের সাধন থাকে না। যেমন গন্তব্য প্রাপ্তের গতি থাকে না। যেমন রোগীর পক্ষে ঔষধ সেবন বিধি কিন্তু সুস্থের পক্ষে তাহা বিধি নহে। অল্প ভোজন অল্পরোগীর পক্ষে নিষিদ্ধ কিন্তু সিদ্ধের পক্ষে নহে। উপবাস বিধি হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হয় অর্থাৎ হরিস্মৃতি পর না হইলেই নিষিদ্ধ হয়। কখনও অসমর্থ পক্ষে নিষেদও বিধিতে গণ্য হয়। যেমন চন্দ্র সূর্যাদির গ্রহণে অন্নভোজনে দোষ কিন্তু অসমর্থ চরিত্র পক্ষে তাহা দূষণীয় নহে । ব্রহ্মচারীর স্ত্রীসঙ্গাদি দোষাবহ নিষিদ্ধাচার কিন্তু গৃহী পক্ষে তাহাই বিধি। সন্ন্যাসীর অর্থ লালসা নিষিদ্ধ কিন্তু বণিকের তাহা বিধি। অতএব স্থির সিদ্ধান্ত ইহা যাহা হরিস্মৃতিকর তাহাই বিধি এবং যাহা বিস্মৃতিকর তাহাই নিষিদ্ধ। প্রসিদ্ধ বেদ বিধিও ভজনের প্রতিকূলে নিষেধে গণ্য হয়। এবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ যথা -ভাগবতে একাদশে উদ্ধব প্রতি --আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। ধর্ম্মান্ যো সর্ব্বান্ সন্ত্যজ্য মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ।। বেদশাস্ত্রে আমা কথিত বর্ণাশ্রমাত্মক ধর্ম্মগুলির দোষগুণ বিচার করতঃ তাহা আমার একান্তভক্তির বাধক জানিয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করতঃ যিনি আমাকে ধর্ম্মমূল জানিয়া ভজন করেন তিনি সত্তম অর্থাৎ সাধুশ্রেষ্ঠ। অতএব স্পষ্ট জানা গেল পূর্ব্ব বিধি অপেক্ষা একান্ত ভজনাদি ব্যাপারে পরবিধিই বলবান্। তজ্জন্য পূর্ব্ববিধি তৎকালে নিষিদ্ধ ও পরবিধি প্রসিদ্ধাচারে গণ্য। এখানে পূর্ব্ববিধি অপ্রধান্য হরিস্মৃতির অনানুকূল্যে এবং পরবিধির প্রাধান্য হরিস্মৃতি রূপ পরমধর্ম্মের প্রসিদ্ধি কল্পেই জানিতে হইবে। আরও জানা যায় বেদ প্রসিদ্ধ বিধিও শ্রীকৃষ্ণভজনে অপ্রসিদ্ধ। সেখানে বেদাতীত রাগ ধর্ম্মই বিধি কেন না রাগ ধর্ম্মে কৃষ্ণস্মৃতির নৈরন্তর্য্য বর্ত্তমান্। রাগ মনোধর্ম্ম, ইষ্ট বস্তুতে যে সারসিকী ভাব এবং তজ্জন্য তাহাতে যে পরমাবেশ তাহাই রাগ বাচ্য। যাহারা রাগপ্রাপ্ত তাহাদের বিধিগুলি রাগময়। সাধারণ বেদ বিধি তাহাদের পাল্য নহে। কারণ যাহারা কাব্যরসিক তাহাদের ব্যাকরণ পাঠ্য হয় না। কখনও ভজনের বিশেষ পর্য্যায়ে উপস্থিত হইলে ভক্ত বেদ বিধি নিষেধের অতীত হইয়া যান। নারদ বলেন-- যস্য যমনুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ। স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্।।অর্থাৎ আত্মভাবিত ভগবান্ যখন যাহাকে অনুগ্রহ করেন তখন তিনি লোকাচারে ও বেদাচারে পরিনিষ্ঠিত মতিকেও ত্যাগ করেন। স্বরূপস্ব যথা বন্ধমোক্ষাতীত তথা স্বরূপস্বও বিধিনিষেধের অতীত, পাপপূন্যাতীত, শোকমোহাতীত। কারণ তিনি স্বরূপে প্রতিষ্টিত তাহাতে কোন বিধি নিষেধের অপেক্ষা নাই। প্রাপ্তস্বরূপ সর্ব্বদাই বেদোক্ত বিধিনিষেধের অতীত। যথা যাহার দেহে চর্ম্মরোগ আছে তাহার নিম্বাদি ভোজন বিধি এবং বেগুনাদি ভোজন নিষিদ্ধ কিন্তু যাহার চর্ম্মরোগ নাই তাহার খাদ্যে চর্ম্মরোগোচিত বিধি নিষেধের ব্যবস্থা থাকে না। কখনও কোন সিদ্ধের নিষিদ্ধাচার দোষাবহ নহে কারণ তিনি অগ্নিতুল্য সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, যাহারা বুদ্ধির পরপারে অবস্থিত আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা শাস্ত্রকথিত বিধি নিষেধের অতীতে অবস্থান করে। অতএব উপসংহারে সিদ্ধান্ত হয় জীবের সাধকাদি অবস্থা বিশেষেই বিধি নিষেধের যোগ্য ব্যবস্থা সমুচিত হয়। সর্ব্বাবস্থাতে সকল বিধিনিষেধ পাল্য হয় না। যথা অপক্কমাটির পাত্রে জল রাখা নিষিদ্ধ। কারণ জলযোগে মাটি গলিয়া যায় কিন্তু পক্কমাটির পাত্রে জল রাখা বিধি। কারণ পক্কাবস্থায় সে জল ধারণ যোগ্য হয়। তদ্রূপ অপক্কযোগীর পক্ষে বিষয় সংসর্গ দোষাবহ পরন্তু পক্কযোগী অগ্নিতুল্য পবিত্র এবং পাবন শক্তিমান্। পরন্তু সর্ব্ব বিধিনিষেধের মূল হরিস্মৃতি ও বিস্মৃতি। জানিতে হইবে যে-বিশেষ্যের বিশেষণ তথা বিশেষণের বিশেষণবৎ বৈদিক ও লৌকিক গুণকর্ম্মাদি হরিস্মৃতির আনুকূল্য করে বলিয়া তাহারাও বিধিতে গণ্য। কখন কখন বৈদিক ধর্ম্মকর্ম্মাদি অনিষ্ট সাধক না হইলেও ইষ্ট সাধক হয় না। যথা দশম শ্রেণীর ছাত্র পক্ষে অষ্টমশ্রেণীর পাঠ্য বিরোধী না হইলেও অভীষ্ট সাধক হয় না। তথাপি হিতৈষী পক্ষে অভীষ্টপ্রদ বিষয়েই সাবধান হওয়া উচিত। কখন কোন সাধক বিধি পালনের ব্যস্ততায় মুখ্য বিধি হরিস্মৃতি থেকে দূরে থাকেন। এমতাবস্থায় বিধি পালনে নৈষ্টিকতাও নিষিদ্ধাচারে পরিগণিত হয়। কখনও নিয়মাগ্রহ বশে হরিস্মৃতিকেও নিয়মের অধীন করা নিষিদ্ধাচারে গণ্য। অন্যত্র প্রাকৃত নায়ক নায়িকা সম্বন্ধে পারকীয় বিহার নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় হইলেও গোপীদের কৃষ্ণ প্রতি পারকীয় ভাব পরম ধর্ম্ম বিশেষ বলিয়া তাহা পরম বিধিতে গণ্য। যথা ভাগবতে রাসকেলি ফলশ্রুতিতে- - অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষীং তনুমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।। অপিচ নিকুঞ্জ লীলা স্মরণীয় হইলেও অজাতরতি অনর্থগ্রস্থ সাধক পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ এবং জাতরতি পক্ষে তাহা প্রসিদ্ধ বিধি। অনর্থগ্রস্থ না হইলেও দাস্য সখ্য বাৎসল্য ভক্তিমানদের পক্ষে রাধাকৃষ্ণের নিকুঞ্জ লীলা স্মরণ নিষিদ্ধ বিষয়। কারণ তাহা দাস্য বাৎসল্যরসের বিরোধী বিষয়। ইহাতে কৃষ্ণস্মৃতি রূপ বিধি রসবিরোধে বিষাক্ত হইয়া রসপুষ্টি না করিয়া রসাভাস বা কুরস সৃষ্টি করে। এই রসাভাস ভগবানের সুখের কারণ নহে। সিদ্ধান্ত বিরোধ আর রসাভাস শ্রবণে মহাপ্রভু মনে ক্ষুব্ধ হইতেন অতএব তাহা নিষিদ্ধ। ইষ্টের রোষ ও ক্ষোভের কারণ কখনই বিধিতে মান্য হইতে পারে না। দাক্ষিণাত্যনিবাসী জনৈক রামভক্তের ভাবুকতায়

গৌরসুন্দর সুখী হইলেও তাহার অপসিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন।অর্থাৎ অপসিদ্ধান্তযুক্ত ভাবুকতাও নিষিদ্ধ ব্যাপার। অনধিকারচর্চ্চা তথা পরচর্চ্চা যেমন নিষিদ্ধ তথা কৃষ্ণভক্তের দেবতান্তরের উপাসনাও নিষেধে গণ্য। কারণ তাদৃশ উপাসনায় ব্যভিচারভাব পরিলক্ষিত হয় এবং তাহা নিজ রসপুষ্টি ও অভীষ্টতুষ্টির কারণ নহে। ব্রজস্থিত কুমারীদের কাত্যায়নী পূজা কৃষ্ণপ্রাপ্তির কারণ রূপেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া সাধকের তাহা সাধন বিধিতে গণ্য নহে। যেহেতু সাধক দেহে তাহা নিষিদ্ধ। তাহা ক্বচিৎ সিদ্ধদেহের কৃত্য বিশেষ হইলেও কিন্তু সার্ব্বজনীন কৃত্য নহে। কারণ ব্রজকিশোরী গণ কাত্যায়নীর পূজা না করিয়াই কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। আরও বিচার্য্য স্বকীয়ার বিধি পরকীয়াতে নিষিদ্ধ এবং পরকীয়ার বিধিও স্বকীয়াতে নিষিদ্ধ ব্যাপার। নায়িকা প্রকরণে প্রখরার আচার মুগ্ধায় অনুচিত বিচারে নিষিদ্ধ কারণ প্রাখর্য্য মুগ্ধায় রসোদয় করাতে পারে না। পুনশ্চ অধীরা ভাবে প্রখরার পদবী প্রাপ্তে বামা নায়িকায় মানকাঠিন্য প্রসিদ্ধ বিচারে বিধিতে গণ্য। অতএব অবস্থা বিশেষে কার্য্যকারিতার গুণদোষ বিচারে বিধি নিষেধ প্রসিদ্ধ ব্যাপার। ইহাও হরিস্মৃতির আনুকূল্য প্রাতিকূল্য বিচারেই প্রতিষ্ঠিত।

---ঃ০ঃ০ঃ০ঃ----

শ্রীকৃষ্ণের ননীচুরিলীলাস্বাদ

জয় নন্দলাল জয়গোপাল

লীলাপুরুষোত্তম গোবিন্দ লীলাভরে ব্রজরাজ নন্দের নন্দন হইয়াছেন। ব্রজে আনন্দের তরঙ্গ খেলে চলেছে। নন্দলাল হয়েছেন সকলের আনন্দকন্দ।

কালক্রমে হাঁটিতে শিখেছেন, কমলালালিত ললিতচরণ বিন্যাসে পৃথিবী ও গোপীদের আনন্দ বর্দ্ধন করে চলেছেন। সঙ্গে মিলেছেন সম বয়স্ক গোপ বালকবৃন্দ। যেন সোনায় সোহাগা। তারা সকলেই কৃষ্ণের সখা, কৃষ্ণগতপ্রাণ। একসঙ্গেই উঠা বসা চলা ফেরা আহার বিহার খেলাধূলা। খেলা আর কিছুই নয় জগতে প্রসিদ্ধ বালখেলা। ঈশ্বর হয়েও প্রাকৃত বালকবৎ প্রাকৃত খেলায় বিভোর। খেলার মধ্যে আবার ননীচুরী তাঁর প্রসিদ্ধ খেলা। পড়সী গোপীদের ঘরে ঘরে ননীচুরীর সাড়া পড়ে গেছে। যাদের ঘরে চুরি করেন তাদের বালকেরাও তাঁর সঙ্গী। তাই চুরি খেলায় এত আনন্দ। কেবল ননী নয় তার সঙ্গে দুধ দই পেলেও ছাড়া নেই। যে যে ঘরে এসবের অভাব সে সে ঘরেই উৎপাত অপন্যায়ের প্রচার। অকালে বৎস মোচন, ধরা পড়লে ক্রোধ প্রকাশ, শিশু কাঁদান, কলসী ভাঙ্গাভাঙ্গি, উপস্কৃত স্থানে মল মূত্রাদি ত্যাগ ইত্যাদি।

গোপগোপীগণ ব্রজবালক সহ বালকৃষ্ণের এসব খেলায় বাহ্যতঃ রুষ্ট হলেও অন্তরে মহাতুষ্ট। কৃষ্ণের বালচাপল্য মাধুর্য্যাস্বাদনে তারা ধন্যা সার্থকজন্মা।

সার্থক তাঁদের নয়ন মন ।তাঁদের অন্তরে প্রেমযোগ, বাইরে অভিযোগ। অন্য গোপীর সংযোগে তার রসাস্বাদনে কর্ণ রসায়নের সুবর্ণসুযোগ। আড়াল থেকে বালকৃষ্ণের চৌর্য্যচাতুর্য্য দর্শনে আনন্দ আর ধরে না। আর হাতে ধরা পড়লে ননীচোরার কাকুতি মিনতির অন্ত থাকে না। সেই কাকুতি মিনতিতে গলে যায় গোপীর অন্তর। কার্য্যান্তরে আর মন থাকে না, থাকে কেবল ননীচোরার লীলান্তরে। বালকৃষ্ণের মৃদুবচনে, মৃদুলাঙ্গের পরশে, মধুর রূপমাধুরী পানে মানে না মনের মানা কার্য্যের চাপ। বেড়ে চলে মনের তাপ, নয়নের জল, স্তনের ধারায় স্নাত হয় কাঁচুলী। কোলে নিতে, মুখে চুম্বা দিতে, বুকে ধরে স্তন পান করাতে সাধের প্রাসাদ গড়ে উঠে। সেই প্রাসাদান্তরে জননী হয়ে রত থাকেন গোপালের সেবায়। কোন গোপী গোপাল চিন্তায় তন্ময় হয়ে তাঁরই লীলাগানে বিভোর হয়ে পড়েন। কোন গোপী নিদ্রাঘোরে ঐ ননীচোরা যায়, ধর ধর বলে চীৎকার করে উঠেন। কোন গোপী দধি মন্থন করতে করতে আপন মনে ননীচুরি লীলা স্মরণ করে হাসতে থাকেন। কখনও বা যশোদাভাবে বিভোর হয়ে গোপাল গোপাল বলে ডাকতে থাকেন। কোন গোপী তাঁর সখীকে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলে রসাস্বাদন করেন। বলেন কি সখি! গতরাত্রে স্বপ্ন দেখছি ননীচোরা আমাদের বাড়ীতে এসেছে। আমি আড়ালে থেকে দেখছি ননীচোরা ঘরে ঢুকলো না। আনমনা হয়ে চলে যাচ্ছে। ডাকলাম চোরা! ননীচুরি করবে না? গোপাল বললো -না তোমার ঘরে কোন দিনই আর আসবো না। আমি বললাম -কেন গোপাল? গোপাল বললো-তুমি আমার নামে নালিশ করেছ কেন? আমি বললাম -আর করবো না। এই বলে গোপালকে কোলে নিতে গেলাম। দ্রুত পদে গিয়ে তাঁকে ধরলাম। কোলে আসতে চায় না। কেঁদে ফেললো। কাঁদতে কাঁদতে বললো নালিশ করে আদর কিসের? আমি বললাম-বাবা গোপাল! আর করবো না, এই ননী খাও মাণিক। কোলে নিয়ে কত না সাধলাম। খাবেই না। আমি কাঁদতে লাগলাম ননীহাতে। গোপাল চলে গেল। ওমা! কিছুক্ষণ পরে দেখি ননীচোরা মিটি মিটি হাসতে হাসতে হাতের ননী খেতে লাগলো আর একহাতে আমার নয়ন জল মুচায়ে দিল। তাঁকে কোলে নিয়ে মুখে চুম্বা দিতেই নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। কোন গোপী বললো সখি!সত্যই বলি গোপালকে না দেখে থাকতে পারি না। মনে ভাল লাগে না। কোন গোপী ননীচোরার আগমনের প্রতীক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কখন আসবে? কেন আসছে না? কি হলো? সাড়া পাওয়া যায় না কেন? তবে আজ কি আসবে না? তাঁর জন্য তো ননী রেখে দিয়েছি। যদি না আসে তবে কে খাবে? কি হবে ? না খেলে কি ভাল লাগে? তবে কি নালিশ করেছি বলে মনে দুঃখ পেয়েছে? হায় কেন বা নালিশ করলাম। বলতে বলতে গোপী অঝোর নয়নে কাঁদতে থাকেন। নয়ন তারাকে না দেখে গোপী ঘরে থাকতে পারেন না। বার বার ছুটে যান নন্দভবনে। ঘরের কাজ সব পড়ে থাকে। নিজ শিশু কাঁদতে থাকলেও তাতে ভ্রুক্ষেপ দেয় না। শাশুড়ীর অভিযোগে মনোযোগ নাই। গোপালের মা মাসিমা ডাক যেন হৃদয়কে কেড়ে নেয়। তপ্তইক্ষু চর্ব্বনের ন্যায় তাঁর বাল চাপল্য গোপীদের অসহ্য ও অত্যাজ্যরূপে তদেকচিত্ততা সম্পাদন করে। সকল কাজের মাঝে অন্তরে বালকৃষ্ণের লীলার প্রস্রবণ বয়ে চলে। কখনও বা গোমুখ দিয়ে গঙ্গাধারার ন্যায় শ্রীমুখ দিয়ে বালকৃষ্ণের লীলামৃত তরঙ্গিণী তরঙ্গরঙ্গিণী রূপে প্রবাহিত হয়। দিন দিন ননীচোরার প্রভাব ও প্রতাপ বেড়ে চলেছে। গোপীদের কাণাকাণিও বেড়ে চলেছে প্রবলধারে । একদিন গোপীগণ দলবদ্ধভাবে উপস্থিত হলেন নন্দভবনে। নন্দরানী তখন গোপাল সেবায় তৎপরা। দলবদ্ধ ভাবে আসতে দেখে যশোদা মা অভ্যুত্থান করে জিজ্ঞাসা করলেন-ওগো তোমাদের আগমনের কারণ কি বল না?

গোপীগণ-আমাদের কিছু অভিযোগ আছে।

যশোদা-- অভিযোগ? কিসের অভিযোগ?
গোপীগণ--তোমার গোপালের নামে।
যশোদা-আমার গোপাল তোমাদের কি করেছে?
গোপীগণ--কি করেছে তা তোমার গোপালের কাছে শুনে দেখ না।
যশোদা--গোপাল! তুমি ওদের কি করেছ?
গোপাল--আমি কিছুই করি নাই ।
যশোদা--তবে ওরা এসেছে কেন? সত্য বল তুমি কি ওদের বাড়ী গিয়েছিলে?
গোপাল--না মা আমি ওদের ঘরে যায়নি।
গোপী--ওমা যশোদে! তোমার গোপাল এত মিথ্যা বলতে পারে?
যশোদা--কি হয়েছে খুলে বল না।
গোপী--তবে শুন, তোমার গোপাল অন্যান্য বালকদের সঙ্গে আমাদের ঘরে ঘরে ননীচুরি করে, অপচয় করে, অন্যায় করে।
যশোদা- তোমরা ঘরে থাক না?
গোপী- ঘরে থাকলেও কিন্তু ওর চুরির পদ্ধতি বড় চমৎকারপ্রদ।
যশোদা - কেমন সে পদ্ধতি ?
গোপী-- গোপাল চুরি করতে যায়। আমরা ঘরে আছি দেখে অলক্ষিতরূপে অসময়ে বাঁছুর ছেড়ে দেয়। কে ছাড়ল কে ছাড়ল? বলতেই ও লুকিয়ে থাকে অন্যত্র। আমরা বাঁছুর সামলাতে যায়। এই অবসরে বালকদের সঙ্গে চুরি করে চলে।
যশোদা--গোপাল! তাই নাকি?
গোপাল-- না মা আমি কখনই চুরি করি না।পরঘরে যায় না, পরের ননী খাই না। আমি তো তোমার চোখে চোখেই থাকি।
এই কথায় গোপী বিস্মিত। বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। গোপাল ঠিকই বলেছেন তিনি পর ঘরে যান না। তবে যাঁদের ঘরে গিয়েছিলেন তাঁরা কি পর নহেন? বা তাঁদের ঘর কি পর ঘর না? না। তাহা পর ঘর নহে। শ্রীশুকদেব বলেছেন, গোপীগণ নিজ নিজ পুত্র অপেক্ষা কৃষ্ণে কোটি গুণ স্নেহ করেন। প্রাণাধিক করে জানেন ও মানেন। বলুন তাঁরা কি কখনও কৃষ্ণের পর হতে পারেন বা তাঁদের ঘর কি কখনও পর ঘর হতে পারে? তাঁরা কৃষ্ণের পরম আত্মীয়জন। সেই পর যার সঙ্গে নাই কোন প্রীতি সম্বন্ধ। কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীর সম্বন্ধ প্রাণে প্রাণে। অতএব গোপী পর হতে পারেন না। তাই গোপাল বলছেন, আমি পর ঘরে যায় না। আরও বললেন আমি পর ননী খায় না। তার অর্থ এইরূপ-কৃষ্ণ পক্ষে অভক্তই পর। তাদৃশ অভক্তগৃহে কৃষ্ণ যান না বা তাদের ননীও খান না। পর ননী খাই না অর্থাৎ নিজ ননীই খাই। এর অর্থ-কৃষ্ণপরা গোপীগণ কৃষ্ণ গুণগান যোগে যে ননী তুলেন, যা তুলতে তুলতে মানসে কৃষ্ণের ননীভোজন লীলারও ধ্যান করেন, সেই ননী তো পরের হতে পারে না। সেই ননী তত্ত্বতঃ তাঁরই। তাই গোপাল বলেছেন, আমি পর ঘরে যায় না, পর ননী খায় না। আবার গোপাল বললেন, আমি চুরি করি না।
গোপী- গোপাল! তুমি এ কি বলছ। সেদিন যে তোমায় হাতে হাতে ধরেছিলাম। তখন কতই কাকুতি মিনতি মা মাসী বলে ছাড় পেয়েছিলে। সেকথা কি তোমার মনে নাই? আর এখন বলছ চুরি করি না। ও বুঝতে পেরেছি মায়ের কাছে মারণ খাওয়ার ভয় আছে।
ভাবার্থ--গোপাল বললেন, আমি চুরি করি না।(স্বগত)কারণ আমার পর বলে কেহই নাই, কিছুই নাই। সবই আমার, আমাতেই আছে। আমিই সকলের মালিক। যাঁরা অভিযোগ জানাচ্ছেন তাঁরাও আমার। আমি চুরি করবো কেন? আমার অভাব কিসের ? অভাবীই চুরি করে। আমার অভাব নাই তাই চুরি করি না। কেবল মাত্র আমার জন্য যাহা প্রস্তুত হয় অন্যত্র আমি তাহাই গ্রহণ করি। এতে আমি চোর হবো কেন? (প্রকাশ্যে)-বল মা আমি চোর হলাম কেমন করে? আমার সঙ্গে ঐগোপীদের ছেলেও ছিল। সে আগে আমার মুখে ননী দিয়েছিল।তাহলে আমি চোর হবো কেন? আরও বিচার কর মা আমি যে চুরি করেছি তাহা ওনী কেমন করে জানলেন?
গোপী-আমি সাক্ষাতে তোমাকে চুরি করতে দেখেছি।
গোপাল- মা! বিচার কর। মালিকের সাক্ষাতে মালিকের ছেলের দেওয়া বস্তু গ্রহণে গ্রহণকারী কি কখনও চোর হয়? এ কেমন অভিযোগ। অন্যায় করে বললে আমিও ছেড়ে দিব না মা।
যশোদা-গোপাল! তুমি একটু আগেই বললে আমি পর ঘরে যায় না কিন্তু এখন প্রমাণিত হলো তুমি পর ঘরে যাও। তুমি যে চুরি কর তাহাও প্রমাণিত হচ্ছে ।
গোপাল- মা এ তোমার বোঝার ভূল। আমি চোর একথায় তুমি বিশ্বাস করলে কেমন করে? জান তাঁরা নিজেরাই চোর তাঁদের ছেলে চোর। তাই আমাকেও চোর সাজাচ্ছে।
ভাবার্থ--গোপাল বললেন, তাঁরা চোর আমি নহি। কেন? না শাস্ত্র বলছেন দেবদত্ত বস্তু দেবতাকে না নিবেদন করে গ্রহণ করাই চুরি কার্য্য। অতএব যাহা ভগবানে অর্পিত হয় নাই তার গ্রহণে চুরি করা হয়। আমি সেই ভগবান্। আমাকে না নিবেদন করে খাই তাই তাঁরাই চোর। আমারই সব, আমিই সবের মালিক। আমার প্রসাদই তাঁর ভক্ষ্য। সেখানে নিজেই ভোক্তা সেজে যে আমাকে না জানায়ে খায় সে চোর। মালিকের বস্তু মালিক লইলে কখনই সে চোর হয় না। অতএব আমি চোর নহি তাঁরাই চোর।
যশোদা-তোমাকে তাঁরা হাতে তুলে দিয়েছে কি?
গোপাল- না তাঁর ছেলে তুলে দিয়েছে,আমি খেয়েছি মাত্র।
যশোদা-তা হলে তো তোমার চুরি করাই হলো।
গোপাল- (রাগ করে)আমি পর ঘরে চুরি করি তো বেশ করি। আমি পর ঘরেই চুরি করি জানবে।
ভাবার্থ-গোপাল বলছেন, আমি পর ঘরেই চুরি করি, অপর ঘরে নয়। পর ঘর মানে শ্রেষ্ঠ ঘর। যে ঘরে আমার ভক্ত থাকে, যে ঘরে আমার ভোগের বস্তু থাকে, যে ঘর আমার গুণগানে মুখরিত সেই ঘরই পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ঘর। আমি সেই ঘরেই চুরি করি।
যশোদা-(মুখে চুম্ব দিয়ে)গোপাল বেশ!তুমি চুরি কর না মানলাম কিন্তু এরা কি মিথ্যা বলছে ?
গোপাল -হাঁ এরা মিথ্যাই বলছে। এরা সকলেই মিথ্যাবাদিনী।
তাৎপর্য্য- গোপাল বললেন এরা সব মিথ্যাবাদিনী তাহা সত্যই। কারণ যাদের তত্ত্বজ্ঞান আছে তারা জগদীশ্বর
কৃষ্ণকে চোর বলতে পারে না, পর বলতে পারে না। তবে যে বলে তা কৃষ্ণের মায়া বলেই বলে। তাঁর মায়া গুণে জীবের স্বতন্ত্র বুদ্ধি হয়। ভেদবুদ্ধি হয়, পর জ্ঞান হয়। কৃষ্ণের সম্পত্তিকেই নিজের সম্পত্তি বলে দাবী করে আর কৃষ্ণকে মানে পর। বিচার করুন, বিক্রীতদাসের মালিকত্ব কোথায়? সেব্যের সেবা সম্পত্তির রক্ষণবেক্ষণের ভার থাকে সেবকের। সেবক যদি ঐ সম্পত্তির মালিকত্ব দাবী করে

তবে তাহার মিথ্যাবাদীত্বই প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয়। যাহা তত্ত্বতঃ সত্য নহে কিন্তু সত্যের মত প্রতীত হয় তাহাই মায়া। সেই মায়া বলে জীব যাহা বলে সবই মিথ্যাময়। তাই গোপাল বললেন, এরা সব মিথ্যাবাদিনী।

গোপী--গোপাল! আমরা নাই মিথ্যাবাদিনী হলাম এবং তুমিও চোর নহ বেশ ভালকথা তবে আমাদের দেখে তুমি ভয়ে পালায়ে যাও কেন? মালিক তো কখনও পলায় না, পলায় মাত্র চোর।

গোপাল- আমি পলায় ভয়বশতঃ নহে কিন্তু কৌতুক ভরে তোমাদের ভ্রান্ত ধারণা দেখে।

যশোদা- গোপীগণ! তোমাদের কাছে আমার নিবেদন তোমরা দই দুধ মাখনাদির পাত্রগুলি উচ্চস্থানে রাখিও যাতে গোপাল হাতে না পায়।

গোপী--ওমা! তা আর বলতে হবে না। আমরা আগেই সেরূপ রেখে দেখেছি। তোমার গোপাল চতুর শিরোমণি সব জানে উদুখলাদি যোগে সেই উচ্চস্থান থেকে মাখনাদি চুরি করে। যদি কোন সহায় না পায় তাহলে সখাদের পীঠে উঠে আনন্দ করে চুরি করে। যদি সেই উপায়েও মাখন ভাণ্ড হাতে না পায় তাহলে লাঠি দিয়ে তা ভেঙ্গে ফেলে আর আনন্দ মনে লুট করে খায় ও বানরকে দেয়।

প্রশ্ন-ভগবান্ সখাদের সঙ্গে ননী খান সেতো উত্তমকথা কিন্তু বানরদিগকে দেন কেন?

উত্তর-ঐ বানর গুলি তাঁর ভক্ত। তারা বানর হয়ে প্রভুর সেবা করে। তারা প্রভুর প্রসাদের প্রত্যাশী। তাই তাদেরকে কৃষ্ণ প্রসাদী মাখনাদি দেন, তাঁর বানরের নাম দধিলোভ।

যশোদা-- গোপাল! তুমি এইভাবে ওদের ঘরে ননীচুরি ও অপচয় কর?

গোপাল- না মা শপথ করে বলছি আমি চুরি করি না। আমার সঙ্গীরা আমার দ্বারাই করায়।

ভাবার্থ-গোপাল বলছেন, আমি চুরি করি না সঙ্গীরাই করায়। ইহা সত্য ঘটনা। কারণ ভগবান্ ভক্তবশ, ভক্ত প্রেমাধীন, ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরু। তাঁদের প্রার্থনা পূর্ণ করতে যেয়ে ভগবানের আত্মারামতা আপ্তকামতা স্বতন্ত্রতার প্রকাশ অনেক স্থানেই হয় না। যথা তিনি গোপীদের প্রার্থনায় পারকীয় রতি বিলাস করেছেন। ভক্তের প্রতিজ্ঞা রাখতে যেয়ে নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন, পিতা হয়েও পুত্র হয়েছেন, প্রভু হয়েও ভৃত্য হয়েছেন, সর্ব্বজ্ঞ হয়েও মুগ্ধ হয়েছেন, মালিক হয়েও চোর সোজেছেন।

যশোদা-সখীগণ ! তোমরা এক কাজ করিও। তোমাদের দুধ দয়ের ভাণ্ডগুলি অন্ধকার ঘরে রেখে দিও।

গোপী--(হাসতে হাসতে) রানী আর বলতে হবে না তাও করে দেখেছি। আমরা অন্ধকার ঘরে গোপনে রেখে দেখেছি কিন্তু সেখানেও তাঁর চুরি করতে অসুবিধা হয় না।

যশোদা - কেমন সে সুবিধা? গোপাল কি ঘরে দীপ জ্বালে?

গোপী-- না না দীপ জ্বালতে হয় না রানী। তোমার নীলমণির অঙ্গ কান্তিতেই ঘর আলোকিত হয়ে উঠে। সেই আলোকেই গোপাল স্বচ্ছন্দে চুরি করে যায়।

যশোদা -- তাই নাকি! গোপাল হাসতে থাকে। সেই হাসিতে ঝরতে থাকে কত সুধা, সেই সুধা পানে গোপীদের থাকে না আত্মস্মৃতি, ভূলে যায় অভিযোগ, স্নেহযোগে যোগিনী পারা হয়ে পড়ে তারা।

যশোদা- তবে তোমরা ঘর বন্ধ করে রেখ।

গোপী--ওমা তা আর বলতে হবে না।কতবার বন্ধ করেছি কিন্তু তোমার গোপাল কি যে ভেল্কি জানে তা জানিনা। দরজায় হাত দিতেই খুলে যায়।

যশোদা--ও তাই নাকী? তাহলে তোমরা দ্বারে বসে থাকিও।

গোপী-- রানী! তাও দোখেছি কিন্তু তোমার মোহন গোপাল নানা ছলে আমাদেরকে সরায়ে স্বচ্ছন্দে চুরি করে যায়। একদিনের ঘটনা শুন। আমি দ্বারে বসে আছি। এমন সময় একটি বালক এসে বললো মাসিমা শুনেছেন যমুনা তীরে একজন অদ্ভূত সাধু বাবা এসেছেন। তাঁকে দেখতে কত লোক চলেছেন। সবাইকে তিনি আশীর্ব্বাদ করছেন। আপনি যাবেন না? আমি একথা শুনে সাধু দর্শনে গেলাম। ওমা যমুনা তীরে যেয়ে কোথাও কাহাকেও দেখতে না পেয়ে বিস্মিত মনে ঘরে ফিরলাম। ঘরে ঢুকতেই দেখি দুধ দয়ের ছড়াছড়ি, মাখন পাত্র শূন্য। তখনই বুঝতে পারলাম তোমার গোপালের চালাকী। সাক্ষাতে দেখলাম তাঁর পায়ের চিহ্ন ঘর ভরা।

যশোদা--গোপীগণ! তোমরা যা বলছ তা সত্য মানলাম। কিন্তু আমার অনুভবের কথা শুন। সত্যই বলছি আমি গোপালকে সব সময় আমার ঘরেই খেলতে দেখি। আর তোমরা বলছ আমাদের ঘরে অপচয় করে।

গোপী-- রানী! তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝলাম যদি হাতে ধরে এনে দেখাই তবে বিশ্বাসতো করতেই হবে।

যশোদা-- হাঁ সেটাই ভালকথা। ভাবার্থ --যশোদা বলছেন গোপালকে আমি আমার ঘরেই খেলতে দেখি একথা মিথ্যা নয় আর গোপী বলছেন আমাদের ঘরে খেলে একথাও মিথ্যা নয়। কারণ গোপালদেব ঈশ্বর, এক হয়েও তিনি যুগপৎ অনেকের মনোরথ পূর্ণ করতে সমর্থ। একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। অতএব তিনি যুগপৎ যশোদা ও গোপীর ঘরে খেলা করেন ইহা সত্য ঘটনা ।

গোপীগণ যশোদাকে সম্ভাষণ করে নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেলেন। মনে চিন্তা কি করে ননীচোরাকে ধরা যায়।

গোপালের ধ্যান চলতে লাগলো মনে নানা কাজের মাঝে। অন্তর্যামী শ্রীহরি জানতে পারলেন গোপীর মনোভাব। বাঞ্ছাকল্পতরু চললেন গোপীর ঘরে ননী চুরি করতে। গোপী দূর থেকে গোপালকে আসতে দেখে দেহকে লুকায়ে রাখলেন আড়ালে। ইতস্ততঃ শঙ্কিতনয়নে নয়নাভিরাম প্রবেশ করলেন গোপীর ভবনে। ওদিকে গোপী আড়াল থেকে তাঁর চৌর্য্যচাতুর্য্য আস্বাদন করতে লাগলেন নয়ন ভরে। যেই না গোপাল ননী ভোজনে আনমনা হয়েছেন অমুনি যেয়ে গোপী পিছন থেকে ধরে ফেললেন ননীচোরকে। আহা গোপালের সেই ছটফটানি কে দেখে। কাকুতি মিনতির প্রবাহ বহে গেল। মাসিমা! আজ ছেড়ে দাও আর কোন দিন তোমার ঘরে আসবো না।

গোপী- আজ আর ছাড়াছাড়ি নাই গোপাল। তোমার মায়ের কাছে ধরে লয়ে যাব।

গোপাল- না না পায়ে পড়ি মাসিমা। মাকে একথা জানাবে না, জানালে মা মারবে।

গোপী-আজ আর ছাড়াছাড়ি নাই গোপাল। তোমার মাকে কতবার জানায়েছি কিন্তু বিশ্বাস করে নাই। আজ হাতে হাতে বিশ্বাস করিয়ে দিব। এই বলে গোপী গোপালের হাতে ধরে চলেছেন নন্দভবনে।

সাড়া পড়ে গেছে সর্ব্বত্র। সঙ্গী বালকগণও চলেছে। গোপী ঘুমটা টেনেছেন একহাত। গোপাল পথিমধ্যে নয়ন ঈঙ্গিতে সকলকে দলে করে কাতর ভাবে বলে উঠলো মাসিমা হাতে লাগছে। গোপী মধুর ভাবে ধরলেন তথাপিও গোপাল বলতে লাগলো হাতে ব্যাথা লাগছে। তবুও ছাড় নাই। গোপাল মনে যুক্তি করে গোপীকে লজ্জিত করবার জন্য তাঁর ছেলের হাতখানা নিজ হাতের কাছে এনে বললো মাসিমা!এই হাতে ব্যাথা লাগছে এই হাত খানা ধর না। গোপী তাই করলেন আনদাজে। ওমা এদিকে গোপাল দৌড়ে মায়ের কাছে এসে সাধু সেজে বসলেন। যশোদা তাঁর লালন পালনে আত্মহারা।ওদিকে গোপী নিজ পুত্রের হাত ধরে মহানন্দে নন্দভবনে চলেছেন। নন্দভবনের নিকটে যাইয়া উচ্চঃস্বরে ডাকতে লাগলেন। ও নন্দরানী! ও নন্দরানী! কোথায় তুমি ?

যশোদা উত্তর করলেন কেহে ডাকছ?

গোপী- এই যে তোমার গোপালকে ধরে এনেছি। দেখে নাও।

যশোদা-- কই আমার গোপালতো আমার কাছেই আছে।

গোপী--চোখে কম দেখছ নাকি? আমার হাতে গোপাল আর তুমি বলছো আমার কাছে ?

যশোদা-- ঘুমটাখানি খুলে দেখ না আমার গোপাল কোথায়?

গোপী ঘুমটা খুলেই দেখে তাঁর হাতে গোপাল নাই আছে নিজের ছেলে। সকলের মুখে হাসি আর ধরে না। গোপীও লজ্জিত ও বিস্মিত হয়ে যশোদার কাছে গোপাল দেখে হাসতে লাগলেন। বললেন, রানী! সত্যই তোমার গোপালকে ধরেছিলাম কিন্তু পথিমধ্যে সে চালাকী করে বললো হাতে লাগছে মাসিমা এই হাত ধরুন আমি তাই করলাম। এখন বুঝলাম চালাকী করে আমার ছেলের হাত ধরিয়ে দিয়ে গোপাল পালায়ে এসেছে।

গোপাল তোমার সত্যই চালাক শিরোমণি। তারপর গোপী গোপালের মুখে চুম্বা দিয়ে যশোদার সঙ্গে মিতালী করে ঘরে চলে গেলেন।

এই ননীচুরি লীলা ভক্তগোপী বিনোদন লীলা বিশেষ। মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ। ভগবান্ ননীচুরি ছলে গোপীদের ননীবৎ স্নেহমশৃণ কোমল চিত্তকে হরণ করেন। পরমার্থ বিচারে ইহাই গোপীদের প্রতি ভগবানের পরমানুগ্রহ স্বরূপ। আয়ুর্ঘৃতম্ ন্যায়ে গোপীদের চিত্তই নবনীতবৎ। শুকদেব প্রভুও বলিয়াছেন, ততস্তু ভগবান্ কৃষ্ণো বয়স্যৈর্ব্রজবালকৈঃ। সহরামো ব্রজস্ত্রীণাং চিক্রীড়ে জনয়ন্মুদম্।। অতঃপর ভগবান্ কৃষ্ণ ও বলরাম বয়স্য ব্রজবালকদের সহিত ব্রজস্ত্রীদের আনন্দ জন্মাইয়া খেলা করিয়াছিলেন। অতএব ননীচুরি লীলা গোপীদের পরমানন্দ কারণ রূপে পরমানুগ্রহ স্বরূপ। যদি প্রশ্ন হয় কৃষ্ণ যখন গোপীদের প্রাণাধিক প্রিয় স্নেহভাজন তখন চাইলেই তো পান তবে চুরি করে খান কেন?

উত্তর- ভগবান্ রসিকশেখর। রস কি ভাবে আস্বাদন করতে হয় তাহা তিনি ভালই জানেন। যেরূপ গৃহভোজন অপেক্ষা বনভোজন অধিক সুখকর তদ্রূপ চেয়ে খাওয়া অপেক্ষা চুরি করে খাওয়া কৃষ্ণপক্ষে রসপ্রদ আনন্দপ্রদ, চমৎকারপ্রদ। তিনি মধুরাধিপতি তাঁর সব কিছুই মধুর মধুর। অতএব তাঁর চুরিলীলাও মধুর মধুর রূপেই ভক্তের রুচিকর। যেরূপ স্বকীয়াভাব অপেক্ষা পরকীয়াভাবে রসোল্লাস আছে বলিয়াই ভগবান্ স্বকীয়া শক্তিরূপা গোপীদিগকে পরকীয়া করায়ে নিজে পরকীয় নায়ক হয়ে তদ্ভাব আস্বাদন করেছেন। যাহা রসময় নহে, যাহা সুখকর নহে তাহা ভগবানের আলোচ্য নহে, আচর্য্য নহে। কৃষ্ণ যে কেবল পর ঘরে চুরি করে খান তাহা নয় নিজ ঘরেও খান। গোপীদের মুখে তাঁর ননীচুরির কথা শুনে মা যশোদার মনে সেই লীলা দেখবার বাসনা জেগেছিল। বাঞ্ছাকল্পতরু কৃষ্ণ মায়ের সেই বাসনা পূর্ণ করেছেন দামোদর লীলায়। যেরূপ চিন্তামণির সংসর্গে তুচ্ছ লৌহাদি স্বর্ণে পরিণত হয় তদ্রূপ রসিকরাজের লীলায় যাহা অন্যত্র হেয় তুচ্ছ নিন্দনীয় তাহা পরম উপাদেয় প্রশংসনীয় হয়। দেখুন না, লোকে চুরি করলে দণ্ড পায়, পাপ হয়, যমালয়ে যায়। কিন্তু কৃষ্ণের চুরি লীলা ভক্তের জীবাতু। তার শ্রবণে পাপতাপ সংসারভয় যমভয় দূরে যায়। যেরূপ কাজল অঙ্গের অন্যত্র দূষণ স্বরূপ হইলেও নয়নের ভূষণ স্বরূপ তদ্রূপ সর্ব্বোত্তম আধারে হেয় ভাবও উপাদেয়তা লাভ করে। যেরূপ ধূলিকণা সামান্য হইলেও মহতের পদস্পর্শে মহত্ব ধারণ করে, শিরোধার্য্য হয়, মহিমান্বিত হয়, অন্যকেও মহৎ করে তদ্রূপ মহতো মহিয়ান্ ভগবানে অধর্ম্মও পরম ধর্ম্মবৎ সক্রিয়। ভগবান্ এমনই গুণের নিদান যে তাহাতে প্রসিদ্ধ দোষও গুণবৎ কার্য্য করে। তন্নিমিত্ত পাপও ধর্ম্মে পরিণত হয় আর তদ্ভাব রহিত হইলে প্রসিদ্ধ ধর্ম্মও পাপে গন্য হয়। ইহাই ঈশ্বরের ঈশত্ব। এ গুণ অন্য কোন দেবে বা জীবে বা কোন প্রাণীতে নাই। কারণ তারা সকলেই ক্ষুদ্র, বিভু নহে, ভূমাও নহে। ভুমা পুরুষই অচিন্ত্য গুণবান্। ভুমা গুণের আধার আর ক্ষুদ্রে দোষের প্রচার। বৃহৎজলাশয়ে কত জীব স্নানাদি করে, আবার পানাদিও করে, তাহাতে দোষের অবসর নাই কিন্তু এক ঘটি জলে কেহ হাত দিলে বা তাহাতে কোন প্রাণী পড়লে অথবা জাত্যন্তরের স্পর্শ হলে অপবিত্র ও অপেয় হয়। সূর্যে যেরূপ দিবা রাত্রের প্রশ্ন নাই আছে সূর্য্য প্রকাশিত জগতের তদ্রূপ ঈশ্বরে পাপপূন্যের বিচার নাই, আছে ঈশিতব্য বস্তুতে। অতএব যিনি পাপপূন্যের অতীত, যাহাতে ধর্ম্মাধর্ম্ম উজ্জ্বল বিমল রূপে বিদ্যমান্ সেই শ্রীহরিই জীবের আরাধ্য সেব্য পূজ্য ও শরণ্য। তাঁর পূজকও তৎপ্রভাবে পাপ পূন্যাতীত হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ হরিল ননী যে গোপীর ঘরে।
তাঁর ভাগ্য সীমা করিবারে কেবা পারে।।
ধ্যানে যাঁরে নাহি পায় জ্ঞানীযোগীগণ।
সে হরি হরিল ননী অদ্ভূত কথন।।
কত যত্নে নিবেদন করে কতজন।
তথাপি না খায় প্রভু সে উপকরণ।।
বিনা নিবেদনে যাঁর হরে সর ননী।
তাহাতে ভক্তবাৎসল্য প্রকাশ আপনি।।
ভক্তের দ্রব্য প্রভু কাড়ি কাড়ি খায়।
অভক্তের দ্রব্য প্রভু উলটি না চায়।।
ভক্তের দ্রবে প্রভুর বাড়ে তৃষ্ণালোভ।
লোভে হরে সেই দ্রব্য গোপিকাবল্লভ।।
ভক্তের দ্রব্যকে জানে প্রভু নিজ ধন।
মায়াবশে গোপী করে তাঁরে পর জ্ঞান।।
বাইরেতো রোষ খেলে, অন্তরে সন্তোষ।
এবিচিত্র ভাব করে প্রেম ধর্ম্মপোষ।।
যেজন রসিক সেই জানে তার মর্ম্ম।
অরসিকজন মানে তাহাকে অধর্ম্ম।।

বেদস্তুতি হরিতে নারে প্রভুর অন্তর।
গোপীর ভৎর্সনে বাড়ে আনন্দ প্রচুর।।
লালনপালন যৈছে বাৎসল্যানুভব।
তাড়ন ভৎর্সন তৈছে জান স্নেহভাব।।
যে গোপী ভর্ৎসিল সে যে গোবিন্দবৎসলা।
বাৎসল্যে শাসন স্নেহ বিবর্ত্তের খেলা।।
অশিষ্টে শাসন শিক্ষা তাড়ন ভৎর্সন।
বাৎসল্যে এসব কর্ম্ম বিবর্ত্তে গণন।।
এবিবর্ত্ত আস্বাদন করিবার তরে।
বালচাপল্য গোবিন্দ করে ঘরে ঘরে।।
প্রিয়ার মানমাধুর্য্য আস্বাদের তরে।
বিদগ্ধ নায়ক যথা বিরুদ্ধ আচরে।।
তথা হরি বাৎসল্য বিবর্ত্ত স্বাদিবারে।
বৎসলার ঘরে চুরি দুষ্টামী আচরে।।
ইহাই মাখন চুরি লীলার রহস্য।
এরহস্য জ্ঞানে সিদ্ধ তৎপ্রেম অবশ্য।।
জয় জয় শ্রীগোবিন্দ গোপী ননীচোর।
তোমার ভজনে প্রভু কর মোরে ভোর।।
তোমার কৃপায় জানি চুরির রহস্য।
দাসেরে চরণ পাশে রাখিবে অবশ্য।।
তুমি প্রাণনাথ তব রাধা প্রাণেশ্বরী।
এ গোবিন্দদাস মাগে চরণমাধুরী।।

---○ঃ○ঃ---

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেবশ্রৌতিমহারাজদশকম্

যো বিপ্রবংশে কৃপয়াবিরাসীৎ শ্রীরামগোপালতয়া প্রসিদ্ধঃ।
শ্রীভক্তিভূদেব উপাধিযুক্তস্তং শ্রৌতিরাজং প্রণমামি নিত্যম্।।১
যিনি বঙ্গদেশে বিপ্রবংশে করুণায় আবির্ভূত হইয়া শ্রীরামগোপাল নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।যিনি সন্ন্যাসধর্ম্মে ভক্তিভূদেব উপাধি লাভ করেন সেই শ্রীল শ্রৌতি মহারাজকে আমি প্রণাম করি।।১
অধীতবিদ্যো কৃতগার্হধর্ম্ম্যঃ সারঞ্চ বিজ্ঞায় সদারকন্যাম্।
বিহায় গুর্ব্বাত্মগতিং গতোযস্তং শ্রৌতিরাজং প্রণমামি নিত্যম্।।২২
যিনি বাল্যকালে বিদ্যাদি অধ্যয়ন, যৌবনে সাংসারিককৃত্য বিবাহাদি করেন, তৎপর সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভজন রূপ সারকৃত্য অবগত হইয়া স্ত্রীকন্যাদি ত্যাগ করতঃ গুরুতে প্রপত্তি গতি লাভ করিয়াছিলেন সেই শ্রীল শ্রৌতি মহারাজকে আমি প্রণাম করি।।১
সারস্বতাগ্র্যো বহুভাষয়াঢ্যশ্চৈতন্যবার্ত্তাবহসজ্জনাগ্র্যঃ।
সুশীলবান্ যো হরিনামগানে তং শ্রৌতিরাজং প্রণমামি নিত্যম্।।৩
যিনি শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরে অন্যতম শিষ্য ছিলেন, যিনি সংস্কৃত হিন্দী উড়িয়াদি বহু ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন,গৌরবাণী প্রচারে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হরিনাম গানে তৃণাদপি সুনীচাদি সুশীলবান সেই শ্রীল শ্রৌতি মহারাজকে আমি প্রণাম করি।।১
শ্রুতিস্মৃতীষূত্তমবুদ্ধিমান্ যঃ প্রশান্তচিত্তো ধৃতিধর্ম্মবিত্তঃ।
প্রচারকার্য্যেষু চ মুক্তকণ্ঠস্তং শ্রৌতিরাজং প্রণমামি নিত্যম্।।৪
যিনি শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রে সুতীক্ষ্ম বুদ্ধিমান, প্রশান্তচিত্ত,ধৃতিধর্ম্মাদি সম্পত্তিশালী, জীবকল্যানকর প্রচার কার্য্যে মুক্তকণ্ঠ ও মুক্তহস্ত সেই শ্রীল শ্রৌতি মহারাজকে আমি প্রণাম করি।।১
গীতার্থসারোপনিষৎসুসার বেদান্তসারাদিপ্রণেতৃবর্য্যঃ।
সম্পাদকো বিষ্ণুসহস্রনাম্নাং তং শ্রৌতিরাজং প্রণমামি নিত্যম্।।৫
যিনি গীতাসার,উপনিষৎসার, বেদান্তসার, সন্দর্ভসারাদির প্রণেতা তথা বিষ্ণুসহস্রনামাদির সম্পাদক সেই শ্রীল শ্রৌতি মহারাজকে আমি প্রণাম করি।।৫
যো গৌরসারস্বতমন্দিরাদীন্ শ্রীগৌরগোবিন্দসরাধিকেশান্।
সংস্থাপয়ামাস পরার্থপার্থস্তং শ্রৌতিরাজং প্রণমামি নিত্যম্।।৬
যিনি রূপানুগধারায় গুর্ব্বানুগত্যে লোকের কল্যাণার্থে শ্রীগৌরসারস্বত মঠাদির সংস্থাপন তথা শ্রীগৌর রাধাগোবিন্দ, রাধাবল্লভাদি বিগ্রহগণের সেবা প্রকাশ করেন সেই শ্রীল শ্রৌতি মহারাজকে আমি প্রণাম করি।।৬
ঔদার্য্যকারুণ্যদয়াদ্রচিত্তঃ সারল্যধৈর্য্যাদিগুণৈর্মহান্ যঃ।
স্বধর্ম্মনিষ্ঠো ভজনে প্রতিষ্ঠস্তং শ্রৌতিরাজং প্রণমামি নিত্যম্।।৭
যাঁহার চিত্ত উদারতা কারুণ্য ও দয়ায় দ্রবীভূত,যিনি সরলতা ধৈর্য্যাদি গুণে মহান্ত, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও গৌরগোবিন্দের ভজনাদিতে প্রতিষ্ঠিত সেই শ্রীল শ্রৌতি মহারাজকে আমি প্রণাম করি।৭
অধ্যক্ষ আসীচ্চ মঠে বিভিন্নে গুর্ব্বানুগত্যেহ পরার্থবেত্তা।
গৌড়ীয়পত্রস্য সহায়কো যস্তং শ্রৌতিরাজং প্রণমামি নিত্যম্।।৮
পরমার্থবেত্তা যিনি গুরুদেবের আদেশে প্রয়াগাদি বিভিন্ন মঠের অধ্যক্ষ এবং গৌড়ীয় পত্রিকার সহায়ক ছিলেন সেই শ্রীল শ্রৌতি মহারাজকে আমি প্রণাম করি।।৮
অজ্ঞাতকৃন্নারদবন্নরাণাং নির্ম্মাণমোহব্যজকুণ্ঠধর্ম্মঃ।
তদীয়সর্ব্বস্বশুভাঙ্ঘ্রিযুগ্মস্তং শ্রৌতিরাজং প্রণমামি নিত্যম্।।৯
যিনি নারদের ন্যায় মনুষ্যের অজ্ঞাত কর্ম্মা ছিলেন, যিনি অভিমান মোহ কপটতাদি কুণ্ঠধর্ম্ম মুক্ত ছিলেন, যাঁহার শ্রীচরণযুগল তদীয় শিষ্যভক্তবৃন্দের সর্ব্বস্ব স্বরূপ সেই শ্রীল শ্রৌতি মহারাজকে আমি প্রণাম করি।।৯
গোবিন্দবাণে জনিতশ্চ বঙ্গে নারায়ণে গৌরদিবাকরাহ্নি।
শ্রীনিত্যলীলাগতিমাপ্তবান্ যস্তং শ্রৌতিরাজং প্রণমামি নিত্যম্।।১০
যিনি মাঘী পঞ্চমীতে আবির্ভূত হন এবং পৌষ শুক্লদ্বাদশীতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন সেই শ্রীল শ্রৌতি মহারাজকে আমি প্রণাম করি।।১০
মাঘকৃষ্ণবাণচন্দ্রবাসরে চ জাতকং
সিন্ধুনেত্রনেত্রচন্দ্রদণ্ডিবেশধারকম্।
পৌষশুক্লসূর্যবাসরে তিরোহিতঞ্চ তং
ভক্তিভূমিদেবশ্রৌতিদণ্ডিশেখরং ভজে।।১১
যিনি ১৩০০ বঙ্গাব্দে মাঘী পঞ্চমীতে সোমবারে আবির্ভুত হন,১৩৩৭ বঙ্গাব্দে সন্ন্যাসবেশ ধারণ করেন এবং ১৩৮৯ শালে পৌষ শুক্ল দ্বাদশীতে তিরোধান করেন সেই শ্রীল ভক্তিভূদেব শ্রৌতি মহারাজকে আমি ভজন করি।।

গৌড়ীয়দর্শনে ভগবদ্ভজন

গৌরী শ্রীমতী রাধিকার প্রেমসেবায় মুগ্ধ ক্ষূব্ধ এবং লুব্ধ শ্রীগোবিন্দ তদাস্বাদনার্থে তাঁহার ভাব কান্তি লইয়া ইহ জগতে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়া যে ভজন প্রণালীযুক্ত দর্শন প্রকাশ করেন তাহাই গৌড়ীয়দর্শন নামে প্রসিদ্ধ।স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন সর্ব্বোত্তমোত্তম দর্শন ইহাতে কোন সংশয় নাই। ইহা অন্যান্য অবতার কথিত দর্শন সিদ্ধান্ত অপেক্ষাও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং প্রমাণভূত।। দর্শন বিচারে তাহাই চরম এবং পরম অর্থাৎ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত। ভজন বিচারে কেবল ঐশ্বর্য্যময় বৈকুণ্ঠীয় সার্দ্ধ দুইরসের ভজন অপেক্ষা সামান্যাকারে ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত বাৎসল্য রসবিলসিত অযোধাপতি দাশরথীর ভজন শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্যমিশ্রিত দ্বারকেশ ও মাথুরেশের ভজন শ্রেষ্ঠতর, তদপেক্ষা কেবল মাধুর্য্যপরম বৃন্দাবনাধীশ গোবিন্দ ভজন শ্রেষ্ঠতম পর্য্যায়ে দেদীপ্যমান্। কারণ তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্ধর এবং সুসম্পন্ন। তাহাতেই স্বরূপের বিলাস পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত। যেহেতু তাহা উন্নত ও উজ্জ্বল। উন্নত অর্থ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত এবং উজ্জ্বল অর্থ পরম নির্ম্মল। তন্মধ্যে দাস্যরসের ভজন অপেক্ষা সখ্যরসের ভজন শ্রেষ্ঠতর। তদপেক্ষা বাৎসল্যরসের ভজন শ্রেষ্ঠতর, তদপেক্ষা মধুররসের ভজন শ্রেষ্ঠতম পর্য্যায়ে বিদ্ধমান্। উত্তর রসের শ্রেষ্ঠতা নিবন্ধন উত্তর ভাবেরও শ্রেষ্ঠতা সিদ্ধান্তভূত। কেবল মধুররসেই সর্ব্বরসের সম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হয়। তাহাতে পারকীয় মধুর রসের প্রাধান্য বিদ্যমান্। পারকীয় মধুর রসিকাদের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকার ভাবরস সর্ব্বোত্তমোত্তম, অনন্যসিদ্ধ ও অসমোর্দ্ধতা সমৃদ্ধ। যেহেতু তিনি রসরাজ কৃষ্ণের প্রাণপ্রিয়তমা বিচারেই প্রেয়সীতমা। তত্ত্ববিচারে দাস্যাদি ভাবের নূন্যতা পরিলক্ষিত হয় পরন্তু মধুররসে তাহা নাই। মধুররস সর্ব্বতোভাবেই সম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ। রামানন্দ সংবাদে কান্তভাব প্রেমসাধ্যসার বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। যথা-

রায় কহে কান্তভাব প্রেমসাধ্যসার।
পরিপূর্ণকৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে।।

তদুত্তরে-- প্রভু কহে-এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়। তথাপি মহাপ্রভু তদুত্তর সাধ্য জানিতে চাহিলে রামানন্দ রায় রাধার প্রেমকেই সাধ্যশিরোমণি বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন।যথা-

তার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি।।

কারণ তাঁহাতেই ভাবরসের পরাকাষ্ঠা বিদ্যমান্। কৃষ্ণভজনে রাধার ভজন সর্ব্বোপরি। তথাপি রাধার সখী মঞ্জরীদের ভজনাদর্শ সেখানে অনন্যসিদ্ধ বৈশিষ্টযোগে সোনাগ সোহাগা। তাহাতেই আরাধ্যমাধুর্য্যাস্বাদ পরিপূর্ণতম রূপেই বিলসিত। বলিতে কি কৃষ্ণভজন রাধাদাস্যেই কৈবল্যপ্রাপ্ত। গৌড়ীয় দর্শন সেই ভাবেই সুসম্পন্ন। রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূর্গেণ যা কল্পিতা বিচারে কৃষ্ণভজনের শ্রেষ্ঠতা জানা যায়। ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসারভূত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব হইতেই তাহা জগতে বিশদভাবে প্রচারিত ও প্রসারিত হইয়াছে। এক কথায় বলা যায় যে, গৌড়ীয় দর্শনেই সম্বন্ধ অভিধেয় এবং প্রয়োজন বিলাস সুসম্পন্ন। প্রসঙ্গতঃ আলোচ্য যে, নিম্বার্কীয় এবং বিষ্ণুস্বামীয় দর্শনে ভজনের সর্ব্বোত্তমতা প্রকাশিত হয় নাই। তাহাদের ভজনে আরাধ্য মাধুর্য্যাস্বাদ, আরাধকের স্বরূপ তথা ভজনীয় প্রেমবিলাসও অসম্পূর্ণ ইহাতে সন্দেহ নাই। কারণ ভক্ত অনুসারেই ভগবানের ভগবত্ত্বার বিলাস বাহুল্য তথা ভজন সাকল্য প্রপঞ্চিত হয়। পক্ষান্তরে গৌড়ীয় ভজনে ভগবত্ত্বাবিলাস কৈবল্য প্রাপ্ত, ভক্তস্বরূপ ও ভজন অনন্যসিদ্ধ সাবল্য সম্প্রাপ্ত।

অধিক কি আরাধ্যের অনন্যসাধারণ বিলাসশালিন্য, আরাধকের অনন্যসাধারণ প্রণয়সৌজন্য, আরাধনার অনন্য সাধারণ প্রাধান্য তথা প্রেমবিলাসের অনন্যসিদ্ধ সাদ্‌গুণ্য কেবলমাত্র গৌড়ীয় দর্শনেই বিদ্যমান্।

----ঃঃঃঃঃ----

শ্রীগোদাবরীগঙ্গারতি

জয় ভগবতি গঙ্গে। ধ্রুব
হরিপদকমলবিহারিণি শঙ্করমৌলিমৃগে।।
যতিগৌতমমৃতগৌতমজীবনদায়িনি তে।
শরণাগতমতিদীনং পাহি মহেশবণিতে।। জয়--
বিপুলতরঙ্গপতঙ্গিনি শম্পাবনচরিতে।
সুরনরমুনিজনগীতে সীতাদয়িতনুতে।। জয়--
হরসঙ্গিনি লসদঙ্গিনি রঙ্গিণি ভঙ্গিযুতে।
হর সংসারমপারং সারসুভদ্রমতে।। জয় --
সরিদীশ্বরি তব করুণা দুর্গতিমেনমলং।
হরতি দুরন্তমসারং সংসৃতিদোষদলম্।।জয়--
গোদাবরি বরদেশ্বরি তীর্থবরে মহিতে।
পুস্করপাবনসলিলে মাব মহর্দ্ধিমতে।।জয়--
যো গায়তি গঙ্গারতিমিহ মহদার্ত্তিভরঃ।
স জয়তি সান্তবপাশং ভবতি চ কার্ষ্ণবরঃ।।জয়--

শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠ, কবুরু

শ্রীগোদাবরীস্তোত্রম্

জয় জয় দেবি চরাচরসারে ত্রিভুবনপাবন নীরাধারে।।
শঙ্করমৌলিবিভূষণমালে মম মতিরাস্তাং তবপদকমলে।।১
হরভামিনি তব ভাগ্যমহত্বং নাহং জানে তত্ত্বগুরুত্বম্।
নিরুপমচিত্রবিচিত্রচরিত্রে পাহি কৃপাময়ি পাপখনিত্রে।।২
হরিপদজনিতে পণ্ডিতপণিতে জয় জয় গৌতমি পাবনচরিতে।
জগদতিধন্যে প্রণতপ্রসন্নে মামপি পালয় মঙ্গলপূর্ণে।।৩
বিমলীকুরু মম দূরিতচিত্তম্ দেহি দয়াময়ি সন্মতিবিত্তম্।
গৌতমি গুরুতরগৌরবভরিতে মা মা পরিহর সদ্‌গুণললিতে।।৪
গানং ধ্যানং মজ্জনপানং শিবমিহ তনুতে দর্শনদানম্।
তীরে নীরে তবতটবিপিনে নিবসতি ধন্যো ন পততি শমনে।।৫
ক্ষণমপি তব জলসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবপারতরণিকা।
গোদাবরি হরিভক্তিবিধাত্রি শন্দয় শোভনগতিজনয়ত্রি।।৬
তব রতিসিদ্ধা ধন্যা লোকে তে ন পতন্তি তু দুর্গতিশোকে।
তবমতিমুক্তা নরকং যান্তি লভ্যাপি কুতস্তেষাং শান্তিঃ।।৭
পুস্কররঙ্গে পূন্যতরঙ্গে জয় জয় ভগবতি মাধবি গঙ্গে ।
শুদ্ধং কুরু মাং পাবনসলিলে ত্বাং প্রণমামি সুভদ্ররসালে।।৮
গঙ্গা নাম্না ত্যক্তশরীরো বিষ্ণুগতিং প্রাপ্নোতি হি ধীরঃ।
তস্মাদ্বিজ্ঞো ভক্ত্যা নিত্যম্ গঙ্গাস্মরণং কুরুতে সত্যম্।।৯
মূঢ়ো গূঢ়ং গঙ্গাচরিতং শ্রবণাজ্জয়তি শ্রদ্ধাসহিতম্।
কঃ পতিতানাং বৈ বরশরণং বিষ্ণুপদি বিনা ত্বৎপদবরণম্।।১০
গরুড়াসনগতিদায়িনি গঙ্গে মকরাসনি জয় রম্যপ্রসঙ্গে।
বৃষভাসনরতিরঞ্জিতহৃদয়ে কৃশভামিনি মাং পালয় সদয়ে।।১১

ইদমতিললিতং গঙ্গাস্তোত্রং পঠনাজ্জয়তি নরঃ সর্ব্বত্রম্।
লভতে চ সততমচ্যুতমৈত্রং ভবতি কদাপি ন বৈ যমপাত্রম্।।১২

জয় গঙ্গে! জয় গঙ্গে! জয় গঙ্গে!

শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ----পুস্কর মেলায়াম্

শ্রীমদ্গৌরসুন্দরের সন্ন্যাস রহস্য

সিন্ধুবিন্দুবেদচন্দ্রপূর্ণফাল্গুনোদিতং
চন্দ্রনেত্রবেদচন্দ্রমাঘদণ্ডসন্ধৃতম্।
বাণবাণবেদচন্দ্রজাতলোচনান্তরং
তং নমামি ভক্তরূপ গৌরকৃষ্ণসুন্দরম্।।

১৪০৭ শকে পূর্ণিমা সন্ধায় যোগমায়াযোগে নবদ্বীপে মায়াপুরে শ্রীশচীনন্দনরূপে আবির্ভূত, ১৪৩১ শকে মাঘী পূর্ণিমায় সন্ন্যাস গ্রহণকারী এবং ১৪৫৫ শকে নীলাচলে আষাঢ়ী শুক্লসপ্তমীতে রথযাত্রাকালে গুণ্ডিচামন্দিরে অন্তর্ধানকারী ভক্তভাব বিভাবিত কৃষ্ণস্বরূপ গৌরসুন্দরকে আমি প্রণাম করি।।

শ্রীল গৌরসুন্দর ২৪ বৎসর গৃহবাসে লীলান্তে সন্ন্যাস গ্রহণান্তর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ২৪ বৎসর নাম প্রেম প্রচার ও বাঞ্ছিত আস্বাদনান্তে নিত্যধামে প্রয়াণ করেন। তাঁহার সন্ন্যাসের ৫০০ বর্ষপূর্ত্তিতে দিকে দিকে গৌড়ীয় ভক্তগণ নানা প্রকার অনুষ্ঠানাদি করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণ ব্যাপার অতীত রহস্যপূর্ণ এবং জীবকারুণ্যময়। চৈতন্যভাগবত তথা চৈতন্যচরিতামৃতে সন্ন্যাস গ্রহণ কারণ যাহা উল্লেখিত আছে তাহা রহস্য বিচারে বাহ্য কারণ। ব্রাহ্মণের অভিশাপ ও অধম পড়ুয়াদের বিদ্বেষ, তজ্জন্য তাহাদের উদ্ধারার্থে গৌরের সন্ন্যাসাশ্রম অঙ্গীকার গৌণ কারণ। ব্রাহ্মণের অভিশাপ-

সংসারসুখ তোমার হউক বিনাশ।
শাপ শুনি প্রভুর চিত্তে হইল উল্লাস।

ছাত্রব্রাহ্মণের বিদ্বেষ--

শুনি ক্রোধে কৈল সব পড়ুয়ার গণ।
সবে মিলি করে তবে প্রভুর নিন্দন।।
সবদেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা নিমাই।
ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে ধর্ম্মভয় নাই।।
পুনঃ যদি ঐছে করে মারিব তাঁহারে।
কোন্ বা মানুষ হয় কি করিতে পারে।।

তাহাদের উদ্ধার চিন্তা--

মোরে নিন্দা করে, না করে নমস্কার।
এ সব জীবেরে অবশ্য করিব উদ্ধার।।
অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসীবুদ্ধে মোরে প্রণত হইব।।
প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়।
নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করাইব উদয়।।
এসব পাষণ্ডীর তবে হইবে উদ্ধার।
আর কোন উপায় নাই এই যুক্তি সার।।চৈঃচঃ

জৈমিনি ভারতে ভগবান্ বলিয়াছেন, আমি শুদ্ধ স্বর্ণকান্তি গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপে দ্বিজকুলে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাস করতঃ কৃষ্ণচৈতন্য নামে ভক্তিযোগ প্রচারে লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিব। যথা--

ভক্তিযোগ প্রকাশায় লোকস্যানুগ্রহায় চ।
সন্যাসাশ্রমমাশ্রিত্য কৃষ্ণচৈতন্যনামধৃক্।।

পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাস কারণ বিচার করিলে জানা যায় যে ইহা যুগধর্ম্মপাল অবতার পর। কিন্তু গৌরহরি স্বয়ং অবতারী লীলাপুরুষোত্তম। অতএব ব্রাহ্মণের অভিশাপ ভোগার্থে ও পাপীতাপীদের উদ্ধারার্থে গৌরহরির সন্ন্যাস মুখ্য নহে বা ইহা তাঁহার সন্ন্যাস রহস্য নহে। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে সন্ন্যাসের কারণ মহাপ্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন এইরূপ-

বিনা সর্ব্বত্যাগং ভবতি ভজনং নহ্যসুপতে
রিতিত্যাগোস্মাভিঃ কৃত ইহ কিমদ্বৈতকথয়া।
অয়ং দণ্ডো ভূয়ান্ প্রবলতরসো মানসপশো
রিতীবাহং দণ্ডগ্রহণমবিশেষাদকরবম্।। সর্ব্বত্যাগ বিনা প্রাণপতি গোবিন্দের একান্ত ভজন হয় না তজ্জন্যই আমি সন্ন্যাস করিয়াছি, তদ্ব্যতীত অদ্বৈতকথায় আমাদের কি প্রয়োজন ? আর মানসপশুর দমনের জন্যই এই দণ্ড ধারণ করিয়াছি মাত্র। তাৎপর্য্য- অন্য সেবা হইতে ইন্দ্রিয়াদিকে বিযুক্ত করতঃ গোবিন্দের সেবায় সর্ব্বান্তঃকরণে নিযুক্ত করণেই সন্ন্যাস ধর্ম্ম প্রপঞ্চিত হয়। অপিচ শাস্ত্র প্রমাণে গৌরকৃষ্ণ ভক্তরূপী ভক্তলীল। ভক্তিনিষ্ঠই ভক্ত। ভক্তির মধ্যে ব্রজের রাগভক্তিরই সর্ব্ব প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয়। গৌরসুন্দর সেই ব্রজের রাগভক্তি পরায়ণ। রাগ লক্ষণ যথা- চৈতন্য চরিতামৃতে-

কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ।
তবে কৃষ্ণ বিনা অন্যত্র নাহি রহে রাগ।।

শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর নিকট হইতে সেই রাগভক্তি মন্ত্র প্রাপ্তি হেতু গৌরসুন্দরে অহৈতুকী জ্ঞান বৈরাগ্য প্রকাশ পায়। কিন্তু বৃক্ষ যথা ফলিতে ফলিতে যথা সময়েই ফলিয়া থাকে তদ্রূপ সন্যাস গ্রহণে জ্ঞান বৈরাগ্য সুব্যক্ত হয়। দীক্ষাদি সন্ন্যাসাবধি তিনি যে সংসারধর্ম্মে উদাসীন ছিলেন তাহা চৈতন্য ভাগবত হইতে জানা যায়। কৃষ্ণের জাতরতি গৌরসুন্দর পরমাসুন্দরী যুবতীললামভূতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গকে বিষবৎ বোধ করিতেন। অবশেষে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কৃষ্ণের জাতরতির লক্ষণ এবম্বিধই হইয়া থাকে। যথা-- যদবধি আমার চিত্ত নবনব রসধাম শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে রতি লাভ করিয়াছে তদবধি পূর্ব্বকৃত নারী সঙ্গ স্মরণেও প্রভুত মুখবিকৃতি ও থুৎকৃতি জাগে।

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃসুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ।।

ঋষভনন্দন ভরতও জাত রতিক্রমে যৌবনকালেই মনোজ্ঞ রমণী ও সাম্রাজ্য লক্ষ্মীকে মলবৎ পরিত্যাগ করতঃ বনে প্রস্থান করেন। অতএব কৃষ্ণরতিই ভক্তরূপ গৌরহরির সন্ন্যাসের রহস্য।

অপিচ আদর্শ ভক্তচরিত্র বর্ণনে ভগবান কপিলদেব বলেন যথা- ভাগবতে- মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ।

যিনি আমার নিমিত্ত সমস্ত কর্ম্ম ও স্বজন বান্ধবদিগকে পরিত্যাগ কারী তাঁহার সঙ্গই কর্ত্তব্য। অতএব আদর্শ বৈষ্ণবাচার্য্য চরিত অনুশীলনে ভক্তরূপ গৌরসুন্দরে সন্ন্যাস ধর্ম্ম প্রপঞ্চিত হয়।

যদি বৈরাগ্য বিদ্যা নিজ ভক্তিযোগ শিক্ষার্থ গৌর অবতার স্বীকৃত হয় তাহা হইলেও ল্লআপনি আচরি ধর্ম্ম শিখামু সবারেল্ল। এই ন্যায়ানুসারে ভক্তরূপী গৌর সুন্দরের বৈরাগ্য আশ্রম প্রপঞ্চিত হয়। কিন্তু ইহাও সন্ন্যাসের গৌণ কারণ। পরন্তু ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে জ্ঞান বৈরাগ্যের আত্মপ্রকাশে ভক্তরূপী গৌর সুন্দরের পরমহংসাশ্রম আবিস্কৃত হয়। অতএব ভক্ত রসিকরাজের পক্ষে ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্যরস আস্বাদনই তাদৃশ সন্ন্যাসের রহস্য জানিবেন। আর পূর্ব্বোক্ত কারণদ্বয় কাকতালীয় ন্যায়ে তাহাতে পূর্ণতা লাভ করে। ভগবানে যখন জ্ঞানবৈরাগ্য বিলাস প্রাধান্য লাভ করে তখনই তাহাতে জ্ঞান বৈরাগ্য জননী ভক্তিবিলাস সাম্রাজ্য প্রপঞ্চিত হয়। ভক্তি জ্ঞানবৈরাগ্যের জননী বলিয়া ভক্তে জ্ঞান বৈরাগ্য স্বাভাবিক অতএব ভক্তরূপ গৌরসুন্দরে জ্ঞান বৈরাগ্য লক্ষণাত্মক সন্ন্যাস ধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ ভাব। কৃষ্ণ স্বরূপে ষড়ৈশ্বর্য্যবিলাস থাকিলেও সেখানে জ্ঞান ভগ বিলাস কেবল উপদেষ্টৃ রূপে কিন্তু গৌরসুন্দরে তাহা আচার্য্য স্বরূপে বিদ্যমান্। সেখানে বৈরাগ্য বিলাস গৌণ, ব্যক্তিগত নহে কিন্তু গৌর স্বরূপে ব্যক্তিগত। সর্ব্বোপরি গৌরের সন্ন্যাসধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে প্রেমবিপ্রলম্ভ বিলাস বহুল। তাঁহার সেই সন্ন্যাসধর্ম্মে ব্রজরসনির্যাস নিরঙ্কুশভাবে তাহাতে ও তদীয় ভক্তবৃন্দে আস্বাদন পদবী প্রাপ্ত হয়। ভগবান রামচন্দ্রের বন গমনের মুখ্য কারণরূপে মন্থরার মন্ত্রণাবশে কৈকেয়ীর বর শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। তথাপি তাহারও উদ্দেশ্য কেবল রাবণবধ, হনুমানাদি ভক্তগণের আত্মসাথকরণ, সমুদ্রবন্ধন, শবরীপ্রসাদন ও দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণের ভাবোদ্দীপনাদি নয় কিন্তু মুখ্যতঃ রহস্যতঃ বিপ্রলম্ভ রসাস্বাদনই। একলীলায় করেন প্রভু লীলা পাঁচ সাত। এখানে এক লীলা তাহার স্বরূপসিদ্ধ রসিকতার বিলাস। ইহারই আনুসঙ্গিক বা প্রাসঙ্গিক লীলাই লীলা পাঁচ সাত। রস যোগ ও বিযোগে পুষ্টির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। বিয়োগ বাহ্যতঃ পরমতম দুঃখময় হইলেও অন্তরে পরমানন্দময়, ইহা নিরুপাধিক রসিকজীবনের অনুভূত বিষয়। বিয়োগে মিলনানন্দ সমুদ্রে মজ্জন হয়। অপরদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনে বাহ্যতঃ ধনুর্যজ্ঞ দর্শনই সূত্রপাত ,তাহা হইতে রজকবধ, কুব্জা ও তাঁতীমালী প্রসাদন, কুবলয়পীড় মুষ্টিক চানুর সুহৃদ্দ্বেষী কংসাদির বধ, তৎপর দ্বারকা বিলাসাদি প্রপঞ্চিত হয়। এই সকল লীলার রহস্য রূপে বর্ত্তমান অখিল রসামৃত সমুদ্র বিহার। কৃষ্ণের মথুরাগমনে ব্রজবাসীদের বিপ্রলম্ভরস ও মথুরা ভক্তদের মিলনানন্দরস সাম্রাজ্য প্রপঞ্চিত হয়। বিপ্রলম্ভ বিনা সম্ভোগ বা মিলন সাম্পূর্ণ্য লাভ করে না। যে বিয়োগে ভক্ত ও ভগবানে মিলনরস নির্যাস একান্তভাবে আস্বাদিত হয় সেই বিয়োগের রসতা শাস্ত্র ও যুক্তি সঙ্গতই বটে। রস আনন্দস্বরূপ, আনন্দ ক্রিয়াত্মক অর্থাৎ আনন্দ হইতে ক্রিয়ার অভ্যুদয়, ক্রিয়া লীলাময়ী। রসের বৈচিত্র্য হেতু লীলারও বৈচিত্র্য প্রসিদ্ধ। আর লীলার বৈচিত্র্য নিবন্ধন তাহাতে যোগ বিয়োগ সোনায় সোহাগা স্বরূপে সক্রিয়। এই যোগবিয়োগই তরঙ্গবৎ ভক্ত ও ভগবানকে রসসমুদ্রে নিমজ্জিত ও উন্মজ্জিত করে। যেমন শৈত্য ও ঔষ্ণ্য জলেরই অবস্থাবিশেষ তেমনই অপ্রাকৃত রাজ্যে অর্থাৎ প্রেমরাজ্যে আনন্দ ও বিষাদ রসেরই অবস্থা বিশেষ। যোগে রস আনন্দের উচ্ছলনকারী আর বিয়োগে বিষাদের সম্পাদক। অতএব শ্রীল গৌরসুন্দরের সন্ন্যাসলীলা যোগ ও বিয়োগভাবে তদীয় ভক্তবৃন্দের রসানুভূতি বিভূতির বিনায়করূপে সক্রিয়। অতএব ব্রাহ্মণের শাপ সত্যকরণ ও জীবোদ্ধার গৌরসুন্দের সন্ন্যাসের নৈমিত্তিক কারণ পরন্তু ভক্তিরস বিলাসই মুখ্য কারণ। সন্ন্যাস গৌরসুন্দের একটি লীলা, লীলা রসময়ী। যাহা রসময়ী নহে তাহার লীলা সংজ্ঞা হইতে পারে না। এই সন্ন্যাসলীলা দ্বারা গৌর ভগবান্ ইঙ্গিত করিলেন যে, প্রবৃত্তি পথে একান্ত বা অনন্য ভাবে ব্রজরস আস্বাদন হয় না। বিশেষতঃ দাম্পত্যবিলাসীগণ ব্রজরসআস্বাদনে নিতান্ত অযোগ্য। ব্রজরতি অনন্যকৃষ্ণাশ্রয়া। তজ্জন্য অন্যত্র রতিমানদের ব্রজরতি সুদুর্ল্লভা। একান্ত কৃষ্ণরতি সন্ন্যাস লক্ষণাত্মিকা। ভোগ স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসের সম্যক্ ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগই সন্ন্যাসের তটস্থ লক্ষণ এবং কৃষ্ণরতির উদয়ে সর্ব্বেন্দ্রিয়াদি যোগে আত্মবৃত্তিদিগকে কৃষ্ণেন্দ্রিয় সন্তর্পণে সম্যক্ ন্যাস অর্থাৎ বিনিয়োগই সন্ন্যাসের স্বরূপ লক্ষণ। কর্ম্মত্যাগী কর্ম্ম সন্ন্যাসী, মুমুক্ষু নির্বিষয়ী জ্ঞানসন্ন্যাসী কিন্তু নির্বিষয়ী ভক্তিমান্ ভক্তসন্ন্যাসী। ভক্তির তটস্থ লক্ষণ বর্ণনে ভক্তিসূত্র বলেন, সা (ভক্তি)ঁ অমৃতময়ী চ। সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ। নিরোধস্তু লোকবেদব্যাপারসন্ন্যাসঃ। সেই ভক্তি অমৃতময়ী। তাহা কামনা পূর্ত্তির জন্য নহে। লৌকিক ও বৈদিক বিষয়ের নিরোধই সন্ন্যাস। অতএব ভক্তরূপ গৌরসুন্দরে সন্ন্যাস স্বরূপধর্ম্মরূপে বিদ্যমান।

শ্রীকৃষ্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী। জ্ঞান বৈরাগ্য ষড়ৈশ্বর্য্যের অন্যতম। অপিচ ভগবান অদ্বয়জ্ঞানমূর্ত্তি অতএব তাঁহাতে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান ও বৈরাগ্য বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া তাহাতে ভগবত্তার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি থাকিলেও ঈশভাবে জ্ঞানবৈরাগ্য বিলাস সম্পূর্ণ চমৎকারকারিতা সম্পাদন করে নাই কিন্তু ভক্তভাবেই তাহা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। নির্গুণা প্রেমলক্ষণাভক্তিই বিশুদ্ধ জ্ঞানবৈরাগ্য জননী। কৃষ্ণের রাধা ভাবরূপ ভক্তভাবেই সেই প্রেমভক্তি এবং তজ্জাত বিশুদ্ধ জ্ঞানবৈরাগ্য বিলাস বিপুলীকৃত হইয়াছে। অতঃ প্রেমভক্তি বিলাসে গৌরকৃষ্ণে জ্ঞান বৈরাগ্য বিলাসময় সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রপঞ্চিত হয়। দ্বিতীয়তঃ--আদৌ ভক্তি শরণাগতি মূলা। শরণাগতি আত্মসমর্পণাত্মিকা। আত্যন্তিক আত্মসমর্পণই সন্ন্যাস রহস্যময়। ভগবানে আত্যন্তিক আত্মসমর্পণফলে তদিতর বিষয়ে সম্যক্ ঔদাসীন্য বিন্যাসকেই বিজ্ঞগণ সন্ন্যাস কহিয়াছেন। ইহাই বিষ্ণুর সন্ন্যাস রহস্য। কৃষ্ণরতি অন্যরতি সংহারিণী। গৌরসুন্দরে অহৈতুকী কৃষ্ণরতি উদিত হইয়া সংসাররতিকে সর্ব্বতোভাবে বিদ্রাবিত করতঃ তাহাতে অকিঞ্চন পরমহংস ধর্ম্মের প্রাকট্য সাধন করে। ইহাই গৌর সুন্দরের সন্ন্যাসরহস্য। আর পতিতপাবন কারণ তাহাতে বাহ্যমাত্র। জানিতে হইবে কাকতালীয় ন্যায়ে যাবতীয় কারণ অন্বয়ব্যতিরেক ভাবে এক মৌলিককারণ লোকবত্তুলীলাকৈবল্যম্ সমুদ্র সঙ্গমী। ভগবান অচিন্ত্য অনন্তশক্তিসম্রাট। তিনি কোন কারণ বশ নহেন পরন্তু সকল কারণই তাহা হইতে উদিত, স্থিত এবং অস্তমিত হয়। মানবের মন বাক্যের সহিত যাহাকে না পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তিত হয় সেই ভগবানের চিত্তগাম্ভীর্য্যের ইয়ত্বা করিবার শক্তি জীবে কোথায়? তবে অহৈতুকী কৃপা হইলে ক্ষুদ্রজীবও তাঁহার লীলাচরিত্রের কিঞ্চিৎ দিকদর্শন পাইতে পারে। তাঁহার বিহার বৈচিত্র দর্শনে তত্ত্ব নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া দিব্যসূরিগণ মোহ প্রাপ্ত হন মাত্র কিন্তু রহস্য রত্ন উদ্ঘাটনে কোন মতে সমর্থ হন না। তিনি সকলের ভাবনাতীত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। তিনি লৌকিক ভাবে লীলা করিলেও তাঁহার সকল লীলাই অলৌকিক রসাস্বাদনপ্রদ বিলক্ষণ মাধুর্য্যমর্য্যাদা মন্দাকিনী রূপে প্রবাহমান। তাঁহার প্রত্যেকটি লীলা কার্য্যকারণরূপে অনন্ত

লীলার জননী অর্থাৎ যে লীলা অন্য লীলার কারণ সেই লীলা বীথিবৎ অন্যলীলার কার্য্যরূপে বিদ্যমান। সন্ন্যাস ধর্ম্ম দ্বারা গৌরসুন্দরের আত্মারামতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হয়। অনন্য ও একান্তচিত্তেই রসাস্বাদের সম্পূর্ণতা সমুদিত হয়। অতএব বাহ্য সম্বন্ধাদি বিসর্জ্জন করতঃ আরাধ্যে একান্তচিত্তের সম্যক্ সমাধিই আত্যন্তিক সন্ন্যাসলক্ষণ। শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলার ন্যায় কৃষ্ণরতিকলা ক্রমবর্দ্ধমান ভাবে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদি সর্ব্বতোভাবে আত্ম প্রকাশ করে। এমতাবস্থায় একদিকে প্রাকৃত বিষয় বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা অপরদিকে আরাধ্যে রাগ বৈশিষ্টের পরাকাষ্ঠা বিশিষ্টদশায় মহিষ্ট মণ্ডনে মণ্ডিত হয়। তটস্থ লক্ষণের সম্পূর্ণতায় স্বরূপলক্ষণের সাম্রাজ্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। অন্যথা ভাব বিগত হইলেই যেমন যথার্থভাবের ঔজ্জ্বল্য অনন্তধারায় বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনই কৃষ্ণেতর বিষয়রাগ বিগত হইলেই আরাধ্য কৃষ্ণরাগ বৈশিষ্ট প্রপঞ্চিত হয়। আবার সুক্ষ্মভাবে বিচার করিলে রসিকরাজ পক্ষে জ্ঞান বৈরাগ্য বিলাস তটস্থ কিন্তু আরাধ্য রসাস্বাদই মুখ্য। তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণদ্বয় অন্যান্যাশ্রয়ীভাবে নিজ নিজ পূষ্টি লাভ করে। তথাপি স্বরূপলক্ষণের মুখ্যত্বহেতু গৌরসুন্দরের বৈরাগ্যবিলাস গৌণ এবং স্বাভীষ্ট রাধারস আস্বাদ বিলাসই মুখ্য। স্বাভীষ্ট রসাস্বাদ উৎকণ্ঠায় উন্মাদিনী কামিনী যেমন পাতিব্রতাদি যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্মাদি বিসর্জ্জন করতঃ প্রিয় সঙ্গমে ধাবিত হয় তদ্রূপ গৌরসুন্দর রাধাভাবে স্বমাধুর্য্যমুগ্ধতা ক্রমে নির্ব্বিচারে সকল ধর্ম্মকর্ম্মাদি পরিত্যাগ করতঃ কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন এবম্বিধ প্রিয় সংদিদৃক্ষা যোগে প্রৌঢ়রাগ রঞ্জিত ভূষণে ভূষিত হইয়া মত্ত মাতঙ্গগতি বিলাস প্রাপ্ত হন। আরাধ্য প্রতি প্রৌঢ়রাগই তাঁহার অরুণ বসন ভূষণ রূপে অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিল। তিনি যখন এমতাবস্থায় কোন ধর্ম্মেরই অপেক্ষা রাখিলেন না তখন সম্প্রদায়ের কি কথা? তাই কেশবভারতী অর্থাৎ কেশবের শুদ্ধা ভারতী তাহাকে প্রাকৃত বিশেষ রহিত নির্ব্বিশেষ সাম্প্রদায়িক বসন ও নাম প্রদান করিলেন। তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে পরিত্যাগ করতঃ কৃষ্ণপ্রিয়া রাধার ভাবরাজ্যে সমাসীন হইলেন। অহো কৃষ্ণরতির কি মোহন চাতুর্য্যবিলাস। অহো কৃষ্ণমাধুর্য্য পিপাসার কি অদ্ভুত উন্মাদন বৈদগ্ধি বাহুল্য। তাহা ক্ষণ মধ্যেই গৌরসুন্দরকে সর্ব্ববিষয়ে উদাসীন করাইয়া দেশ ও দিশাহারা সর্ব্বহারা করিল। পাঠকগণ! অনুধাবন করুন। গৌরসুন্দরের সন্ন্যাস মর্য্যাদা কত গভীর রহস্যময়। প্রগাঢ় তৃষ্ণায় মধুর মাধুর্য্য যেমন মধুকরকে সর্ব্ববিস্মিত ও সর্ব্ববিষয়ে উদাসীন করতঃ অনন্য তদেকচিত্ততা সম্পাদন করে তেমনই নিজ অনন্যসিদ্ধ মাধুর্য্যও গৌরসুন্দরকে সর্ব্বহারা সন্ন্যাসী করাইয়া তদেকচিত্ত করিল। ইহাতে শিক্ষা হয় কৃষ্ণমাধুর্য্যের একান্ত আকর্ষণে যে সর্ব্বধর্ম্মত্যাগ রূপ পরমধর্ম্মের উদয় হয় তাহাই যথার্থ সন্ন্যাস।

কলিযুগে ভগবন্মন্দির প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা

জগতে নাস্তিক ও আস্তিক ভেদে দুই প্রকৃতির মানব পরিদৃষ্ট হয়। নাস্ত্যিকগণ ভগবৎপূজাদিতে উদাসীন হেতু তাহারা ভগবন্মন্দিরাদি নির্ম্মাণেও পরান্মুখ। তবে নাস্ত্যিক বৌদ্ধ ও প্রচ্ছন্ন নাস্ত্যিক শঙ্করপন্থীগণ ভগবন্মন্দির তথা শ্রীমূর্ত্তির পূজাদি করেন। তবে তাহাদের পূজাদি কেবল শূন্যত্ব সিদ্ধির জন্য ন তু প্রেম সিদ্ধির নিমিত্ত। আস্ত্যিকদের মধ্যে অধিকাংশই পঞ্চোপাসক। তাহারা নিজ নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য নিজ নিজ ইষ্টদেবতার মন্দির নির্ম্মাণ ও তথায় ইষ্টদেবতার অর্চ্চনাদি করিয়া থাকেন। পঞ্চোপাসকদের অধিকাংশই তত্ত্বভ্রমী বিধায় পাষণ্ডধর্ম্মী অতএব নরকানুগামী, যমদণ্ডী তথা পশ্বাদি জন্মান্তরে দুর্গতিভাজী। ভাগবতে বলেন- দেবদেবীদের উপাসকগণ বহুজন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতির ফলে সাধুসঙ্গে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হয়। ভগবদ্ভজনই জীবের নিত্যধর্ম্ম।

শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মীগণ কেহ নৃসিংহোপাসক, কেহ রামোপাসক, কেহ বা নারায়ণোপাসক , কেহ বা কৃষ্ণোপাসক কেহ গৌরোপাসক। পূর্ব্বোক্ত উপাসকগণ নিজ নিজ স্বরূপ সিদ্ধির জন্য নিজ নিজ ইষ্টদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন ও তাহাতে শ্রদ্ধা সহকারে নিজ নিজ ইষ্টদেবের পূজার্চ্চনাদি করেন। প্রকৃত পক্ষে ভগবদ্ভজনই সকল প্রকার কল্যানের মূল স্বরূপ। ভগবান মায়াবদ্ধ জীবের প্রতি করুণা করতঃ অর্চ্চাবতার প্রকট করেন। উদ্ধব সংবাদে ভগবদ্দর্শন স্পর্শন অর্চ্চন প্রণাম প্রদক্ষিণাদি তথা ভগবন্মন্দির নির্ম্মাণাদি ভক্ত্যঙ্গে গণ্য হইয়াছে।যথা-মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজনদর্শনস্পর্শনার্চ্চনম্।

পরিচর্য্যাস্তুতিপ্রহ্বগুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনম্।।

তথা- মদর্চ্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্দমঃ।
উদ্দানোপবনাক্রীড়পুরমন্দিরকর্ম্মণি।।

ভগবন্মন্দির ভগবৎস্মারক প্রধান। অতএব ভগবৎস্মৃতির বিধান কল্পে তদীয় মন্দিরের আবশ্যকতা অপরিহার্য্য বিষয়। বিবিক্তানন্দীগণ রাগপথে মনোমন্দিরে ভগবদর্চ্চনাদি করেন পরন্তু গোষ্ঠানন্দীগণ পরনিষ্ঠতাক্রমে মনোমন্দিরে ইষ্ট পূজাদি করিয়াও যোগ্যভাবে বাহ্য মন্দিরে অর্চ্চনাদিও করেন। তাহাতে সকল প্রকার সেবকের স্বাভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে। নিঃস্ব বিপ্র মনে মনে মন্দির নির্ম্মাণ করতঃ সেখানে মনোগ্রাহ্য দ্রব্যাদি দ্বারা ইষ্ট নারায়ণের সেবা করিয়া বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হন। অতএব স্বরূপ ধাম সেবা সিদ্ধির জন্য বাহ্য মন্দির নির্ম্মাণও ভক্তি বর্দ্ধক বিষয়। কলিযুগ অধর্ম্ম প্রধান যুগ। এখানে সর্ব্বত্র অর্থ ও স্বার্থ ব্যাপারে কলহের দামামা সর্ব্বদা নিনাদিত। স্বেচ্ছাচারিতা মানবের বিজয়তোরণ স্বরূপ, নৃশংসতা স্বভাবমন্দির এবং কপটতা অন্তঃপুর স্বরূপ। নিষিদ্ধাচারে প্রতিষ্ঠিত জীব আধি ব্যাধি শোকাদিতে সন্তপ্ত। বহির্ম্মুখতাবশে জীব দেহারামতাক্রমে কেবল ভোগসাধনেই তৎপর ও সত্বর। ভোগ সংগ্রহে তথা ভোগমন্দির নির্ম্মাণে তাহারা বদ্ধপরিকর ও সিদ্ধকারিগর। ভোগসিদ্ধির জন্যই তাহাদের যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্মাদির আয়োজন অনুষ্ঠান ও আড়ম্বর। প্রাকৃত প্রতিষ্ঠাশা মূলে ব্যবসাবুদ্ধিতে দেবদেবীদের মন্দির রচনায় তাহাদের ধ্যান ও জ্ঞান আকাশচুম্বী। এইরূপ প্রচেষ্টায় নাই বাস্তবতা ও নিত্যশান্তি তথা স্বরূপের সম্প্রতিষ্ঠা। পাষণ্ড কার্য্যকারিতায় আছে বঞ্চনা বিড়ম্বনা ও প্রতারণা। প্রতিযোগিতায় ধর্ম্মকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান পরশ্রীকাতরতা, স্পর্দ্ধা ও অসুয়াকে ব্যক্ত করে। আরোপবাদের প্রবল ঘূর্ণীবাতে সংসার সমাজ বিব্রত, বিভ্রান্ত ও বিধ্বস্ত। ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মধ্বজিতার রাজত্ব দিগন্তব্যাপী। জীবজাতি কৃষ্ণদাসত্বে উদাসীন ও অর্ব্বাচীন পক্ষে মায়ার দাসত্বে সমাসীন ও প্রবীণ। তাহাদের নিত্য মঙ্গলের জন্য এই কলিযুগে রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু নিখিল শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করতঃ কৃষ্ণ সম্বন্ধ ,কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রীতিরূপ রত্নত্রয় প্রকাশ করেন। তিনি সকল প্রকার অবতারবাদ ও অজ্ঞানমূলক বহ্বীশ্বরবাদাদি খণ্ডন করতঃ জনতাকে স্বরূপ ধর্ম্মে কৃষ্ণ পূজাদিতে নিযুক্ত করেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে

ভাগবতধর্ম্মের বাস্তবতা গান করেন। যদিও কলিযুগে কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তনই ধর্ম্ম। তজ্জন্য সেই ধর্ম্মের প্রচারের উপযুক্ত প্রচারকেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা আছে। যথা বিদ্যালয় বিনা বিদ্যার আদান প্রদান অসম্ভব তথা প্রচারকেন্দ্র বিনাও প্রচার কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না, হইতে পারে না। অনেকে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন কিন্তু প্রচার কেন্দ্রের অভাবে সেই প্রচার ধারা ক্ষুন্ন হইয়া শূন্যে লীন হইয়াছে। বৈষ্ণব দ্বিবিধ, স্বনিষ্ঠ ও পরনিষ্ঠ। স্বনিষ্ঠগণ নিজ ভজনসাধনে ব্যস্ত থাকেন। তাহারা পর উপকারে উদাসীন। পরনিষ্ঠগণ নিজ সহ অপরের কল্যানে ব্যস্ত ও ন্যস্তসর্ব্বস্ব। নিজ ইষ্টদেবের আজ্ঞা পালনেই তাহাদের পরনিষ্ঠতা রূপ প্রচার ধর্ম্মের প্রকাশ। প্রচারে দয়াধর্ম্ম নিহিত। ভ্রান্ত মতপথে ভ্রাম্যমান জীবজাতিকে কৃষ্ণোন্মুখকরণই শ্রেষ্ঠ দয়াধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণ বলেন--

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাষ্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ।।

যিনি পরম গুহ্য এই গীতাবাক্য আমার ভক্তের নিকট বলিবেন তিনি আমাতে পরাভক্তি লাভ পূর্ব্বক নিঃসংশয়ে আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন।। একাদশে ভগবান স্বমুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, যিনি আমার এই জ্ঞানামৃত আমার ভক্তগণকে প্রদান করেন আমি নিজেকে তাহাকে দান করি।।

য এতন্মম ভক্তেষু সম্প্রদদ্যাৎ সুপুষ্কলম্।
তস্যাহং ব্রহ্মদায়স্য দদাম্যাত্মানমাত্মনা।।

ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য হইতে ভক্তিধর্ম্মের প্রচারের বিষয় অবগত হওয়া যায়। অতএব কৃষ্ণপ্রিয়ত্ব সম্পাদনের জন্য ধর্ম্মপ্রচার কর্ত্তব্য। ভগবৎপ্রীতি সম্পাদনই প্রচারের প্রাণ। যেখানে ভগবৎপ্রীতির প্রসঙ্গ নাই , আছে কেবল আত্মপ্রতিষ্ঠার বাহুল্য সেখানে প্রচার কার্য্য প্রতারণা মাত্র। শ্রীচৈতন্যের বিচারে যাহারা আচার করেন কিন্তু প্রচার করেন না তাহারা মধ্যম । যাহারা কেবল প্রচার করেন কিন্তু আচার করেন না তাহার অধম পরন্তু যাহারা আচার ও প্রচার দুই কার্য্যই করেন তাহারা উত্তম বৈষ্ণব। অনেকে আচারও করেন তথা প্রচারও করেন কিন্তু বিচার করিতে পারেন না, তাহাদের আচার প্রচার ত্রুটি বিচ্যুতি ময় অর্থাৎ যথার্থ হইতে পারে না। বিচারে ভূল থাকিলে আচার তথা প্রচারেও ভূল থাকিয়া যায়। বিচারহীন আচার্য্য প্রকৃত আচার্য্য নহেন।

কলিযুগ পক্ষে ভাগবতধর্ম্মের বিশুদ্ধ আচার প্রচার ও বিচারের জন্য তৎপ্রতিষ্ঠানরূপ প্রচার কেন্দ্র অত্যাবশ্যক। ভগবৎপূজার্চ্চন প্রণামাদি দ্বারাই আচার প্রচার কার্য্য সুষ্ঠু হইয়া থাকে । শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মতে নবধাভক্তিই কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেম দিতে সমর্থ। ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি।। তথাপি আশু কৃষ্ণপ্রেমোৎপত্তির কারণরূপে নির্ণীত পঞ্চাঙ্গ ভক্তি যথা -

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তিসেবন।।
এই পাঁচ মধ্যে এক স্বল্প যদি হয়।
সুবুদ্ধিজনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।।
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ।।

এখানে শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তিসেবনে কৃষ্ণ প্রেমোদয়ের সম্ভাবনা হেতু শ্রীমূর্ত্তির নিবাস মন্দির স্থাপন অত্যাবশ্যক। ভগবদর্চ্চন কেবল কনিষ্ঠবৈষ্ণব কৃত্য নহে পরন্তু মধ্যম ও উত্তম বৈষ্ণবেরও প্রেমানন্দ বর্দ্ধক। শ্রীমন্দির নির্ম্মাণে, শ্রীমূর্ত্তিস্থাপনে তাহার দর্শন অর্চ্চন সেবন নিরাজন প্রণাম তথা প্রদক্ষিণাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজনে পাপমুক্তি, ভক্তিপ্রাপ্তি ও প্রেমগুপ্তি প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে। হরিভক্তিবিলাসে ভগবন্মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীমূর্ত্তিস্থাপন, অর্চ্চন, আরতি দর্শন, মন্দিরে দীপদান, নৃত্য,গীত, বাদিত্রাদির অনুষ্ঠান প্রভৃতি বহু ভক্ত্যঙ্গের বহু মাহাত্ম্য পরিদৃষ্ট হয়। ভগবন্মন্দির নির্ম্মাণকারী ভগবদ্ধামে গতি লাভ করেন। অতএব নামসঙ্কীর্ত্তন সহ স্বরূপের সম্প্রতিষ্ঠাকর অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ যাজনের জন্য ভগবন্মন্দির স্থাপন ও শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনাদি অত্যাবশ্যক । শ্রীচৈতন্যের কৃপা ও পদাঙ্ক অনুসরণে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁহার মনোভিষ্ট সম্পাদনের জন্য বিপুল বিক্রমে ভারতে তথা বহির্বিশ্বে বহু মঠ মন্দির নির্ম্মাণ করতঃ সেখানে ভগবন্মূর্ত্তির স্থাপনা করেন । তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণও তদনুসরণে বিশ্বের সর্ব্বত্র মঠ মন্দির নির্ম্মাণ করতঃ সর্ব্বজাতীয় মানবের কল্যানে নিরত। প্রেমসিদ্ধ ভগবদ্দর্শনকারী মহাভাগবত পক্ষে পৃথক মন্দিরাদির আবশ্যকতা না থাকিলেও কনিষ্ঠ ও মধ্যম ভাগবতের জন্য মন্দিরাদির প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয়। কনিষ্ঠ ভাগবত অর্চ্চন মার্গকে অবলম্বন করিয়া রাগমার্গে প্রবেশ করেন। আর মধ্যম ভাগবত আচার্য্যলীলায় মন্দিরাশ্রয়ে ভগবন্মূর্ত্তির সেবাদি আচরণ দ্বারা শিষ্যের সেবাধর্ম্মের সমুদ্বোধন করেন। বালিশে কৃপাধর্ম্ম যাজনের জন্য মধ্যম ভাগবত বিদ্বানের ন্যায় পরাবিদ্যামন্দিরে অধ্যপনা করেন। এককথায় বলা যায় যে বৈষ্ণবতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করণে শ্রীমন্দিরাশ্রয়ে শ্রীমূর্ত্তির সেবনাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান একান্ত কর্ত্তব্য।।

শ্রীমঠপ্রশস্তিষড়কম্

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীন্দোঃ প্রেষ্ঠো বরো ভক্তিবিলাসতীর্থঃ।
তদাশ্রিতঃ শ্রীমুনি নামদণ্ডী তন্মন্দিরৌ নব্যতরৌ চকার।।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদের প্রেষ্ঠবিগ্রহ শ্রীল ভক্তিবিলাসতীর্থ মহারাজ, তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীপাদ মুনি মহারাজ নূতন সুরম্য শ্রীমন্দির ও নাট্যমন্দির নির্ম্মাণ করিলেন।।১

ধন্যশ্চ শিষ্যো গুরুনিস্কৃতার্থস্তন্নিস্কৃতার্থো যত ঈশতোষঃ।
তন্মন্দিরং যত্র বসন্তি সেব্যাঃ সেব্যাস্তু লোকে গুরুগৌরকৃষ্ণাঃ।।

সেই শিষ্যই ধন্য যিনি গুরুনিস্কৃতার্থ অর্থাৎ গুরুর অভীষ্ট কার্য্য সম্পাদক, তাহাই গুরুনিস্কৃতার্থ যাহা হইতে পরমেশ্বরের সন্তোষ উদিত হয়। তাহাই মন্দির যেখানে সেব্য সকল বিরাজ করেন, গুরুদেব, গৌরসুন্দর এবং কৃষ্ণই সেই সেব্যসকল।।২

তজ্জীবিতং যদ্ধরয়ের্পিতং বৈ বিদ্যৈব সা যা হরিভক্তিদাত্রী।
তদ্বিত্তমিষ্টং স চ বন্ধুবর্য্যস্তৎকৃত্যমাঢ্যং হরিতোষকৃচ্চ।।৩

তাহাই প্রকৃত জীবিত যাহা হরিতে সমর্পিত, তাহাই প্রকৃত বিদ্যা যাহা হরিভক্তিপ্রদায়িনী। তাহাই ইষ্টবিত্ত যাহা হরিসেবা যোগ্য, তিনিই প্রকৃত বন্ধু যিনি হরিভক্তি রূপ হিতে রত, তাহাই প্রকৃত কৃত্য ও আঢ্যতা যাহা হরিসন্তোষ প্রসিদ্ধ করে।।৩

তদর্থ ঈশার্পিত এব যশ্চ স প্রাণপূজ্যো হরিভক্তিভৃত্যঃ।
সাফল্যমুর্জ্জ্যং হরিপাদভক্ত্যা সৌখ্যঞ্চ শুদ্ধং হরিসেবনাদ্বৈ।।৪

তাহাই অর্থ যাহা ঈশ্বরে সমর্পিত, তিনিই প্রাণপূজ্য যিনি হরিতে ভক্তিমান্। হরিপাদপদ্মের ভক্তিতেই ধর্ম্মসাফল্য উর্জ্জিত এবং

হরিসেবন হইতেই বিশুদ্ধ আনন্দ সম্পন্ন হয়।।৪

ধনৈশ্চ কিং প্রাণগুণৈশ্চ কিম্বাবিদ্যাতপোদানজনৈশ্চ কিম্বা।
সৎকীর্ত্তিসৌশীল্যযশোভিরেভির্নচেদ্ধরের্ভক্তিরসো ন পেয়ঃ।।

ধন প্রাণ গুণাদির দ্বারাই বা কি সাধ্য ? বিদ্যা তপো দান ও পরিজনাদির দ্বারাই বা কি ফল লভ্য ? তথা সৎকীর্ত্তি, সৌশীল্য ও অমল যশাদিরই বা কি প্রয়োজন? যদি হরিভক্তি রস না পেয় হয়? অর্থাৎ হরি ভক্তিরস পানই সকল সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য, তদ্বিনা সকল সাধনই নিষ্ফল ও ব্যর্থ।

কিং সাধ্যমেকং রসরাজপ্রেমা কিং সাধনং কৃষ্ণপদৈকভক্তিঃ।
কিম্বন্ধনং যদ্‌গুণসক্তিরেকং জীবাতুরেকন্তু রসং হি নান্যঃ।।

কি সাধ্য? একমাত্র কৃষ্ণপ্রেমাই সাধ্য, কি সাধন ? কৃষ্ণপাদপদ্মের ভক্তিই সারাৎসার সাধন, কি বন্ধন ? যে মায়িক গুণাসক্তি তাহাই বন্ধন বাচ্য এবং জীবাতু কি? কৃষ্ণরসই একমাত্র জীবাতু অন্য কিছু নহে।

নবনির্ম্মিতমন্দিরোদ্‌ঘাটনে চ মহাপ্রভোঃ।
সন্ন্যাসপঞ্চশাতাব্দিপূর্ত্তের্মহোৎসবে শুভে।।
বৈষ্ণবসেবনে ধর্ম্মসভাদিকরণে সুখম্।
জীয়ান্মুনিযতির্গৌররামকৃষ্ণানুকম্পিতঃ।।

নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির উদ্‌ঘাটন তথা শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাসের পঞ্চশতবর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষে শুভ মহামহোৎসবে বৈষ্ণবসেবা সম্মেলন, ধর্ম্মসভাদি কার্যক্রমে নবমন্দিরে বিরাজমান্ ভগবান্ শ্রীসীতারাম, শ্রীরাধাগোবিন্দদেব ও শ্রীগৌরহরির বিশেষ অনুকম্পিত শ্রীমুনিমহারাজ জয়যুক্ত হউন।

রূপানুগসেবাশ্রম,রাধাকুণ্ড,মথুরা

শ্রীঅচিন্ত্যকৃষ্ণচতুর্দ্দকম্

মুক্তোঽপি গোপীপ্রণয়েন বদ্ধো
বন্দ্যোপি নন্দাত্মজলীলএব।
জাতোপ্যজাতারিগণৈরুপাস্য
ঈশোপি শেষানুজ এষ কৃষ্ণঃ।।১

এই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংমুক্ত এবং মুক্তকুলের উপাস্য হইয়াও ব্রজগোপীদের প্রণয়ে আবদ্ধ, লোকপালগণের বন্দ্যাস্পদ হইয়াও নন্দ নন্দনরূপে লীলাপরায়ণ। জড়জগতে জন্মলীলা প্রকাশ করিলেও তিনি অজাতশত্রু বৈষ্ণবগণের উপাস্যদেবতা এবং ঈশ্বর হইয়াও শেষভগবানের অনুজ রূপে লীলা পরায়ণ।

পতিরিহ পতিতানং প্রেমভাজাং গতিশ্চ
নিধিরিব বিধিপানাং শেবধিঃ সেবকানাম্।
অসুরিব বসুপানাং পাণ্ডবানাং বশীশ্চ
বলিরিব কলিমুক্তানাং বরেণ্যো মুকুন্দঃ।।২

শ্রীমুকুন্দ ইহ জগতে পতিতদের পতি স্বরূপ, প্রেমভাজীদের গতি, বিধিপালীদের নিধি স্বরূপ, সেবকদের মহামুল্যরত্ন স্বরূপ তথা ধনীদের প্রাণ, পাণ্ডবদের বশ্য, বলিরাজার ন্যায় কলিমুক্তদের তিনি বরেণ্য।

পাতাপি মাতৃস্তনপানসক্তো
দাতাপি বিপ্রান্নবিনোদপ্রার্থী।
মান্যোপি বন্যো হ্যজিতোপি বশ্যঃ
পন্যোপি দৈন্যাশ্রয় এষ কৃষ্ণঃ।।৩

এই কৃষ্ণ জগতের পালক হইয়াও শিশুলীলায় মাতৃস্তন পানাসক্ত, দাতা হইয়াও বিনোদ ভরে বিপ্রদের নিকট অন্নপ্রার্থী, সর্ব্বজগতের মান্য হইয়াও বন্যবেশভূষাধারী, অজিত হইয়াও ভক্তদের বশ্য তথা স্তুতিপাত্র হইয়াও দৈন্যশ্রায়ী লীলা পরায়ণ। এখানে জগৎপালকের মাতৃস্তনপানাসক্তি, দাতার প্রার্থনা, মান্যের বন্যবেশাদি, অজিতের বশ্যতা তথা পন্যের দৈন্যাশ্রয়ই অচিন্ত্যলক্ষণ।।৩

গোপোপি ভূপৈরভিদন্দিতাঙ্ঘ্রি
স্তারোপি জারো ব্রজগোপিকানাম্।
বদ্ধোপি দাম্নার্জ্জুনমুক্তিদাতা
সৌম্যোপি ধাম্নেহ যমো সুরাণাম্।।৪

শ্রীকৃষ্ণ গোপ হইয়াও ভূপতিদের বন্দনীয়চরণ, তারক ব্রহ্ম হইয়াও ব্রজগোপীদের জার অর্থাৎ উপপতি, দামবন্ধনলীলায় মাতৃ কর্ত্তৃক উদুখলে বদ্ধ হইয়াও যমলার্জ্জুনের মুক্তিদাত, সৌম্য অর্থাৎ মধুর মুর্ত্তি হইয়াও অসুরদের নিকট তিনি কাল যম স্বরূপ। এখানে গোপের রাজবন্দ্যত্ব, তারকের জারত্ব, বদ্ধের মুক্তুদাতৃত্ব এবং সৌম্যের যমত্বই অচিন্ত্যলক্ষণ।।৪

বালোপি কালশ্ছলবৎসলায়াঃ
শংস্যোপি হংসৈরিহ কংসহারী।
বীরোপি ধীরো বিবুধোপি মুগ্ধঃ
সেব্যোপি গব্যাশন এষ কৃষ্ণঃ।।৫

এই কৃষ্ণ বালক হইয়াও ছলবৎসলা পূতনার কাল স্বরূপ, পরমহংসগণের প্রশংসনীয় হইয়াও কংসের প্রাণহারী, তিনি বীর হইয়াও ধীর, সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিত হইয়াও সময় বিশেষে কর্ত্তব্য বিষয়ে মুগ্ধ এবং সেব্য হইয়াও গব্য ভোজনে রসিক।এখানে বালকের বিশালকায় রাক্ষসীবধ সামর্থ্য, প্রশংস্যের হিংসা, বীরের ধীরত্ব, সর্ব্বজ্ঞের মুগ্ধতা তথা সেব্যের চৌর্য্য দ্বারা সংগৃহীত নবনীত ভোজনাদি অচিন্ত্যলক্ষণ।।৫

পাল্যশ্চগোপ্যাবসুপালকোপ্য
জাতোভিজাতো ভুবি লীলয়েশঃ।
অলৌকিকোপ্যর্ভককেলিলোল
আদ্যোপি পাদ্যৈর্মখসেবনাঢ্যঃ।।৬

ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের পাল্য হইয়াও দেবতাদের পালক, অজ হইয়াও লীলাভরে জগতে আবির্ভূত, অলৌকিক চরিত্রশালী হইয়াও অর্ভক অর্থাৎ বাল্যকেলিতে চঞ্চল, অহো তিনি পূজ্য আদিপুরুষ গোবিন্দ হইয়াও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সমাগতদের পাদ্য দান রূপ সেবা কার্য্যে সম্পন্ন।।এখানে পালকের পাল্যত্ব, অজের জাতত্ব, অলৌকিকের লৌকিকত্ব এবং আদ্যের পাদ্যদাতৃত্ব প্রভৃতিই অচিন্ত্যলক্ষণ।।

ভর্গোপি গর্গোদিত কৃষ্ণনামা
দৃশ্যোপ্যদৃশ্যো দিতিজৈশ্চ সত্যম্।
দৈবোপি সেবাপরমো দ্বিজানাং
রস্যশ্চ বশ্যশ্চ ব্রজাঙ্গনানাম্।।৭

শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্রকাশ সূর্যতুল্য হইলেও গর্গাচার্য্যকৃত কৃষ্ণ এই নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি পরমহংসগণের ভক্তি নেত্রে পরম দৃশ্য হইয়াও প্রকৃত পক্ষে অসুরদের অদৃশ্য। তিনি আরাধ্যদেব হইয়াও দ্বিজদের পরম সেবা পরায়ণ। অথচ ব্রজাঙ্গনাদের একান্ত রস্য অর্থাৎ রসনীয় এবং বশ্য অর্থাৎ বশীভুত। এখানে স্বপ্রকাশের নাম ধারণ,

দৃশ্যের অদৃশ্যত্ব, সেব্যের সেবকত্ব, অজিতের বশ্যতা ও রস্যতা অচিন্ত্য লক্ষণময়।

সত্যঞ্চ মিথ্যাবচনে রসজ্ঞঃ
স্বার্থোপি পার্থাশ্বকসারথিশ্চ।
ভূজৈশ্চ গুঞ্জাভরণৈঃ সমীজ্যো
বেত্তাপি বৈদ্যাশ্রয়িগুহ্যলীলঃ।।৮

শ্রীকৃষ্ণ সত্যস্বরূপ হইয়াও তিনি মৃত্তক্ষণ লীলাদিতে মিথ্যাভাষণে রসজ্ঞ, তিনি স্বয়ং সকলের স্বার্থ স্বরূপ হইয়াও পার্থের রথের সারথি, তিনি সর্ব্ব পূজ্য হইয়াও বন্যভূমিজাত গুঞ্জামালায় বিভূষিত আর সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও রাধার কলঙ্ক ভঞ্জনলীলায় রোগ নির্ণয় কল্পে বৈদ্যাশ্রয় রূপ নিগূঢ় লীলা পরায়ণ। এখানে সত্যবাদীর মিথ্যাভাষণ, রথীর সারথ্য, দেবপূজ্যের বন্যভূষণ ধারণ এবং সর্ব্বজ্ঞের বৈদ্যানুগত্যই অচিন্ত্যলক্ষণ।।৮

আর্য্যোপ্যনার্য্যান্বয়ে জাতলীলো
নরোপি নরায়ণপারতত্ত্বঃ।
অচিন্ত্যলীলোপ্যনুচিন্ত্যনীয়
শ্চাখণ্ডধামাপ্যজখণ্ডরামঃ।।৯

শ্রীকৃষ্ণ ঋষিকুলের আরাধ্য হইয়াও তিনি অঋষিকুলে অর্থাৎ গোপকুলে জন্ম লীলা প্রকাশ করেন। নরলীলা পরায়ণ হইলেও তিনি বস্তুতঃ নারায়ণ পরতত্ত্ব। তাঁহার লীলা অচিন্ত্য হইলেও তিনি ভক্তদের নিরন্তর চিন্তার বিষয় এবং অখণ্ডধাম হইয়াও অজখণ্ড অর্থাৎ অজনাভবর্ষে (ভারতবর্ষে) নিত্যলীলা বিলাসী। এখানে আর্য্যের অনার্য্যকুলজত্ব, নারায়ণ পরতত্ত্বের নরলীলা, অচিন্ত্যের চিন্ত্যত্ব তথা অখণ্ডধামের খণ্ডধামবাসিত্বই অচিন্ত্যলক্ষণ।।৯

লোকস্য শোকস্য চ মান্যহন্তৃ
ভূতস্য দৈত্যস্য চ সেব্যশত্রুঃ।
দৈন্যস্য পূন্যস্য চ ভর্গস্বর্গো
গোপস্য ভূপস্য চ পূজ্যপাদঃ।।১০

শ্রীকৃষ্ণ লোকের মান্য এবং শোকের নাশক, ভৃত্যের সেব্য এবং দৈত্যের শত্রু, দৈন্যের ভর্গ এবং পূণ্যের স্বর্গ স্বরূপ তথা গোপ ও রাজগণের পূজ্যপাদ।।

হাস্যে চ ভাষ্যে চ মহারসজ্ঞো
মানে চ দানে চ মহাপ্রসিদ্ধঃ।
বেদে চ বাদে চ মহামহিষ্ঠো
মন্ত্রে চ তন্ত্রে চ হরির্বরিষ্ঠঃ।।১১

শ্রীহরি মনোরম হাস্য ও ভাষ্যে মহারসজ্ঞ, মানে ও দানে মহাপ্রসিদ্ধ, বেদে ও বাদে মহামহিষ্ঠ তথা মন্ত্রে ও তন্ত্রে মহাবরিষ্ঠ চরিত্রবান।।

নর্ম্মে চ ধর্ম্মে ত মহাবিদগ্ধঃ
সামে চ রামে চ মহাবিশুদ্ধঃ।
শক্তৌ চ ভক্তৌ চ মহাসমুদ্র
স্তর্কে চ যুক্তৌ চ হরির্মহেন্দ্রঃ।।১২

শ্রীহরি নর্ম্ম বিলাসে ও ধর্ম্ম বিলাসে মহাবিদগ্ধ, সাম(মধুরবচন প্রয়োগে) ও রামে (রমণে) মহা প্রসিদ্ধ, শক্তি ও ভক্তিতে মহাসাগরতুল্য তথা তর্ক ও যুক্তিতে মহাসমৃদ্ধ।।

কেশে চ বেশে চ মনোভিরামো
হাবে চ ভাবে চ হি পূর্ণকামঃ।
নৃত্যে চ গীতে চ মহামহেন্দ্রঃ
সখ্যে চ মোক্ষে চ মহামহীধ্রঃ।।১৩

শ্রীকৃষ্ণ কেশে ও বেশে মনো নেত্রের অভিরাম স্বরূপ, হাবে ভাবে পূর্ণকাম, নৃত্যও গীতে মহামহেন্দ্র তথা সখ্য ও মোক্ষকর্ম্মে মহামান্য স্বরূপ।।

রাগে চ যাগে চ মহাদ্বিজেন্দ্রো
যোগে চ ভোগে চ মহাসমর্থঃ।
বিধৌ চ সিদ্ধৌ চ মহাসমৃদ্ধো
নীতৌ চ রীতৌ চ হরিঃ কবীন্দ্রঃ।।১৪

শ্রীকৃষ্ণ অনুরাগ ও প্রেমযাগে মহাদ্বিজবর, যোগ ও ভোগধর্ম্মে তিনি মহাসমর্থবান, বিধি ও সিদ্ধিতে মহাসমৃদ্ধ তথা সত্যনীতি ও প্রেমরীতিতে মহা পণ্ডিতবর।।

ভক্তি সর্ব্বস্ব গোবিন্দ, রূপানুগ সেবাশ্রম, রাধাকুণ্ড

শ্রীগৌরসুন্দরদ্বাদশকম্

রাধাকৃষ্ণস্বরূপায় কৃষ্ণচৈতন্যনামিনে।
মহাবদান্যরূপায় শ্রীমহাপ্রভবে নমঃ।।

সাঙ্গভক্তপার্ষদাস্ত্রবেষ্টিতাবতারকং
ভক্তদুঃখকল্যভাববিশ্বভারতারকম্।
শ্রীশচীরসাব্ধিজাতগৌড়ধামভাস্করং
সন্ততং ভজামি ভক্তপার্থ গৌরসুন্দরম্।।১

অঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র পার্ষদ ভক্তবৃন্দ সহ অবতীর্ণ, ভক্তদুঃখ কলির দৌরাত্ম্য ও বিশ্বভার হারী, শ্রীশচীজঠোর জলধিজাত, গৌড়মণ্ডল প্রভাকর, ভক্তপার্থ শ্রীগৌরসুন্দরকে আমি সর্ব্বদা ভজন করি।।১

কুন্তলাঢ্যভালচন্দনোর্দ্ধপুণ্ড্রভূষিতং
পুষ্পচূড়বক্রকেশবন্যভূষণাঞ্চিতম্।
তপ্তহেমসন্নিভাঙ্গকামকোটিসুন্দরং
সন্ততং ভজামি সৌম্যরূপগৌরসুন্দরম্।।২

যাঁহার চূর্ণকুন্তল শোভিত ভালদেশ চন্দনতিলকে বিভূষিত, যিনি পুষ্পচূড়া, কুঞ্চিতকেশে ও বন্যবেশে সুসজ্জিত, যাঁহার প্রতপ্ত স্বর্ণকান্তি সমুজ্জ্বল কলেবর কোটি কন্দর্প সুন্দর সেই সৌম্যরূপ শ্রীগৌরসুন্দরকে আমি সর্ব্বদা ভজন করি।।২

শঙ্খকণ্ঠবিম্ববৎসুচারুতাধরোষ্ঠকং
ফুল্লপদ্মসুন্দরাক্ষভৃঙ্গযুষ্টমালিকম্।
চারুদীর্ঘহস্তপাদমাধুরীপুরন্দরং
সন্ততং ভজামি রূপধাম গৌরসুন্দরম্।।৩

যাঁহার কণ্ঠদেশ শঙ্খবৎ ত্রিরেখাঙ্কিত, বিম্বতুল্য অধর ওষ্ঠ চারুতর, নয়ন প্রফুল্ল পঙ্কজতুল্য সুন্দর, বনমালা ভ্রমরগুঞ্জিত, চারু দীর্ঘ হস্তপদ মাধুর্য্যসুন্দর স্বরূপ সেই অপরূপ রূপধাম শ্রীগৌরসুন্দরকে আমি সর্ব্বদা ভজন করি।।৩

স্পর্শরত্নবন্মহিষ্ঠনামকীর্ত্তিদর্শনং
মূর্খনীচদীনদুঃস্থ ভক্তচিত্তকর্ষণম্।
প্রেমনামদানমত্তসর্ব্ববিশ্বসম্ভরং
সন্ততং ভজামি বিশ্বনাথ গৌরসুন্দরম্।।৪

যাঁহার নাম কীর্ত্তি ও দর্শন স্পর্শমণির ন্যায় মহিমান্বিত, যিনি মূর্খ নীচ দীন দুঃস্থ সহ ভক্তদের চিত্তকে আকর্ষণ করেন, যিনি নাম

প্রেম দানে মত্ত, সর্ব্বজগতের আনন্দকন্দ সেই বিশ্বনাথ স্বরূপ গৌর সুন্দরকে আমি সর্ব্বদা ভজন করি।।৪

পূর্ণকোটি চন্দ্রমাতিরস্কৃতাস্যমণ্ডলং
সর্ব্বলোকশোকহারিমন্দহাস্যমঙ্গলম্।
চিত্রনাট্যচিত্রভাবচিত্রকেলিসাগরং সন্ততং
ভজামি ভক্তরূপ গৌরসুন্দরম্।।৫

যাঁহার বদন মণ্ডল পূর্ণকোটি চন্দ্রের তিরস্কারকারী, যিনি সর্ব্বলোকের শোকহারি মৃদুমন্দহাস্য মঙ্গলধারী, যিনি বিচিত্র নাট্য, বিচিত্র ভাব তথা বিচিত্র কেলির সাগর স্বরূপ সেই ভক্তরূপ গৌরসুন্দরকে আমি সর্ব্বদা ভজন করি।।৫

রামমেঘবিপ্রচোদিতাদ্যবৃষ্টিবৈভবং
সাধ্যসারসাধনাঙ্গতত্ত্বরত্নমাধবম্।
বাসুদেবকুষ্ঠহারি চিত্রকীর্ত্তিশঙ্করং
সন্ততং ভজামি দীননাথ গৌরসুন্দরম্।।৬

রামানন্দ রূপ ভক্তমেঘে মধুররস বৃষ্টি বৈভব বিস্তারকারী, সাধ্যসার সাধনাঙ্গযুক্ত তত্ত্বরত্নের মাধব, বাসুদেবের কুষ্ঠ নষ্টকারী, বিচিত্র কীর্ত্তিসাগর, দীননাথ গৌরসুন্দরকে আমি সর্ব্বদা ভজন করি।।৬

কীর্ত্তনাখ্যরাসমত্তভক্তচিত্তচন্দনং
রাধিকাস্বভাবকান্তিলিপ্তনন্দনন্দনম্।
কৃষ্ণকেলিভাবনানুরূপকেলিতৎপরং
সন্ততংভজামি কৃষ্ণরূপ গৌরসুন্দরম্।।৭

যিনি কীর্ত্তনাখ্য রাসবিলাসে মত্ত, ভক্তদের চিত্তবিনোদনে চন্দনতুল্য, যিনি রাধিকার ভাবকান্তিযুক্ত নন্দনন্দন স্বরূপী, যিনি ভক্তভাবে কৃষ্ণলীলার অনুরূপ আস্বাদন লীলা তৎপর সেই কৃষ্ণরূপী গৌরসুন্দরকে আমি সর্ব্বদা ভজন করি।।৭

দম্ভদীপ্তসর্ব্বদিগ্বিজেতৃগর্বমর্দ্দনং
দর্শনেন সর্ব্বজীবচিত্তকল্মষার্দ্দনম্।।
সর্ব্বশক্তিমৎস্বরূপতত্ত্বতৎপরাৎপরং
সন্ততং ভজামি নাট্যরঙ্গ গৌরসুন্দরম্।।৮

প্রচণ্ড দম্ভভরে দীপ্ত দিগ্বিজয়ীর গর্ব মর্দ্দনকারী, নিজদর্শন দ্বারা সর্ব্বজীবের চিত্তকল্মষ নাশকারী, সর্ব্বশক্তিমান্ ,পরাৎপরতত্ত্ব স্বরূপী, নাট্যরঙ্গকারী গৌরসুন্দরকে আমি সর্ব্বদা ভজন করি।।৮

সার্ব্বভৌমনিস্কৃতার্থতত্ত্বসার্ব্বভৌমপং
দর্শিতাত্মবৈভবাদিভক্তিকল্পপাদপম্।
শান্ত দাস্যসখ্যবাৎস্যকান্তভাববন্ধুরং
সন্ততং ভজামি তত্ত্বমূর্ত্তিগৌরসুন্দরম্।।৯

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে মায়াবাদ পঙ্ক হইতে উদ্ধার কল্পে সর্ব্বোত্তম তত্ত্ব প্রকাশক, আত্মবৈভবাদি প্রকটকারী, ভক্তকল্পতরু স্বরূপ, শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও কান্ত ভাব আস্বাদনে মধুর তত্ত্বমূর্ত্তি গৌরসুন্দরকে আমি সর্ব্বদা ভজন করি।।৯

শ্রীসনাতনাদিরূপশুদ্ধভক্তিশিক্ষণং
শিক্ষণাষ্টকেন শিক্ষিতাত্মভাবসাধনম্।
নীলশৈলনাথদর্শানার্ত্তিবেদনোদ্ধুরং
সন্ততং ভজামি ভাবমগ্ন গৌরসুন্দরম্।।১০

শ্রীরূপসনাতনাদিকে শুদ্ধভক্তি শিক্ষাদাতা, নিজকৃত শিক্ষাষ্টক দ্বারা নিজ ব্রজভাব সাধন উপদেষ্টা, নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ দর্শনে আর্ত্তি ও বেদনায় অধীর, ভাবমগ্ন গৌর সুন্দরকে আমি সর্ব্বদা ভজন করি।।১০

ভাবুকেন্দ্রমাধবেন্দ্রভাবভক্তিশীলনং
বিপ্রলম্ভমগ্নরাধিকেষ্টভাবলীলনম্।
অত্যদৃষ্টপূর্ব্বভাবকৌমুদীসুধাকরং
সন্ততং ভজামি ভূরিদাতৃগৌরসুন্দরম্।।১১

ভাবুকরাজ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর ভাবভক্তির অনুশীলনকারী, বিপ্রলম্ভমগ্ন রাধিকার ইষ্টভাবে লীলাপরায়ণ, অতিশয় অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাবকৌমুদী প্রকাশে সুধাকর তুল্য, মহাবদান্য গৌরসুন্দরকে আমি সর্ব্বদা ভজন করি।।১১

ক্ষুদ্রখণ্ডযুক্তিতর্কতত্ত্ববাদখণ্ডনং
ব্রহ্মসূত্রভাষ্যব্যক্তপূর্ণবাদমণ্ডনম্।
কীর্ত্তনীয়নিত্যকৃষ্ণমন্ত্রতন্ত্রদাতরং
সন্ততং ভজামি বিশ্বশর্ম্ম গৌরসুন্দরম্।।১২

ক্ষুদ্র ও খণ্ডমত তথা নিরীশ্বর যুক্তিতর্ক্য জাত তত্ত্ববাদাদি খণ্ডনকারী, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে পূর্ণরূপে ব্যক্ত ভক্তিবাদ প্রবর্ত্তনকারী. কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ এই মন্ত্র তন্ত্র দাতা বিশ্বশর্ম্মা গৌরসুন্দরকে আমি সর্ব্বদা ভজন করি।।১২

শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গোবিন্দ
শ্রীরূপানুগসেবাশ্রম, রাধাকুণ্ড

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বৈশিষ্ট্য

নমঃ কৃষ্ণস্বরূপায় তদ্রূপবৈভবায় চ।
তৎপ্রকাশবিলাসায় গুরবে প্রভবে নমঃ।।

দিব্যজ্ঞান প্রদানে শিষ্যের অজ্ঞান জাত সন্তাপাদি সংহারীই গুরু বাচ্য। তিনি তৎকার্য্যের জন্য দেব সংজ্ঞা প্রাপ্ত। গুরুদেব সকল প্রকার বৈশিষ্ট্য মালায় সমলঙ্কৃত। বিশেষ ভাব বৈশিষ্ট্য। বিশেষ ভাব বিলক্ষণভাব অতএব অনন্যসাধারণ।

শ্রীগুরুপূজার বৈশিষ্ট্য

গুরুদেবই অগ্র পূজ্য। যদিও জগতে বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠপূজ্য তথাপি গুরুপূজা ব্যতীত তাঁহার পূজাধিকার লভ্য নহে বলিয়াই গুরু অগ্রপূজ্য। তাঁহার এই অগ্রপূজ্যত্ব স্বয়ং ভগবান্ কথিত। যথা আদৌ তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্। তজ্জন্য শ্রেষ্ঠপূজ্যের পূজার মঙ্গলাচরণ স্বরূপে গুরুপূজার অগ্রিমত্ব ও প্রাধান্য শ্রুতি শাস্ত্র সম্মত। ভগবান্ বলেন, অগ্রে গুরুকে পূজা করিয়া পরে আমার পূজা করিবে। তাহা হইলে সিদ্ধি লভ্য হয় অন্যথা পূজা নিষ্ফল হয় তথা সিদ্ধিও দুর্ল্লভ হয়।

গুরুকৃপার বৈশিষ্ট্য

শ্রীভগবৎকৃপাঘনমূর্ত্তিই শ্রীগুরুদেব। গুরুর মাধ্যমেই কৃষ্ণকৃপা শরণাগতে সঞ্চারিত হয়। যথা- কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামী রূপে শিখায় আপনে।।গুরুদেব কৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহ। তস্মিংস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ। তাঁহার এই অভিন্নতা তদীয় অন্তরঙ্গ বিচারেই প্রতিষ্ঠিত। তজ্জন্য তিনি কৃষ্ণের প্রেষ্ঠরূপে প্রসিদ্ধ। তিনি সম্বিদ্ঘনমূর্ত্তি। ভক্তিশক্তিমান্, প্রয়োজন সম্পাদক সূত্রে জগদ্বন্ধু। তাঁহার সৌহার্দ্দের শতাংশের একাংশের সহিত অন্যের সৌহার্দ্দের তুলনা হয় না। তিনি নিরুপাধিক বদান্য পুরুষাগ্রগণ্য। তিনি নানা

মূর্ত্তিতে শ্রদ্ধালুদের সদ্ধর্ম্ম সাধক। তিনি বর্ত্মদেশিক রূপে ধর্ম্মের দিক্ প্রদর্শক, চৈত্য গুরুরূপে তৎপ্রাপ্তির সাধন বুদ্ধির প্রেরক ও প্রবর্ত্তক। দীক্ষাগুরুরূপে ইষ্টমন্ত্র প্রদায়ক এবং শিক্ষাগুরুরূপে ভজনরহস্য সংজ্ঞাপক।

প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী, তোষামোদকারী, প্রতিষ্ঠাকামীদের কৃপা হৈতুকী, প্রেয়ঃসম্পাদিকা। তাহাতে প্রচ্ছন্নরূপে সক্রিয় কাপট্য ও হিংসা। তাহা জীবের আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ সম্পাদনে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাদৃশ ভ্রান্তদর্শীদের কৃপা বিষকুম্ভং পয়ো মুখং স্বরূপ। কারণ জীব যে রোগে কাতর তাহাকে সেই রোগের ইন্ধন যোগান কখনই কৃপা লক্ষণ হইতে পারে না। পরন্তু তত্ত্বদর্শী গুরুর কৃপা জীবের আত্যন্তিক শ্রেয়ঃসাধিকা। তাহা কাপট্য, কৌটিল্য, কার্পণ্য, কাঠিন্যাদি শূন্য এবং পরম কারুণ্যাদি পূর্ণ। গুরুকৃপা শিষ্যের ভক্তি বিজ্ঞান বিরক্তি দানে মুক্তহস্ত। গুরুকৃপাবানই একমাত্র সাধন ভজনে ও সিদ্ধি সংগ্রহে পরম সমর্থ। গুরুকৃপা পতিতকে পাবন, অধমকে সর্ব্বোত্তম, অজ্ঞকে প্রাজ্ঞ্য, অন্ধকে চক্ষুষ্মান, অধার্ম্মিককে পরম ধার্ম্মিক করে। এমন কি লঘুকেও গুরুত্ব দানে গুরুকৃপার সৌজন্য সর্ব্বোপরি বিরাজমান্। গুরুকৃপা মহারাজ্ঞীর প্রজাসূত্রে সকল সদ্‌গুণাবলী সঞ্জীবিত। গুরুকৃপাই কৃষ্ণকৃপার অভিভাবকসূত্রে শিষ্যধর্ম্মের চৈতন্য সম্পাদক। অতএব গুরুকৃপা অশেষগুণে বিশেষরূপে বিভূষিত।

শ্রীগুরুভক্তের বৈশিষ্ট্য

গুরুভক্তই কৃষ্ণভক্ততম। কৃষ্ণ বলেন, যাঁহারা আমার সাক্ষাৎ ভক্ত তাঁহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নহে পরন্তু যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত, তাঁহারাই আমার ভক্ততম জানিবে।

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ।।

গুরুভক্ত বিনাশহীন, গুরুদাসের পতন নাই। গুরুভক্ত পরম ধার্ম্মিক, গুরুভক্ত অকুতোভয়। কারণ তিনি অভয়পদে শরণাগত। গুরুভক্তি সুধানিধিতে সন্তরণশীলদের সৌজন্য, সৌহার্দ্দ্য, সাদ্‌গুণ্যাদির অভাব নাই। তাঁহারা গুরুভক্তি নিষ্ঠায় পরমার্থের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত হন। প্রকৃত গুরুভক্ত তত্ত্বদর্শী। তিনি ভ্রান্তদর্শীদের পথপ্রদর্শন গৌরব মণ্ডিত। গুরুভক্তই বৈকুণ্ঠপথের পথিক, গুরুভক্ত কৃষ্ণপ্রেম পুরুষার্থের উত্তরাধিকারী। গুরুভক্ত কুলোদ্ধারক, জগদ্বিভূষণ। অতএব গুরুভক্তের তুলনা হয় না। গুরুভক্ত বিলক্ষণ ধর্ম্মগুণধাম।

শ্রীগুরুভক্তির বৈশিষ্ট্য

গুরুভক্তিই শিষ্যের সর্ব্বস্ব স্বরূপ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, গুরুসেবায় আমি যেরূপ সন্তুষ্ট হই ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ্য ও সন্ন্যাস দ্বারা তদ্রূপ সন্তুষ্ট হই না।

নাহমিজ্যা প্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন চ।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা।।

গুরুসেবাই শিষ্যের সদ্ধর্ম্ম। গুরুভক্তিহীন কখনই ধার্ম্মিক হইতে পারে না। গুরুভক্তিহীন শ্রেয়ঃপথে বঞ্চিত, আত্মঘাতী, পশুতুল্য, নরাধম ও নারকী। গুরুসেবা অপেক্ষা পরম পবিত্র ধর্ম্ম আর নাই তাহা সর্ব্বোত্তমতা প্রাপ্ত। গুরুশুশ্রূষণং নাম ধর্ম্ম সর্ব্বোত্তমোত্তমম্।

তস্মাৎ পরতরং ধর্ম্ম পবিত্রং নৈব বিদ্যতে।।

পৃথক্ পৃথক্ উপায়ে কামক্রোধাদি জয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও গুরুভক্তি দ্বারা পুরুষ অনায়াসে সে সকল জয় করিতে পারেন।

কামক্রোধাদিকং যদ্ যদাত্মনোঽনিষ্টকারণম্। এতৎসর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যাপুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ।।

গুরুভক্তি সিদ্ধি হইতেও গরীয়সী। অতএব গুরুভক্তির সাম্য জগতে বিরল।

শ্রীগুরুপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য

ইহ জগতে গুরুপ্রসাদই সর্ব্বসিদ্ধিকর। প্রসন্নে তু গুরৌ সর্ব্বসিদ্ধিরুক্তা মনীষিভিঃ। অর্থাৎ মনীষীগণ বলেন, গুরু প্রসন্ন হইলে সর্ব্ব সিদ্ধি লভ্য হয়। গুরু প্রসন্ন হইলে ভগবান্ স্বয়ংই প্রসন্ন হন। গুরৌ প্রসন্নে প্রসীদতি ভগবান্ হরিঃ স্বয়ম্। যাঁহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাঁহা হৈতে।। শ্রীল বিশ্বনাথ ঠাকুর গুর্ব্বষ্টকে বলেন,

যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।

যাঁহার প্রসাদ হইতে ভগবৎপ্রসাদ লভ্য হয়। যিনি অপ্রসন্ন হইলে অন্য কোথাও হইতে কোন গতি থাকে না, ত্রিসন্ধ্যা সেই গুরুদেবের ধ্যান ও যশের স্তব করিতে করিতে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করি।। ইহাতে গুরুপ্রসাদের কৈবল্য ও প্রাধান্য নিশ্চিত হইল।

শ্রীগুরুতত্ত্ববৈশিষ্ট্য

তত্ত্ব বিচারে গুরুদেব পরব্রহ্ম স্বরূপ। তিনি পরমধন, পরমধাম, পরমাশ্রয়, পরাবিদ্যা ও পরাগতি স্বরূপ।

গুরুরেব পরো ব্রহ্ম গুরুরেব পরং ধনম্।
গুরুরেব পরঃ কামো গুরুরেব পরায়ণম্।।
গুরুরেব পরাবিদ্যা গুরুরেব পরাগতিঃ।।

গুরু তত্ত্বতঃ কৃষ্ণস্বরূপবান্। কারণ চৈতন্যচরিতে সিদ্ধান্ত-

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভাগ্যবানে।

জ্ঞানের সাধন শাস্ত্র। শাস্ত্র গুরুমুখে বিদ্যমান্। অতএব ভগবৎপ্রাপ্তি সর্ব্বদায় গুর্ব্বাধীন। গুরু কৃষ্ণ সম্বন্ধ ভক্তি ও প্রীতি তত্ত্ব প্রকাশে ব্রহ্মা স্বরূপ, অনর্থবিনাশে শিব স্বরূপ এবং ভক্ত পরিপালনে বিষ্ণুস্বরূপ। তিনি পরব্রহ্মবৎ নমস্য।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুদেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মাৎ সম্পূজয়েৎ সদা।।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, গুরুকে আমার স্বরূপ জানিবে। কখনও তাঁহাকে মর্ত্ত্যজ্ঞানে অবজ্ঞা ও অসূয়া করিবে না।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ।।

তিনি আরও বলেন, মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসিতং মদাত্মকম্। পরমার্থ লাভের জন্য শান্ত, আমার স্বরূপ বিষয়ে অভিজ্ঞ ও আমার স্বরূপভূত গুরুকে উপাসনা করিবে। এখানে গুরু ভগবদভিন্নরূপেই সিদ্ধান্তিত।

উপনিষৎ বলেন--

তদ্বিজ্ঞানার্থং গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্। ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞান লাভের জন্য সমিধপাণি শিষ্য বেদাদি শাস্ত্রে বিশারদ এবং পরমেশ্বরে নিষ্ঠাবান্ গুরুর নিকট গমন করিবেন। এখানে গুরুত্ব পরমেশ্বরের ভক্তিনিষ্ঠত্বরূপেই প্রকাশিত।

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।

বেদাদি সমস্তশাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ হরি রূপেই কীর্ত্তন করেন। পরমপ্রাজ্ঞ্য সাধুগণও তদ্রূপ চিন্তা করেন কিন্তু যিনি তত্ত্বতঃ প্রভু কৃষ্ণের প্রিয় সেই গুরুদেবের পাদপদ্মকে আমি বন্দনা করি।। হরিত্ব শব্দে হরিভাবকে বুঝায়। হরিভাব হইতে গুরুর হরিপ্রিয়ত্বই প্রমাণিত হয়। তাৎপর্য্য-- শ্রীকৃষ্ণই ঈশগুরু আর তাঁহার প্রিয়তম বৈষ্ণবই তদাজ্ঞাকারী মহান্তগুরু। মহান্তগুরুও জগদ্‌গুরুবৎ মান্য। যথা- মদ্‌গুরুর্জগদ্‌গুরুঃ মন্নাথো জগন্নাথঃ।

মহান্ত গুরু কৃষ্ণপ্রিয়তমরূপেই তদভিন্ন স্বরূপবান্। প্রতিনিধি নিধিবৎ মান্য বিচারে গুরু কৃষ্ণবৎ মান্য। তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসু শ্রেয় উত্তমম্। শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্।। এই ভাগবতীয় শ্লোকে গুরুর কৃষ্ণভক্তত্বই প্রকাশিত।

গুরু বিজ্ঞানবীর্য্য। তিনি আনুমানিক নহেন কিন্তু অনুভূতি সম্পন্ন আদর্শস্থানীয় বলিয়া পরম প্রামাণিক। তিনি বৈকুণ্ঠদূতরূপে কুণ্ঠাধর্ম্মের ধূমকেতু স্বরূপ। তিনি ধর্ম্মসেতু রূপে অধর্ম্মবন্ধু কলির কীর্ত্তিকন্টকীলতার মূলোচ্ছেদক। তিনি পরমার্থের প্রধান মন্ত্রীরূপে অনর্থরাজ্যের বিজয়বিক্রমী। তিনি শুভঙ্কর কর্ণধার সূত্রে শিষ্যের সংসারসাগর পারক। তিনি সদূক্তি শস্ত্রপাতে শরণাগতের অজ্ঞান বিষবৃক্ষের সংচ্ছেদক। তিনি কল্পতরু ধিক্কারি বদান্যগুণের সাগর। তিনি হংসস্বরূপে প্রাকৃত বংশবিনাশক প্রশংসনীয় পরমহংসধর্ম্ম ধুরন্ধর। তিনি বিষ্ণুপাদ রূপে বিসঙ্কটপাদ শিষ্যের পরমপদ প্রাপক। তিনি আচার্য্যস্বরূপে শরণাগতের পরব্রহ্ম পরিচর্য্যার প্রচারক। তিনি ভাগবত স্বরূপে ভাগবতধর্ম্মের আদর্শ বিগ্রহ। তিনি নিরুপাধিক সুহৃৎসূত্রে শ্রেয়স্কামী শিষ্যের অসুহৃৎ অর্থাৎ প্রাণহারক বিধর্ম্মব্যাধের মর্ম্মভেদী ধর্ম্মধনুর্বাণধারী। তিনি পাণ্ডিত্যমার্তণ্ড প্রতাপে পাষণ্ড্য তমস্কাণ্ডের প্রাণখণ্ডক। তিনি পুজ্যসর্ব্বস্ব স্বরূপে শিষ্যের স্বরূপসম্পত্তি সম্পাদক। অতএব গুরুদেব সকল প্রকার বৈশিষ্ট্য মালায় বিভূষিত।

--ঃ০ঃ--

হিতোপদেশ

শুন ভাই! হৈয়া এক মন।
দুর্ল্লভ মানব অঙ্গ সুদুর্ল্লভ সাধুসঙ্গ
কৃষ্ণ ভজি লভ সুকল্যাণ।।
দেবের বাঞ্ছিত যাহা ভাগ্যে মিলিয়াছে তাহা
হেলায় না হারাও হেন ধন।
হারালে বঞ্চিত হবে জন্ম জন্ম দুঃখ পাবে
নাহি পাবে কল্যাণ কখন।।
কুকুর শূকর খর উট গাধা সম নর
যার কর্ণে না পশে হরিনাম।
তার জন্ম অকারণ সেই বড় ভাগ্যহীন
সেই বড় শোচ্য পাপীয়ান।।
ভক্ত পদধূলী যেই নাহি অঙ্গে ধরে সেই
প্রেত সম ভয়ের কারণ।
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিতুলসীঘ্রাণ যে নাসা না করে গ্রহণ
তার নাসা ভস্ত্রার সমান।।
যেই কর অনুক্ষণ না সেবে হরিচরণ
সেই কর মৃতক সমান।
যার কর্ণ হরিগান না করয়ে শ্রবণ
তার কর্ণ কাণা কড়ি সম।।
যার জিহ্বা হরিগুণ না করে সঙ্কীর্ত্তন
তার জিহ্বা ভেক জীহ্বা সম।
তার পদ বৃক্ষ সম যার পদ হরিধাম পরিক্রমা না
করে কখন।।
হরিপদে শির যার নাহি করে নমস্কার
তার শির ভারবাহী জান।
হরিনামে যার চিত্ত নাহি হয় দ্রবীভূত
তার চিত্ত পাষাণ সমান।।
হরিপাদপদ্ম ধ্যান নাহি করে যার মন
তার মন অসতী সমান।
হরিভজনের তরে দেহেন্দ্রিয় মনাদিরে
সৃষ্টি কৈল সুহৃৎ ভগবান।।
ইন্দ্রিয়ে হরিসেবন সেই ধর্ম্ম সনাতন
তাতে যায় সংসারবন্ধন।
ইন্দ্রিয়ে বিষয় ভোগ বাড়াই সংসাররোগ
দৃঢ় করে অবিদ্যাবন্ধন।।
স্বপ্নমনোরথ সম জান এ সংসারভ্রম
পান্থ সম ইহাতে মিলন।
সবে মাত্র স্বার্থপর কেহ নহে বশে কার
নিজকার্য্যে ফিরে অনুক্ষণ।
কালে সবার উদয় কালাধীন জীবচয়
কালবশে বিয়োগ মিলন।
ইথে বুদ্ধিমান জন ভজি কৃষ্ণপদধন
কালপাশ করয়ে চ্ছেদন।।
কনক কামিনী রসে যাবে প্রাণ অবশেষে
নাহি হবে শ্রীকৃষ্ণভজন।
শ্রীকৃষ্ণভজন বিনা না যায় ভবযাতনা
নাহি মিলে নিত্যশান্তিধন।।
সাধুসঙ্গে ভজি হরি এভবসাগর তরি
ধন্য কর মানবজীবন।
সেই ধন্য বুদ্ধিমান সফল তার জীবন
যেই ভজে শ্রীকৃষ্ণ চরণ।।
সেই ভবে ভাগ্যবান সুপুত্র কুলভূষণ
সেই মানী সত্যজ্ঞানবান।
সেই তো প্রকৃত পিতা মাতা পতি বন্ধুভ্রাতা
সেই গুরু আত্মীয় স্বজন।।
তার পদধূলি লৈয়া নাচ হাতে তালি দিয়া
কর সুখে কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন।
সঙ্কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠধন সেই শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন
তাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ।।

ভক্তিসর্ব্বস্ব গোবিন্দ

---ঃ০ঃ---

পাপ ওপাতকীর জন্মবিবরণ

১। মাতা, কন্যা, ভগ্নী ও পুত্রবধূগমনাদি অতিপাপ। তৎফলে পর্য্যায়ক্রমে স্থাবর জন্ম হয়।

অতিপাতকীনাং পর্য্যায়েণ সর্ব্বাঃ স্থাবরযোনয়ঃ।

২। বেদনিন্দা ও বেদত্যাগ, কুমারী, মাসিমা ও পিসিমা গমনাদি অনুপাতক। তৎফলে পক্ষী জন্ম হয়। অনুপাতকীনাং পক্ষীযোনয়ঃ।

৩। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, গুরুপত্নীগমনাদি মহাপাতক। তৎপলে কৃমি জন্ম হয়। মহাপাতকীনাং কৃমিযোনয়ঃ।

৪। গোবধ, অযাজ্যযাজন, পিতা মাতা ও গুরুত্যাগ, বেতন লইয়া বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনাদি উপপাতকে গণ্য। তৎফলে জলচর জন্ম হয়। উপপাতকীনাং জলজযোনয়ঃ।

৫। কুটিলতা, পুংমৈথুন, পশুমৈথুনাদি জাতি ভ্রংশকরণ পাপ। তৎফলে জলচর জন্ম হয়।

কৃতজাতিভ্রংশকরণানাং জলচরযোনয়ঃ।

৬। গ্রাম্য ও আরণ্যপশুবধাদি শঙ্করীকরণ পাপ। তৎফলে মৃগ জন্ম হয়। কৃতশঙ্করীকরণানাং মৃগযোনয়ঃ।

৭। নিন্দিতের ধন গ্রহণ, সূদগ্রহণ, অসত্যভাষণ, শুদ্রসেবনাদি অপাত্রীকরণ পাপ। তৎফলে পশু জন্ম হয়। **কৃতাপাত্রীকরণানাং পশুযোনয়ঃ।**

৮। পক্ষীহত্যা, মৎস্যাদি জলচর প্রাণীহত্যা, মদ্যপান ও মদসংশ্লীষ্টভোজনাদি মালিনীকরণ পাপ। তৎফলে মনুষ্যদের মধ্যে অস্পৃষ্টাদি জন্ম হয়। মাতৃগামনে-লিঙ্গহীন, গুরুপত্নীগামনে-মূত্রকৃচ্ছতা, নিজকন্যাগমনে-রক্তকুষ্ঠ, ভগিনীগমনে-ভগন্দর, তপস্বিনীগমনে-প্রমেহ, পশুগমনে- মূত্রাঘাত, পরগৃহ অগ্নিদানে-উন্মত্ততা, পরবিত্তহরণে-দারিদ্র, পরপীড়ণে-দীর্ঘরোগ, বিদ্যাহরণে-বোবা, বিষদানে-তোত্লা হয়।

পূর্ব্বজন্মকৃত পাপফল বিচার

পূর্ব্বজন্মের পাপের ফলে মানব বহুরোগার্ত্ত, পুত্রধনবর্জ্জিত, যাচক, লজ্জাহীন, বাসন অলঙ্কার অন্নাদিহীন, বিরূপ, বিদ্যাহীন, বিকলাঙ্ক, কুভোজনকারী, দুর্ভগা, নিন্দিতকর্ম্মা ও পরসেবক হয়।

অত্র যে বহুরোগার্ত্তা যে পুত্রধনবর্জ্জিতাঃ। যে চ দুর্ল্লক্ষণক্লিষ্টা যাচকা বিগতহ্রিয়ঃ।
বাসোঽন্নপানশয়নভূষণাভ্যঞ্জনাদিভিঃ।
হীনাঃ বিরূপা নির্বিদ্যা বিকলাঙ্গাঃ কুভোজনাঃ।
দুর্ভাগ্যা নিন্দিতাশ্চ যে চান্যে পরসেবকাঃ।
এতে পূর্ব্বভবে সর্ব্বে সুমহৎপাপকারিণঃ।।

স্কন্দপুরাণ ব্রহ্মখণ্ড।

ইন্দ্রপূজা খণ্ডনের রহস্য

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমপ্তমবর্ষীয় বালকরূপে কার্ত্তিকমাসে দীপান্বিতা রাত্রে বলদেব সহ গোপসভায় উপস্থিত হইয়া যুক্তিসহ ইন্দ্রযাগ খণ্ডন করতঃ গোবর্দ্ধনযাগ প্রবর্ত্তন করেন। যদি প্রশ্ন হয়, ইন্দ্রের ঈশাভিমান ও বৈষ্ণবের বহ্বীশ্বরবাদ খণ্ডনই কৃষ্ণের অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে তাহা তিনি ইতঃ পূর্ব্বে বাল্যকালেই করিতে পারিতেন। তাহা না করিয়া কেন সপ্তমবর্ষে করিলেন?

উত্তর- শ্রীরূপগোস্বামিপাদের বিচারে সাড়েতিন বর্ষ বাল্যকাল, ছয়বর্ষ কৌমারকাল এবং সাড়েছয় বর্ষের পরেই কৃষ্ণের কৈশোরকাল উপস্থিত হয়। ছয়বর্ষে তিনি কৌশোরে পদার্পণ করেন। তাঁহার কৈশোর সৌন্দর্য্য ও রূপলাবণ্য দর্শনে ব্রজের কুমারী ও কিশোরীদের পূর্ব্বরাগ উদিত হয়। তাঁহারা কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। অপরদিকে বাৎসল্যবতীগণ, ভৃত্যবর্গ ও বন্ধুবর্গও তাঁহার সান্নিধ্যে বাসের জন্য চিরআকাঙ্ক্ষিত হন। অবশ্য এই অভিলাষের মূলে আছে কৃষ্ণের অভিলাষ। তাঁহার ইচ্ছাভিলাষ ক্রমেই তদেকপ্রাণ গোপগোপীদের মনে অনুরূপ অভিলাষ সঞ্চারিত হয়। কৃষ্ণ ঈশ্বর সমর্থ এবং সর্ব্বজ্ঞ। সর্ব্বরসীয় ভক্তদের মনোরথ পূর্ত্তির জন্য মহাযোগপীঠে অবস্থানের ইচ্ছা তাঁহার চিত্তে জাগ্রত হয়। তাহা ক্রমশঃ সর্ব্বরসীয় ভক্তদের চিত্তে সঞ্চারিত হয়। সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে কৃষ্ণ প্রস্তুতি লইলেন। কিন্তু কিপ্রকারে তাহা সম্ভব। লীলাশক্তি যোগমায়া তাঁহার সেই মনোরথ পূর্ত্তির জন্য ব্যবস্থা লইলেন। অপরদিকে ইন্দ্রের অভিমান ও বৈষ্ণবগণের বহ্বীশ্বরবাদ খণ্ডন তথা গোবর্দ্ধন পূজা প্রবর্ত্তন দ্বারা তাঁহার মহত্ব খ্যাপনও প্রয়োজন। একলীলায় করেন প্রভু লীলা পাঁচ সাত। অতএব সর্ব্বসমাধান কল্পে তাঁহার ইচ্ছানুসারে ইন্দ্রযাগ বন্ধ হইল এবং গোবর্দ্ধনযাগ প্রবর্ত্তিত হইল। কিন্তু সকলের সহিত মহাযোগপীঠ বিলাস সিদ্ধির জন্য তিনি ইন্দ্রে চিত্তে ক্রোধ সঞ্চারিত করিলেন। ইন্দ্রায় মন্যুং জনয়ন্ পদ এইজন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। ইন্দ্র অভিমানভরে ব্রজ ধ্বংসের জন্য মহা উৎপাত আরম্ভ করিলেন। ব্রজবাসীদের সেই ব্যসন দেখিয়া তাহা ইন্দ্রের কৃত্য জানিয়া কৃষ্ণ যদিও ইচ্ছামাত্রেই সেই উৎপাত ধবংস করিতে পারিতেন তথাপি নিজাভিলাষ পূর্ত্তির জন্য গোবর্দ্ধনপর্ব্বতকেই বামহস্তে ধারণ করিলেন এবং তাহার তলদেশে ব্রজবাসীগণকে আহ্বান করিলেন। সর্ব্বজাতীয় ভক্তগণ তাঁহার সান্নিধ্য পাইয়া অতীব আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা সকল প্রকার দুঃখ ভূলিয়া গেলেন। তাঁহাদের চির অভিলাষ পূর্ণ হইল। তাঁহারা সপ্তাহব্যাপী কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হইলেন। কৃষ্ণের শরণাগত বাৎসল্য দেখিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি যোগ্যভাবে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। কাহারও বা অনুরাগ জাত হইল। প্রসঙ্গতঃ ইন্দের গর্ব চূর্ণ হইল, কৃষ্ণের ভগবত্বার প্রকাশ হইল, গোবর্দ্ধনের মহত্বও প্রকাশিত হইল তথা সুদর্শন ও অনন্তদেবের সেবার সুযোগ মিলিল। ইহাতে **একো যো বহূনাং বিদধাতি কামান্** এই শ্রুতিমন্ত্র রূপায়িত হইল। অতএব কৃষ্ণের রসবিলাস পুষ্টির জন্য ইন্দ্রাদি দেব ও অঘবকাদি অসুরদের প্রাতিকুল্যাদি অবলীলা ক্রমেই প্রকাশিত হয়। সেখানে ভক্তগণ অন্বয়ভাবে এবং অসুরগণ ব্যতিরেকভাবে কৃষ্ণের রসবিলাস বৈচিত্র্যকে পুষ্ট, সুষ্ঠু, পক্ক ও প্রসিদ্ধ করে। যেরূপ তাঁহার মধুররস বিলাসবৈচিত্র্য সিদ্ধির জন্য লীলাক্রমে হ্লাদিনীমূর্ত্তি গোপীদের মধ্যে ভাববৈজাত্যাদি প্রপঞ্চিত হয়। তজ্জন্য তিনি বিচিত্রকর্ম্মা ও ধর্ম্মারূপেই মহা বরেণ্যপাদ।

সিদ্ধান্ত-- যথা সূত্রধারেচ্ছয়া নৃত্যন্তে দারুমূর্ত্তয়ঃ।
তথা কৃষ্ণেচ্ছয়া সর্ব্বে কুর্ব্বন্তি তদ্ধৃদীপ্সিতম্।।
কৃষ্ণস্তু ভগবান্ যতঃ সর্ব্বকারণকারণম্।
তদানুকূল্যভাবাদি জায়তে লীলয়া ক্রমাৎ।।

যেরূপ সূত্রধারে ইচ্ছানুসারে দারুমূর্ত্তিগণ নৃত্যাদি করে তদ্রূপ কৃষ্ণের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাক্রমেই ভক্তাভক্ত সকলেই তাঁহার চিত্তের বাঞ্ছিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। যেহেতু সর্ব্বসমর্থ ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্বকারণেরও

কারণ স্বরূপ তজ্জন্য তাঁহার মনোরথ পূর্ত্তিকার্য্যে সুরাসুরাদি ভাব অবলীলাক্রমেই প্রকাশিত হয়।

প্রাতিকুল্যং রসোর্দ্ধয়েইপ্যানুকূল্যং করোত্যতঃ।
কৃষ্ণস্য কর্ত্তৃবৈচিত্র্যং গায়ন্তি দীব্যসূরয়ঃ।।

অসুরাদির প্রাতিকুল্যও রসোদয়, বৃদ্ধি ও সিদ্ধির জন্য পরোক্ষভাবে আনুকূল্যই করিয়া থাকে। তজ্জন্য দীব্যসূরিগণ মহানন্দে কৃষ্ণের কর্ত্তৃবৈচিত্র্য গান করিয়া থাকেন।

শক্তঃ সর্ব্বং সমাধাতুং কৃষ্ণঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং রসোর্দ্ধিং লভতে স্বতঃ।।

কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বলিয়া তিনি সর্ব্ব বিষয়ের সমাধান করিতে সমর্থ। তজ্জন্য স্বতঃই অন্বয়ব্যতিরেকভাবে রসবিলাস সিদ্ধি লাভ করে।

সর্ব্বে প্রযোজ্যকর্ত্তারস্তন্নিদেশৈককারিণঃ।
তেষাং সুরাসুরত্বাদি লীলয়া প্রতিপদ্যতে।।

ব্রহ্মাদিদেবগণ সকলেই কৃষ্ণের আজ্ঞাকারী। সেখানে তাঁহাদের সুরাসুরত্বাদি লীলাক্রমেই প্রতিপন্ন হয়।

দোষায় চেষ্টিতং তন্নো যতো রসর্দ্ধিমশ্নুতে।
কিন্তু সেব্যো ন তদ্ভাবো ভক্তিবিবর্জ্জিতো যতঃ।।

যেহেতু অসুরাদির প্রাতিকুল্যে কৃষ্ণের রসসিদ্ধ হয় তজ্জন্য তাহা (কৃষ্ণের প্রতি প্রাতিকুল্য) দোষাবহ নহে। পরন্তু প্রেমলিপ্সুদের পক্ষে সেই আসুরিক ভাবাদি ভক্তি বিবর্জ্জিত বলিয়া সেব্য নহে। অর্থাৎ বকাসুরাদির ভাব অনুশীলনীয় নহে। সেখানে প্রেমভাবাদিই অনুশীলনীয়।

সর্ব্বভক্তৈঃ সহ দীর্ঘসংযোগবিলাসেচ্ছুকঃ।
ইন্দ্রকোপং জনয়িত্বা তদর্থং সাধয়েৎ প্রভুঃ।।
স্বভক্তানাং তদা শৈলানন্তচক্রাদিসদ্ধিয়াম্।
সহবাসমনোইভীষ্টং পূর্ণতাং গতমঞ্জসা।।
মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধা ক্রিয়াঃ।
অতঃ কৃষ্ণঃ সুলীলয়া ভক্তাভীষ্টমসাধয়েৎ।।

সকলজাতীয় ভক্তদের সহিত দীর্ঘ সংযোগ বিলাস সিদ্ধির জন্য প্রভু কৃষ্ণ ইন্দ্রের কোপ জন্মাইয়া নিজ অভীষ্ট সাধন করিলেন।। সেইকালে সাধুমতি ব্রজস্থিত নিজ ভক্তবৃন্দ, গিরি গোবর্দ্ধন, অনন্তদেব ও সুদর্শনাদির সহ বাস ও সেবা রূপ মনোভীষ্ট অনায়াসে পূর্ণ হইয়াছিল।। আমার ভক্তগণের সুখের জন্য আমি বিবিধ প্রকার লীলা করি এই বচন অনুসারে কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণাদি লীলা যোগে ভক্তদের মনোইভীষ্ট সাধন করিয়াছিলেন।।

----ঃ○ঃ○ঃ○ঃ○ঃ----

শ্রীজগন্নাথদেবের পরিচয়

শ্রীনীলাচল স্বরূপতঃ দ্বারকাধাম। কারণ দ্বারকানাথই অগ্রজ বলদেব ও অনুজা সুভদ্রার সহিত কৃষ্ণমহিষীদের নিকট রোহিণীদেবী কীর্ত্তিত ব্রজের গোপগোপীদের প্রেমমহত্ব শ্রবণ করতঃ অত্যন্ত ভাবভরে বিগলিত অঙ্গ হইয়াছিলেন।

ঘটনা- বাসুদেব রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতি মহিষীদের সঙ্গে বিহার কালে কখনও কখনও রাধা চন্দ্রাবলী ললিতা বিশাখাদি গোপীদের ধ্যানে মূর্ছিত হইতেন। কখনও বা শ্রীদাম সুদামাদির নাম উচ্চারণ করিতেন। কখনও বা সত্যভামাদির কণ্ঠ ধরিয়া হে রাধে! হে চন্দ্রাবলি! হে বিশাখে! হে ললিতে! ইত্যাদি বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কখনও বা স্বপ্নঘোরে রাধাদিকে আহ্বান করিতেন এবং তাঁহাদের বিরহে রোদন করিতেন। মহিষীগণ তাহা দেখিয়া বিস্মিত ও বিমনা হইতেন। তাঁহারা একদিন নিভৃতে ব্রজবাসিনী রোহিণী দেবীকে কৃষ্ণের প্রতি গোপ গোপীদের প্রেম ভক্তির বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলেন। কোন একদিনের ঘটনা, কৃষ্ণ বলদেব সুধর্ম্মসভায় অবস্থান করিতে থাকিলে ইত্যবসরে রোহিণীদেবী জিজ্ঞাসু মহিষীগণকে এক নির্জ্জনগৃহে আনয়ন করতঃ তাঁহাদের নিকট নন্দযশোদাদি গোপগোপীদের কৃষ্ণপ্রীতির কথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সুভদ্রা দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। বিশেষ জ্ঞাতব্য- রোহিণীদেবী বাৎসল্যরসাশ্রয়া। তিনি আনুপূর্ব্বিক দাস সখা ও নন্দযশোদাদির প্রেমভক্তি যোগ বর্ণন করিলেন এবং তৎসহ রাধাদি কৃষ্ণপ্রিয়াদের চরিতও কিঞ্চিৎ গান করিলেন, যাহা কৃষ্ণের মথুরাগমন কালীন অনুভব করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত তাঁহাদের সহিত কুঞ্জকেলি রাসাদি বর্ণন করেন নাই। কারণ তাহা সর্ব্বথায় বাৎসল্যরস বিরুদ্ধ আচার। বৎসলাদের পুত্রকন্যাদের শৃঙ্গার রসচর্চ্চা বাৎসল্য রসকে বিষাক্ত করে। যাহা হউক ইত্যবসরে কৃষ্ণ বলদেব দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে চাহিলে সুভদ্রা নিষেধ করেন। তজ্জন্য তাঁহারা কৌতুকবশতঃ দ্বারে কর্ণ সংযোগ করতঃ সেই বর্ণিত বিষয় শ্রবণ করিতে থাকেন। শ্রবণের পদে পদে তাঁহাদের অঙ্গ বিকৃত হইতে থাকে। তাঁহারা ভাবে গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করেন। তাহা শ্রবণ করতঃ রোহিণীদেবী ও কৃষ্ণপ্রিয়াগণ বাহিরে আসিয়া কৃষ্ণ বলদেব ও সুভদ্রার হস্তপদাদির সংকোচ, চক্রবৎ নয়ন ও অঙ্গ বিকৃতি দর্শনে বিস্মিত ও দুঃখিত হন। সেইকালে ভগবৎপ্রিয় নারদ মুনি কৃষ্ণ অন্বেষণে তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ ভাব বিকৃত রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বহু স্তুতি করেন। কিছুক্ষণ মধ্যে ভাবশান্তিতে কৃষ্ণ বলদেব সুভদ্রা স্বভাবস্থ হইলে নারদ মুনি কৃষ্ণের নিকট ঐ ভাববিকৃতমূর্ত্তি জগতে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রার্থনা করেন। তাঁহারই প্রার্থনায় ঘটনাক্রমে ঐ মূর্ত্তিত্রয় নীলাচলে ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ নির্ম্মিত মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত হন। এইভাবে নীলাচলে দ্বারকালীলাই প্রকাশিত হইয়াছে।

মহানদীতটে বিশ্বাবসু নীলমাধবের সেবা করিতেন। তিনি নীচ শবর কুলোদ্ভূত হইলেও চতুর্ভুজ নীলমাধব শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁহার কন্যার নাম ছিল ললিতা। পরমাসুন্দরী ললিতাদেবীও জগন্নাথের পরমা ভক্তিমতী ছিলেন। এক সময় ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা স্বপ্নে জানিলেন তাঁহার রাজ্যে নীলমাধব সেবিত হইতেছেন। তাঁহার অবস্থিতি জানিবার জন্য তিনি বিদ্যাপতি নামক বিপ্রকে পাঠাইলেন। বিদ্যাপতি কণ্ঠিলায় আসিয়া জন সমাজে কথা প্রসঙ্গে জানিতে পারিলেন যে বিশ্বাবসু সেই নীলনমাধবের পূজা করেন। তিনি বিশ্বাবসুর শরণাপন্ন হইলেন। বিশ্বাবসু নীলনমাধবকে দেখাইতে রাজী হইলেন না। ঘটনাক্রমে নদীর ঘাটে ললিতার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তিনি নীলমাধব প্রাপ্তির জন্য ললিতাকে গন্ধর্ব্বরীতিতে বিবাহ করিলেন। তথাপি বিশ্বাবসু তাঁহাকে নীলমাধব দেখাইতে রাজী হইলেন না। ললিতার অনুরোধে রাজী হইলেন বটে কিন্তু সর্ত্ত রাখিলেন যে, তাহাকে নেত্র বাঁধিয়া লইয়া যাইবেন।অতঃপর বিশ্বাবসু বিদ্যাপতির নেত্র বাঁধিয়া নীলমাধবের মন্দিরে চলিলেন। ললিতা তাঁহার বসনাঞ্চলে কিছু সরিষা বাঁধিয়া দেন। বিদ্যাপতি পথে সরিষা ছড়াইতে ছড়াইতে নীলমাধবের নিকট

উপস্থিত হইলেন এবং নীলমাধবকে দর্শন করিয়া পরমানন্দিত হইলেন। অতঃপর তিনি দেশে ফিরিয়া রাজাকে নীলমাধবের সন্ধান জানাইলেন। রাজা বহু সৈন্য সহ শবর পল্লীতে আসিলেন। তাহাতে নীলমাধব অন্তর্ধান করিলেন। রাজা নীলমাধবের দর্শন না পাইয়া দুঃখিত মনে দেশে ফিরিলেন। অপরাধীজ্ঞানে তিনি কৃষ্ণের চরণে ক্ষমা চাহিলেন। নীলমাধব স্বপ্নে রাজাকে বলিলেন, এই স্বরূপে তুমি আমার দর্শন পাইবে না। আমি দারুরূপে সমুদ্রে ভাসিয়া আসিব। সেই দারু দ্বারা আমার মূর্ত্তি করিয়া পূজা করিবে।

শসেই কথা অনুসারে রাজা ভক্তবৃন্দ সহ সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন। যথাসময়ে তিন খণ্ড দারু (কাষ্ঠ) তীরে লাগিল। সেই স্থানের নাম বাঙ্কিমুহান। রাজা মহাহরিকীর্ত্তন যোগে তাহা রাজ মহলে লইয়া আসিলেন। তারপর সেই দারু দ্বারা মূর্ত্তি করিবার প্রস্তাব করিলেন। বড় বড় সূত্রধর আসিলেন কিন্তু কেহই মূর্ত্তি করিতে পারিলেন না। অস্ত্র লাগাইতেই অস্ত্রাদি ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। রাজা ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন। তার পর ভগবান স্বয়ং বৃদ্ধ সূত্রধরের রূপ ধরিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং প্রস্তাব দিলেন যে, তিনি নির্জনে মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন। একুশদিন সময় লাগিবে। তার পূর্ব্বে যদি কেহ তাহা দর্শন করে তাহা হইলে মূর্ত্তি তদ্রূপই থাকিবে, সম্পূর্ণ হইবে না। রাজা তাহাই অনুমোদন করিলেন। সূত্রধর মাটির গর্তে সেই মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। বারদিন পর কোন শব্দ না পাইয়া রাণীর অনুরোধে রাজা সেখানে উপস্থিত হইতেই দেখিলেন সূত্রধর নাই, আছে অসম্পূর্ণ তিনটি মূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তিত্রয়ের সেই অবস্থা দর্শনে রাজা দুঃখিত হইলেন। নারদের প্রার্থনা অনুসারে ব্রজভাবে বিগলিত অঙ্গ বিশিষ্ট জগন্নাথ বলদেব ও সুভদ্রা প্রকাশিত হইলেন। নীলমাধব স্বপ্নে আদেশ করিলেন আমি এইরূপেই প্রকাশিত হইব। ব্রহ্মা তাহার প্রতিষ্ঠা কার্য্য করিলেন। রাজা জগন্নাথের হস্তপদাদি না দেখিয়া অন্তরে দুঃখী রহিলেন। জগন্নাথ স্বপ্নাদেশ করিলেন যদি আমার হস্তপদাদি দর্শনের অভিলাষ হয় তাহা হইলে স্বর্ণের হস্তপদাদি সংযোগ করিবে। তজ্জন্য বিশষ বিশেষ তিথিতে মূর্ত্তিত্রয়ের রাজবেশ কালে হস্তপদাদি সংযুক্ত করা হয়। রহস্য এই- উপনিষদে যে তত্ত্ব আছে তাহাই জগন্নাথাদি মূর্ত্তিতে রূপায়িত হইয়াছে। অপাণিপাদো যবনো গ্রহীতা। পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। সেই ভগবানের হস্ত পদ নাই তথাপি তিনি গ্রহণ করেন ও দ্রুত চলেন। তাঁহার নেত্র নাই তথাপি তিনি দর্শন করেন। তাঁহার কর্ণ নাই তথাপি তিনি সকলই শ্রবণ করেন। অর্থাৎ মানবের ন্যায় তাঁহার প্রাকৃত হস্তপদাদি নাই, পরন্তু তিনি অপ্রাকৃত চিন্ময় হস্তপাদাদি যুক্ত। অতএব তিনি ধারণ চলন দর্শনাদি ক্রিয়া সকলই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। নারদের প্রার্থনায় সেই মূর্ত্তিই প্রকাশিত হইয়াছে নীলাচল ধামে।

ঝূলনযাত্রা

লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের অনন্তলীলার মধ্যে ঝূলনলীলা অন্যতম। ইহা আঠার প্রকার সম্ভোগের মধ্যেও অন্যতম। নিত্যবৃন্দাবনে যমুনাপুলিনে কদম্বকাননে তথা রাধাকুণ্ডস্থিত বর্ষাহর্ষবনে নিত্যই ঝূলন লীলা অনুষ্ঠিত হয়। কখনও বা রত্নভবনে রাধাগোবিন্দ স্বর্ণঝূলনে প্রেমানন্দে ঝূলিতে থাকেন। মর্ম্মীসখীগণ তাঁহাদিগকে প্রেমভরে ঝূলাইয়া থাকেন। প্রেমিক প্রেমিকা পরস্পর পরস্পরের পার্শ্বে বা ক্রোড়ে মিলনানন্দে আন্দোলিত হইতে থাকেন। যদিও প্রেমিক প্রেমিকা পরস্পরের চিত্তে নিরন্তর আন্দোলিত হইতে থাকেন তথাপি তাঁহারা বাহ্যেও আন্দোলিত হইতে ইচ্ছা করেন। লীলাশক্তিক্রমে তাহারই বাহ্য প্রকাশ এই ঝূলনলীলা অর্থাৎ তাঁহাদের এই প্রেমের আন্দোলনই দোল বা ঝূলনলীলা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। যেরূপ প্রেমিক প্রেমিকার অনুরাগের ছড়াছড়িই বাহ্যে রংখেলা রূপে আত্মপ্রকাশ করে তদ্রূপ আন্তরিক প্রেমের আন্দোলনই বাহ্যে ঝূলনকেলি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইহা রাধাগোবিন্দেরই নিজস্বলীলা। এই লীলা অন্য কোন অবতার করেন না। এই লীলায় কোন দেবতারও অধিকার নাই, ক্ষুদ্র মনুষ্যের কি কথা। তাহারা তো নিতান্ত অনধিকারীই বটে। কারণ তাহাদের মধ্যে প্রেমের বিলাস নাই। স্বকীয়া স্ত্রীর সঙ্গে যে ঝূলাদি তাহা ততো মধুর মধুর হয় না। পরকীয়া ভাবেই রসের পরম উল্লাস বর্দ্ধিত হয়। আর সেই পরকীয়া লীলায় একমাত্র ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণই অধিকারী। কামুক মানুষ এই লীলা অনুকরণ করিয়া কেবল জন্মান্তরে ভ্রাম্যমান। অনধিকার চর্চ্চা হইতেই জীবের দুঃখদশা প্রশস্ত হয়। কৃষ্ণের সেবায় তাহার পূর্ণ অধিকার। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্যের সেবাদি সকলই বিরূপের কার্য্য। তাহা অধর্ম্ম বাচ্য ও অনধিকার চর্চ্চা মাত্র। কেবল সখীভাবে এই লীলায় সাধক অধিকার লাভ করিতে পারে।

শ্রীঝূলনলীলার সূচনা-- শ্রীবৃষভানু মহারাজ রাধিকার জন্য একটি স্বর্ণঝূলা নির্ম্মাণ করান। রাধিকা সখীগণ সহ সেই ঝূলা লইয়া বর্ষাণার পশ্চাতে কদম্বকাননে উপস্থিত হন। সখীগণ কদম্বডালে সেই ঝূলাটি বাঁধিয়া তাহাতে রাধাকে বসাইয়া ধূলাইতে থাকেন। শুকমুখে এই সংবাদ জানিয়া কৃষ্ণ একজন গোপীবেশে সেখানে উপস্থিত হইয়া সখীদের সঙ্গে রাধাকে ধূলাইতে থাকেন। তিনি কৌতুক করিয়া ধূলাকে বিষমভাবে ঝূলাইতে থাকিলে রাধা সখীগণ কে বলিলেন, সখীগণ এই নবাগতা সখী এইরূপ বিষমভাবে ঝূলাইতেছে কেন? ইহার পরিচয় কি তাহা ভাব করিয়া জানিয়া লহ। সখীগণ তাহার পরিচয় চাহিলে তিনি কপটতা করিতে লাগিলেন। সখীগণ তাহার শাঠ্য ও কাপট্য দেখিয়া তাঁহার ঘুমটা খুলিয়া দিলেন। প্রাণনাথকে দেখিয়া রাধা ও সখীগণ সকলেই পরমানন্দিত হইলেন। অতঃপর সখীগণ শ্যামকে রাধার দক্ষিণে বসাইয়া আনন্দে ঝূলাইতে থাকেন। এই ভাবে রাধাগোবিন্দের ঝূলন লীলা প্রবর্ত্তিত হয়।

----ঃ○ঃ○ঃ○ঃ○ঃ----

কে ভাগ্যবান্ ও কে দুর্ভাগ্যবান্

ভাগ্ অর্থ ভজন অতএব ভজনশীলই ভাগ্যবান্।

সৎকর্ম্মাদি সৌভাগ্যজনক আর অসৎকর্ম্মাদি দুর্ভাগ্য প্রাপক। কেহ বলেন, ধনবান্ই ভাগ্যবান্। কারণ সৎকর্ম্মাদি ফলে ভাগ্যোদয়েই ধন লভ্য হয়। শাস্ত্রে বলেন, বিদ্যা হইতে পাত্রতা এবং পাত্রতা হইতে ধন ও সুখ লভ্য হয়। অন্যত্র বলেন, ধর্ম্মাদ্ধনম্। ধর্ম্ম হইতেই ধন প্রাপ্য হয়। ভাগবতে বলেন, অর্থং বুদ্ধিরসূয়ত বুদ্ধি অর্থ প্রয়োজনকে উদয় করায়। ভাগ্যে না থাকিলে ধনাদি কিছুই লভ্য হয় না। গীতায় বলেন, যোগভ্রষ্ট যোগীকুলে ও ভোগীকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে অপক্ক নূতন যোগী ভোগীকুলে জন্ম পায়। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে এবং পুরাতন যোগী যোগীকুলে জাত হয়।

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।।

অতএব যোগ ভাগ্যবলেই ধনবান্ সহজেই ভাগ্যবান্। সৌভরি মুনি যোগভ্রষ্ট হইয়া মনোরমা পঞ্চাশটি পত্নী ও পাঁচ হাজার পুত্র ও যোগৈশ্বর্য্য ভোগ করেন। তজ্জন্য যোগধনবানই ভাগ্যবান্ বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়।

কেহ বলেন, পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিফলেই জীব ইহজগতে ও পরজগতে বাঞ্ছিত ভোগ্য প্রাপ্য হয়। তন্মধ্যে সৎকর্ম্মোন্মুখী সুকৃতি ফলে সাংসারিক ভোগসুখীই ভাগ্যবান্।

কেহ বলেন, জ্ঞানবানই ভাগ্যবান্। বহু জন্মের সুসাধন ফলে জীব জ্ঞানী হয়। জ্ঞান বিদ্যাও এক প্রকার সম্পদ। বিষয়ীগণ প্রাকৃত বিষয়কেই ভাগ্যজনক ধন মনে করেন। পণ্ডিতদের বিদ্যাই ধন। পণ্ডিতা বিদ্যাধনিনঃ। বিদ্যাধনে তাহারা সুখী বিধায় ভাগ্যবান্। মানপূজাপ্রতিষ্ঠাদি জীবের কাম্য। বিদ্যা হইতেই তাহার মান পূজা ও প্রতিষ্ঠাদি হইয়া থাকে। তজ্জন্য বিদ্বানই ভাগ্যবান্।

কাহারও মতে --যোগসিদ্ধিমানই ভাগ্যবান্। কারণ যোগসিদ্ধি প্রাপ্তি বিশেষ ভাগ্যবানেরই হইয়া থাকে। ভাগ্যহীন কখনই যোগ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। যোগীগণ যোগবলে অলৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরবৎ মান্য হইয়া থাকেন। অতএব কার্য্যদ্বারে কারণ প্রমিতির ন্যায়ে যোগসিদ্ধিমানই ভাগ্যবান্।

কেহ বলেন-তপস্বীই ভাগ্যবান্। তপঃ এক প্রকার ভগ বিশেষ। তাহা ভাগ্যপ্রদ। তপঃ সিদ্ধিফলে ও বলে হিরণ্যকশিপু ও রাবণাদি ত্রৈলোক্য সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। ভাগবতে বলেন-তপঃই নিষ্কিঞ্চনের ধন। ভগবান্ বলেন--আমি তপোবলেই ত্রিলোকের সৃজন পালনও সংহার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকি। অতএব তপঃ রূপ ভগবানই ভাগ্যবান্ বটে।

কোন মতে-- পূন্যাত্মা ধার্ম্মিকই ভাগ্যবান্। কারণ ধর্ম্মধনে তিনি সুখী হইয়া থাকেন। ধার্ম্মিকই প্রকৃত সুখী। ধর্ম্ম হইতেই শান্তি সুখাদি লভ্য হয়। সুখ বা আনন্দই যখন জীবের প্রয়োজন, তখন সুখকারণ ধর্ম্মই ভাগ্যবত্ত্বার পরিচায়ক।

কাহারও মতে- দাতাই ভাগ্যাবান্। কারণ দাতা দানতরীর আশ্রয়ে দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। দাতৃত্ব ভাগ্যবত্ত্বার পরিচায়ক। বলিরাজ দান ধর্ম্মবলে ত্রিলোকপতি ভগবান্ বামনদেবকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভুৎ। দানধর্ম্মে স্বর্গীয় সুখাদি প্রাপ্তিরও কথা শ্রুত হয়। অতএব দাতা ভাগ্যবান্।

অপরমতে- কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি। কীর্ত্তিমান্ জীবিত। অতএব কীর্ত্তিমানই ভাগ্যবান্। যাহার কীর্ত্তি নাই তাহার ভাগ্যের পরিচয় কে দান করিবে ? সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে গুণ গান করে মান দান। কীর্ত্তি করে স্তুতিপাত্র তাহে হয় বিশ্বমিত্র কীর্ত্তিহীন মৃতের সমান।।

ধরণীর বুকে যারা জনম লভিল। কীরিতি রাখিয়া তারা অমর হইল।। অতএব কীর্ত্তিই ভাগ্যবত্ত্বার পরিচায়ক।

ভোগীকর্ম্মীদের মতে-সুস্বাস্থ্যবানই ভাগ্যবান্। ভোগ্য স্বাচ্ছন্দ্য ও স্থিরযৌবনাদিই ভাগ্য বাচ্য। পূন্যবানই স্বাস্থ্যবান্। পাপী চিররোগী অতএব দুঃখী। পাপ দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক এবং আরোগ্য ও স্বাস্থ্য তথা দীর্ঘায়ূ সৌভাগ্যের পরিচায়ক। অতএব স্বাস্থ্যবানই ভাগ্যবান্।

পূর্ব্বোক্ত মত গুলি ভাল করিয়া বিচার করিলে জানা যায় যে ধন, জন, পাণ্ডিত্য, যোগসিদ্ধি মুক্তি তথা পার্থিব ভোগস্বাচ্ছন্দাদি দান করিলেও তাহাদিগ হইতে বৈগুণ্যদোষাদি পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দর্শনে ধনজনপাণ্ডিত্য তথা যোগসিদ্ধি প্রভৃতি অনর্থ বাচ্য। কারণ কৃষ্ণদাস স্বরূপবান্ জীবের পক্ষে পার্থিব ভোগাদি কখনই ভাগ্যবত্ত্বার পরিচায়ক নহে। যেমন ত্যাগীসন্ন্যাসীর স্ত্রীসঙ্গাদি ভোগ বিলাস তাহার ধর্ম্মের পরিচয় দান করে না, যেমন সতীর পতিসেবাদি বিনা অন্যাভিলাষ তাহার স্বধর্ম্মের পরিপন্থি মাত্র। যেমন দ্বিজের শুদ্রাচার কখনই দ্বিজত্বের সূচক নহে। সাধুর অসৎসঙ্গ, বিদ্বানের দম্ভ পারুষ্য ও বৈষম্য, বৈষ্ণবের বহুভাজীত্বরূপ ব্যভিচার, মিত্রের শত্রুতা, প্রেমিকের কামুকতা, নিষ্কিঞ্চনের প্রার্থনা, গুরুর শিষ্যহিংসা ও সংসারপ্রবৃত্তি তথা দাসের প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা, পাপীর স্বর্গদাবী কখনই ভাগ্যবত্ত্বার পরিচায়ক নহে। তদ্রূপ কৃষ্ণদাসের কৃষ্ণসেবায় ঔদাসীন্যমুলে কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি অভিমান যেমন অধর্ম্ম বিশেষ তেমনই ধৃষ্টতাবিশেষ। ইহাতে ভাগ্যবত্ত্বা কিছুই নাই আছে দুর্ভাগ্যবিলাস।

কৃষ্ণদাস কৃষ্ণসেবা যদি নাহি করে।
অন্যসেবা করিয়াও যায় যম ঘরে।।
যমশাষ্য নহে কভু ভাগ্যবানে মান্য।
স্বধর্ম্ম নাচরি পাপী কিসে হবে ধন্য।।
মৃতের সৌন্দর্য্য নাহি মানে সাধু সভ্য।
ভৃত্যের প্রভুত্ব সিদ্ধি কভু নহে লভ্য।।
ভৃত্যধন্য ভাগ্যবান প্রভুর সেবায়।
প্রভু সেবা বিনা নহে ভাগ্যের উদয়।।
অন্ধের নেত্রত্ব গর্ব নাহি হয় সিদ্ধ।
মুর্খের বিজ্ঞমান্যতা নাহি মানে বৃদ্ধ।।
তত্ত্বজ্ঞানহীন যারে ভাগ্য করি মানে।
তত্ত্বদর্শী তাহা দুরভাগ্য করি জানে।।
স্বর্গভোগ তুল্য ভোগ যোগাদি বিলাস।
কভু নাহি দানে সত্যভাগ্যের প্রকাশ।।

বিচার্য্য-- যে ধন বন্ধন ও নিধনের কারণ, যে স্ত্রীপুত্রাদি সঙ্গ মোহ ও বন্ধনের কারণ, যথা- ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ। স্ত্রীসঙ্গাদ্ যথা পুংসস্তথা তৎসঙ্গীসঙ্গতঃ।।

স্ত্রীসঙ্গ ও তৎসঙ্গীর সঙ্গ হইতে যে প্রকার মোহ ও বন্ধন উপস্থিত হয়, অন্য কোন সঙ্গ হইতে তাহা হয় না। বলিরাজ বলেন- কিং রিক্থহারৈঃ স্বজনাখ্যদস্যুভিঃ কিং ভার্য্যয়া সংসৃতি হেতুভূতয়া। ধনাপহারী স্বজন নামা দস্যুদের দ্বারা কি পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় তথা সংসারের কারণ স্বরূপ স্ত্রী হইতেই বা কি পরমার্থ সিদ্ধ হয়? কৃষ্ণ বলেন- তপঃযোগসিদ্ধি আমার ভক্তি ধর্ম্মের অন্তরায়। অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতান্ যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্। অহংব্রহ্মাস্মি রূপ ব্রহ্মবাদ নারকিতা ও ধৃষ্টতা বিশেষ। শ্রীচৈতন্যদর্শনে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম ত্রৈবর্গিক অর্থ ও কাম তথা মোক্ষ আজ্ঞানতম কৈতব ধর্ম্ম।

অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাবাঞ্ছাদি সব।।
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান।।
অন্যত্র-
দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্মবঞ্চনা।

কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা।।

অতএব আজ্ঞানতমধর্ম্ম কখনই জীবকে ভাগ্যবান্ করে না । তত্ত্ববিচার--চতুর্ব্বর্গীয়গণ সকলেই তত্ত্বমূঢ় এবং প্রেয়ঃপন্থী। প্রেয়ঃপন্থী ভাগ্যবান্ হইবার নিতান্ত অযোগ্য।

প্রোজ্ঝিতকৈতবধর্ম্মধাম শ্রীমদ্ভাগবত ও চৈতন্যদর্শনে কৃষ্ণভজনার্থে সৎগুরুচরণাশ্রয়ী ও সাধুসঙ্গবানই ভাগ্যবান্। কারণ সাধুসঙ্গ হইতেই আত্মতত্ত্ব অবগতি, কৃষ্ণ ভজন প্রবৃত্তি, ভক্তি এবং বাস্তব প্রয়োজন প্রাপ্তিও হইয়া থাকে।

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্য সম্বিদঃইত্যাদি শ্লো কে সাধুসঙ্গ শ্রেয়ঃ কারণ।

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।

গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তি লতা বীজ।।

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকোটি জীব নানাযোনীতে ভ্রাম্যমান। তন্মধ্যে ভগবদ্ভজনার্থে সৎগুরুচরণাশ্রয় ও ভক্তি লাভকারীই ভাগ্যবান্। বহুজন্ম পূন্যফলে হয় সাধুসঙ্গ।

সাধু সঙ্গে হয় কৃষ্ণকথার প্রসঙ্গ।।

কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে হয় অনর্থবিনাশ।

রতি ভক্তি সিদ্ধি আর প্রেমের বিলাস।।

অতএব সাধুসঙ্গবানই ভাগ্যবান।

সৎগুরুদর্শনাশ্রয় পায় ভাগ্যবান্।

গুরুসেবা প্রসাদে পায় কৃষ্ণের চরণ।। ইত্যাদি প্রমাণে আচার্য্যবান্ পুরুষই ভাগ্যবান্।

চৈতন্যদর্শনে কৃষ্ণকতায় রুচিমানই ভাগ্যবান্।যথা চৈঃ চঃ

একদিন বর্ণপাণ্ডিত্যাভিমানী প্রদ্যুম্নমিশ্র মহাপ্রভুর নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে চাহিলে তাহার প্রশংসা মুখে বলিলেন-

কৃষ্ণকথায় রুচি তোমার বড় ভাগ্যবান্।

যাঁর কৃষ্ণকথায় রুচি সেই ভাগ্যবান্।।

ইহাতে সিদ্ধান্ত হয় যে, কৃষ্ণে শরণাগত, কৃষ্ণভজনার্থে গুর্ব্বাশ্রয়ী, সাধুসঙ্গকারী তথা কৃষ্ণভজনাদিতে রুচিপ্রাপ্তই ভাগ্যবান্। আর কৃষ্ণে আসক্তমতি ও প্রেমবান্ তাঁহারা তো মহাভাগ্যবানই বটে।

মহাভাগ্যাবানে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়। ইহাতে ব্যতিরেকভাবে সূচিত হয় যে, কৃষ্ণে শরণাগতি, সাধু সঙ্গতি, ভক্তিরতিনিষ্ঠা রুচি আসক্তি ভাব ও প্রেমহীনই দুর্ভাগ্যবান্।

চৈতন্যদর্শনে সংসারবাসনা ও বন্ধন মুক্ত একান্ত কৃষ্ণৈকশরণই মহাভাগ্যবান্।যথা চৈঃ ভাঃ

হেনই সময়ে দুই মহাভাগ্যবান্।

হইলেন আসিয়া প্রভুর বিদ্যমান্।।

তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রভুর উক্তি--

প্রভু বলে -ভাগ্যবন্ত তুমি দুইজন।

বাহির হইলা ছিণ্ডি সংসার বন্ধন।।

বিষয় বন্ধনে বদ্ধ সকল সংসার।

সে বন্ধন হৈতে তুমি দুই হৈলা পার।। মহাপ্রভুর এতদুক্তির তাৎপর্য্য এই যে, সংসার মোহান্ধগণ নানা বিষয়বন্ধনে আবদ্ধমতি হইয়া কৃষ্ণে শরণাগতি, সাধুসঙ্গতি ও ভক্তি করণে উদাসীনই দুর্ভাগ্যবান্। অতএব সংসার বন্ধনে থাকিয়াও যাঁহারা গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্রবৎ কৃষ্ণে শরণাগত ও তৎকৃপাপ্রার্থী তাঁহারা ভাগ্যবান্। সকাম কৃষ্ণভক্ত নূন্যতম ভাগ্যবান্। পরন্তু যাঁহারা সংসারবাসনা মুক্ত হইয়াও বন্ধনচ্ছেদন করতঃ বৈরাগ্যজীবনে একান্ত কৃষ্ণভজন প্রয়াসী তাঁহারা মহাভাগ্যবান্। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ সংসারের সকল প্রকার বাধা বিপত্তি, ধর্ম্মজালবন্ধন ছিন্ন করতঃ স্বপাদমুলে শরণাগতা প্রেমবতী দ্বিজপত্নী ও গোপবধুগণকে মহা ভাগ্যবতী বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাহাদিগকে আন্তরিক ও বাচিক স্বাগত জানাইয়াছেন। স্বাগতং বো মহাভাগা আস্যতাং করবাম কিম্। হে মহাভাগ্যবতীগণ! তোমাদিগকে স্বাগত জানাই। বস, বল, পরিশ্রান্তা তোমাদের জন্য আমি কি সেবা করিতে পারি? গোপীদের প্রতি-- স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ। হে মহাভাগ্যবতীগণ! তোমাদিগকে স্বাগত জানাই। কুশল মত তোমাদের আগমন হইয়াছে তো ? বল আমি তোমাদের কি প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারি?

রসিকশেখর গোবিন্দের সূক্তির তাৎপর্য্য এইরূপ-যাঁহারা সংসারে থাকিয়া আমার ভজন তৎপর তাঁহারা নিশ্চিত ভাগ্যবান্। আর যাঁহারা সংসারবন্ধন স্বরূপ মায়ামমতা, ধর্ম্মজালচ্ছেদন করতঃ আমার একান্ত ভজনার্থে শরণাগত ও অনন্যপ্রীতিমান তাঁহারা সত্তমোত্তম ও মহাভাগ্যবান্।

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণবলেন--যাঁহারা বেদবিধিকে আমার একান্ত ভজনের অন্তরায় জানিয়া তাহা উল্লঙ্ঘন করতঃ ভজন করেন তাঁহারা সাধূত্তম আর যাঁহারা অনন্যচিত্তে অনন্যমমতা ও প্রীতিযোগে ভজন করেন তাঁহারা সত্তমোত্তম ও মহামহাভগ্যাবান্।

ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ।

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।

ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ।।

রামানন্দসংবাদে কৃষ্ণপ্রেমামৃত পানকারীই মহাভাগ্যবান্।

অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।

কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্।।

চৈতন্যদর্শনে সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শনকারী অনন্যভজনশীল শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুন, মহাভাগ্যবান্ তথা কৃষ্ণে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী ও বালিশে কৃপাকারী মধ্যম ভাগবতও মহাভাগ্যবান্।

শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ, দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর।

উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার।।

শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান।

মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্।।

তাৎপর্য্যএই-- কৃষ্ণপ্রেমিকই মহাভাগ্যবান্। কৃষ্ণপ্রেমই মহাভাগ্যকে প্রকাশ ও প্রদান করে।

ভাগবতে ব্রহ্মা বলেন- কৃষ্ণের বন্ধুগণই মহাভাগ্যবান্।

অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।

যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্।।

অহো পরমানন্দপূর্ণ, পূর্ণব্রহ্ম, সনাতনপুরুষ গোবিন্দ যাঁহাদের মিত্র তাদৃশ নন্দরাজের ব্রজস্থিত শ্রীদামাদি গোপগণের কি ভাগ্য কি ভাগ্য অর্থাৎ তাঁহারা নিশ্চিত মহাভাগ্যবান্। যাঁহার যৎকথঞ্চিৎ স্মরণেও জীবের ভাগ্যের উদয় হয় সেই ভগবানের নিত্যসঙ্গী শ্রীদামাদি যে ভাগ্যবান্ তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাগবতশ্রোতা শ্রীপরীক্ষিৎমতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে অনন্ত বাৎসল্যবান্ নন্দযশোদা মহামহত্বের অধিকারী অর্থাৎ মহাভাগ্যবান্।

নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।

যশোদা সা মহাভাগা যস্যাঃ স্তনং পপৌ হরিঃ।। পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষিৎ বাক্যের তাৎপর্য্য এইরূপ, ভগবানের অন্য অবতারের দাসগণ অপেক্ষা কৃষ্ণের দাসগণশ্রেষ্ঠ মহাভাগ্যশালী। অন্য অবতার বন্ধুগণ অপেক্ষা কৃষ্ণের বন্ধুগণ শ্রেষ্ঠ ও মহাভাগ্যবান্ তথা অন্য অবতার পিতামাতা অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ বাৎসল্যসিন্ধু নন্দযশোদাই মহাভাগ্যাবান্ ভাগ্যবতী। যিনি তত্ত্ব রিচারে জগতে মাতা পিতা স্বরূপ সেই গোবিন্দ যাঁহাদের স্নেহরসে বিবশ হইয়া নিত্যপুত্রতা স্বীকার করিয়াছেন সেই নন্দযশোদার ভাগ্যসীমা করা সুদুস্কর ব্যাপার। তজ্জন্য উদ্ধব বিস্মিত ভাবে বলিয়াছেন, আপনারা জগতে মহাশ্লাঘ্য। যেহেতু অখিলগুরু গোবিন্দে আপানাদের এতাদৃশী ভক্তিভাব উচিত হইয়াছে। অতএব আপনাদের সাধ্যের কিছুই অবশেষ নাই। কিম্বাবশিষ্টং যুবয়োঃ সুকত্যম্।। উদ্ধব বচনে কৃষ্ণপ্রাণান্তরা, তৎপ্রীতিসৌখ্যসম্পাদন চতুরা, তৎপ্রেমাতুরা, তৎবিরহবিধুরা, তৎসঙ্গতিতৃষ্ণাকাতরা গোপীগণই মহাভাগ্যবতী। সর্ব্বাত্মভাবোঽধিকৃতো ভবতীনামধোক্ষজে। বিরহেণ মহাভাগা মহান্ মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ।।

হে মহাভাগ্যবতীগণ! প্রাণকৃষ্ণের বিরহে তৎপ্রতি আপনাদের সর্ব্বান্তঃকরণভাব অধিরুঢ় হইয়াছে। ইহা প্রদর্শন করাইয়া আমার প্রতিও মহান্ অনুগ্রহ করিয়াছেন।

ব্রহ্মার বিচারে -- কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবারস নিষেবনকারীই মহাভাগ্যবান্। ব্রহ্মবিমোহন লীলায় কৃষ্ণ বৎস পুত্র হইয়া অতীব আনন্দে যাঁহাদের স্তনামৃত পান করিয়াছেন সেই ব্রজরমণী ও গাভীগণই মহাভাগ্যশালিনী। অহোঽতিধন্যা ব্রদগোরমণ্যস্তনামতং পীতমতীব তে মুদা। ব্রহ্ম বিচারে কৃষ্ণ যাঁহাদের সর্ব্বস্বধন স্বরূপ সেই গোকুলবাসীদের পাদপদ্মের ধূলী অভিষেকযোগ্য পাদপীঠ হওয়াও মহাভাগ্যের পরিচয়।

তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদেগাকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্।

পুনশ্চ তদ্বিচারে যাঁহারা কৃষ্ণপ্রাণাদের ইন্দ্রিয়দ্বারে কৃষ্ণরসামৃত পান করেন তাঁহারাও ভূরিভাগ্যবান্।

এষান্তু ভাগ্যমহিমাচ্যুত তাবদাস্তা
মেকাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ।
এতদ্ধৃষীকচষকৈরসকৃৎ পিবামঃ
শর্ব্বাদয়োঽঙ্ঘ্র্যদজমধ্বমৃতাসবং তে।

হে অচ্যুত! এই গোকুলবাসীদের মহিমার কথা দুরে থাক্ ইহাদের সম্বন্ধে আমরাও মহাভাগ্যাবান্। কারণ ইহাদের ইদ্রিয় রূপ চামস দ্বারা ইদ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেব আমরা আপনার পাদপদ্মসুধা পুনঃ পুনঃ পান করি। কৃষ্ণপাদামৃত পান করে ভাগ্যবান্। অর্থাৎ কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ প্রীতিসেবা সম্বন্ধযুক্ত সকলেই ভাগ্যবান্।

দুর্ভাগ্যবান্ কে ?

সরস্বতীদেবীর বরপুত্র বিচারে কাশ্মীরদেশীয় কেশবের বিশেষ প্রসিদ্ধি হইলেও প্রকৃতপক্ষে শ্রীগৌরসুন্দরের চরণে শরণাগতিতেই তাঁহার ভাগ্যবত্ত্বার প্রসিদ্ধি ঘটে।

ভাগ্যবন্ত দিগ্বিজয়ী সফলজীবন।

বিদ্যাবলে পাইল সেই প্রভুর চরণ।। এতদ্বারা অনুমিত হয় যে, বিদ্যাবলে চৈতন্য চরণ ভজনে পরান্মুখতাই জীবের সুদুর্ভাগ্যের পরিচয়। চৈতন্যচরণ ভক্তি ও প্রাপ্তিতেই ভাগ্যবত্ত্বার পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হয়।সকল প্রকারভোগ সিদ্ধিপ্রদ কর্ম্মজ্ঞানযোগাদির প্রচেষ্টা সাধকের ভাগ্যবত্ত্বাকে প্রকাশিত করিতে পারে না। পরন্তু সকল প্রকার যোগ্যতা বর্জ্জিত অথচ ভগবদ্ভজনোন্মুখতা জীবের ভাগ্য সকলকে সম্প্রকাশিত করিয়া জন্মসাফল্য দান করে।

ভগবৎপ্রীতিহীন নীতি তার মুল্য কিছু নাই।
সৃতিহীন গতি ব্যর্থ জানিহ নিশ্চয়।।

ভগবানের প্রতি অবজ্ঞা অনাদর, অভিযোগ, আক্ষেপ, উপেক্ষা ও তদ্ভজনে পারান্মুখতা তথা বিরোধিতাদি সকলই জীবের দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক।

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ জানিহ এক অজ্ঞানতম ধর্ম্ম।। অতএব অজ্ঞানতমধর্ম্মে দিক্ষিত ও শিক্ষিতগণ সর্ব্বতোভাবেই ভাগ্যহীন।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সুদুর্ল্লভ মানবজন্মে সর্ব্বোত্তম সুযোগ সুবিধা থাকিতেও আমার ভজনযোগে সংসার সিন্ধুর পরপারে অগমনকারীই আত্মঘাতী। আত্মঘাতী নারকী অতএব দুর্ভাগ্যবান্। দুর্ভাগ্যবান্ না হইলে তাদৃশ সুবর্ণ সুযোগের অসৎব্যবহার আর কে করেন? স্বপ্নতুল্য ক্ষণভঙ্গুর, পরিণামশূন্য, বঞ্চনাবহুল, বহু দুঃখে দুঃখিত সংসারধর্ম্মে মুহ্যমান্ গৃহমেধী ও গৃহব্রতীগণ যথার্থলাভে বঞ্চিত বিধায় দুর্ভাগ্যবান্।

স্বার্থের গতিই বিষ্ণু ইহা যাহারা জানিতে না পারিয়া বেদের কর্ম্মকাণ্ডাদিতে আবদ্ধমতি, জ্ঞানকাণ্ডে ভ্রষ্টগতি , অন্ধপরম্পরায় পরামার্থধনে বঞ্চিত নীতিবিদ্ হইলেও তাহারাও দুর্ভাগ্যবান্। কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড কেবলি বিষের ভাণ্ড অমৃত বলিয়া যে বা খায়। নানাযোনি ভ্রমণ করে কদর্য ভক্ষণ করে তার জন্ম অধঃপাতে যায়।

বিষে সার সুধা জ্ঞান। কিসে তাহার কল্যান।।
অনর্থে যার স্বার্থজ্ঞান। সে মূর্খরাজ প্রধান।।
অন্ধানুগগতিহীন। নহে কভু ভাগ্যবান্।।
কর্ম্মকাণ্ডে বদ্ধমতি। জ্ঞানকাণ্ডে ভ্রষ্টগতি।।
নাহি চিনে বিশ্বপতি। লভে দুঃখলোকগতি।।

ভাগবতে ভগবতী দেবহুতি বলেন, যাহার কর্ম্ম ধর্ম্মের জন্য নহে, ধর্ম্ম বৈরাগ্যের জন্য নহে এবং বৈরাগ্য তীর্থপাদ বিষ্ণুর সেবার জন্য নহে সে জীবিত অবস্থায়ই মৃত ।

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্প্যতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।

তাৎপর্য্য না জানে মাত্র ধর্ম্মকর্ম্ম করে।
ব্যর্থ পরিশ্রম তাতে দুঃখ ফল ধরে।।

অতএব পরিণামে দুঃখভোগীগণ দুর্ভাগ্যবানই বটে।

কামাসক্ত, রামারক্ত যোনি ভ্রমিগণ।
গৃহমেধী গৃহব্রতী নহে ভাগ্যবান্।
ভক্তিহীন কর্ম্মীজ্ঞানী নারকীপ্রধান।
কৃষ্ণদ্বেষী ধর্ম্মধ্বজী সদা ভাগ্যহীন।।
কলিমায়াবিদ্যাগ্রস্ত দুর্ভাগা নিশ্চিত।
মনোধর্ম্মী তর্কপন্থী স্বার্থেতে বঞ্চিত।।
আধ্যক্ষিক বিজ্ঞমন্য ন লভে কল্যান।
নিশ্চয় জানিহ সবে সুদুর্ভাগ্যবান্।।
পশুধর্ম্মী নহে কভু নরেতে গণিত।
ব্যাধবৃত্তে আত্মধর্ম্ম হয় তিরোহিত।।

বন্যব্যাধ, গৃহব্যাধ আর যাজ্ঞ্যব্যাধ।
এতিন দুর্গতিভাগী শুভ কার্য্যে বাধ।।
বন্যপশুঘাতী হয় বন্যব্যাধে গণ্য।
গৃহে পশুঘাতী গৃহব্যাধে সদা মান্য।।
কর্ম্মকাণ্ডে মূঢ়মতি পশুঘাতীগণ।
বৈদিক ব্যাধেতে গণ্য সত্যধর্ম্মহীন।।

নিরীশ্বরনৈতিক(নাস্তিক অথচ নীতিমান), নিরীশ্বরবৈদিক(নাস্তিক অথচ বৈদিকাভিমানী) স্বেশ্বরনৈতিক ও স্বেশ্বরবৈদিকাদি বিবাদীগণও দুর্ভাগ্যবান্। কারণ তাহাদের বিচার অপসিদ্ধান্তমূলক ও সত্যধর্ম্মহীন।

তত্ত্বভ্রমী শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্যগণও দুর্ভাগ্যবান্। কারণ তাহারা নূন্যাধিক পাষণ্ডী। পাষণ্ডীগণ দুর্গতিভোগী অতএ দুর্ভাগ্যবান্।

চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও তবে রৌরবে পড়ি মজে।। পূর্ব্বোক্ত বিচারে কৃষ্ণভক্তিহীন অথচ বেদধর্ম্মাচারীদের নরকগতি দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক।

ঈশ্বর মায়ামোহিত মায়াবাদী, ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ পাতঞ্জলাদি মতাবলম্বীগণও নূন্যাধিক দুর্ভাগ্যাবান্। কারণ তাহাদের মতে ভগবৎসম্বন্ধাদি নাই।

চৈতন্যদেব বলেন, তাতে ষড়দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি।

ভগবদ্ভক্তিহীনের ন্যায় নীতি পাণ্ডিত্য আভিজাত্যাদি সকলই মৃতভূষণবৎ নিরর্থক বরং শোকবর্দ্ধক।

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিশাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্।।

অতএব শবতুল্যদের ভাগ্যলক্ষণ থাকিতেই পারে না। শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ বলেন, আত্মজ্ঞানহীন মূঢ় নরকভাগী।

আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়াঃ পচ্যন্তে তে নরকনিগূঢ়াঃ।

ভগবদ্ভজনই মঙ্গলময় কিন্তু বিষয়বাসনা যোগে ভজনে ভাগ্যের পরিচয় নাই। মঙ্গলময়ের নিকট অমঙ্গলময় বিষয় প্রার্থনা মূঢ়তা লক্ষণ মাত্র।

কৃষ্ণকহে আমা ভজে মাগে বিষয় সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এই বড় মূর্খ।।

ভাগবতে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেন, সেবার বিনিময় কামী সেবক নহে বণিক। ব্যাবসায়ীতে ধর্ম্ম সৌহার্দ্য থাকে না। যেখানে ধর্ম্ম নাই সেখানে ভাগ্যের সম্ভাবনা কোথায়? তজ্জন্য কৃষ্ণের প্রতি কামিনী কুব্জার স্বসুখবাসনাময়ী চেষ্টা দর্শন করিয়া অসন্তুষ্টচিত্তে শুকদেব সিদ্ধান্ত করেন, যিনি দুরারাধ্য বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া মনের গ্রাহ্যবস্তু পার্থনা করেন অসত্য নিবন্ধন তিনি দুর্ভাগা কুমনীষী।

দুরারাধ্যং সমারাধ্য বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্।
যো বৃণুতে মনোগ্রাহ্যমসত্যত্বাৎ কুমনীষ্যসৌ।।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, অয়ি প্রিয়ে! যাহারা তপোব্রতাদির পরিচর্য্যা দ্বারা সামান্য প্রাণীতেও সুলভ ইন্দ্রিয়তর্পণ কামনায় দাম্পত্যধর্ম্মে অপবর্গগতি আমাকে ভজন করে তাহারা আমার মায়া দ্বারা মোহিত এবং মন্দভাগ্য।

যে মাং ভজন্তি দাম্পত্যে তপসা ব্রতচর্য্যয়া।
কামাত্মনো অপবর্গেশং মোহিতা মম মায়য়া।।
তে মন্দভাগ্যাঃ ইত্যাদি।

তবে কি সকাম ভক্ত ভাগ্যবান্ নহে ? যতদিন সকাম ততদিনই তাহার ভাগ্যবত্ত্বার পরিচয় নাই পরন্তু যখন কাম ত্যজি নিস্কাম ভাবে কৃষ্ণরস আস্বাদন করেন তখনই তিনি ভাগ্যবান্ হইয়াছ থাকেন। যাহারা নানাদেবদেবীদের সঙ্গে ভগবান রাম কৃষ্ণাদিরও ভজন করেন বা কৃষ্ণ ভজনের সঙ্গে অন্যদেবদেবীদিগকেও ঈশ্বরজ্ঞানে ভজন করেন তাহারা কিরূপ? যাহারা সমানজ্ঞানে নানাদেবদেবীদের সঙ্গে ভগবানের ভজনও করেন তাহারা অতত্ত্বজ্ঞ ও ব্যভিচারী। তাহাদের তাদৃশ ভজনে ভাগ্যলক্ষণ নাই। কারণ তাহারা সমন্বয়বাদী সুতরাং পাষণ্ডী তথা স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে কৃষ্ণভজনের সঙ্গে অন্যদেবদেবীর ভজনকারী নিশ্চিতই পাষণ্ডী। পাষণ্ডভজনে ভাগ্যলক্ষণ তিরোহিত। সকল পুরুষেই নারীর পতিজ্ঞান ব্যভিচার মতিত্বের পরিচয় তদ্রূপ দেবাদির প্রতিও ঈশ্বরজ্ঞান যেমন ব্যভিচার বৃত্তি তেমনি পাষণ্ড্য বিচার। পক্ষে ভগবদ্ভজনের সঙ্গে তদীয় বিচারে দেবাদির প্রতি যথাযোগ্যসম্মান দানাদি বাস্তবধর্ম্ম বিধান। ইহাতেই ভাগ্যলক্ষণ নিরপবাদী।

কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলেন, দেবধর্ম্মপালী বিষ্ণুর পূজক ও কৃষ্ণচৈতন্যদ্বেষী বিচারে দৈত্যে গণ্য।

পূর্ব্বে যেন জরাসন্ধ্য আদি রাজগণ।
বেদধর্ম্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন।।
কৃষ্ণ নাহি মানে তাতে দৈত্য করি মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে তারে দৈত্য জানি।। অতএব ইহারাও দুর্ভগা।

ভগবৎপূজক অথচ ভক্তপূজায় উদাসীন, বৈষ্ণব নিন্দুক বৈষ্ণবাপরাধীও কৃষ্ণপ্রসাদের অযোগ্যবিচারে দুর্ভাগ্যবান্। কারণ তাহার ভজন ব্যর্থপরিশ্রম মাত্র।

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েদ্ যদি।
ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ।

অম্বরীষ প্রতি বিদ্বেষ করিয়া দুর্ব্বাশা নারায়ণের প্রসাদ প্রাপ্ত হন নাই। এক অবতারের ভক্ত হইয়া অন্য অবতারের নিন্দুকও দুর্ভগা কারণ তিনি অপরাধী।

ঈশ্বরতত্ত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ।

শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদের উক্তি শ্রীগৌরচন্দ্রে পরম শ্রদ্ধালু কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রতি অশ্রদ্ধালু নিজ ভ্রাতার প্রতি-

দুইভাই একতনু সমান প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান তোমার হবে সর্ব্বনাশ।
একে তো বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান।
অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায় তোমার প্রমাণ।।
কিম্বা দোঁহে না মানিয়া হওত পাষণ্ড।
একে মানি, আরে না মানি এই মত ভণ্ড।।

ইহাতে সিদ্ধান্ত হয়, পাষণ্ড ও ভণ্ড মতে সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সর্ব্বানাশপ্রাপ্ত **দুর্ভাগ্যবানই** বটে। তত্ত্বতঃ শ্রীবলদেবই শ্রীনিত্যানন্দ। ব্রতাদিযোগে শ্রীনিত্যানন্দের ভক্তিকারী অথচ শ্রীবলদেব ব্রতাদিতে উদাসীনও ভণ্ডে গণ্য। ভণ্ড মতে ভাগ্যলক্ষণ কলঙ্কিত এবং অজ্ঞতা মণ্ডিত। কেহ বলেন- আমরা গৌড়ীয়, নিতাইগৌরের ভক্ত। পঞ্চতত্ত্বের ভজন করি। আর গৌরের আদেশে রাধাকৃষ্ণই আমাদের উপাস্য। সেখানে বলদেবের পূজাদির আবশ্যকতা নাই।

বিচার্য্য-- যাঁহারা মঞ্জরী ভাবে অনঙ্গমঞ্জরীর আনুগত্যে রাধাকৃষ্ণের ভজন করেন তাঁহারা রামনবমী, নৃসিংহ চতুর্দ্দশী, বামনদ্বাদশী, অদ্বৈতসপ্তমী, গৌরপূর্ণিমা ও নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী এমন কি শিব চতুর্দ্দশীতেও ব্রতোপবাস করেন অথচ শিবসেব্য, রাম নৃসিংহাদি অবতারের অবতারী, কারণাদ্ধিশায়ী যাঁহার এক অংশ, যিনি অংশে অনঙ্গ মঞ্জরীরূপে যুগসসেবিকা , সেই শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীবলদেবের ব্রতপূজাদিতে ঔদাসীন্য কোন মতেই বিশুদ্ধ গৌড়ীয় সিদ্ধান্ত নহে। শ্রীনিত্যান্দ ভজে কিন্তু শ্রীবলদেব না মানে। এই ভণ্ডমত ইহা বলে বিজ্ঞজনে।। কেহ বলেন--চৈতন্যচরিতামৃতে বলদেব পৌর্ণমাসীতে ব্রতাদির কথা মহাপ্রভু বলেন নাই। তদুত্তরে বক্তব্য- সেখানে মহাপ্রভু শিবব্রত করিতেও বলেন নাই। তবে তাহা করা হয় কেন ? সেখানে নিত্যানন্দত্রয়োদশী গৌর পূর্ণিমাতে ব্রতকথাও নাই তবে তাহা পালিত হয় কেন?

যদি বলেন-- তাহা শ্রীব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবনদাসের অনুশাসন। ইহা অবিদ্যানাশিনী ও কৃষ্ণভক্তি প্রদায়িনী। যথা চৈতন্যভাগবতে -

নিত্যানন্দ জন্ম মাঘী শুক্লত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী।
সর্ব্বযাত্রা সুমঙ্গল এদুই পূন্যতিথি।
সর্ব্বশুভলগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি।।
এতেকে এদুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যাবন্ধন।।

তজ্জন্য ইহাদের সেবা করা হয়। উত্তম কথা কিন্তু ব্যাসের লিখনীতে অদ্বৈতসপ্তমীব্রতের কথা নাই তবে তাহা পালন করেন কেন?

উত্তর--অদ্বৈতপ্রভু মহাবিষ্ণুর অবতার। তিনি শ্রীগৌর আনা ঠাকুর। তাঁহার তিথি পালনাদিতে গৌর প্রসাদ লভ্য হয়।

সুন্দর সিদ্ধান্ত। অদ্বৈত সপ্তমী পাল্য সত্য কিন্তু অদ্বৈতপ্রভু যাঁহার অংশকলা স্বরূপ, যিনি মহাবিষ্ণুরও অবতারী, যিনি কৃষ্ণের সকল প্রকার সেবার অধিকারী, যিনি দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য তথা অনঙ্গমঞ্জরী রূপে মধুর রসে কৃষ্ণসেবা করেন, যিনি আদি গুরুতত্ত্ব সেই শ্রীবলদেবের ব্রতোপবাস অকরণ কি প্রত্যব্যয় মধ্যে গণ্য নহে ? ঐ প্রকার সিদ্ধান্ত অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়ে গণ্য। যদি বলেন-- নিত্যানন্দ কৃপায় রাধাকৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। গৌরভজনে নিত্যানন্দ ভজনের প্রয়োজনীয়তা পরিদৃষ্ট হয় কিন্তু মধুর রসে কৃষ্ণভজনে বলদেব ভজনের প্রয়োজনীয়তা মহাজন গান করেন নাই।

ভাল কথা। মহাজনের অনুশাসন নাই তজ্জন্য তাহা করেন না। কিন্তু কৃষ্ণভজনে রাম, নৃসিংহ, বামনাদি অবতারের ব্রতপালনের প্রয়োজনীয়তা আছে কি ? তত্ত্বতঃ নাই । অনুশাসন তো রাধাষ্টমী পালনেও নাই তথাপি তাহা যদি পাল্য হয় তাহা হইলে সর্ব্বগুরু বলদেবের আবির্ভাবতিথি পালনও কেবল কর্ত্তব্যই নহে পরন্তু ধর্ম্ম বিশেষও বটে। মহাপ্রভু বলেন-

একাদশী জন্মাষ্টনমী বামনদ্বাদশী।
শ্রীরাম নবমী আর নৃসিংহ চতুর্দ্দশী।।
এই সবে বিদ্ধা ত্যাগ, অবিদ্ধাকরণ।
অকরণে দোষ, কৈলে ভক্তির লভন।।

সিদ্ধান্ত-- বিষ্ণুতত্ত্বই উপাস্য। তাঁহার ব্রতাদি করণে ভক্তি লভ্য এবং অকরণে দোষ অর্থাৎ ভক্তি হানি হয়। অতএব রামনবমীবৎ ভক্ত্যঙ্গে বলদেব পৌর্ণমাসীব্রতও পালনীয় অন্যথা দোষ হয়। দোষাচার স্বরূপধর্ম্মবিরোধী, অজ্ঞতা ব্যঞ্জক ও দুর্ভাগ্য লক্ষণান্বিত। উপসংহারে বক্তব্য--শ্রেয়স্কামী পক্ষে মঙ্গলপ্রদ উপাস্যের উপাসনাতেই সৌভাগ্য লক্ষণ এবং দ্বিপরীতে অর্থাৎ উপাস্যের উপাসনা অকরণে বা অন্যথাকরণেই দুর্ভাগ্যলক্ষণ বিদ্যমান্। এককথায়-- স্বরূপধর্ম্মের যথাযথ যাজনেই সৌভাগ্য লক্ষণ এবং তাহার অকরণেই দুর্ভাগ্যদোষ লক্ষণ বিদ্যমান্।।

রূপানুগ সেবাশ্রম, ৫।১০।২০১০

শ্রীকৃষ্ণ বহুবল্লভ কেন?

কৃষ্ণ অখিলরসামৃত মূর্ত্তি, সর্ব্বরসের সমারাধ্যদেবতা এবং রসময় বলিয়া সকলেরই প্রিয়তম বিচারেই তিনি বহুবল্লভ। তাঁহার স্ত্রীলাম্পট্য পরম ধর্ম্মময় ভক্তবাৎসল্যেরই নিদানভূত। তাঁহার স্ত্রীলাম্পট্য প্রাকৃত নহে যেহেতু তিনি আত্মারমাগণেরও পরমারাধ্য আত্মকাম স্বরূপ। মধুর রস বিচারেই তাঁহার স্ত্রীলাম্পট্য স্বভাব প্রকাশিত হয়। পরমানন্দময় বলিয়া তিনি সকলেই প্রিয়তম হইয়া থাকেন। তিনি নিরুপম প্রেমের বিগ্রহ। অতএব প্রেমবিলাসরস পিপাসুদের তিনিই একমাত্র প্রিয়তম হইয়া থাকেন।

চিত্র স্বরূপো বিচিত্ররূপো বিচিত্রকর্ত্তা বিচিত্র ভোক্তা
বিচিত্রবক্তা বিচিত্র নেতা বিচিত্র লীলো বিচিত্র শীলঃ।।

তিনি বিচিত্র স্বরূপবান, বিচিত্র রূপসৌন্দর্য্যবান, বিচিত্র কর্ম্মকর্ত্তা, বিচিত্র ভোক্তা, বিচিত্র রসের বক্তা, বিচিত্ররসের নেতা, বিচিত্র লীলাময় এবং বিচিত্র শীলবান।

রসস্বরূপো রসরাজরূপো রসৈকভোক্তা রসদাতৃবর্য্যঃ।
রসাভিরামো রসগুণধাম রসৈকনেতা রসকেলিশীলঃ।।

তিনি রসস্বরূপী, রসরাজবিলাসী, রসের একমাত্রভোক্তা এবং বক্তা, তিনি রসদাতাদের অন্যতম। তিনি রসে অভিরাম পরম সুন্দর, রসগুণের ধাম, রসের নেতা ও রসকেলি স্বভাবী।

তিনি অতর্ক্যসহস্রশক্তিমান। শক্তিগণ তাঁহাতে নানাভাবে সেবা করেন। সেই শক্তিগণ সমর্থারতি বিলাসে গোপীরূপে, সমঞ্জসারতি বিলাসে মহিষী ও লক্ষ্মী রূপে তথা সাধারণীরতি বিলাসে কুব্জাদি রূপে সেবা পরায়ণা। কৃষ্ণ ব্রজে সমর্থারতির বিলাস করেন। দ্বারাকায় সমঞ্জসারতির বিলাস এবং মথুরাতে সাধারণীরতির বিলাস করেন। তাঁহার শক্তি বাৎসল্যরতি বিলাসে পিতামাতাদি রূপে সেবা করেন। যেহেতু তিনি বিচিত্র ভোক্তা। তজ্জন্যই বৎসলাগণ কেহ মাধুর্য্যভাবময় কেহ বা মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভাবময়। তাঁহারই শক্তি সখ্যরতি বিলাসে পঞ্চপ্রকার সখা রূপে সেবাপরায়ণ।

তন্মধ্যে ব্রজস্থিত সখাগণ মাধুর্য্যভাবময় আর পুরস্থিত সখাগণ মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভাবময়। তাঁহার শক্তি দাস্যরতি বিলাসে ভৃত্য ও পুত্রাদি রূপে সেবাপরায়ণ। তন্মধ্যে ব্রজের ভৃত্যগণ কেবল মাধুর্য্যভাবময়। আর পুরস্থিত দাসগণ মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভাবময়। যাঁহারা পুত্ররূপে সেবা করিতে অভিলাষ করিলেন তাঁহারা কৃষ্ণের সমঞ্জসারতিমতী মহিষীদের গর্ভ হইতে আবির্ভূত হন। তাঁহারই শক্তি বীররতি বিলাসে শত্রুরূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধরস আস্বাদন করান। শত্রুদের অভিশাপের কারণ বাহ্যতঃ মুনিঋষিগণ হইলেও বস্তুতঃ ভগবানই তাঁহাদের

অন্তর্যামী। তিনিই মুনিদের মাধ্যমেই অভিশাপ যোগে শত্রুভাবপন্ন করতঃ তাঁহাদের সহিত বীরাদি রস আস্বাদন করেন। শত্রুগণ ব্যতিরেক ক্রমে কৃষ্ণের লীলাকে পুষ্ট করেন। তাহাতে কৃষ্ণের বীর্য্য ভগবত্ত্বা প্রকাশিত হয়। একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য। এই তত্ত্ববিচারে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যের স্বতন্ত্রতা সিদ্ধ হয় নাই। অন্যের স্বতন্ত্রতাও কৃষ্ণ পরতন্ত্র বিচারেই প্রতিষ্ঠিত। তিনি বিচিত্র কর্ত্তা বলিয়া তাঁহার কর্ত্তৃত্বেও বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। সেই বৈচিত্র্যও রস চমৎকারিতা দ্বারাই সিদ্ধ সমৃদ্ধ ও প্রসিদ্ধ। রসিকশেখর রস বিলাসে রসের বৈচিত্র্য সম্পাদন ও আস্বাদনের জন্য বৈচিত্র্য পূর্ণ রসাস্বাদন উপযোগী শক্তিদের প্রকাশ করেন। শক্তিগণও শক্তিমানের ইচ্ছাক্রমে বিচিত্র ভাবচেষ্টাদি প্রাপ্ত হয়। অতএব তাঁহাদের সেই সেই অনুকল প্রতিকুলময় ভাব চেষ্টাদিও ভগবদনুমোদিত বিষয় জানিতে হইবে। তিনি সকল প্রকার রসের আশ্রয় ও বিষয়। অর্থাৎ তিনি কখনও আশ্রয় ভাবে ও কখনও বিষয়ভাবে রস আস্বাদন করেন। রস বিলাসের জন্য তাঁহার বিচার বাস্তবিকই পরম চমৎকারপ্রদ। উপসংহারে বলা যায় যে, কৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমেই সকল প্রকার লীলাবিলাস বৈচিত্র্য সংঘটিত হয়।

গোপীদের অভিযোগপ্রকার--

১। কৃষ্ণ অসময়ে আমাদের গোশালায় যাইয়া বৎসাদি ছাড়িয়া দেয়। ধরা পড়িলে হাসিতে থাকে।

২। কল্পিত নানা উপায়ে আমাদের গৃহে মাখনাদি চুরি করিয়া খায় বানরকেও খাওয়ায়। না খাইলে ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া চলিয়া যায়। তাঁহাকে চোর বলিলে সে বলে তোমারাই চোর আমি মালিক।

৩। কোন গৃহে কিছু না পাইলে শয়ান শিশুকে কাঁদাইয়া চলিয়া যায়।

৪। যদি মাখন ভাণ্ডাদি হাতে না পায় তাহা হইলে ভোজনপীঠ অথবা উদুখলাদির উপর উঠিয়া ছিকা থেকে মাখনাদি চুরি করিয়া খায় এবং বন্ধুবর্গকেও খাওয়ায়। কখনও বা সখাদের স্কন্ধে উঠিয়া ছিকা থেকে মাখন চুরি করে।

৫।যদি সেই সেই উপায়ে মাখন ভাণ্ড হাতে না পায় তবে যষ্টি দ্বারা ভাণ্ড ছিদ্র করিয়া দেয় এবং ভাণ্ডচ্যুত দধি নবনীতাদি আনন্দ করিয়া ভোজন করে।

৬। কখনও বা অন্ধকার গৃহে যাইয়া মাখনাদি চুরি করিয়া খায়। ও মা অন্ধকার গৃহে সে কি করিয়া মাখনাদি চুরি করে? একথা কি করিয়া বিশ্বাস করা যায়। গোপী বলেন, নন্দরাণী! ইহাতে অবিশ্বাসের কোনই কারণ নাই। আমরা দেখিয়াছি যে, তোমার গোপালের দীব্য অঙ্গজ্যোতিতেই সমস্তগৃহ আলোকিত হইয়া যায়। তাহাতে দ্রব্যদর্শন ও চুরি করিতে তাঁহার কোনই অসুবিধা ও বিলম্ব হয় না।

৭। তোমরা গৃহ বন্ধ করিয়া রাখিও। তদুত্তরে- তাহাও করিয়া দেখিয়াছি কিন্তু তোমার গোপাল অদ্ভুত ভেল্কি জানে। তাহা কিরূপ? গোপাল গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইতেই আপনা আপনি দ্বার খুলিয়া যায় এবং সে অনায়াসে মাখনাদি চুরি করিয়া খায়।

৮। তোমরা তাহাকে ধরিতে পার না? ধরিতে পারি, ধরিয়াছিও কিন্তু তাঁহার কাকুতি মিনতিতে আমাদের মন গলিয়া যায় তাই আমারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিই। যশোদা-তাহাকে শাসন করিও। তদুত্তরে - ব্রজেশ্বরি! তাঁহাকে শাসন করিতে মন চায় না। তাঁহাকে ভয় দেখাই কিন্তু সে কিছুতেই ভীত হয় না বরং আমাদিগকেই ভয় দেখায়। তোমার কথা বলিলে বহু মিনতি করিয়া বলে মাসীমা মাকে কখনও জানাইও না। তাহা হইলে মা আমাকে মারবে। যাক তাঁহাকে যদি ধরিতে পার তবে আমার নিকট আনিও। তাহাই হইবে বলিয়া গোপীগণ চলিয়া যাইলেন।

বহু দাসদাসী থাকিতে যশোদার দধি মন্থনের কারণ কি?

কারণ দুটি। প্রথমটি-- নন্দরাজ ইন্দ্রপূজার উপকরণ সংগ্রহের জন্য দাসদাসীগণকে নিযুক্ত করাই নন্দরাণী স্বয়ংই দধি মন্থন করিলেন। দ্বিতীয়টি-- প্রতিদিন প্রতিবেশীদের নিকট থেকে গোপালের নামে অভিযোগ আসিতেছে। ইহাতে যশোদার মনে প্রশ্ন জাগিল। সত্যই কি গোপাল প্রতিবেশীদের গৃহে যায় ও মাখনাদি চুরি করিয়া খায়? ইহার কারণ কি? বুঝিতে পারিলাম দাসদাসীগণই মাখনাদি প্রস্তুত করে। হয়তো তাহা গোপালের প্রিয় হয় না তাই সে অন্যের গৃহে যায়। অথবা গোপীদের স্নেহ বশেই গোপাল তাঁহাদের গৃহে যাইয়া মাখনাদি খায়। কারণ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, গোপীগণ নিজ নিজ পুত্র অপেক্ষাও আমার গোপালকে অধিক স্নেহ করে। তাঁহাকে না দেখিলে থাকিতে পারে না, দণ্ডে দণ্ডে আসিয়া দেখিয়া যায়। গোপালও তাঁহাদের নিকট না যাইলে তাঁহারা দুঃখিত হইয়া রোদনাদি করিতে থাকে।

যাক আজ থেকে আমি স্বয়ংই সুগন্ধদুগ্ধবতী গাভীদের দুগ্ধ দোহন করিয়া দধি করিব এবং মাখন উঠাইয়া গোপালকে খাওয়াইব। যদি ইহার পরও গোপাল অন্যের গৃহে যায় তাহা হইলে আমার কিছুই কর্ত্তব্য রহিবে না। রাজপুত্র হইয়া পরগৃহে চুরি করে ইহা বড়ই লজ্জা ও দুঃখের কথা। অধিকন্তু লোকেও মনে করে যে, নন্দরাণীর একটি মাত্র পুত্র তাঁহাকে ঠিকমত খাওয়ায় না, তাই সে পরের গৃহে চুরি করিয়া খায়।

মায়াবাদাদির জন্মকথা

পঃ পুঃ উঃ২৩৫ অধ্যায়

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র ধর্ম্মা, বিচিত্রকর্ম্মা। তিনি লীলা পুষ্টির জন্য তথা জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সিদ্ধির জন্য বিচিত্র ধর্ম্মাদিকে প্রকাশ করেন। তিনিই একমাত্র ধর্ম্মের বক্তা নেতা ও বিধানকর্ত্তা। তিনিই প্রকৃতপক্ষে কর্ত্তা। ব্রহ্মাদি সকলেই তাঁহার আজ্ঞাপালী। বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম হইতে পরমভাগবতধর্ম্মাদি তিনিই যুগে যুগে নানা অবতার মূর্ত্তিতে প্রণয়ন করেন। তিনিই পুনশ্চ জগৎসংহারার্থ শঙ্করাদি দ্বারা অধর্ম্ম সমূহ প্রকাশ করেন। কারণ শিবই সংহারদেবতা। তিনি তমোগুণ দ্বারা প্রলয় কার্য্য সম্পন্ন করেন অর্থাৎ তাঁহার মাধ্যমেই ভগবান্ জগতের সংহার কার্য্য সম্পাদন করেন। শিবও তদজ্ঞায় তদনুগত তামসিকদের লইয়া তামসিক মত পথ প্রকাশে জগতের সংহার কার্য্য করেন। ধর্ম্ম হইতে অভ্যুদয় ও অধর্ম্ম হইতে প্রলয় সাধিত হয়। সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণের কর্ত্তৃত্ব বিদ্যমান্। তিনি সর্ব্বজ্ঞ সুহৃৎ ঈশ্বর। সৃষ্ট সকলের যোগক্ষেম দাতা। তিনি বিচিত্র কর্ত্তা বলিয়া তাঁহার কর্ত্তৃত্বে দোষ নাই। তাঁহার কর্ত্তৃত্ব নবতা ও মোক্ষের জনক। যেরূপ কোন ব্যক্তি একহস্ত দ্বারা অপর হস্তের পীড়ণ করে তদ্রূপ ভগবান্ এক প্রাণীর দ্বারা অপর প্রাণীর পীড়নাদি করিয়া থাকেন। তাঁহার সেই লীলা বিক্রমে মঙ্গলেরই ক্রম বিদ্যমান্। সুরাসুরগণ সকলেই তাঁহার সৃষ্টপ্রাণী। তাঁহাদের প্রতি সমত্ব ও বিষমত্ব লীলাক্রমেই প্রকাশিত হয়। সুরগণ তাঁহার বাহুস্থানীয়

আর অসুরগণ তাঁহার জঘনজাত। জঘন জাত বলিয়া তাহাদের আচরণে জঘন্য ভাব বিদ্যমান্। তাঁহারা রজস্তমোগুণ প্রধান। সুরাসুরগণ বৈদিক হইলেও সুরগণ বৈদিকদেবতা, যজ্ঞভোক্তা আর অসুরগণ বাহ্যবৈদিক তাহারা বৈদার্থ অনুধাবনে অপারগ। তাহারা সর্ব্বদা বিপরীত জ্ঞানধর্ম্মাদি বিশিষ্ট। তাহারা অধর্ম্মকেই ধর্ম্ম মনে করিয়া তাহাতে রত হয়। ফলে ধার্ম্মিকদের সহিত মতৈদ্বত হইলে অশান্তি আদির উদিত হয়। বৈদিকগণ প্রবৃত্তিপর ও নিবৃত্তিপর ভেদ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে সুরাসুরগণ প্রবৃত্তিপরও পরমহংস বৈষ্ণবগণ নিবৃত্তিপর। প্রবৃত্তি পরগণ দেহারামী হইয়া ইন্দ্রিয় তর্পণ ব্যাপারে পশ্বাদি হিংসাপরায়ণ।

পুরাকালে সুরদ্বেষী দৈত্যগণ বিষ্ণুভক্ত হইয়া সুরগণকে পরাজিত করেন। তাহাতে নিরুপায় হইয়া দেবগণ শ্রীহরির শরণাপন্ন হন। ভগবান্ তাঁহাদের বিপত্তির কথা শ্রবণ করতঃ মহাদেবকে আদেশ করিলেন-

ত্বং হি রুদ্র মহাবাহো মোহনার্থে সুরদ্বিষাম্।
পাষণ্ডাচরণং ধর্ম্মং কুরুস্ব সুরসত্তম।।
তামসানি পুরাণানি কথয়স্ব চ তান্ প্রতি।
মোহনানি চ শাস্ত্রাণি কুরুস্ব চ মহামতে।।
ময়ি মুক্তাশ্চ বিপ্রাশ্চ ভবিষ্যন্তি মহর্ষয়ঃ।।

হে মহাবাহো! হে সুরসত্তম! অসুরগণের মোহনার্থে তুমি পাষণ্ডাচরণ কর।(জীবব্রহ্মৈকবাদই পাষণ্ডাচরণ) হে মহামতে! তুমি অসুরদের নিকট তামসপুরাণ ও অন্যান্য মোহনশাস্ত্র সকল কীর্ত্তন কর। এইরূপ করিলে বিপ্রগণ ও মহর্ষিগণ আমা হইতে বিমুখ হইবেন। তুমিও আমার ভক্তির সহায়তায় তাহাদের চিত্তে অধিকার করিয়া তাহাদের নিকট তামসধর্ম্ম কীর্ত্তন কর। কণাদ, গৌতম, শক্তি, উপমন্য, জৈমিনি, কপিল, দুর্ব্বাসা, মৃকুণ্ডু, বৃহস্পতি, ভার্গব ও জামদগ্ন্য- এই দশজন তামস ঋষি। তুমি ভাবশক্তি দ্বারা ইহাদের হৃদয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক জগতের মঙ্গলের বিধান কর। তোমার শক্তিতে ঐসকল বিপ্র বিনষ্ট হইয়া অত্যন্ত তামসোদ্রিক্ত হইবে এবং জগতে তামসপুরাণ ও অন্যান্য তামসশাস্ত্রের প্রচার করিবে। হে সুরসর্ব্বস্ব! তুমি কপাল চর্ম্ম ভস্ম অস্তি চিহ্ন ধারণ করিয়া ত্রিজগতের অখিল লোককে মোহিত কর। তুমি পাশুপাতাদি শাস্ত্র প্রণয়ন কর, কঙ্কাল শৈব মহাশৈব পাষণ্ড প্রভৃতির বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া বেদবাহ্য মত অলক্ষ্যে প্রচার কর। এইরূপ করিলে লোক সকল ভস্মাস্তি ধারণ করিয়া অধম এবং জ্ঞানহীন হইয়া পড়িবে। তাহারা তামস হইয়া তোমাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজা করিবে। তখন সনাতন দানবগণ তাহাদের মত গ্রহণ করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে নিঃসন্দেহে বিষ্ণুবিমুখ হইবে। হে মহাবাহো! আমিও যুগে যুগে অবতার পরিগ্রহ করিয়া তামসগণের মোহনার্থে তোমার পূজা করিব।

অহমপ্যবতারেষু ত্বাঞ্চ রুদ্র মহাবল।
তামসানাং মোহনার্থং পূজয়ামি যুগে যুগে।।
মতমেতদবষ্টভ্য পতন্ত্যেব ন সংশয়ঃ।

ভগবানের কথা শ্রবণ করতঃ মহাদেব চিন্তাজালে পড়িলেন। তিনি দুঃখিত অন্তঃকরণে বলিলেন. হে ভগবন্! আপনার আজ্ঞা অলঙ্ঘ্য আর তাহা পালনে বিনাশ অসম্ভাবী। আমি কিরূপে ঐ কার্য্য করিব? শিবকে দুঃখিত দেখিয়া ভগবান্ বলিলেন, আমার আজ্ঞা পালনে তোমার বিনাশ হইবে না বরং তাহাতে দেবতাদের হিত সাধন হইবে। তোমার আত্মরক্ষার্থে আমার সহস্রনাম পাঠ করিবে এবং হৃদয়ে আমার ধ্যান করিতে করিতে শ্রীরামায় নমঃ এই মন্ত্র জপ করিবে। এই মন্ত্র সর্ব্বদুঃখহর ও মুক্তিপ্রদ, ইহা জপ ও মদীয় ধ্যানে তুমি মলমুক্ত হইবে। আমিও তোমার প্রতি প্রীত হইয়া তোমার সর্ব্বপাপ নাশ করিব। সেকালে আমা বিনা অন্য কোন দেবতায় তোমার ভক্তি হইবে না। আমাকে পুরুষোত্তম ও নাথ জ্ঞানে চিত্তমধ্যে পূজা করিতে করিতে আমার আজ্ঞা পালন করিবে। ভগবান্ এইরূপ আদেশ করতঃ অন্তর্ধান করিলেন। মহাদেব বলিলেন, হে দেবি! শুন, অতঃপর আমি পাষণ্ডবৃত্তি, কপাল, চর্ম্ম অস্তি ভস্ম ধারণ করিলাম। এবং বিষ্ণু যে তামসপুরাণ ও পাষণ্ড শৈবশাস্ত্র প্রচারের কথা বলিয়াছিলেন তাহাও করিলাম। হে অনঘে! আমি শক্তি আবিষ্ট হইয়া গৌতমাদি দ্বিজগণ সন্নিধানে বেদবাহ্য শাস্ত্রসমূহ কীর্ত্তন করিলাম। আমার এই মত অবলম্বন করিয়া দানব ও দুষ্ট রাক্ষসগণ সকলেই তামসাবৃত ও বিষ্ণুবিমুখ হইল এবং তাহারা ভস্মাস্তি ধারণ পূর্ব্বক উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া মাংস শোণিত ও চন্দনাদি দ্বারা আমার পূজা করিল। তারপর আমার নিকট বহু বর লাভ করিয়া মদবলে উদ্ধত হইয়া উঠিল। কামক্রোধে অন্বিত হইয়া অত্যন্ত বিষয়াসক্ত হইয়া পড়িল এবং বলবীর্য্যবান্ হইল। তখনই দেবগণ তাহাদিগকে জয় করিলেন। অনন্তর সেই দানবগণ সর্ব্বধর্ম্ম পরিভ্রষ্ট হইয়া কালে অধম গতি প্রাপ্ত হইল। যাহারা আমার এই মত অবলম্বন করিয়া ভূতলে বিচরণ করে, তাহারা সর্ব্বধর্ম্ম রহিত হইয়া নিরন্তর নরক দর্শন করিয়া থাকে।**যে মে মতমবষ্টভ্য চরন্তি পৃথিবীতলে। সর্ব্বধর্ম্মৈশ্চ রহিতাঃ পশ্যন্তি নিরয়ং সদা॥ এবং দেবহিতার্থায় বৃত্তির্মে দেবি গর্হিতা। বিষ্ণোরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য কৃতং ভস্মাস্তিধারণম্॥ বাহ্যচিহ্নমিদং দেবি মোহনার্থায় বিদ্বিষাম্। অথান্তর্হৃদয়ে নিত্যং ধ্যাত্বা দেবং জনার্দ্দনম্॥ জপন্নেব চ তন্মন্ত্রং তারকং ব্রহ্মবাচকম্। সহস্রনাম সদৃশং বিষ্ণোর্নারায়ণস্য তু॥ ষড়ক্ষরং মহামন্ত্রং রঘূণাং কুলবর্দ্ধনম্। জপন্ বৈ সততং দেবি সদানন্দসুধাপ্লুতম্। সুখমাত্যন্তিকং ব্রহ্ম হ্যশ্নামি সততং শুভে॥** হে দেবি! কেবল দেবহিতার্থই আমার এরূপ কুবৃত্তি গ্রহণ। আমি বিষ্ণুর আদেশ স্বীকার করিয়া এই যে ভস্মাস্তি ধারণ করিয়াছি, ইহা আমার বাহ্য চিহ্ন। হে দেবি! দানবগণের মোহনার্থই আমার এই চিহ্ন ধারণ মাত্র। অনন্তর আমি হৃদয়ের অন্তঃস্থলে দেব জনার্দ্দনকে নিত্য ধ্যান করিয়া তারকব্রহ্মের বাচক সেই মন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম। এই মন্ত্র নারায়ণ বিষ্ণুর সহস্র নাম সদৃশ। **শ্রীরামায় নমঃ** এই ষড়ক্ষর মহামন্ত্র রঘুবংশের কীর্ত্তিবর্দ্ধন। হে দেবি! সদা এই মন্ত্র জপ করিয়া আমি আনন্দামৃত আপ্লুত হইয়া আত্যন্তিক শাশ্বত ব্রহ্মসুখ ভোগ করিলাম।

বিবেক- শিব কথিত পূর্ব্বোক্ত ঘটনা আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ভগবৎপ্রাণ মহাভাগবত মহাদেবেরের তামসিক পাষণ্ড আচরণ অর্থাৎ কপাল ভস্মাস্তি ধারণাদি কেবল মাত্র অসুরমোহনে ভগবদাজ্ঞা পালনার্থই। ইহাতে আরও সিদ্ধান্ত হয় ইতঃপূর্ব্বে মহাদেব ভস্মাস্তি ধারণ করিতেন না। অপরদিকে বিষ্ণুর শিবাদি পূজনও অসুরমোহানার্থই জনিতে হইবে। কখনও বা কৌলিক মনুষ্যরীতিতে রামাদি অবতার ধর্ম্ম শিক্ষার্থে শিবাদি দেবতার পূজা করিলেও তাঁহারা যে আরাধ্য নহে তাহা অসুরগণ বুঝিয়া উঠিতে পারে না। অসুরগণ মনে করেন বিষ্ণু যখন শিবের পূজা করেন তখন শিবই পরমেশ্বর, তাঁহার পূজায় ধর্ম্ম। এইরূপে মনোধর্ম্মী অসুরগণ বিষ্ণুপূজা ত্যাগ করতঃ শিবের পূজায় ব্রতী হয় আর বিষ্ণুপূজা ত্যাগ করতঃ শিবের পূজা করিয়া

পার্থের ন্যায় পরাজয় স্বীকার করে, পাষণ্ড হইয়া দুর্গতি ভোগ করে।। যদিও ভক্তবাৎসল্যভরে ভগবান্ ভক্তের পূজা করেন তথাপি অত্র বিষ্ণুর শিবপূজা অসুরগণকে শৈব পাষণ্ডধর্ম্মে অনুপ্রাণীত করিবার জন্যই। **মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা** শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া অসুরগণ শিবপূজাকেই শ্রেষ্ঠ মানিয়া বিষ্ণুপূজায় উদাসীন হইয়া পড়ে। বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ। তদীয় বিচারে বৈষ্ণবাগ্র্য শিব পূজ্য। তাঁহার পূজাদি হরিভক্তি সিদ্ধির কারণ। কিন্তু স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে শিবপূজা পাষণ্ডধর্ম্মাচার বিশেষ। শিব অসুরমোহনার্থে পাষণ্ড মায়াবাদাদি প্রচার করিলেও অন্তরে তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন ইহা তাহার **অথান্তর্হৃদয়ে নিত্যং ধ্যাত্বা দেবং জনার্দ্দনম্। ইত্যাদি** বাক্য হইতে জানা যায়। তিনি নিত্য অন্তর্ভক্তিযোগে কৃষ্ণপূজা করিতেন কিন্তু তাঁহার অনুকরণে তদনুগগণ শঙ্করের কৃষ্ণপূজার রহস্য না জানিয়া কেবল চিত্তস্থৈর্য্যের জন্য মূর্ত্তিপূজা কর্ত্তব্য বোধেই করেন মাত্র। কৃষ্ণের ইচ্ছা ও শিবমায়ায় কলিতে পাষণ্ডধর্ম্ম প্রবল বলিয়া রজস্তমোগুণে ভ্রষ্টচিত্ত আসুরভাবাপন্নগণ পাষণ্ডদীক্ষায় প্রবিষ্ট।

শঙ্কর সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্তব্য-

আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল।।
তাঁর দোষ নাহি তিঁহ আজ্ঞাকারী দাস।
আর যে শুনে তার হয় সর্ব্বনাশ।।

মায়াবাদ প্রচারে পদ্মপুরাণে ৬২ অধ্যায়ে ৩১শ্লোকে ভগবদ্বাক্য-

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।।

হে শিব!যাহাতে উত্তরোত্তর সৃষ্টি বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য তুমি নিজ কল্পিত আগম শাস্ত্র দ্বারা জনগণকে মদ্বিমুখ কর এবং আমাকেও গোপন কর।

মহাদেবের কৃত্য সম্বন্ধে-

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিণা।।

হে দেবি! প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমত সম্বলিত মায়াবাদ রূপ অসৎ শাস্ত্র কলিকালে আমি ব্রাহ্মণরূপে (শঙ্করাচার্য্যরূপে) প্রচার করিব।

তামসিকশাস্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্য

শৃণু দেবি প্রবক্ষামি তামসানি যথাক্রমম্।
তেষাং শ্রবণমাত্রেণ মোহঃ স্যাজ্জ্ঞানিনামপি।।
প্রথমং ময়ৈবোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকম্।
মচ্ছক্ত্যাবেশিতৈর্বিপ্রৈঃ প্রোক্তানি চ ততঃ শৃণু।
কণাদেন তু সম্প্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ।
গৌতমেন তথা ন্যায়ং সাঙ্খ্যঞ্চ কপিলেন বৈ।।
ধীষণেন তথা প্রোক্তং চার্ব্বাকমতিগর্হিতম্।
দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা।
বৌদ্ধশাস্ত্রমসৎ প্রোক্তং নগ্ননীলপটাদিকম্।
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিণা।।
অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ন্ লোকগর্হিতম্।
স্বকর্ম্মরূপং ত্যাজ্যত্বমত্রৈব প্রতিপদ্যতে।।
পরেশজীবপারৈক্যং ময়া তু প্রতিপদ্যতে।
ব্রহ্মণোঽস্য স্বয়ং রূপং নির্গুণং বক্ষ্যতে ময়া।
সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যত্র মোহনার্থং কলৌ যুগে।।
দেবার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়য়া যদবৈদিকম্।
ময়ৈব কল্পিতং দেবি জগতাং নাশকারণাৎ।।
মদাজ্ঞয়া জৈমিনিনাং পূর্ব্বং বেদমপার্থকম্।
নিরীশ্বরেণ বাদেন কৃতং শাস্ত্রং মহত্তরম্।১২

মহাদেব বলিলেন, হে দেবি! তামস শাস্ত্রসমূহের নাম যথাক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই সকল শাস্ত্রের স্মরণমাত্রেই জ্ঞানিগণেরও মোহ উপস্থিত হয়। প্রথমে আমি পাশুপাতাদি শৈব শাস্ত্র কীর্ত্তন করি, তার পর সেই সকল বিপ্র আমার শক্তিতে আবিষ্ট হইয়া যে সকল শাস্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ কর। কণাদ বৈশেষিক নামক মহাশাস্ত্র কর্ত্তন করেন, এইরূপে গৌতম ন্যায়, কপিল সাংখ্য, এবং বৃহস্পতি অতি গর্হিত চার্ব্বাক শাস্ত্র প্রচার করেন। বুদ্ধরূপ বিষ্ণু দানবগণের বিনাশার্থ নগ্ননীলপটাদি অসদাচার প্রতি পাদক অসৎশাস্ত্র প্রচার করেন। মায়াবাদ ও অসৎশাস্ত্রইহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধশাস্ত্র বলিয়াই কথিত হয়। হে দেবি! আমিই কলিতে ব্রাহ্মণবেশে শ্রুতি বাক্যসমূহের কদর্থ কীর্ত্তন করিয়া লোক সকলকে গর্হিত পথ প্রদর্শন করিয়াছি। তৎসমস্ত শ্রুতিবাক্যে তাহাদের স্বরূপ ও স্বকর্ম্মত্যাগের কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদিত করিয়াছি। কর্ম্ম সমূহের যে পরিত্যাগ তাহাই বৈধর্ম্ম্য কথিত হইয়াছে। আমি শ্রুতিবাক্যে জীব ও আত্মার ঐক্য প্রতিপাদন এবং ব্রহ্মের নির্গুণত্ব কীর্ত্তন করিয়া সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছি। আমি কলিযুগে সমগ্র জগতের মোহনার্থ যে অবৈদিক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি আমার মায়ায় মানবগণ তাহা বেদার্থবৎ মহাশাস্ত্র বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। হে দেবি! জগতের নাশের জন্যই আমি এই সকল কল্পনা করিয়াছি। জৈমিনি আমার আজ্ঞায় পূর্ব্বে বেদের কদর্থ কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি নিরীশ্বরবাদপূর্ণ মহত্তর শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। হে গিরিজে! এই সকল শাস্ত্র তামস বলিয়া জানিবে ইত্যাদি।

শিব বলেন, সাত্ত্বিকশাস্ত্র মোক্ষপ্রদ, রাজসশাস্ত্র অশুভপ্রদ এবং তামসশাস্ত্র নরকপ্রদ।

সাত্ত্বিকা মোক্ষদাঃ প্রোক্তা রাজসাঃ সর্ব্বদাশুভাঃ।
তথৈব তামসা দেবি নিরয়প্রাপ্তিহেতবঃ।

তদ্রূপ সাত্ত্বিকস্মৃতি মোক্ষদা, রাজসিকস্মৃতি স্বর্গদা এবং তামসিকস্মৃতি নরকপ্রদা। শ্রেয়ঃস্কামী বিচক্ষণগণ রাজসিক ও তামসিকশাস্ত্র সমূহ পরিত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক শাস্ত্র অনুশীলন করিবেন।

বিনাশক্রম--

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন. সঙ্গ হইতে কাম, তাহা হইতে ক্রোধ, তাহা হইতে সম্মোহ, তাহা হইতে বুদ্ধিনাশ এবং তাহা হইতেই বিনাশ উপস্থিত হয়।

বস্তুতঃ তত্ত্বপক্ষে রজোগুণ হইতে তমোগুণের উদয়েই বিনাশ সাধিত হয়। মিথ্যা, মায়া, দম্ভ, হিংসা, কলি, নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য, প্রমাদ প্রভৃতি তমোগুণ লক্ষণ। তমোগুণোদয়ে তত্ত্ব বিভ্রম(রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় যথার্থ বিষয়ে অন্যথা জ্ঞান), তত্ত্ববিশ্লেষ(যথার্থ বিষয় হইতে বিচ্যুতি), তত্ত্বপ্রমাদ(যথার্থ বিষয়ে অনবধান), তত্ত্ববিরোধ ও তত্ত্ববিস্মৃতি ক্রমেই জীবের বিনাশ উপস্থিত হয়। শিব সংহার দেবতা। তিনি তমোগুণকে আশ্রয় করতঃই বিনাশ সাধন করেন। সত্যাদি যুগে হরিকর্ত্তৃক নির্জ্জিত ও নিহত দৈত্যগণ কলিতে ব্রাহ্মণকুলে জাত

হইয়া শিবের মায়াবলে তমোগুণাশ্রয়ে তামসিক মত পথ প্রদর্শক শাস্ত্রাদি প্রামাণ্যে বিপর্য্যয়বুদ্ধিক্রমে সত্যভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়। তাহারা ভক্তাভিমানী হইলেও প্রকৃতপক্ষে ভক্ত নহে। কারণ জরাসন্ধবৎ বিষ্ণু ও বৈষ্ণব বিদ্বেষীদের ভক্ত সংজ্ঞা নাই। অসুরদের বিনাশার্থে ভগবানের কোন প্রকার পক্ষপাতিত্য দোষ নাই, কারণ তিনি নিরুপাধিক হিতৈষী। তিনি অসুরদের অস্বরূপভূত কার্য্যকারী দেহমনকে বিনাশ করিয়া প্রথমে মুক্তি ও পরে ভক্তি দিয়া তাহাদিগকে শুদ্ধ ও সভ্য করেন।

ভগবান্ যে দেবতাদের প্রার্থনায় অসুরদের মোহন ও বিনাশার্থে শিবকে নিযুক্ত করিলেন তজ্জন্য তাঁহাতে কোন প্রকার দোষারোপ সম্ভব নহে, কারণ তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বিচার করিয়াই বিধান করিয়া থাকেন। তিনি প্রধান, তাঁহা হইতেই বিধান ও সম্বিধান প্রকাশিত হয়, তাঁহাতেই আছে অবদান ও অবধান। তাঁহার অবদান ও অবধানে নিরঙ্কুশ মাঙ্গল্য লক্ষণ বিদ্যমান্। সুতরাং তাঁহার বিধান ও সম্বিধান বিশুদ্ধধর্ম্মময়। তজ্জন্য বিশুদ্ধধার্ম্মিকগণ তাঁহার অনুগত এবং অসুরগণ তাঁহার বিরোধী। অনুগতগণ তদাশ্রয়ে অকুতোভয় আর বিরোধীগণ তদ্বিরোধে সর্ব্বতোভয় মৃত্যুবশ।

প্রসঙ্গতঃ আরও বিচার্য্য যে, ভগবচ্ছক্ত্যাবেশাবতার বুদ্ধ শুদ্ধ হইলেও বেদবলে হিংস্রস্বভাবী দৈত্যদানবদের মোহনার্থেই তিনি আপাততঃ বেদবিরুদ্ধ নাস্তিক্যবাদ প্রচার করেন। নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় **দৈত্যদানবমোহিনে**। ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে **সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্**। বুদ্ধ নান্নাঞ্জনসুতঃ কিকটেষু ভবিষ্যতি।। ইত্যাদি পদ্য হইতে তাহা জানা যায়। **তত্ত্বপক্ষে জৈমিনি প্রভৃতির প্রণীত শাস্ত্র দর্শনশাস্ত্র বলিয়া অতত্ত্বজ্ঞ সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা আদৌ দর্শন শাস্ত্র নহে। কারণ শ্রুতি বলেন, আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ কিন্তু ঐসকল শাস্ত্রে আত্ম দর্শনের কথাই নাই এবং তাহা তত্ত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রও নহে। ঐসকল শাস্ত্র মস্তকহীন কবন্ধতুল্য।** তত্ত্ব অদ্বয়জ্ঞানাত্মক। মিমাংসকাদি শাস্ত্রে অদ্বয়জ্ঞানের প্রাধান্যই নাই। সেখানে ঈশ্বরকে কর্ম্মাঙ্গ করা মহানারকিতা তথা জগৎসৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব অস্বীকার করাও মহামূর্খতার লক্ষণ বিশেষ। কর্ম্ম নিতান্ত অভদ্র, তাহা ঈশ্বরে সমর্পিত না হইলে কখনই শুভদ হয় না সেই ঈশ্বরকে জীববৎ কর্ম্মাধীন বলা পিশাচ প্রাপ্তের উক্তি বিশেষ। অধোক্ষজ বস্তুকে অক্ষজ ভূমিকায় বিচার করিয়া তাহার অস্তিত্বকে অস্বীকার করাও মায়ামুগ্ধতার লক্ষণ। যে ন্যায়দর্শনে নিরস্তকুহক বাস্তব সত্যের দর্শন হয় না সেই ন্যায় অন্যায়েরই প্রতিমূর্ত্তি বিশেষ। তাদৃশ ন্যায়াশ্রয়ে জীব নরকেই গতি লাভ করে। যাঁহা হইতে মহত্তত্ত্বাদি প্রকাশিত তাঁহাকে না মানিয়া কপিল যে সাঙ্খ্যশাস্ত্র প্রণয়ন করেন তাহা অসচ্ছাস্ত্রই বটে। যে জগৎসৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে ঈশ্বরই মূলকারণ তাঁহাকে অসিদ্ধ বলা কি মহাধৃষ্টতা ও মহামূর্খতা বিশেষ নহে? বাস্তব বস্তুতে কল্পিতজ্ঞান মুমুর্ষুর বিকথনা মাত্র। এই সকল অসৎশাস্ত্রজগন্নাশের কারণ, মহাদেব সত্যই বলিয়াছেন।

পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়।।
সেইরূপ শিবমায়াগ্রস্ত মুনিগণ।
ঈশরিক্ত অসৎশাস্ত্র কৈল প্রণয়ন।
এসকল শাস্ত্র মোহ বিনাশ কারণ।
বঞ্চনা বহুল আর পরমার্থহীন।।
অতএব বুদ্ধিমান এসকল ছাড়ি।
সাধুসঙ্গে একমনে ভজ রাধাহরি।।
শিবের বচনে যার নাহি প্রণিধান।
দুষ্টমতপথে চলে বিফলজীবন।।
সুধা ভাণে বিষ পানে নিশ্চিত মরণ।
ভক্তিশাস্ত্রপাঠে হরি ধামেতে গমন।।
ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে এশিববচন।
যে ধরিল সেই সাধু বিজ্ঞ সভাজন।।
গোবিন্দ না ভজে মাত্র মায়া ব্রহ্ম বলে।
নরকে পতন লভে সেই অবহেলে।।
আম্ররস পেয় মাত্র আটি খোশা নয়।
রসহীন আটি খোশা পশু খাদ্য হয়।।
অতএব মায়াবাদ করিয়া বর্জ্জন।
গোবিন্দ ভজন করে বিজ্ঞ মহাজন।।

----ঃঃঃঃঃ----

ধর্ম্মেই সকল সমস্যার সমাধান

কৃষ্ণবিস্মৃতিক্রমে জীব নানা প্রকার অভাব অভিযোগ অসুবিধা অনিত্য স্বভাব সঙ্কট ও সমস্যার সম্মুখীন হয়। কৃষ্ণ বিস্মৃতিই তাহার সকল প্রকার দুঃখের মূলকারণ ইহা শ্রীচৈতন্যের উক্তি। যথা- কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ।।

অধর্ম্মপথে সেই সমস্যাদি আরও গাঢ় ও দৃঢ় হয়। পরন্তু ভাগবতধর্ম্ম বলেই তাহার সাধু সমাধান হয়। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ অধর্ম পথে পাণ্ডবগণকে পৈত্রিকসম্পত্তিতে বঞ্চিত করিতে চাহিলে তাঁহারা কৃষ্ণাশ্রয়ে ধর্ম্মযুদ্ধে জয় ও রাজ্য প্রাপ্ত হন। সেই যুদ্ধে পাণ্ডবগণ রাজ্য পাইলেও সজন হারা হইলেন। তাহাতে শান্তির পরিবর্ত্তে শোকার্ত্ত হইলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে,প্রাকৃত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে হিংসাপথে সমস্যার সমাধান হইতে না হইতেই অন্য সমস্যার উদয় হয়। তজ্জন্য সেই সমাধান আত্যন্তিক নহে। স্বায়ম্ভুবমনুর পুত্র উত্তনপাদ। তাঁহার দুই পত্নীর নাম সুনীতি ও সুরুচি। সুনীতির পুত্র ধ্রুব এবং সুরুচির পুত্র উত্তম। সুরুচি রাজপ্রিয়া ছিলেন। তাহার মন্ত্রণাক্রমে রাজা সুনীতিকে বনবাসিনী করেন। একদা ধ্রুব রাজভবনে আসিয়া রাজ কোলে বসিবার ইচ্ছা করিতেই সুরুচি তাহাকে তিরস্কার করেন। ধ্রুব সুনীতির উপদেশে মধুবনে যাইয়া হরির আরাধনা করেন। তাঁহার আরাধনায় হরি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পিতৃসিংহাসন সহ নিজ বৈকুণ্ঠ ও দান করেন। ধ্রুব পূর্ণমনোরথে গৃহে ফিরিলেন। পিতা সুরুচি উত্তম তাঁহাকে শোভাযাত্রাযোগে স্বাগত জানাইলেন। বিচার করুন-- যে পিতা তাঁহাকে কোলে লইতে পারিলেন না, সেই পিতা তাঁহাকে বিশাল শোভাযাত্রা যোগে স্বাগত জানাইলেন। যে বিমাতা তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন তিনি ধ্রুবকে বুকে ধরিয়া মুখে চুম্বন করতঃ আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরবর্ত্তীকালে উত্তম মৃগয়ায় যক্ষহস্তে নিহত হয়, তাহার মাতাও তাহার অন্বেষণে দাবাগ্নি দগ্ধ হইলেন। ধ্রুব নির্ব্বিবাদে রাজসিংহাসনে বসিলেন। ইহার কারণ কি ? ধ্রুব বিমাতার দুর্ব্যবহারে দুঃখিত হইলেও তাহার মনে দুঃখ দেন নাই। পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দেন

নাই বা মামলা অথবা বিদ্বেষ আচরণ করেন নাই। তিনি মাতার উপদেশে মধুবনে যাইয়া হরিভজন করিলেন। হরির নিকট তাঁহাকে কিছু চাইতেও হইল না। হরি তাঁহাকে নিজধামও দান করিলেন। সুনীতির মধ্যে ছিল ভাগবতধর্ম্ম নীতি, তাই তিনি তাঁহার সপত্নীর দোষ না দেখিয়া পুত্রকে বিমাতার প্রতি বিদ্বেষ ছাড়িয়া হরিভজন করিতে বলিলেন। যদিও সুরুচি ধ্রুবকে হরির আরাধনা করিতে উপদেশ করেন কিন্তু সেই উপদেশের মধ্যে ছিল ধ্রুবের মৃত্যুচক্রান্ত। তিনি বলিয়াছিলেন, ধ্রুব! তুমি যদি বনে যাইয়া হরির আরাধনা করিয়া আমার গর্ভে জন্ম লইতে পার তবেই তুমি উত্তমের ন্যায় পিতৃসিংহাসনে বসিতে পার। মনের কথা- বনে তপস্যা করিতে যাইলে ব্যাঘ্রাদি খাইবে, তাহাতে সে আর হরিভজন করিতে পারিবে না আর আমার পুত্রের সঙ্গে সিংহাসনেও বসিতে পারিবে না। পরন্তু হরিভজনবলে ধ্রুবের চিত্ত নির্ম্মল হয়। তৎসঙ্গে তাঁহার পিতা তথা বিমাতা সুরুচির চিত্তেরও মালিন্য দূর হয়। অতএব সিদ্ধান্ত হয় যে, ভাগবতধর্ম্মই একমাত্র অনায়াসে শান্তি ও সকল প্রকার সমস্যার সমাধানে সিদ্ধহস্ত। অধর্ম্মনীতিতে শান্তির সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্মেরই জয় হয়, অধর্ম্মের হয় না। সত্যেরই জয় হয় মিথ্যার জয় নাই। ধর্ম্মো জয়তি নাধর্ম্মঃ সত্যং জয়তি নানৃতম্। ক্ষমা জয়তি ন ক্রোধো বিষ্ণুর্জয়তি নাসুরঃ।। ধর্ম্মই সকল প্রকার সুখের কারণ আর অধর্ম্মই সকল প্রকার দুঃখের নিদান। ধর্ম্মার্থপ্রভবঞ্চৈব সুখসংযোগমক্ষয়ম্। অধর্ম্মপ্রভবঞ্চৈব দুঃখযোগঃ শরীরীণাম্। ধর্ম্ম হইতেই সকল প্রকার অক্ষয় সুখের উদয় আর অধর্ম্ম হইতেই সকল প্রকার দুঃখের অভ্যুদয় হয়। দেবরাজ ইন্দ্র গুরুর প্রতি অনাদর ফলে স্বর্গচ্যুতি লাভ করিলেন আর বলিরাজ গুরুভক্তিবলে স্বর্গের সিংহাসনে বসিলেন। দেবমাতা অদিতি পতি কশ্যপকে মনোদুঃখ নিবেদন করিলেন। তিনি তাঁহাকে পয়োব্রত বিধানে হরির আরাধনা করিতে বলিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন হরিভক্তিই সর্ব্বস্বার্থপ্রদায়িনী ও সর্ব্বসমস্যানিবারণী। সেই আরাধনা প্রভাবে হরি তাঁহার পুত্ররূপে জন্ম লইলেন। তিনি বলির যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া তপস্যার্থে নিজ পদ পরিমিত ত্রিপাদভূমি চাহিলেন। বলি দানে সম্মত হইলেন। শ্রীবামনদেব ত্রিবিক্রম মূর্ত্তিতে তাঁহার ত্রিলোকের আধিপত্য হরণ করিয়া ইন্দ্রকে দান করিলেন এবং বলিকে দেবকাম্য সুতলপুরের রাজত্ব দিলেন। তাহাতে সকলের মন প্রসন্ন হইল, কাঁহারও মনে দুঃখ রহিল না। দান নিষ্ঠাফলে বলিরাজ অশোক অভয় অমৃত স্বরূপ ভগবানের পদসেবা লাভে কৃতার্থ হইলেন। ভগবান্ তাঁহাকে আগামী মন্বন্তরে ইন্দ্র করিবার প্রস্তাবও দিলেন। নির্ব্বিবাদে শান্তিতেই সকলের মনোরথ পূর্ণ হইল। অতএব যদি কেহ কিছু পাইতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে তদর্থে কাহারও প্রতি হিংসাদ্বেষাদি না করিয়া সরলপ্রাণে হরিভজনই একমাত্র কর্ত্তব্য।

মায়াবদ্ধজীব

স্বার্থের জন্য স্বার্থহীন অন্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া যদি সরাসরি ভগবানের শরণাপন্ন হয় তাহা হইলে তাহাকে অপরের নিকট লাঞ্ছিত গঞ্জিত বঞ্চিত ও অপমানিত হইতে হয় না। নিঃস্বের পক্ষে অন্য নিঃস্বের ধন দান সামর্থ কোথায়? অন্যের মুখাপেক্ষীই দুঃখী আর ভগবানের মুখাপেক্ষীই পরম সুখী। ইতর ইতরের মনোরথ পূর্ণ করিতে পারে না। মূর্খের নিকট বিদ্যা চাওয়াও মুর্খতার লক্ষণ। স্বার্থ লইয়া জীব পরস্পর কলহ পরায়ণ। আর যে সার্থের জন্য তাহার সাধনার অভিযান সেই স্বার্থ যে তাহার বঞ্চক তাহাও সে জানে না। শাসনে নাই সমাধান, সমাধান থাকে সাধনে ভজনে ঈশ্বর আরাধনে। তাহাদেরই লাভ, তাহাদেরই জয়, তাহাদের নাই কোন পরাজয়, যাহাদের অন্তরে আছে হরিভক্তিধর্ম্মের বিজয় বিলাস। ঈশ্বরই সর্ব্বসামর্থ্যবান্, তিনিই প্রধান, প্রধান থেকেই আসে ধর্ম্মের বিধান, সাধন ও সাফল্যের সন্বিধান, শান্তির প্রণিধান তথা সমাস্যার সমাধান। কারণ প্রধানে থাকে অবধান ও অবদান। একগ্লাস জল একজনেরও তৃষ্ণাশান্তি করাইতে পারে না। পরন্তু সমুদ্র কোটি কোটি প্রাণীর সকল প্রকার প্রয়োজন সম্পাদন করিতে পারে। অতএব স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্রের মুখাপেক্ষী না হইয়া ভূমাভগবানের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। ভূমাতেই অনন্তসুখ বিদ্যমান্।ক্ষুদ্রে সুখ নাই। ক্ষুদ্র দুঃখী ও মৃত স্বরূপ আর ভূমা পরমসুখী ও অমৃত স্বরূপ। ভূমা বৈ সুখং নাল্পে সুখমস্তি। যদ্বৈ ভূমা তদ্বৈ সুখং যদ্বৈ স্বল্পং তদ্বৈ মৃতম্। সুতরাং ভূমাই সেব্য, তাঁহার সেবাই ধর্ম্ম আর ক্ষুদ্রের সেবা বঞ্চনাবহুল। জীব ক্ষুদ্র অনীশ্বর আর ভগবান্ ভূমা পরমেশ্বর, সকলের পালনে পোষণে মনোরথ পরিপূরণে পরম সমর্থ। তাঁহার সেবকের নাহি কোনপ্রকার পুরুষার্থের অভিযোগ ও অভিলাষ। সাম্যনীতি ও সম্প্রীতির রাজ্যে তাঁহাদের বসতি। তাঁহাদের চরিত্রে নাই দূর্নীতি ও দূর্গতির দুর্দ্দৈব বিলাস। কামকল্পনা ও জল্পনার দৌরাত্ম্য থেকে তাঁহাদের চরিত্র পরম পবিত্র। ধর্ম্মহারা সর্ব্বহারা নিঃস্বপারা দুঃখভরা প্রাণসারা।

ধর্ম্মনীতিই সুনীতি, ধর্ম্মরীতিই সত্যবীথি, ধর্ম্মকৃতিতেই নিত্যগতি বিদ্যমান্। অতএব মঙ্গলকামী পক্ষে একমাত্র ভাগবতধর্ম্মই কাম্য ও সেব্য।

---ঃ০ঃ০ঃ০ঃ---

১১। গোবর্দ্ধন মোহন

কৃষ্ণ দরশন আশে রাধা বিনোদিনী।
বৃন্দাবনে প্রবেশয় অধীর পরাণী।।
গোবর্দ্ধনের ভাগ্য দেখি কহে সখীগণ।
হরিদাসবর্য্য এই গিরি গোবর্দ্ধন।।
রাম কৃষ্ণপদস্পর্শে সুখে অচেতন।
নানাভাবে সেবাদান করয়ে সুজন।।
সখা ধেনুসঙ্গে কৃষ্ণে আতিথ্য বিধানে।
পূজিল আরাধ্যপদ আনন্দিত মনে।।
শুক পিক ভৃঙ্গনাদে স্বাগত জানায়।
উত্তম পর্ব্বতখণ্ড বসিবারে দেয়।।
পাদ্য আচমন আর পানীয় বিধানে।
মানসীগঙ্গাদি জল করে নিবেদনে।।
ভোজ্যরূপে কন্দমূল ফল করে দান।
বিশ্রাম শয়নে গুঁফা দেয় মতিমান।।
পুষ্পাঞ্জলি কৃষ্ণপদে দেয় তরুগণ।
আনন্দাশ্রু রূপে মধু ধারা বরিষণ।।
শুক পিক বন্দীরূপে করে স্তুতিগান।
নটরূপে শিখিগণ করয়ে নর্ত্তন।।
তৃণাঙ্কুরে রোমোদ্গম আনন্দ অন্তরে।
সর্ব্বভাবে হরিদাস সুখে সেবা করে।।

বৃক্ষছায়া ছত্রবৎ তাপ নিবারয়।
ধীরসমীরণ বৃক্ষ বল্লবে বীজয়।।
পদস্পর্শে দ্রবভাব দেখ সখীগণ।
সর্ব্বোত্তম সুজনের এই আচরণ।।
পর্ব্বতের ভাগ্যবল না যায় বর্ণন।
কৃষ্ণের আতিথ্যাভাবে অধন্য জীবন।।
কোন্ তীর্থে কোন্ মন্ত্র জপে গোবর্দ্ধন।
এতভাগ্য লভিয়াছে শুন সে কারণ।।
আমরাও গিরিভাগ্য লভিবার তরে।
তপস্যা করিব সখি সিদ্ধতীর্থান্তরে।।
অল্পভাগ্যে নাহি পায় কৃষ্ণের সেবন।
মহাভাগে মিলে মাত্র এই সেবাধন।।
আমি অভাগিনী তাই এধনে বঞ্চিত।
তপ জপহীনে সদা বিধিবল হত।।
অবলার ভাগ্যবল কে করে গণন।
অনুতাপানলে সদা জ্বলয়ে পরাণ।।
এত বলি রাইধনী মুরছিত হয়।
সখীগণ কৃষ্ণনামে চেতন করায়।।
দশদশা কষাঘাতে তনু জ্বর জ্বর।
মহাভাবে চিত্ত তাঁর সদা গরগর।।
আক্ষেপ বিষাদ দৈন্য নির্ব্বেদ ধিক্কার।
জন্মান্তরে লোভ, অনুরাগের বিচার।।
অন্যসেবা ভাগ্য দেখি বহু স্তুতি করে।
নিজে হীন জ্ঞানে দৈন্য ধিক্কার আচরে।।
তদ্‌গন্ধাধারস্তুতি রাধার চরিত।
অতএব অন্যে মান দান সমুচিত।।
এতদর্থে রাধা কৃষ্ণপ্রেমিকাগ্রগণ্যা।
সর্ব্বভাবে সেবারসে অতিধন্যধন্যা।।

---ঃঃঃ---

১২। চরাচর মোহন

বংশীনাদে উন্মাদিনী হয়ে গোপীগণ।
বনেতে প্রবেশি দেখে অদ্ভুতঘটন।।
চরাচর ধর্ম্ম বিপর্য্যস্থ বেণুগানে।
তাহা দেখি সখি কহে বিস্মিত বদনে।।
দেখ দেখ সখীগণ বেণুর প্রভাব।
অতি বড় অদভুত গুণের স্বভাব।।
পাশহস্তে সখাধেনুসঙ্গে কৃষ্ণরাম।
বেণুগান করে দেখ নয়নাভিরাম।।
সেগান শুনি জঙ্গম হয় স্পন্দহীন।
পুলকিত হয় তরু অদ্ভুতঘটন।।
পর্ব্বত গলিয়া চলে নদীর সমান।।
নদীজল জমে হয় বরফ প্রমাণ।
পতিব্রতা ধর্ম্ম ছাড়ে হয়ে উন্মাদিনী।।
স্থাবর জঙ্গম ধর্ম্ম ধরয়ে আপনি।।
হাতে ধরি সখি সবে কর মোর হিত।
গোবিন্দে মিলায়ে সুখী কর সাবহিত।।
এইরূপে কৃষ্ণবেণু প্রভাব বর্ণনে ।
মোহিত হইল গোপী আপনা না জানে।।
আর কত কৃষ্ণলীলা করিল বর্ণন।
সখী প্রতি পূর্ব্বরাগ গীত রসায়ণ।।

---ঃঃঃ---

রাসে ভগবানের অন্তর্দ্ধানে

অকস্মাৎ ভগবান করিতেই অন্তর্ধান
করি বিনা করিণী সমান।
অনুতপ্ত গোপীগণ না দেখিয়া জনার্দ্দন
চতুর্দ্দিকে করে অন্বেষণ।।
গোপীগণ অতঃপরে কৃষ্ণনাম উচ্চৈঃস্বরে
গান করি ফিরে বনে বনে।
অন্তরে বিরহ ব্যথা জিজ্ঞাসে অচ্যুতকথা
উন্মত্তবৎ বৃক্ষ লতা সনে।।
হে অশ্বত্থ প্লক্ষ বট কহ সবে নিষ্কপট
লম্পটরাজ নন্দনন্দন।
প্রেমহাস্য নিরীক্ষণে হরি মোসবার মনে
এপথে কি করেছে গমন।।
কোন উত্তর না পাঞা কিছু অগ্রসর হৈয়া
দেখে নাগ চম্পকাদি যত।
পুছে ওহে কুরুবক নাগ পুন্নাগ অশোক
চম্পকাদি কহ সত্যবাত।।
মানিনীর দর্পহারী মধুর হাস্যবিহারী
রামানুজ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
এদিকে এসেছে নাকি যাইতে দেখেছ বাকি
বল মোরা তাঁর নিজজন।।
না পায় কোন উত্তর তবে হয় অগ্রসর
পথে পায় তুলসী দর্শন।
হর্ষে পুছে হে কল্যাণি গোবিন্দচরণরাণি
দেখেছ কি অচ্যুত গমন।।
তাঁহারে তো মৌন দেখি মানে তারে কৃষ্ণসখী
আগে দেখে মালতীর গণ।
জিজ্ঞাসে সখি মল্লিকে মালতী জাতি যূথিকে
বল কোথা গোকুলজীবন।।
করস্পর্শে রমাপতি জন্মায়ে তোমার প্রীতি
এপথে কি করেছে গমন।
না পায় কোন উত্তর আগে দেখি তরুবর
পুছে তারে উৎকণ্ঠিত মন।।
চুত পনস পিয়াল কদম্ব বিল্ব বকুল
কোবিদার জম্বু অর্কাসন।
আম্র নীপ বৃক্ষগণ পরার্থে তব জীবন
কৃষ্ণগতি কহি রাখ প্রাণ।।
এই পথে বকার্দ্দন করিয়াছে কি গমন
পত্রনেত্রে করিয়া দর্শন।
বল কোথা জনার্দ্দন রাখ মোসবার প্রাণ
বন্ধুকার্য্য কর বন্ধুগণ।।

গোপনারী ত্যাগ করি কান্ত যাঁরে বুকে ধরি
আনিয়াছে নির্জ্জন কাননে।
তাঁর মান প্রসাধন করি মধুনিসূদন
দিল সঙ্গামৃতের প্রাশন।।
সেই ভাগ্যে দৃপ্তা ধনী আপনাকে শ্রেষ্ঠা মানি
বন মধ্যে করিতে ভ্রমণ।
চলিতে না পারি আমি যথা ইচ্ছা লহ তুমি
কান্তে কহে এতেক বচন।।
কৃষ্ণ কহে শীঘ্র কর আমার স্কন্ধেতে চড়
এত বলি ভূমিতে বসিল।
কৌতুকে রাই কিশোরী চড়িতেই স্কন্ধোপরি
বংশীধারী অন্তর্ধান কৈল।।
দয়িতের শাঠ্য দেখি রাই হৈলা মহাদুঃখী
লভে তদা ভূমিতে পতন।
অশ্রু প্লাবিত নয়ন বিষাদে ভরিল মন
হাত তুলি করয়ে ক্রন্দন।।
ডাকে কোথা প্রাণনাথ ধর কিঙ্করীর হাত
তোল মোরে দুঃখ সিন্ধু হৈতে।
আর না করিব হেন রাখ এবে মোর প্রাণ
লুকালে কি দৌরাত্ম্য খণ্ডিতে।।
রমণ সুখের তরে আনিয়াছ বনান্তরে
ওষ্ঠাগত আমার পরাণ।
মরিলে হবে দুঃখিত কাসনে সাধিবে প্রীত
বিলাপিবে আমার সমান।।
যদি বল দুঃখ মোর তাতে কি হবে তোমার
তবে বলি তুমি প্রেষ্ঠজন।
তব দুঃখে কোটিগুণ দুঃখী হয় মোর মন
মরেও দুঃখ না যায় সহন।।
যদি বল কি করিলে তব মনে শান্তি মিলে
তবে বলি তুমি মহাবাহু।
তোমার বাহু পরশে দুঃখজ্বালা যাবে নাশে
শীতল হবে প্রাণ তবহু ।।
যদি বল আমি ভিন্ন তব দশা হবে অন্য
আদেশ করিলে তবে কেন।
তাতে বলি নিদ্রাঘোরে হেন বলিলু তোমারে
ক্ষমা কর দাসীর বচন।।
তুমি সখা সমপ্রাণ নর্ম্মালাপে বিচক্ষণ
তাতে ক্রুদ্ধ না হয় সুজন।
কৃষ্ণ বলে তুষ্ট আমি কি করিব বল তুমি
রাই বলে দরশন দাও।।
কোথা আছ নাহি জানি নিজ গুণে কান্তমণি
হাতে ধরি নিকটেতে লও।।
দর্শন অমৃত দান করি রাখ দাসীপ্রাণ
বুকে ধর রাতুল চরণ।
এতেক বিলাপ করি মূর্চ্ছিত হৈল কিশোরী
দুঃখী হৈল গোবিন্দের মন।।

মূর্খলক্ষণম্।

মূর্খো দেহাদ্যহংবুদ্ধিরিতি ভগবতো বচঃ।
বিবৃণোমি যথাশক্তির্নানাশাস্ত্রবিধানতঃ।।১
বুভুক্ষুর্বিষয়ী স্তব্ধোঽসভ্যশ্চাপরিণামদৃক্।
ধার্ম্মিকোঽপি কদাচারী মূর্খত্বেন প্রকীর্ত্তিতঃ।।২
বিষমঃ কুটিলঃকামক্রোধাদিতৎপরঃখলঃ।
মুমুক্ষুরপ্যবজ্ঞানী হরৌ মূর্খঃ পরঃ স্মৃতঃ।।৩
নাস্তিকো গতলজ্জশ্চ দাম্ভিকস্তত্ত্ববিভ্রমী।
বিদ্বান্মূর্খস্ত্বনাচার্য্যত্যাচারী ব্যভিচারকৃৎ।।৪
অলসশ্চোগ্রকর্ম্মা চ নিষ্ঠুরোঽনর্থতার্কিকঃ।
সুহৃদ্দ্বেষী নীচসঙ্গী প্রেয়ধর্ম্মপরোঽবুধঃ।।৫
অবিধিজ্ঞোঽপমার্গস্থো ধৃষ্টঃশঠঃপ্রতারকঃ।
স্বার্থপরঃ কদর্থী চ পাপী মূর্খতয়োচ্যতে।।৬
অশ্রদ্ধ্যো গুরুদৈবতে ভক্তিহীনস্ত্বপীশ্বরে।
অখাদ্যখাদকো মূর্খঃ পশোঽপ্যধমঃ স্মৃতঃ।।৭
ধর্ম্মজীব্যমিতব্যয়ী সংযমব্রতবর্জ্জিতঃ।
কৃপণো দারুণশ্চাত্মশ্লাঘী গুরুবিনিন্দুকঃ।।৮
অশাস্ত্রজ্ঞঃ পরং স্ত্রৈণো স্তেনস্তপোবিবর্জ্জিতঃ।
পৈশুনশ্চাসুরোঽশুচিঃ কপটী মূর্খ উচ্যতে।।৯
অকাণ্ডেঽনৃতবাদী চ সত্যপ্রিয়োক্তিবর্জ্জিতঃ।
সংশয়াত্মাপ্যনিষ্টকৃদ্বেদজ্ঞোঽপ্যপধার্ম্মিকঃ।।১০
মিথ্যাসাক্ষী পরস্ত্রীগ আততায্যর্থনৈতিকঃ।
পাষণ্ডী কর্ম্মকাণ্ডী চ মূর্খত্বেন প্রকীর্ত্তিতঃ।।১১
অসারগ্রাহ্যপবাদী বিবাদী চ সমন্বয়ী।
অনুমন্তাভিমন্তা চারহস্যবিত্তমোগুণী।।১২
ভূতদ্রোহ্যাত্মঘাতকঃ কৃতঘ্নশ্চাপকারকঃ।
অপধর্ম্মাপরাধী চ মূর্খো ধর্ম্মচ্যুতো যতঃ।।১৩
নিরীশ্বরনৈতিকশ্চ সেশ্বরবৈদিকস্তথা।
নিরীশ্ব রবৈদিকোঽপি মূর্খস্তত্ত্বভ্রমী যতঃ।।১৪
স্মার্ত্ত্যবৈশেষিকন্যায়মিমাংসাদিমতানুগঃ।
সর্ব্বেঽপ্যতত্ত্বদর্শিনস্তস্মান্মূর্খস্ত এব হি।।১৫
কর্ম্ম যস্য ন ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্প্যতে।
ন বাসুদেবসেবায়ৈ স মৃতো মূর্খ এব চ।।১৬
অথবা কিং বহূক্তেন তত্ত্বসাগরমন্থনাৎ।
ইদমেব সুনিষ্পন্নো মূর্খো বিষ্ণোরভক্তকঃ।।১৭
ভজনকুটীর--৬।২।৯৬

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণগোস্বামী মহারাজের

বিরহতিথিতে পুষ্পাঞ্জলী

(গৌড়ীয় দর্শনে বিরহ)

বিরহ বিয়োগ বিচ্ছেদ বাচক। আত্মীয় বাচ্যদের বিয়োগেই বিরহ দশা উদিত হয়। আত্মীয়তা যত ঘনিষ্ঠ বিরহ ততই গরিষ্ঠ। বিরহে দশ দশা উদিত হয়। চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তানব, মলিনতা, ব্যাধি, প্রলাপ, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু ভেদে দশা দশ প্রকার। পরন্তু

আত্মীয়তার অভাবে বিরহ দশারও অভাব পরিদৃষ্ট হয়। দৈহিক বা গোত্রীয়াদি সম্বন্ধ থাকিলেও মমতাস্পদ বস্তু ও ব্যক্তি বিশেষের বিচ্ছেদেই মাত্র বিরহদশা উদিত হয়। গোড়ীয় দর্শনে বিরহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবস্থান করে। বিশেষতঃ গৌড়ীয় ভজন বিরহ বেদনাতুর। প্রাকৃত জগতে অপস্বার্থপর জীবের মধ্যে যে বিরহ বিচার দেখা যায় তাহা প্রাকৃত ন তু পারমার্থিক। প্রাকৃত বিরহ শুদ্রতার জনক। পরন্তু অপ্রাকৃত বিরহ পারমার্থিক। কারণ পার্থিব দেহ দৈহিক বিষয়ের জন্য শোক হইতেই চিত্তমূঢ়তা ক্রমে ভগবদ্ভজনে বিরতি উপস্থিত হয়। তৎসঙ্গেই বিবর্ত্তবাদে জীবে শুদ্রতা প্রাপ্তি হয়। পরন্তু আত্মা ও পরমাত্মা নিত্য সত্য সচ্চিদানন্দময় বলিয়া তাহাদের মৃত্যু না থাকায় শোক ধর্ম্মের অভাবে শুদ্রতার উদয় হয় না। অবিনাশী বলিয়া সেখানে বিবর্ত্তবাদ নিরস্ত অতএব শোকধর্ম্ম ব্যাবৃত্ত। সেখানে নিত্য বিষ্ণু বৈষ্ণবের প্রতি মমতাই পরমধর্ম্ম বাচ্য। সেই পরমধর্ম্ম হইতেই তদীয় বিয়োগে যে ভাব উদিত হয় তাহাই বিরহ। ইহ জগতে গুরু বৈষ্ণব ভগবানই পারমার্থিক অতএব প্রকৃত আত্মীয় বান্ধব বাচ্য। এতদ্ব্যতীত অন্যত্র আত্মীয়তা তথা মমতা অধর্ম্মময়। তাহাতে থাকে জন্মান্তরবাদ। চৈতন্যভাগবতে বলেন--

সেই সে পিতা মাতা সেই বন্ধু ভ্রাতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তি দাতা।।

তত্ত্বপক্ষে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ মায়াবদ্ধজীবে প্রকৃত পিতৃত্ব মাতৃত্ব পতিত্ব ভ্রাতৃত্ব বা বন্ধুত্বাদি কিছুই নাই। স বন্ধুর্যো হিতে রতঃ। তিনিই বন্ধু যিনি হিতে রত। পরন্তু বদ্ধজীব অহিত রত। কৃষ্ণভক্তিই প্রকৃত হিত বাচ্য। কারণ তাহা হইতেই সকল প্রকার শ্রেয়ঃ লভ্য হয়। কৃষ্ণভক্তি সর্ব্ব সদ্‌গুণ জননী, কল্যান মঙ্গল জননী। ভক্ত তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত। তজ্জন্য তিনিই প্রকৃত বন্ধু বাচ্য। তিনি নিজে কুশল মঙ্গলে অবস্থান করেন এবং অন্যকেও তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করান। বৈষ্ণব জগতাং গুরুঃ। বৈষ্ণবই জগতের গুরু ও বন্ধু। তাঁহাদের বিচ্ছেদ বিরহ গুরুতর বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে শ্রীরামানন্দ সংবাদে।

দুঃখের মধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্ত বিরহ বিনা দুঃখ নাহি আর।।

সাংসারিক, সামাজিক ও দৈশিক জনগণের বিচ্ছেদ দুঃখপ্রদ হইলেও তাহা অপেক্ষা পারমার্থিক বান্ধব বৈষ্ণবের বিরহ অধিক গুরুতর তথাপি তদপেক্ষা কৃষ্ণভক্তের বিরহ পরমগুরুত্বপূর্ণ। যদিও অভীষ্টবোধে নিজ নিজ প্রিয়জন বিচ্ছেদ মর্মান্তিক বেদনাপ্রদ তত্রাপি কৃষ্ণ ভক্তের অভীষ্টতা সর্ব্বোপরি বলিয়া তাহার বিচ্ছেদ প্রাণান্ত দশার জনক। গুরুবৈষ্ণবের বিদেহ মুক্তি হইতেই তদনুগজনে বিরহ দশা উপস্থিত হয়। সেই বিদেহ মুক্তি হইতেই নির্যাণ, তিরোভাব, তিরোধান, অপ্রকট ও মরণ দশা সংঘটিত হয়। সেখানে বৈকুণ্ঠগতিই নির্যাণ বাচ্য, দেহ হইতে আত্মার অন্তর্ধানহেতু তিরোভাব বা তিরোধান সংজ্ঞা, দেহে আত্মার প্রাকট্যের অভাবে অপ্রকট এবং মরণ সংজ্ঞা উপস্থিত হয়। ভগবান্ শ্রীকপিলদেব বলেন, নিরোধোঽস্য মরণমাবির্ভাবস্তু সম্ভবঃ অর্থাৎ আত্মার অবর্ত্তমানে দেহেন্দ্রিয় মনঃ প্রাণাদির চির নিরোধই মৃত্যু বাচ্য। আর তাহাদের উদয়ের নামই জন্ম বাচ্য। জগজ্জনের পরমাত্মীয় বৈষ্ণবরাজ নামাচার্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের বিরহে শ্রীমন্মহাপ্রভু হর্ষবিষাদ প্রাপ্ত হন। তিনি দুঃখ ভরে বলিয়াছেন-

হরিদাস আছিলা পৃথিবীর শিরোমণি।
তাহা বিনা রত্ন শূন্যা হইলা মেদিনী।

হরিদাসের সঙ্গে মহাপ্রভুর দৈহিক গোত্রীয় সম্বন্ধ না থাকিলেও পারমার্থিক পরমাত্মীয়তা থাকায় তাঁহার বিরহে প্রভু পরম বিষাদ প্রাপ্ত হন। তত্ত্বপক্ষে প্রাকৃত দৈহিক সম্বন্ধ অপেক্ষা আত্মিক সম্বন্ধ বাস্তব সত্য ও ধর্ম্মাত্মক। অভীষ্টকারী বিচারেই তিনি চৈতন্যের পরমাত্মীয় বান্ধব। তাঁহার বিরহ তজ্জন্য মর্মান্তিক।

শ্রীরূপগোস্বামিপাদের অদর্শনে শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদ যৎপরনাস্তি দুঃখিত অন্তঃকরণে গাহিয়াছেন--

ব্যাঘ্রতুণ্ডায়তে কুণ্ডং গিরীন্দ্রোঽজগরায়তে।
শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং শ্রীরূপবিরহেণ মে।।

হায়! হায়! প্রিয়তম শ্রীরূপপাদের অদর্শনে এই অতিপ্রিয় রাধাকুণ্ডও ব্যাঘ্রবদনবৎ প্রতিভাত হইতেছে, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন অজগরবৎ মনে হইতেছে এবং মহাগোষ্ঠ বৃন্দাবন শূন্য বোধ হইতেছে। সিদ্ধান্ত-- প্রিয়তম মিলনে উদ্দীপন মধুময় আর বিরহে বিষময় হয়। কিছুই ভাল লাগে না। এমন কি জীবনও শূন্য মনে হয়। শ্রীগোবিন্দের বিরহে শ্রীমতী রাধিকা ধরাকে শূন্য মানিয়াছেন। যথা-

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে।।

হে সখি! গোবিন্দ বিরহে সামান্য ত্রুটিকালও যুগ বলিয়া মনে হইতেছে, চক্ষু হইতে বর্ষা ধারা নামিয়াছে, হায়! হায়! সমস্ত জগতকে আমি শূন্য দেখিতেছি। গোবিন্দ বিরহে ত্রুটি যুগের সমান। বর্ষাসম অশ্রুপাত হয় অনুক্ষণ।। শূন্যভেল দশদিক কি করি এখন। গোবিন্দ বিরহে প্রাণ হবে বিসর্জ্জন।।

এমনই ভাবে শ্রীরূপাদি মহাজনগণের বিরহে শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর বিষাদভরে গাহিয়াছেন-

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর।
কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিতপাবন।
কাঁহা মোর ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ।
এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ।।
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব।।
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাইয়া কাঁদে নরোত্তম দাস।।

ইত্যাদি। অভীষ্টবোধ হইতেই এইরূপ দুঃখোচ্ছ্বাস প্রকাশিত হয়। গৌড়ীয় সারস্বত সম্প্রদায়ে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ একজন অন্যতম ধন্যতম পন্যতম বরেণ্যতম তথা শরণ্যতম গৌরগুণনিধি। তিনি রূপানুগ প্রবর। বিশ্বে সর্ব্বত্র রাগানুগ ভক্তির প্রচারকপ্রধান। তিনি আমাদের পরম বান্ধব। তিনি পরমকারুণিক শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর দাসানুদাসসূত্রে পতিতপাবনগুণধাম। তাঁহার বিরহ বাস্তবিকই অসহণীয়, বজ্রপাত তুল্য দুঃখপ্রদ। তাঁহার করুণায় শতশত জন কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া ধন্যজীবনে হরিভজন তৎপর। তাঁহার গুরু বৈষ্ণব ভগবানের নাম ধাম সেবাদি নিষ্ঠা, পবিত্র আদর্শপূর্ণ বৈষ্ণব চরিত্র প্রভৃত প্রসংশনীয়। সহাস্যমধুর ভাষণ ও বিনয়নম্র ব্যবহার, জীব প্রবোধন নৈপুন্য হৃদয়গ্রাহী ও করুণাবাহী। বৈষ্ণবীয় নীতি ও

প্রীতির সৌষ্ঠব, সাম্প্রদায়িক সৌজন্য ও শালিন্যের গৌরব, সদ্ধর্ম্ম ও সাদ্‌গুণ্যের বৈভবে তিনি বিভূষিত। সহিষ্ণুতা ও বরিষ্ণুতা তাঁহার চারিত্রিক ঔজ্জ্বল্য বিধান করিয়াছে। কার্পণ্য(দৈন্য) ও কারুণ্য সমহারে তাঁহার কার্ষ্ণ্যধর্ম্মের প্রচারক ও প্রকাশক। বরেণ্য ও শরণ্যগুণে তিনি জগন্মান্যতা প্রাপ্ত। চৈতন্যবাণীর বিনোদ গানে তিনি জগদ্বন্দ্য। ক্ষান্তি ও কান্তিতে তিনি মনোরম অভিরামধাম। তাঁহার আত্মারামতা রূপানুগত্যে রাধাদাস্যেই সমৃদ্ধ সিদ্ধ ও প্রসিদ্ধ। তিনি ভাগবতধর্ম্মপ্রাণতায় নিরস্তকুহক অর্থাৎ নিষ্কপট। তিনি চৈতন্যধর্ম্ম সম্বিধান গুরুত্বে গরীয়ান্, ভাগবতধর্ম্ম মর্ম্মানুধাবন কৃতিত্বে মহীয়ান্ এবং শিষ্যভক্তানুশাসন, সান্ত্বন ও প্রসাদন প্রভুত্বে প্রথীয়ান্ ও বরীয়ান্। তিনি প্রিয়ম্বদগুণে প্রাণারাম। তিনি গোস্বামীদর্শনে ও সিদ্ধান্ত বর্ষণে কারুণ্যঘনবিগ্রহ। এমন একজন মহামহোদয়ের সান্নিধ্য লাভে বঞ্চিত জীবন অধন্য। স্বল্পভাগ্য বলিয়া আমরা তাঁহার অসামান্য সান্নিধ্য সামান্য মাত্রই প্রাপ্ত হইলাম এবং দুর্ভাগ্যদোষে তাহাও বাহ্যতঃ হারাইলাম। তথাপি তাঁহার স্নেহপাশে আবদ্ধ আমরা যেন নির্ব্বন্ধ হরিনাম গানে তাঁহার নিত্য সান্নিধ্য সম্বন্ধ প্রাপ্ত হই ইহাই প্রার্থনীয়।

বৈষ্ণবপ্রকৃতিঃ পরা বৈষ্ণবপ্রণতির্বরা।
বৈষ্ণবসংস্কৃতির্ধীরা বৈষ্ণবসংসৃতিঃস্থিরা।।

বৈষ্ণবস্বভাবই শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণব প্রণতিই উত্তমা, বৈষ্ণব সংস্কৃতিই ধীরা অর্থাৎ শান্তা এবং বৈষ্ণব সংসারই স্থিরা অর্থাৎ নিত্যা।

পরা বৈষ্ণবসঙ্গীতির্বরা বৈষ্ণবসঙ্গতিঃ।
পরা বৈষ্ণবসম্ভূতির্বরা বৈষ্ণবসন্ততিঃ।।

বৈষ্ণবসঙ্গীতিই শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণবসঙ্গতিই উত্তমা, বৈষ্ণবসম্ভূতি অর্থাৎ বৈভবই পরা এবং বৈষ্ণবসন্ততিই বরা।

বৈষ্ণবচরিতং পরং বৈষ্ণবগদিতং পরম্।
বৈষ্ণববিজয়ো ধ্রুবো বৈষ্ণবনিলয়ঃ পরঃ।।

বৈষ্ণব চরিতই শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণব ভাষণই শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণব বিজয়ই ধ্রুব এবং বৈষ্ণবনিলয়ই সত্য।।

বিনিধায় তৃণং দন্তে প্রার্থয়ামি পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমন্নারায়ণস্বামিসঙ্গঃ স্যান্নো ভবে ভবে।।

বিশেষরূপে দন্তে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতেছি যে, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের সঙ্গ যেন জন্মে জন্মে লাভ হয়।

নারায়ণগুণং গেয়ং ধ্যেয়ং নারায়ণাঙ্ঘ্রিকম্।
কৃত্যং নারায়ণাভীষ্টং দেয়ং নারায়ণোদয়ম্।।

শ্রীল নারায়ণ মহারাজের গুণাবলীই গেয়, তাঁহার পাদপদ্মই ধ্যেয়, শ্রীলনারায়ণ মহারাজের মনোভীষ্টই আমাদের কৃত্য এবং শ্রীল নারায়ণ মহারাজের মহিমাই শ্রদ্ধালু জনে দানের বিষয়।

নমামি নরায়ণপাদপদ্মং
স্মরামি নারায়ণদিব্যগাথাম্।
বৃণোমি নারায়ণদিষ্টমার্গং
কাঙ্ক্ষ্যে চ নারায়ণনিত্যসঙ্গম্।।

শ্রীলনারায়ণ মহারাজের পাদপদ্মে প্রণাম করি,শ্রীল নরায়ণ মহারাজের দিব্যচরিতগাথা স্মরণ করি। শ্রীল নারায়ণ মহারাজের আদিষ্ট ও উপদিষ্টমার্গকে বরণ করি এবং শ্রীল নারায়ণ মহারাজের নিত্য সঙ্গই কামনা করি।।

---ঃঃঃঃঃঃঃ---

শ্রীকৃষ্ণের ননীচুরিলীলাস্বাদ

জয় নন্দলাল জয়গোপাল

লীলাপুরুষোত্তম গোবিন্দ লীলাভরে ব্রজরাজ নন্দের নন্দন হয়েছেন। ব্রজে আনন্দের তরঙ্গ খেলে চলেছে। নন্দলাল হয়েছেন সকলের আনন্দকন্দ।

কালক্রমে হাঁটিতে শিখেছেন.কমলালালিত ললিতচরণ বিন্যাসে পৃথিবী ও গোপীদের আনন্দ বর্দ্ধন করে চলেছেন। সঙ্গে মিলেছেন সম বয়স্ক গোপ বালকবৃন্দ। যেন সোনায় সোহাগা। তারা সকলেই কৃষ্ণের সখা,কৃষ্ণগতপ্রাণ। একসঙ্গেই উঠা বসা চলা ফেরা আহার বিহার খেলাধূলা। খেলা আর কিছুই নয় যাহা জগতে প্রসিদ্ধ বালখেলা। ঈশ্বর হয়েও প্রাকৃত বালকবৎ প্রাকৃত খেলায় বিভোর। খেলার মধ্যে আবার ননীচুরী তাঁর প্রসিদ্ধ খেলা। পড়সী গোপীদের ঘরে ঘরে ননীচুরীর সাড়া পড়ে গেছে। যাদের ঘরে চুরি করেন তাদের বালকেরাও তাঁর সঙ্গী। তাই চুরি খেলায় এত আনন্দ। কেবল ননী নয় তার সঙ্গে দুধ দই পেলেও ছাড়া নেই।যে যে ঘরে এসবের অভাব সে সে ঘরেই উৎপাত অপন্যায়ের প্রচার।অকালে বৎস মোচন,ধরা পড়লে ক্রোধ প্রকাশ,শিশু কাঁদান,কলসী ভাঙ্গাভাভাঙ্গি,উপস্কৃত স্থানে মল মূত্রাদি ত্যাগ ইত্যাদি।

গোপগোপীগণ ব্রজবালক সহ বালকৃষ্ণের এসব খেলায় বাহ্যতঃ রুষ্ট হলেও অন্তরে মহাতুষ্ট।কৃষ্ণের বালচাপল্য মাধুর্য্যাস্বাদনে তারা ধন্যা সার্থকজন্মা।

সার্থক তাদের নয়ন মন ।তাদের অন্তরে প্রেমযোগ ,বাইরে অভিযোগ।অন্য গোপীর সংযোগে তার রসাস্বাদনে কর্ণ রসায়নের সুবর্ণসুযোগ।আড়াল থেকে বালকৃষ্ণের চৌর্য্যচাতুর্য্য দর্শনে আনন্দ আর ধরে না।আর হাতে ধরা পড়লে ননীচোরার কাকুতি মিনতির অন্ত থাকে না।সেই কাকুতি মিনতিতে গলে যায় গোপীর অন্তর। কার্য্যান্তরে আর মন থাকে না,থাকে কেবল ননীচোরার লীলান্তরে।বালকৃষ্ণের মৃদুবচনে,মৃদুলাঙ্গের পরশে ,মধুর রূপমাধুরী পানে মানে না মনের মানা কার্য্যের চাপ।বেড়ে চলে মনের তাপ,নয়নের জল, স্তনের ধারায় স্নাত হয় কাঁচুলী। কোলে নিতে ,মুখে চুম্বা দিতে.বুকে ধরে স্তন পান করাতে সাধের প্রাসাদ গড়ে উঠে।

সেই প্রাসাদান্তরে জননী হয়ে রত থাকে গোপালের সেবায়। কোন গোপী গোপাল চিন্তায় তন্ময় হয়ে তারই লীলাগানে বিভোর হয়ে পড়েন।কোন গোপী নিদ্রাঘোরে ঐ ননীচোরা যায় ,ধর ধর বলে চীৎকার করে উঠেন।কোন গোপী দধি মন্থন করতে করতে আপন মনে ননীচুরি লীলা স্মরণ করে হাসতে থাকেন।কখনও বা যশোদাভাবে বিভোর হয়ে গোপাল গোপাল বলে ডাকতে থাকেন।কোন গোপী তার সখীকে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলে রসাস্বাদন করেন। বলেন কি সখি! গতরাত্রে স্বপ্ন দেখছি ননীচোরা আমাদের বাড়ীতে এসেছে।আমি আড়ালে থেকে দেখছি ননীচোরা ঘরে ঢুকলো না আনমনা হয়ে চলে যাচ্ছে ।ডাকলাম চোরা ননীচুরি করবে না?গোপাল বললো -না তোমার ঘরে কোন দিনই আর আসবো না।আমি বললাম -কেন গোপাল? গোপাল বললো-তুমি আমার নামে নালিশ করেছ কেন?আমি বললাম -আর করবো না।এই বলে গোপালকে কোলে নিতে

গেলাম।দ্রুত পদে গিয়ে তাকে ধরলাম। কোলে আসতে চায় না।কেঁদে ফেললো। কাঁদতে কাঁদতে বললো নালিশ করে আদর কিসের?আমি বললাম-বাবা গোপাল আর করবো না, এই ননী খাও মাণিক।কোলে নিয়ে কত না সাধলাম। খাবেই না।আমি কাঁদতে লাগলাম ননীহাতে ।গোপাল চলে গেল।ওমা! কিছুক্ষণ পরে দেখি ননীচোরা মিটি মিটি হাসতে হাসতে হাতের ননী খেতে লাগলো আর একহাতে আমার নয়ন জল মুছায়ে দিল। তাকে কোলে নিয়ে মুখে চুম্বা দিতেই নিদ্রা ভেঙ্গে গেল।কোন গোপী বললো সখি!সত্যই বলি গোপালকে না দেখে থাকতে পারি না।মনে ভাল লাগে না।কোন গোপী ননীচোরার আগমনের প্রতীক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন।কখন আসবে ?কেন আসছে না? কি হলো? সাড়া পাওয়া যায় না কেন?তবে আজ কি আসবে না?তার জন্য তো ননী রেখে দিয়েছি। যদি না আসে তবে কে খাবে? কি হবে ? না খেলে কি ভাল লাগে? তবে কি নালিশ করেছি বলে মনে দুঃখ পেয়েছে? হায় কেন বা নালিশ করলাম।বলতে বলতে গোপী অঝোর নয়নে কাঁদতে থাকেন।নয়ন তারাকে না দেখে গোপী ঘরে থাকতে পারেন না।বার বার ছুটে যান নন্দভবনে। ঘরের কাজ সব পড়ে থাকে। নিজ শিশু কাঁদতে থাকলেও তাতে ভ্রুক্ষেপ দেয় না।শাশুড়ীর অভিযোগে মনযোগ নাই। গোপালের মা মাসিমা ডাক যেন হৃদয়কে কেড়ে নেয়।তপ্তইক্ষু চর্ব্বনের ন্যায় তার বাল চাপল্য গোপীদের অসহ্য ও অত্যাজ্যরূপে তদেকচিত্ততা সম্পাদন করে।সকল কাজের মাঝে অন্তরে বালকৃষ্ণের লীলার প্রস্রবণ বয়ে চলে।কখনও বা গোমুখ দিয়ে গঙ্গাধারার ন্যায় শ্রীমুখ দিয়ে বালকৃষ্ণের লীলামৃত তরঙ্গিণী তরঙ্গ রঙ্গিণী রূপে প্রবাহিত হয়।দিন দিন ননীচোরার প্রভাব ও প্রতাপ বেড়ে চলেছে।গোপীদের কাণাকাণিও বেড়ে চলেছে প্রবলধারে । একদিন গোপীগণ দলবদ্ধভাবে উপস্থিত হলেন নন্দভবনে। নন্দরানী তখন গোপাল সেবায় তৎপরা।দলবদ্ধ ভাবে আসতে দেখে যশোদা মা অভ্যুত্থান করে জিজ্ঞাসা করলেন-ওগো তোমাদের আগমনের কারণ কি বল না?

গোপীগণ-আমাদের কিছু অভিযোগ আছে।

যশোদা-- অভিযোগ? কিসের অভিযোগ?

গোপীগণ--তোমার গোপালের নামে।

যশোদা-আমার গোপাল তোমাদের কি করেছে?

গোপীগণ--কি করেছে তা তোমার গোপালের কাছে শুনে দেখ না।

যশোদা--গোপাল!তুমি ওদের কি করেছ?

গোপাল--আমি কিছুই করি নাই ।

যশোদা--তবে ওরা এসেছে কেন?সত্য বল তুমি কি ওদের বাড়ী গিয়েছিলে?

গোপাল--না মা আমি ওদের ঘরে যায়নি।

গোপী--ওমা যশোদে! তোমার গোপাল এত মিথ্যা বলতে পারে?

যশোদা--কি হয়েছে খুলে বল না।

গোপী--তবে শুন, তোমার গোপাল অন্যান্য বালকদের সঙ্গে আমাদের ঘরে ঘরে ননীচুরি করে ,অপচয় করে,অন্যায় করে।

যশোদা- তোমরা ঘরে থাক না?

গোপী- ঘরে থাকলেও কিন্তু ওর চুরির পদ্ধতি বড় চমৎকারপ্রদ।

যশোদা - কেমন সে পদ্ধতি ?

গোপী-- গোপাল চুরি করতে গিয়ে আমরা ঘরে আছি দেখে অলক্ষিতরূপে অসময়ে বাঁছুর ছেড়ে দেয়।কে ছাড়ল কে ছাড়ল?বলতেই ও লুকিয়ে থাকে অন্যত্র।আমরা বাঁছুর সামলাতে যায়।এই অবসরে বালকদের সঙ্গে চুরি করে চলে।

যশোদা--গোপাল! তাই নাকি?

গোপাল-- না মা আমি কখনই চুরি করি না।পরঘরে যায় না, পরের ননী খাই না। আমি তো তোমার চোখে চোখেই থাকি।

এই কথায় গোপী বিস্মিত । বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। গোপাল ঠিকই বলেছেন তিনি পর ঘরে যান না ।

তবে যাদের ঘরে গিয়েছিলেন তারা কি পর নহেন? বা তাদের ঘর কি পর ঘর না? না তাহা পর ঘর নহে।শ্রীশুকদেব বলেছেন গোপীগণ নিজ নিজ পুত্র অপেক্ষা কৃষ্ণে কোটি গুণ স্নেহ করেন।প্রাণাধিক করে জানেন ও মানেন।বলুন তারা কি কখনও কৃষ্ণের পর হতে পারেন বা তাদের ঘর কি কখনও পর ঘর হতে পারে? তারা কৃষ্ণের পরম আত্মীয়জন।সেই পর যার সঙ্গে নাই কোন প্রীতি সম্বন্ধ।কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীর সম্বন্ধ প্রাণে প্রাণে। অতএব গোপী পর হতে পারেন না।তাই গোপাল বলছেন আমি পর ঘরে যায় না।আরও বললেন আমি পর ননী খায় না ।তার অর্থ এইরূপ-কৃষ্ণ পক্ষে অভক্তই পর । তাদৃশ অভক্তগৃহে কৃষ্ণ যান না বা তাদের ননীও খান না।পর ননী খাই না অর্থাৎ নিজ ননীই খাই।এর অর্থ-কৃষ্ণপরা গোপীগণ কৃষ্ণ গুণগান

যোগে যে ননী তুলেন ,যা তুলতে তুলতে মানসে কৃষ্ণের ননীভোজন লীলারও ধ্যান করেন সেই ননী তো পরের হতে পারে না।সেই ননী তত্ত্বতঃ তারই ।তাই গোপাল বলেছেন আমি পর ঘরে যায় না, পর ননী খায় না

আবার গোপাল বললেন আমি চুরি করি না।

গোপী- গোপাল তুমি এ কি বলছ।সেদিন যে তোমায় হাতে হাতে ধরেছিলাম ।তখন কতই কাকুতি মিনতি মা মাসী বলে ছাড় পেয়েছিলে।সেকথা কি তোমার মনে নাই? আর এখন বলছ চুরি করি না।ও বুঝতে পেরেছি মায়ের কাছে মারণ খাওয়ার ভয় আছে।

ভাবার্থ--গোপাল বললেন আমি চুরি করি না।(স্বগত)কারণ আমার পর বলে কেহই নাই,কিছুই নাই।সবই আমার,আমাতেই আছে ।আমিই সকলের মালিক।যারা অভিযোগ জানাচ্ছেন তাহারাও আমার ।আমি চুরি করবো কেন?আমার অভাব কিসের ? অভাবীই চুরি করে।আমার অভাব নাই তাই চুরি করি না।কেবল মাত্র আমার জন্য যাহা প্রস্তুত হয় অন্যত্র আমি তাহাই গ্রহণ করি।এতে আমি চোর হবো কেন?(প্রকাশ্যে)-বল মা আমি চোর হলাম কেমন করে?আমার সঙ্গে ওগোপীদের ছেলেও ছিল।সে আগে আমার মুখে ননী দিয়েছিল।তাহলে আমি চোর হবো কেন? আরও বিচার কর মা আমি যে চুরি করেছি তাহা ওনী কেমন করে জানলেন?

গোপী-আমি সাক্ষাতে তোমাকে চুরি করতে দেখেছি।

গোপাল- মা বিচার কর। মালিকের সাক্ষাতে মালিকের ছেলের দেওয়া বস্তু গ্রহণে গ্রহণকারী কি কখনও চোর হয়?এ কেমন অভিযোগ অন্যায় করে বললে আমিও ছেড়ে দিব না মা।

যশোদা-গোপাল!তুমি একটু আগেই বললে আমি পর ঘরে যায় না কিন্তু এখন প্রমাণিত হলো তুমি পর ঘরে যাও।তুমি যে চুরি কর তাহাও প্রমাণিত হচ্ছে ।

গোপাল- মা এ তোমার বোঝার ভূল।আমি চোর একথায় তুমি বিশ্বাস করলে কেমন করে? জান তারা নিজেরাই চোর তাদের ছেলে চোর। তাই আমাকেও চোর সাজাচ্ছে।

ভাবার্থ-গোপাল বললেন তারা চোর আমি নহি ।কেন? না শাস্ত্র বলছেন দেবদত্ত বস্তু দেবতাকে না নিবেদন করে গ্রহণ করাই চুরি কার্য্য।অতএব যাহা ভগবানে অর্পিত হয় নাই তার গ্রহণে চুরি করা হয়। আমি সেই ভগবান।আমাকে না নিবেদন করে খাই তাই তারা চোর।আমারই সব, আমিই সবের মালিক।

আমার প্রসাদই তার ভক্ষ্য।সেখানে নিজেই ভোক্তা সেজে যে আমাকে না জানায়ে খায় সে চোর। মালিকের বস্তু মালিক লইলে কখনই সে চোর হয় না।অতএব আমি চোর নহি তারাই চোর।

যশোদা-তোমাকে তারা হাতে তুলে দিয়েছে কি?

গোপাল-না তার ছেলে তুলে দিয়েছে আমি খেয়েছি মাত্র।

যশোদা-তা হলে তো তোমার চুরি করাই হলো।

গোপাল- (রাগ করে)আমি পর ঘরে চুরি করি তো বেশ করি। আমি পর ঘরেই চুরি করি জানবে।

ভাবার্থ-গোপাল বলছেন আমি পর ঘরেই চুরি করি অপর ঘরে নয়।পর ঘর মানে শ্রেষ্ঠ ঘর ।যে ঘরে আমার ভক্ত থাকে,যে ঘরে আমার ভোগের বস্তু থাকে যে ঘর আমার গুণগানে মুখরিত সেই ঘরই পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ঘর । আমি সেই ঘরেই চুরি করি।

যশোদা-(মুখে চুম্ব দিয়ে)গোপাল বেশ!তুমি চুরি কর না মানলাম কিন্তু এরা কি মিথ্যা বলছে ?

গোপাল -হাঁ এরা মিথ্যাই বলছে। এরা সকলেই মিথ্যাবাদিনী।

তাৎপর্য্য- গোপাল বললেন এরা সব মিথ্যাবাদিনী তাহা সত্যই ।কারণ যাদের তত্ত্বজ্ঞান আছে তারা জগদীশ্বর

কৃষ্ণকে চোর বলতে পারে না, পর বলতে পারে না। তবে যে বলে তা কৃষ্ণের মায়া বলেই বলে।তাঁর মায়া গুণে জীবের স্বতন্ত্র বুদ্ধি হয়।ভেদবুদ্ধি হয়,পর জ্ঞান হয়।কৃষ্ণের সম্পত্তিকেই নিজের সম্পত্তি বলে দাবী করে

আর কৃষ্ণকে মানে পর। বিচার করুন, বিক্রীতদাসের মালিকত্ব কোথায়? সেব্যের সেবা সম্পত্তির রক্ষণবেক্ষণের ভার থাকে সেবকের।সেবক যদি ঐ সম্পত্তির মালিকত্ব দাবী করে তবে তাহার মিথ্যাবাদীত্বই প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয়।যাহা তত্ত্বতঃ সত্য নহে কিন্তু সত্যের মত প্রতীত হয় তাহাই মায়া। সেই মায়া বলে জীব যাহা বলে সবই মিথ্যাময়।তাই গোপাল বললেন এরা সব মিথ্যাবাদিনী।

গোপী--গোপাল! আমরা নাই মিথ্যাবাদিনী হলাম এবং তুমিও চোর নহ বেশ কথা তবে আমাদের দেখে তুমি ভয়ে পালায়ে যাও কেন? মালিক তো কখনওপলায় না, পলায় মাত্র চোর।

গোপাল- আমি পলায় ভয়বশতঃ নহে কিন্তু কৌতুক ভরে তোমাদের ভ্রান্ত ধারণা দেখে।

যশোদা-গোপীগণ! তোমাদের কাছে আমার নিবেদন তোমরা দই দুধ মাখনাদির পাত্রগুলি উচ্চস্থানে রাখিও

যাতে গোপাল হাতে না পায়।

গোপী--ওমা!তা আর বলতে হবে না আমরা আগেই সেরূপ রেখে দেখেছি। তোমার গোপাল চতুর শিরোমণি সব জানে উদুখলাদি যোগে সেই উচ্চস্থান থেকে মাখনাদি চুরি করে।যদি কোন সহায় না পায় তাহলে সখাদের পীঠে উঠে আনন্দ করে চুরি করে।যদি সেই উপায়েও মাখন ভাণ্ড হাতে না পায় তাহলে লাঠি দিয়ে তা ভেঙ্গে ফেলে আর আনন্দ মনে লুট করে খায় ও বানরকে দেয়।

প্রশ্ন-ভগবান সখাদের সঙ্গে ননী খান সেতো উত্তমকথা কিন্তু বানরদিগকে দেন কেন?

উত্তর-ঐ বানর গুলি তাঁর ভক্ত। তারা বানর হয়ে প্রভুর সেবা করে ।তারা প্রভুর প্রসাদের প্রত্যাশী।তাই তাদেরকে কৃষ্ণ প্রসাদী মাখনাদি দেন, তাঁর বানরের নাম দধিলোভ।

যশোদা-- গোপাল!তুমি এইভাবে ওদের ঘরে ননীচুরি ও অপচয় কর?

গোপাল- না মা শপথ করে বলছি আমি চুরি করি না।আমার সঙ্গীরা আমার দ্বারাই করায়।

ভাবার্থ-গোপাল বলছেন আমি চুরি করি না সঙ্গীরাই করায়।ইহা সত্য ঘটনা।কারণ ভগবান ভক্তবশ,ভক্ত প্রেমাধীন,ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরু।তাঁদের প্রার্থনা পূর্ণ করতে যেয়ে ভগবানের আত্মারামতা আপ্তকামতা স্বতন্ত্র তার প্রকাশ অনেক স্থানেই হয় না।যথা তিনি গোপীদের প্রার্থনায় পারকীয় রতি বিলাস করেছেন। ভক্তের প্রতিজ্ঞা

রাখতে যেয়ে নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন,পিতা হয়েও পুত্র হয়েছেন,প্রভু হয়েও ভৃত্য হয়েছেন,সর্ব্বজ্ঞ হয়েও মুগ্ধ হয়েছেন, মালিক হয়েও চোর সোজেছেন।

যশোদা-সখীগণ ! তোমরা এক কাজ করিও ।তোমাদের দুধ দয়ের ভাণ্ডগুলি অন্ধকার ঘরে রেখে দিও।

গোপী--(হাসতে হাসতে) রানী আর বলতে হবে না তাও করে দেখেছি। আমরা অন্ধকার ঘরে গোপনে রেখে দেখেছি কিন্তু সেখানেও তাঁর চুরি করতে অসুবিধা হয় না।

যশোদা - কেমন সে সুবিধা? গোপাল কি ঘরে দীপ জ্বালে?

গোপী-- না না দীপ জ্বালতে হয় না রানী।তোমার নীলমণির অঙ্গ কান্তিতেই ঘর আলোকিত হয়ে উঠে।সেই আলোকেই গোপাল স্বচ্ছন্দে চুরি করে যায়।

যশোদা -- তাই নাকি!গোপাল হাসতে থাকে ।সেই হাসিতে ঝরতে থাকে কত সুধা, সেই সুধা পানে গোপীদের থাকে না আত্মস্মৃতি ,ভূলে যায় অভিযোগ,স্নেহযোগে যোগিনী পারা হয়ে পড়ে তারা।

যশোদা- তবে তোমরা ঘর বন্ধ করে রেখ।

গোপী--ওমা তা আর বলতে হবে না।কতবার বন্ধ করেছি কিন্তু তোমার গোপাল কি যে ভেল্কি জানে তা জানিনা ।দরজায় হাত দিতেই খুলে যায়।

যশোদা--আচ্ছা তোমরা দ্বারে বসে থাকিও।

গোপী-- রানী তাও দোখেছি কিন্তু তোমার মোহন গোপাল নানা ছলে আমাদেরকে সরায়ে স্বচ্ছন্দে চুরি করে যায় ।একদিনের ঘটনা শুন।আমি দ্বারে বসে আছি।এমন সময় একটি বালক এসে বললো মাসিমা শুনেছেন যমুনা তীরে একজন অদ্ভূত সাধু বাবা এসেছেন। তাকে দেখতে কত লোক চলেছেন। সবাইকে তিনি আশীর্ব্বাদ করছেন ।আপনি যাবেন না ? আমি একথা শুনে সাধু দর্শনে গেলাম।ওমা যমুনা তীরে যেয়ে কোথাও কাহাকেও দেখতে না পেয়ে বিস্মিত মনে ঘরে ফিরলাম। ঘরে ঢুকতেই দেখি দুধ দয়ের ছড়াছড়ি,মাখন পাত্র শূন্য।তখনই বুঝতে পারলাম তোমার গোপালের চালাকী।সাক্ষাতে

দেখলাম তাঁর পায়ের চিহ্ন ঘর ভরা।

যশোদা--গোপীগণ! তোমরা যা বলছ তা সত্য মানলাম। কিন্তু আমার অনুভবের কথা শুন সত্যই বলছি আমি গোপালকে সব সময় আমার ঘরেই খেলতে দেখি।আর তোমরা বলছ আমাদের ঘরে অপচয় করে।

গোপী-- রানী! তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝলাম যদি হাতে ধরে এনে দেখাই তবে বিশ্বাসতো করতেই হবে।

যশোদা-- হাঁ সেটাই ভালকথা।ভাবার্থ --যশোদা বলছেন গোপালকে আমি আমার ঘরেই খেলতে দেখি একথা মিথ্যা নয় আর গোপী বলছেন আমাদের ঘরে খেলে একথাও মিথ্যা নয়। কারণ গোপালদেব ঈশ্বর,এক হয়েও তিনি যুগপৎ অনেকের মনোরথ পূর্ণ করতে সমর্থ।একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।অতএব তিনি যুগপৎ যশোদা ও গোপীর ঘরে খেলা করেন ইহা সত্য ঘটনা ।

গোপীগণ যশোদাকে সম্ভাষণ করে নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেলেন। মনে চিন্তা কি করে ননীচোরাকে ধরা যায়।

গোপালের ধ্যান চলতে লাগলো মনে নানা কাজের মাঝে। অন্তর্যামী শ্রীহরি জানতে পারলেন গোপীর মনোভাব।বাঞ্ছাকল্পতরু চললেন গোপীর ঘরে ননী চুরি করতে।গোপী দূর থেকে গোপালকে আসতে দেখে দেহ কে লুকায়ে রাখলেন আড়ালে।ইতস্ততঃ শঙ্কিতনয়নে নয়নাভিরাম প্রবেশ করলেন গোপীর ভবনে।ওদিকে গোপী আড়াল থেকে তাঁর চৌর্য্যচাতুর্য্য আস্বাদন করতে লাগলেন নয়ন ভরে।যেই না গোপাল ননী ভোজনে আনমনা হয়েছেন অমুনি যেয়ে গোপী পিছন থেকে ধরে ফেললেন ননীচোরকে। আহা গোপালের সেই ছটফটানি কে দেখে।কাকুতি মিনতির প্রবাহ বহে গেল।মাসিমা আজ ছেড়ে দাও আর কোন দিন তোমার ঘরে আসবো না

গোপী-আজ আর ছাড়াছাড়ি নাই গোপাল। তোমার মায়ের কাছে ধরে লয়ে যাব।

গোপাল- না না পায়ে পড়ি মাসিমা মাকে একথা জানাবে না, জানালে মা মারবে।

গোপী-আজ আর ছাড়াছাড়ি নাই গোপাল।তোমার মাকে কতবার জানায়েছি কিন্তু বিশ্বাস করে নাই।আজ হাতে হাতে বিশ্বাস করিয়ে দিব।এই বলে গোপী গোপালের হাতে ধরে চলেছেন নন্দভবনে। সাড়া পড়ে গেছে সর্ব্বত্র।সঙ্গী বালকগণও চলেছে।গোপী ঘুমটা টেনেছেন একহাত।গোপাল পথিমধ্যে নয়ন ঈঙ্গিতে সকলকে দলে করে কাতর ভাবে বলে উঠলো মাসিমা হাতে লাগছে ।গোপী মধুর ভাবে ধরলেন তথাপিও গোপাল বলতে লাগলো হাতে ব্যাথা লাগছে ।তবুও ছাড় নাই।গোপাল মনে যুক্তি করে গোপীকে লজ্জিত করবার জন্য তার ছেলের হাতখানা নিজ হাতের কাছে এনে বললো মাসিমা!এই হাতে ব্যাথা লাগছে এই হাত খানা ধর না। গোপী তাই করলেন আনদাজে।এদিকে গোপাল দৌড়ে মায়ের কাছে এসে সাধু সেজে বসলেন।যশোদা তাঁর লালন পালনে আত্মহারা।ওদিকে গোপী নিজ পুত্রের হাত ধরে মহানন্দে নন্দভবনে চলেছেন।নন্দভবনের নিকটে যাইয়া উচ্চঃস্বরে ডাকতে লাগলেন ও নন্দরানী! ও নন্দরানী!কোথায় তুমি ?

যশোদা উত্তর করলেন কেহে ডাকছ?

গোপী- এই যে তোমার গোপালকে ধরে এনেছি।দেখে নাও।

যশোদা-- কই আমার গোপালতো আমার কাছেই আছে।

গোপী--চোখে কম দেখছ নাকি?আমার হাতে গোপাল আর তুমি বলছো আমার কাছে ?

যশোদা-- ঘুমটাখানি খুলে দেখ না আমার গোপাল কোথায়?

গোপী ঘুমটা খুলেই দেখে তার হাতে গোপাল নাই আছে নিজের ছেলে।সকলের মুখে হাসি আর ধরে না। গোপীও লজ্জিত ও বিস্মিত হয়ে যশোদার কাছে গোপাল দেখে হাসতে লাগলেন।বললেন রানী সত্যই তোমার গোপালকে ধরেছিলাম কিন্তু পথিমধ্যে সে চালাকী করে বললো হাতে লাগছে মাসিমা এই হাত ধরুন আমি তাই করলাম এখন বুঝলাম চালাকী করে আমার ছেলের হাত ধরিয়ে দিয়ে গোপাল পালায়ে এসেছে।

গোপাল তোমার সত্যই চালাক শিরোমণি। তারপর গোপী গোপালের মুখে চুম্বা দিয়ে যশোদার সঙ্গে মিতালী করে ঘরে চলে গেলেন।

এই ননীচুরি লীলা ভক্তগোপী বিনোদন লীলা বিশেষ।মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।ভগবান ননীচুরি ছলে গোপীদের ননীবৎ স্নেহমশৃণ কোমল চিত্তকে হরণ করেন।পরমার্থ বিচারে ইহাই গোপীদের প্রতি

ভগবানের পরমানুগ্রহ স্বরূপ।আয়ুর্ঘৃতম্ ন্যায়ে গোপীদের চিত্তই নবনীতবৎ।শুকদেব প্রভুও বলিয়াছেন,ততস্তু ভগবান্ কৃষ্ণো বয়স্যৈর্ব্রজবালকৈঃ। সহরামো ব্রজস্ত্রীণাং চিক্রীড়ে জনয়ন্মুদম্।।অতঃপর ভগবান কৃষ্ণ বলরাম ও বয়স্য ব্রজবালকদের সহিত ব্রজস্ত্রীদের আনন্দ জন্মাইয়া খেলা করিয়াছিলেন।অতএব ননীচুরি লীলা গোপীদের পরমানন্দ কারণ রূপে পরমানুগ্রহ স্বরূপ।যদি প্রশ্ন হয় কৃষ্ণ যখন গোপীদের প্রাণাধিক প্রিয় স্নেহভাজন তখন চাইলেই তো পান তবে চুরি করে খান কেন?

উত্তর- ভগবান রসিকশেখর। রস কি ভাবে আস্বাদন করতে হয় তাহা তিনি ভালই জানেন।যেরূপ গৃহভোজন অপেক্ষা বনভোজন অধিক সুখকর তদ্রূপ চেয়ে খাওয়া অপেক্ষা চুরি করে খাওয়া কৃষ্ণপক্ষে রসপ্রদ আনন্দপ্রদ, চমৎকারপ্রদ।তিনি মধুরাধিপতি তাঁর সব কিছুই মধুর মধুর।অতএব তাঁর চুরিলীলাও মধুর মধুর রূপেই ভক্তের রুচিকর।যেরূপ স্বকীয়াভাব অপেক্ষা পরকীয়াভাবে রসোল্লাস আছে বলিয়াই ভগবান স্বকীয়া শক্তিরূপা গোপীদিগকে পরকীয়া করায়ে নিজে পরকীয় নায়ক হয়ে তদ্ভাব আস্বাদন করেছেন।যাহা রসময় নহে, যাহা সুখকর নহে তাহা ভগবানের আলোচ্য নহে,আচর্য্য নহে।কৃষ্ণ যে কেবল পর ঘরে চুরি করে খান তাহা নয় নিজ ঘরেও খান।গোপীদের মুখে তাঁর ননীচুরির কথা শুনে মা যশোদার মনে সেই লীলা দেখবার বাসনা জেগেছিল।বাঞ্ছাকল্পতরু কৃষ্ণ মায়ের সেই বাসনা পূর্ণ করেছেন দামোদর লীলায়।যেরূপ চিন্তামণির সংসর্গে তুচ্ছ লৌহাদি স্বর্ণে পরিণত হয় তদ্রূপ রসিকরাজের লীলায় যাহা অন্যত্র হেয় তুচ্ছ নিন্দনীয় তাহা পরম উপাদেয় প্রশংসনীয় হয়। দেখুন না,লোকে চুরি করলে দণ্ড পায় ,পাপ হয় ,যমালয়ে যায়।কিন্তু কৃষ্ণের চুরি লীলা ভক্তের জীবাতু.তার শ্রবণে পাপতাপ সংসারভয় যমভয় দূরে যায়।যেরূপ কাজল অঙ্গের অন্যত্র দূষণ স্বরূপ হইলেও নয়নের ভূষণ স্বরূপ তদ্রূপ সর্ব্বোত্তম আধারে হেয় ভাবও উপাদেয়তা লাভ করে ।যেরূপ ধূলিকণা সামান্য হইলেও মহতের পদস্পর্শে মহত্ব ধারণ করে, শিরোধার্য্য হয়, মহিমান্বিত হয়, অন্যকেও মহৎ করে

তদ্রূপ মহতো মহিয়ান্ ভগবানে অধর্ম্মও পরম ধর্ম্মবৎ সক্রিয়।ভগবান এমনই গুণের নিদান যে তাহাতে প্রসিদ্ধ দোষও গুণবৎ কার্য্য করে।তন্নিমিত্ত পাপও ধর্ম্মে পরিণত হয় আর তদ্ভাব রহিত হইলে প্রসিদ্ধ ধর্ম্মও পাপে গন্য হয়।ইহাই ঈশ্বরের ঈশত্ব।এ গুণ অন্য কোন দেবে বা জীবে বা কোন প্রাণীতে নাই। কারণ তারা সকলেই ক্ষুদ্র, বিভু নহে, ভূমাও নহে।ভুমা পুরুষই অচিন্ত্য গুণবান, ভুমা গুণের আধার।ক্ষুদ্রে দোষের প্রচার। বৃহৎজলাশয়ে কত জীব স্নানাদি করে ,আবার পানাদিও করে তাহাতে দোষের অবসর নাই কিন্তু এক ঘটি জলে কেহ হাত দিলে বা তাহাতে কোন প্রাণী পড়লে অথবা জাত্যন্তরের স্পর্শ হলে অপবিত্র ও অপেয় হয়।সূর্যে যেরূপ দিবা রাত্রের প্রশ্ন নাই আছে সূর্য্য প্রকাশিত জগতের তদ্রূপ ঈশ্বরে পাপপূন্যের বিচার নাই,আছে ঈশিতব্য বস্তুতে।অতএব যিনি পাপপূন্যের অতীত, যাহাতে ধর্ম্মাধর্ম্ম উজ্জ্বল বিমল রূপে বিদ্যমান সেই শ্রীহরিই জীবের আরাধ্য সেব্য পূজ্য ও শরণ্য।তাঁর পূজকও তৎপ্রভাবে পাপ পূন্যাতীত হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ হরিল ননী যে গোপীর ঘরে।
তাঁর ভাগ্য সীমা করিবারে কেবা পারে।।
ধ্যানে যাঁরে নাহি পায় জ্ঞানীযোগীগণ।
সে হরি হরিল ননী অদ্ভূত কথন।।
কত যত্নে নিবেদন করে কতজন।
তথাপি না খায় প্রভু সে উপকরণ।।
বিনা নিবেদনে যাঁর হরে সর ননী।
তাহাতে ভক্তবাৎসল্য প্রকাশ আপনি।।
ভক্তের দ্রব্য প্রভু কাড়ি কাড়ি খায়।
অভক্তের দ্রব্য প্রভু উলটি না চায়।।
ভক্তের দ্রবে প্রভুর বাড়ে তৃষ্ণালোভ।
লোভে হরে সেই দ্রব্য গোপিকাবল্লভ।।
ভক্তের দ্রব্যকে জানে প্রভু নিজ ধন।
মায়াবশে গোপী করে তাঁরে পর জ্ঞান।।
বাইরেতো রোষ খেলে অন্তরে সন্তোষ।
এবিচিত্র ভাব করে প্রেম ধর্ম্মপোষ।।
যেজন রসিক সেই জানে তার মর্ম্ম।
অরসিকজন মানে তাহাকে অধর্ম্ম।।
বেদস্তুতি হরিতে নারে প্রভুর অন্তর।
গোপীর ভৎর্সনে বাড়ে আনন্দ প্রচুর।।
লালনপালন যৈছে বাৎসল্যানুভব।
তাড়ন ভৎর্সন তৈছে জান স্নেহভাব।।
যে গোপী ভর্ৎসিল সে যে গোবিন্দবৎসলা।
বাৎসল্যে শাসন স্নেহ বিবর্ত্তের খেলা।।
অশিষ্টে শাসন শিক্ষা তাড়ন ভৎর্সন।
বাৎসল্যে এসব কর্ম্ম বিবর্ত্তে গণন।।
এবিবর্ত্ত আস্বাদন করিবার তরে।
বালচাপল্য গোবিন্দ করে ঘরে ঘরে।।
প্রিয়ার মানমাধুর্য্য আস্বাদের তরে।
বিদগ্ধ নায়ক যথা বিরুদ্ধ আচরে।।
তথা হরি বাৎসল্য বিবর্ত্ত স্বাদিবারে।
বৎসলার ঘরে চুরি দুষ্টামী আচরে।।
ইহাই মাখন চুরি লীলার রহস্য।
এরহস্য জ্ঞানে সিদ্ধ তৎপ্রেম অবশ্য।।
জয় জয় শ্রীগোবিন্দ গোপী ননীচোর।
তোমার ভজনে প্রভু কর মোরে ভোর।।
তোমার কৃপায় জানি চুরির রহস্য।
দাসেরে চরণ পাশে রাখিবে অবশ্য।।
তুমি প্রাণনাথ তব রাধা প্রাণেশ্বরী।
এ গোবিন্দদাস মাগে চরণমাধুরী।।
যেজন রসিক সেই জানে তার মর্ম্ম।
অরসিকজন মানে তাহাকে অধর্ম্ম।।
বেদস্তুতি হরিতে নারে প্রভুর অন্তর।
গোপীর ভৎর্সনে বাড়ে আনন্দ প্রচুর।।
লালনপালন যৈছে বাৎসল্যানুভব।
তাড়ন ভৎর্সন তৈছে জান স্নেহভাব।।
যে গোপী ভর্ৎসিল সে যে গোবিন্দবৎসলা।
বাৎসল্যে শাসন স্নেহ বিবর্ত্তের খেলা।।
অশিষ্টে শাসন শিক্ষা তাড়ন ভৎর্সন।
বাৎসল্যে এসব কর্ম্ম বিবর্ত্তে গণন।।
এবিবর্ত্ত আস্বাদন করিবার তরে।
বালচাপল্য গোবিন্দ করে ঘরে ঘরে।।
প্রিয়ার মানমাধুর্য্য আস্বাদের তরে।
বিদগ্ধ নায়ক যথা বিরুদ্ধ আচরে।।
তথা হরি বাৎসল্য বিবর্ত্ত স্বাদিবারে।
বৎসলার ঘরে চুরি দুষ্টামী আচরে।।
ইহাই মাখন চুরি লীলার রহস্য।
এরহস্য জ্ঞানে সিদ্ধ তৎপ্রেম অবশ্য।।
জয় জয় শ্রীগোবিন্দ গোপী ননীচোর।
তোমার ভজনে প্রভু কর মোরে ভোর।।
তোমার কৃপায় জানি চুরির রহস্য।
দাসেরে চরণ পাশে রাখিবে অবশ্য।।
তুমি প্রাণনাথ তব রাধা প্রাণেশ্বরী।
এ গোবিন্দদাস মাগে চরণমাধুরী।।

----------ঃঃ----------

সজনি সাজরে

কোন বঁধূ গোবিন্দদর্শনে কাতরা কিন্তু তিনি গুরুজনদের ভয়ে সর্ব্বদা গৃহকোনেই থাকেন। তাই গোবিন্দ দর্শনে সখী তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছেন-

সখি দ্বারে আসি দেখ ব্রজে চলে শ্যামরায়। ধ্রুব
চলে শ্যামরায় ব্রজে চলেশ্যামরায়।
তব তাপিতনয়ন দুঃখে আছ সারাদিন
কাতরপরাণি দেখ চলে শ্যামরায়।।ঐ
ছাড় গুরুধর্ম্মভয় লোকলজ্জার বালায়
প্রাঙ্গণে দাঁড়ায়ে দেখ চলে শ্যামরায়।।ঐ
তাঁর তেরছনয়ন মৃদু হসিতবদন

গজেন্দ্রগমনে চলে বাঁশরী বাজায়।।ঐ
দেখ গুঞ্জামালাধারী বড় রঙ্গরসকারী
গোপীচিত্তহারী সখা সঙ্গে চলে যায়।।ঐ
সখি! বিলম্ব না কর দ্বারে এস না সত্বর
সম্ভ্রম অন্তরে ! দেখ চলে শ্যামরায়।।
ধর গোবিন্দ বচন দেখ গোবিন্দ বদন
তোষ তাপিত নয়ন সবে মিনতি জানায়।।
সখি! দ্বারে আসি দেখ ব্রজে চলে শ্যামরায়।।

--ঃ○ঃ○ঃ--

সজনি সাজরে

অপরাহ্নকাল। গোপবঁধূগণ কৃষ্ণ দর্শন উৎকণ্ঠায় কাতরপ্রাণে গৃহে অবস্থান করিতেছেন।প্রাণে আর ধৈর্য্য ধরে না। বারম্বার তাঁহারা কৃষ্ণের পথপানে নয়ন ফিরাইতেছেন। পশ্চিম গগনে গোধূলি দেখা দিয়াছে। দূর হইতে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিতে পাইয়া কোন গোপবধু তাঁহার সখীর নিকট যাইয়া বলিলেন--

সজনি! সাজরে চল যায় নন্দভবনে।।ধ্রব।।
গোধূলি ভরিল রে গগন
গোবিন্দের আগমন হইবে এখন
ঐনা শুন বাজছে বাঁশি সুমধুর তানেরে।।
ঐ না হের আসছে হরি সখাগণ সনেরে।।

--ঃ○ঃ○ঃ○ঃ○ঃ--

কোন গোপীকে তাঁহার সখী সাজাইতে ছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের আগমনীবার্ত্তায় তিনি চঞ্চল হইয়াই নন্দভবনে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সখী বসনাঞ্চল ধরিয়া বলিলেন। সখি একটু দাঁড়াও। তোমার নয়নে কাজলরেখা টানি। তাহাতে তিনি বলিলেন

অঞ্জনের কিবা প্রয়োজন
শ্যামাঞ্জনে রঞ্জিত করিব রে নয়ন
আজ ভেটব সাধে গোকুল চান্দে নয়নের কোণেরে।।
সজনি! ছাড়রে যাবরে শ্যামদর্শনে।।
এই বলিয়াই দ্রুতপদে কৃষ্ণদর্শনে চলিলেন।

-ঃ○ঃ○ঃ○ঃ○ঃ○ঃ-

কোন গোপীকে তাঁহার সখী সাজাইতে ছিলেন।কিন্তু গোবিন্দের আগমনীবার্ত্তায় তিনি অধীর হইয়াই নন্দভবনে যাত্রা করিলে তাঁহার সখী বলিলেন। সখি! সাজিয়া যাও না।কিন্তু সাজ বিলম্বে অসহিষ্ণু হইয়া তিনি বলিলেন--

সখি! বিলম্ব না সহে যে পরাণ
গোবিন্দ দর্শন লাগি করে আনচান
সাজবো আমি মনের সাধে শ্যাম সোহাগের ভূষণে।।
যাবরে শ্যামদর্শনে সজনি! ছাড়রে যাবরে শ্যামদর্শনে।

এই বলিয়াই তিনি কৃষ্ণদর্শনে চলিলেন।

○ঃ○ঃ○ঃ○ঃ○ঃ○ঃ○ঃ○ঃ

কোন বধূ কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া কৃষ্ণদর্শনে গৃহের বাহিরে আসিতেছিলেন। তাহা দেখি তাঁহার সখী তাঁহাকে বলিলেন সখি! সাবধান হও। দেখ গৃহদ্বারে গুরুজন অবস্থান করিতেছেন। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন-

সখি!মন যে আমার না মানে বারণ
লোকলজ্জা গুরুভয় না করে গনন
যা হবার তা হবে সখি! যাবো শ্যাম দর্শনে।।
যা বলার তা বলুক সবে যাব শ্যাম দর্শনে।
যাবরে শ্যাম দর্শনে।

এই বলিয়া কৃষ্ণদর্শনে চলিলেন।

○ঃ○ঃ○ঃ○ঃ○ঃ○ঃ○ঃ○ঃ

কোন গোপসুন্দরী গোবিন্দদর্শনে চলিয়াছেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার শাঁশুড়ী তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি বলিলেন--

ওমা ! বৃথা কেন দিচ্ছ ওলাহন
এই ব্রজমাঝে কে না দেখে গোবিন্দ বদন।
ঐ না দেখ দেখছে বধূঁ শাঁশুড়ীর সনেরে।।
যাবো গো শ্যাম দর্শনে
মানবো না আর মানা গো যাবগো শ্যাম দর্শনে।
তুমি রাগে কোন মর গো যাবগো শ্যামদর্শনে।।

এই বলিয়াই তিনি চলিলেন।

○ঃ○ঃ○ঃ○ঃ○ঃ○ঃ○ঃ○ঃ

কোন বঁধূ কৃষ্ণদর্শনে গৃহ হইতে নির্গত হইতেছেন।তাহা দেখিয়া তাঁহার স্বামী তাঁহাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তাহাতে তিনি সখীর নিকট মনোদুঃখে প্রাণত্যাগের সংকল্প লইয়া বলিলেন--

সজনি! ছাড়রে রবো না এছার জীবনে
এই কি ছিল আমার কপালে
গোবিন্দ দর্শন আশা গেল বিফলে
প্রাণত্যজি বংশী হয়ে রবো শ্যামের বদনে।
রবো না এছার জীবনে।।

ইহা বলিয়াই কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ঃ○ঃ○ঃ○ঃ○ঃ○ঃ○ঃ

গোবিন্দ দর্শনে কোন বঁধূর নয়ন অশ্রুতে পূর্ণ হইল। তিনি নয়ন ভরিয়া দর্শন করিতে না পারিয়া অশ্রুকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন--

অশ্রু তোরে কি বলিব হায়
গোবিন্দ দর্শনে বাদী হৈলি দুরাশয়
বিধি! তোরে বলবো কি আর শত ধিক্ তোর সৃজনে।
অজ্ঞ তুই নয়ন সৃজনে
দূরাচার বিধিরে! অজ্ঞ তুই নয়ন সৃজনে।
যে দেখিবে গোবিন্দ বদন
তারে কেন দিলি সবে দুইটি নয়ন
কেন তাতে পলক দিলি শত ধিক্ তোর সৃজনে।।
অজ্ঞ তুই নয়ন সৃজনে।

কোন গোপী দ্রুতপদে গোবিন্দদর্শনে নন্দ ভবনে চলিতেছিলেন।কিন্তু ভাবে গতি মন্থর হেতু ক্রোধভরে ভাবকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন-

ভাব তোরে কি বলিব হায়
গোবিন্দ দর্শনে বাদী হৈলি কদাশয়
কপালে ধিক্ শত শত শত ধিক্ তোর চরণে।
চলরে নন্দ ভবনে।.

অভাগিয়া চরণরে চলরে নন্দ ভবনে।।

এই বলিয়া নন্দ ভবনে চলিলেন

ঃঃঃঃঃঃঃঃঃ

এক নবপরিণীতা বঁধূ যমুনার ঘাটে কোন কৃষ্ণপ্রণয়িণীর মুখে কৃষ্ণের মনমোহন রূপগুণের কথা শুনিয়া তদ্দর্শনে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আজ গুরুজনদের অগোচরে ঘুমটার আরাল থেকে নয়ন কোণে গোবিন্দ দর্শনে অতিশয় চমৎকৃত হইয়া বলিলেন

আহা মরি! কি দেখিনু হায়
অনুপম অনুত্তম শ্রীগোবিন্দ রায়
আর নয়ন ফেরাতে নারি কি হবে মোর জীবনে
রবো মুঁই শ্যামের চরণে।
ও মরম সজনি! রবো মুঁই শ্যামের চরণ।।
আমি সদা আশা করি ভৃঙ্গ রূপধরি চরণ কমলে স্থান।
অনায়াসে পায় কৃষ্ণগুণ গায় আর না ভজিব আন।।

--ঃঃঃঃঃঃঃঃ--

১০।২০তমে

উপমাযোগে বর্ষা ও শরৎ ঋতুবর্ণন

--ঃঃঃঃঃঃ--

১০।২১তমে

বেণুগীত গোপকিশোরীদের পূর্ব্বরাগ--২২১

রতির্যাসঙ্গমাৎপূর্ব্বংদর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মিলতি প্রাজ্ঞৈঃপূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে।।

শ্রবণজ--- বেণু ,দূতি,সখী, শুক, অন্যমুখে নাম রূপগুণাদি শ্রবণজাত।

দর্শনজ--সাক্ষাতদ্দর্শন,স্বপ্নে দর্শন,চিত্রপটে দর্শন,অভিনয় দর্শন,কৃষ্ণভক্তদর্শন,তদীয় বিলাসধাম বৃন্দাবনদর্শনাদি।

ঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃ

শ্রীকৃষ্ণের বনগমনে ব্রজসুন্দরীর উক্তি।

হেরহে সজনি শ্যাম নীলমণি বৃন্দাবিপিনে চলেরে।
নটবরবেশ কুঞ্চিতকেশ শিরে শিখিদল হালেরে।।
বৈজয়ন্তীমালা আলো করি গলা হিয়ার মাঝারে দোলেরে।।
কর্ণে কর্ণিকার বুকে মণিহার পরনে পীতাম্বর ভালেরে।।
গজেন্দ্রগমনে চলে সখা সনে বাঁশী বায় কুতুহলেরে।।
নয়নের কোণে পূজি বঁধূগণে মৃদুহাসি মুখে চলেরে।।
ত্যজি কুলদায় সঙ্গে চলে যায় গোবিন্দের মন বলেরে।।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণগোস্বাম্যষ্টকম্

ওঁ বিষ্ণুপাদং বরদং বরেণ্যং
শাব্দে পরে চাতিবুধং প্রশান্তম্।
রূপানুগত্যোজ্জ্বলধর্ম্মধূর্য্যং
নারায়ণাখ্যংগুরুমানতোস্মি।।১

ওঁবিষ্ণুপাদ, শুভাশিষদাতা, বরেণ্য, শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে পারঙ্গত তথা প্রশান্তাত্মা, রূপানুগত্যময় উজ্জ্বল ধর্ম্মধুরন্ধর শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ নামা গুরুদেবকে প্রণাম করি।। ১

সৌম্যং সুবর্ণ্যং দ্বিজবংশদীপং
সুহাস্যভাষ্যাঞ্চিতরম্যবক্ত্রম্।
নরোত্তমং ন্যাসিকুলাবতংসং
নারায়ণাখ্যং গুরুমানতোস্মি।।২

মধুর দর্শন, সুবর্ণকান্তি, দ্বিজবংশ প্রদীপ, শোভন হাস্য ও ভাষ্য পূর্ণমনোহরবদন, নরোত্তম সন্ন্যাসী কুলের অবতংস স্বরূপ শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ নামা গুরুদেবকে প্রণাম করি।।২

শ্রীকেশবাধস্তনকীর্ত্তিকন্দং
সারস্বতানামতিমান্যপাত্রম্।
অনিন্দ্যগর্বাশয়মুক্তসঙ্গং
নারায়ণাখ্যং গুরুমানতো স্মি।।৩

শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অধস্তনাচার্য্য রূপে কীর্ত্তির আশ্রয়, শ্রীসারস্বতদের অতিমান্যপাত্র, নিন্দা গর্বশূন্যচিত্ত, মুক্তসঙ্গ শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ নামা গুরুদেবকে প্রণাম করি।।৩

প্রচারকেন্দ্রং সুবিচারবিজ্ঞ-
মাচার্য্যরত্নং প্রণয়ীষু পূজ্যম্।
সদ্গ্রন্থসম্পাদনমিষ্টচেষ্টং
নারায়ণাখ্যং গুরুমানতো স্মি।।৪

প্রচারকদের অন্যতম, শাস্ত্রবিচারে সুবিজ্ঞ ,আচার্য্য রত্ন, প্রেমিকদেরপূজ্য, গোস্বামীগ্রন্থাদি সম্পাদন রূপ ইষ্টচেষ্টান্বিত শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ নামা গুরুদেবকে প্রণাম করি।।৪

মাধুর্য্যলীলামৃতপানমুগ্ধ
মৌদার্য্যলীলামৃতদানদক্ষম্।
রাগানুগাভক্তিবিধানবীর্য্যং
নারায়ণাখ্যং গুরুমানতো স্মি।।৫

শ্রীরাধাগোবিন্দের মাধুর্য্যলীলামৃতপানে মুগ্ধহৃদয় তথা শ্রীগৌরহরির ঔদার্য্যলীলামৃতদানে বিচক্ষণ, রাগানুগাভক্তি বিধানে বীর্য্যবান্ শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ নামা গুরুদেবকে প্রণাম করি।।৫

গুর্ব্বাত্মদৈবং গুরুনিষ্কৃতার্থং
কৃতজ্ঞবর্য্যং করুণৈকসিন্ধুম্।
প্রজ্ঞানবিত্তং প্রণতৈকসেব্যং
নারায়ণাখ্যং গুরুমানতো স্মি।।৬

গুরুদেব যাঁহার আত্মা ও দেবতা, যিনি গুরুদেবের মনোভীষ্ট কারী, কৃতজ্ঞপ্রবর, করুণাসিন্ধু প্রজ্ঞান অর্থাৎ প্রেমভক্তিবিত্তবান্, প্রণত মাত্রেরই প্রিয়তম সেই শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ নামা গুরুদেবকে প্রণাম করি।।৬

দেশে বিদেশে গুরুগৌরবাণী
তন্মূর্ত্তিসেবাদিবিকাশধন্যম্।
আদর্শগোস্বামিচরিত্রবন্তং
নারায়ণাখ্যং গুরুমানতো স্মি।।৭

স্বদেশে ও বিদেশে সর্ব্বত্র শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গের বাণী , তাঁহাদের মূর্ত্তি ও সেবাপূজাদি প্রকাশনে ধন্য, আদর্শগোস্বামী চরিত্রবান্ শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ নামা গুরুদেবকে প্রণাম করি।।৭

নিকুঞ্জযূনো রমণাখ্যদাসী
তয়ানুরূপানুরতং মহান্তম্।
রাধাবিনোদেশ্বরমত্যুদারং
নারায়ণাখ্যং গুরুমানতো স্মি।।৮

রমণ মঞ্জরী নামে অনুক্ষণ শ্রীরূপমঞ্জরীর আনুগত্যে নিকুঞ্জবিলাসী

যুগলকিশোরের প্রেমসেবাদিরত, মহান্তপ্রবর, রাধাবিনোদবিহারী যাঁহার আরাধ্যদেবতা সেই মহোদার শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ নামা গুরুদেবকে প্রণাম করি।।৮

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদর্শনে নীলাচল

শ্রীনীলাচল স্বরূপতঃ দ্বারকাধাম। কারণ দ্বারকানাথই অগ্রজ বলদেব ও অনুজা সুভদ্রার সহিত কৃষ্ণমহিষীদের নিকট রোহিণীদেবী কীর্ত্তিত ব্রজের গোপগোপীদের প্রেমমহত্ব শ্রবণ করতঃ অত্যন্ত ভাবভরে বিগলিত অঙ্গ হইয়াছিলেন।

ঘটনা- বাসুদেব রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতি মহিষীদের সঙ্গে বিহার কালে কখনও কখনও রাধা চন্দ্রাবলী ললিতা বিশাখাদি গোপীদের ধ্যানে মূর্ছিত হইতেন। কখনও বা শ্রীদাম সুদামাদির নাম উচ্চারণ করিতেন। কখনও বা সত্যাভামাদির কণ্ঠ ধরিয়া হে রাধে! হে চন্দ্রাবলি! হে বিশাখে! হে ললিতে! ইত্যাদি বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কখনও বা স্বপ্নঘোরে রাধাদিকে আহ্বান করিতেন এবং তাঁহাদের বিরহে রোদন করিতেন। মহিষীগণ তাহা দেখিয়া বিস্মিত ও বিমনা হইতেন। তাঁহারা একদিন নিভৃতে ব্রজবাসিনী রোহিণীদেবীকে কৃষ্ণের প্রতি গোপ গোপীদের প্রেম ভক্তির বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলেন। কোন একদিনের ঘটনা-কৃষ্ণ বলদেব সুধর্ম্মা সভায় অবস্থান করিতে থাকিলে ইত্যবসরে রোহিণীদেবী জিজ্ঞাসু মহিষীগণকে এক নির্জ্জনগৃহে আনয়ন করতঃ তাঁহাদের নিকট নন্দযশোদাদি গোপ গোপীদের কৃষ্ণপ্রীতির কথা কীর্ত্তন করিতে থাকিলে তৎকালে সুভদ্রা দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। বিশেষ জ্ঞাতব্য- রোহিণী দেবী বাৎসল্যরসাশ্রয়া। তিনি আনুপূর্ব্বিক দাস সখা ও নন্দযশোদাদির ভক্তি যোগ বর্ণন করেন এবং তৎসহ রাধাদি কৃষ্ণপ্রিয়াদের চরিতও কিঞ্চিৎ গান করেন, যাহা কৃষ্ণের মথুরাগমন কালীন অনুভব করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত তাঁহাদের সহিত কুঞ্জকেলিরাসাদি বর্ণ করেন নাই। কারণ তাহা সর্ব্বথায় বাৎসল্যরস বিরুদ্ধ আচার। বৎসলাদের পুত্রকন্যাদের শৃঙ্গার রসচর্চ্চা বাৎসল্যরসকে বিষাক্ত করে। যাহা হউক ইত্যবসরে কৃষ্ণবলদেব দ্বারে উপস্থিত হন। তাঁহারা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে চাহিলে সুভদ্রা নিষেধ করেন। তজ্জন্য তাঁহারা কৌতুকবশতঃ দ্বারে কর্ণ সংযোগ করতঃ সেই বর্ণিত বিষয় শ্রবণ করিতে থাকেন। শ্রবণের পদে পদে তাঁহাদের অঙ্গ বিকৃত হইতে থাকে। তাঁহারা ভাবে গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করেন। তাহা শ্রবণ করতঃ রোহিণীদেবী ও কৃষ্ণপ্রিয়াগণ বাহিরে আসিয়া কৃষ্ণবলদেব ও সুভদ্রার হস্তপদাদির সংকোচ, চক্রবৎ নয়ন ও অঙ্গ বিকৃতি দর্শনে বিস্মিত ও দুঃখিত হন। সেইকালে ভগবৎপ্রিয় নারদ মুনি কৃষ্ণ অন্বেষণে তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ ভাববিকৃতরূপ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বহু স্তুতি করেন। কিছুক্ষণ মধ্যে ভাবশান্তিতে কৃষ্ণ বলদেব সুভদ্রা স্বভাবস্থ হইলে নারদ মুনি কৃষ্ণের নিকট ঐ ভাববিকৃতমূর্ত্তি জগতে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রার্থনা করেন। তাঁহারই প্রার্থনায় ঘটনাক্রমে ঐ মূর্ত্তিত্রয় নীলাচলে ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ নির্ম্মিত মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত হন। অতএব নীলাচলে দ্বারকালীলাই প্রকাশিত হইয়াছে।

রথযাত্রার বাহ্য ও অন্তর কারণ

ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ নির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীজগন্নাথ বলদেব ও সুভদ্রাকে প্রতিষ্ঠা করিলে তদীয় ভক্তিমতী পত্নী গুণ্ডিচাদেবীও সুন্দরাচলে অনুরূপ একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তাহাতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিতেই কৃষ্ণ বলদেব স্বপ্নে রাণীকে বলিলেন, মাসিমা! ঐ মন্দিরে অন্য কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই। আমারাই ঐ মন্দিরে বিহার করিব। তজ্জন্যই জগন্নাথ রথযোগে ঐ মন্দিরে যাত্রা করেন এবং দ্বিতীয়া হইতে নবমী পর্য্যন্ত বিহার করতঃ দশমীতে মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহাই রথযাত্রার বাহ্য কারণ।

অন্তর্নিহিত কারণ বৃন্দাবন যাত্রা। তত্ত্বতঃ সুন্দরাচল বৃন্দাবনের স্বরূপ যর্হ্যম্বুজাক্ষ অপসসার ভো ভবান্ কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দীদৃক্ষয়া। অর্থাৎ হে কমললোচন! তুমি যখন কুরূন্ অর্থাৎ পাণ্ডবগণ, মধূন্ অর্থাৎ মাধবগণ তথা সুহৃদব্রজবাসীগণকে দেখিবার জন্য অগ্রসর হও, তখন তোমাকে না দেখিয়া আমাদের নিকট ত্রুটিকালও যুগ বলিয়া মনে হয়। তোমার দর্শন বিনা আমাদের নয়ন অন্ধের ন্যায় হইয়া থাকে। ইত্যাদি বাক্যে কৃষ্ণের অন্যত্র গমনের ইঙ্গিত আছে। যথা চৈতন্য চরিতামৃতে-

যদ্যপি জগন্নাথ করেন দ্বারকায় বিহার।
সহজ প্রকট করে পরম উদার।।
তথাপি বৎসর মধ্যে একবার।
বৃন্দাবন দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠা অপার।।
বৃন্দাবন সম ---
বাহির হইতে করে রথ যাত্রা ছল।
সুন্দরাচলে যায় প্রভু ছাড়ি নীলাচল।।
প্রভু কহে যাত্রা ছলে কৃষ্ণের গমন।
সুভদ্রা আর বলদেব সঙ্গে দুই জন।।
গোপীসঙ্গে যত লীলা হয় উপবনে।
নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহ নাহি জানে।।

অতএব বাহ্য বিচারে গুণ্ডিচাগমন আর অন্তর বিচারে বৃন্দাবন গমনই সূচিত। শ্রীরাধাভাব বিভাবিত কৃষ্ণ স্বরূপ কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনে নীলাচলে সর্ব্বত্র বৃন্দাবন ভাব এবং উদ্দীপন বিভাব প্রকাশিত।

১। শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথ দর্শনে কুরুক্ষেত্র ভাব প্রকাশ করেন। যথা চৈঃ চঃ অঃ ২য়

যেকালে দেখে জগন্নাথ শ্রীরাম সুভদ্রা সাথ
তবে জানে আইলাম কুরুক্ষেত্র।
সফল হৈল জীবন দেখিলু পদ্ম লোচন
জুড়াইল তনু মন নেত্র।।

২। শ্রীচৈতন্যদেব সমুদ্রতীরস্থ উদ্দান দর্শনে বৃন্দাবন উদ্দীপনে বিভাবিত হওতঃ গোপীভাবে কৃষ্ণ অন্বেষণ করেন।

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে।
পুষ্পের উদ্দান তথা দেখে আচম্বিতে।।
বৃন্দাবন ভ্রমে তাহা পশিলা ধাইয়া।
প্রেমাবেশে বুলে তাহা কৃষ্ণ অন্বেষিয়া।। ইত্যাদি

৩। তিনি সমুদ্রতীরে চটকপর্ব্বত দর্শনে গোবর্দ্ধন ভাবে ভাবিত হন এবং সেই দিকে কৃষ্ণের বংশী ধ্বনি শুনিয়া ধাবিত হইয়াছিলেন।।

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে।
চটকপর্ব্বত দেখিলেন আচম্বিতে।।
গোবর্দ্ধনশৈল জ্ঞানে আবিষ্ট হইলা।
পর্ব্বত দিশাতে প্রভু ধাইয়া চলিলা।।

হন্তায়মদ্রিরবলা এই শ্লোক পড়ি প্রভু চলেন বায়ুবেগে।
গোবিন্দ ধাইল পাছে নাহি পায় লাগে।।

তিনি ভাববিহ্বল চিত্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তৎপর ভাবশান্তে--

বৈষ্ণব দেখিয়া প্রভুর অর্দ্ধবাহ্য হইল।
স্বরূপ গোসাঞিরে কিছু কহিতে লাগিল।।
গোবর্দ্ধন হইতে মোরে কে ইহা আনিল।
পাঞা কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল।। ইত্যাদি

৪। চৈতন্যদেব সমুদ্রতীরে যমুনাতীর জ্ঞানে বিভোর হইতেন।

এইমত একদিন ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আইটোটা হৈতে সমুদ্র দেখেন আচম্বিতে।।
চন্দ্রকান্ত্যে উছলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল।।
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাঞা চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধু জলে ঝাঁপ দিলা।।
পড়িতেই হৈল মূর্চ্ছা, কিছুই না জানে। ইত্যাদি
যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে।
কৃষ্ণ করেন মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে।।

ইত্যাদি আলোচনায় সমুদ্রতীরে যমুনাভাব প্রকাশিত।

৫। মহাপ্রভু কাশিমিশ্র ভবন গম্ভীরায় নববৃন্দাবন ভাব প্রকাশ করেন। কাশিমিশ্র কুব্জার অবতার। কৃষ্ণ একসময় কুব্জার গৃহে বিহার করেন। মহাপ্রভুও মিশ্রগৃহে বাস করেন। পরন্তু তাহাই দ্বারকার নব বৃন্দাবন স্বরূপ। সেখানে রাধা কৃষ্ণের জন্য এবং কৃষ্ণ রাধার জন্য বিলাপ করিতেন। এখানে ও তিনি রাধাভাবে বিলাপ করিতেন।।

৬। মহাপ্রভু সমুদ্রতীরে কৃষ্ণ অন্বেষণ করিতে করিতে বালুকার গর্তে রাসবিহারী গোপীনাথকে প্রাপ্ত হন। সেইখানে তিনি রাসে কৃষ্ণ অন্বেষণ ভাব প্রকাশ করেন। তাহাই বংশীবট স্বরূপ।

৭। যমেশ্বর টোটায় মহাদেবে বংশীবটস্থিত গোপীশ্বরভাব প্রকাশিত।

৮। তিনি নরেন্দ্রসরোবরে জল কেলিতে মানসী গঙ্গাদি ভাবে বিভাবিত হইতেন। কখনও বা রাধাকুণ্ডভাব প্রকাশ করিতেন।

৯। স্নানযাত্রার পর অনবসরকালে মহাপ্রভু ব্রহ্মগিরিতে আলালনাথের চরণে প্রণত হইয়া গোবর্দ্ধনকুঞ্জে বিহার বাহুল্য ভাব প্রকাশ করেন। বসন্তকালে গোবর্দ্ধনে রাস করিতে করিতে কৃষ্ণ অন্তর্ধান করেন। তাহাতে গোপীগণ দলে দলে নানাস্থানে কুঞ্জাদিতে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে থাকেন। অতঃপর গোবর্দ্ধনের এক নিভৃত গহ্বরে গোপীদের পরীক্ষার্থে কৃষ্ণ চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতে থাকেন। গোপীগণ তাঁহাকে দেখিয়া নারায়ণ জ্ঞানে প্রণাম করতঃ তৎসকাশে নন্দনন্দনের সঙ্গতি প্রার্থনা করিয়া চলিয়া যান। মহাপ্রভুও কৃষ্ণের অদর্শনে গোপীদের ভাবে চতুর্ভুজ আলালনাথের চরণে কৃষ্ণ দর্শন উৎকণ্ঠা জ্ঞাপন করিতেন। তাঁহার কৃষ্ণ বিরহ সন্তপ্তদেহের তাপে সেখানকার প্রস্তর পর্য্যন্ত বিগলিত হইয়াছে।

১০। হনুমানের নিকট দ্বারকায় দ্বারকানাথ যেরূপ জানকীনাথ রূপ ও অযোদ্ধাধাম প্রকাশ করেন তদ্রূপ রাধাভাব বিভাবিত চৈতন্যের দৃষ্টিতেও নীলাচলে ব্রজভাব ও ধাম প্রকাশিত হইয়াছে।

রহস্য এই- ভক্ত ও ভক্তিভেদে ভগবানের স্বরূপ ধামাদির প্রকাশ ভেদ হইয়া থাকে। নন্দনন্দন অবতারী বলিয়া তাঁহাতে সকল প্রকার অবতার ভাব বিদ্যমান। তদ্রূপ অবতারী ব্রজধামে সকল অবতারধাম বিদ্যমান। ভক্তিভাব অনুসারে তাহাদের প্রকাশ ও বিলাস প্রপঞ্চিত হয়। যেরূপ গোপকুমারের জন্য নারায়ণ বৈকুণ্ঠের নিশ্রেয়সবনে বৃন্দাবনভাব ও মদনগোপাল রূপ প্রকাশ করেন। কৃষ্ণ নবীনমদন রূপে গোপীদের নিকট লীলাবিলাসী হইলেও তিনি নিত্যকাল যশোদার নিকট বাৎসল্যরসোপযোগী বালস্বভাব ও ভাবই প্রকাশ করেন। সপিত্রোঃ শিশুঃ।

শ্রীদামাদির নিকট সখ্যরসোপযোগী স্বরূপ ভাব স্বভাবাদি প্রকাশিত হয়। অতএব রাধাভাব বিভাবিত নেত্রে চৈতন্যদর্শনে দ্বারকা স্বরূপ নীলাচলেও আকর ব্রজভাব বিলাস প্রকটিত হয়। নানাভাবে অভিনয় কালে অভিনেতার নিজস্ব স্বরূপটি যেরূপ লুকায়িত থাকে। তাহা কেবল অন্তরঙ্গজনই জানে তদ্রূপ কৃষ্ণ অনন্ত অবতার লীলা করিলেও তাহাতে আকর নিজস্ব রূপটি লুকায়িত ভাবেই থাকে। আকরের ভক্তদের নিকট তাঁহার সেই নিজস্ব স্বরূপটি প্রকাশিত হয়। সর্ব্বত্র কৃষ্ণ রূপ ঝলমল করিলেও মহাভাগবত দশাতেই তাহা উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে। তদ্রূপ সর্ব্বত্রই আকর কৃষ্ণরূপ বিলাসাদি থাকিলেও মহাভাবদশাতেই তাহা অনুভূতির বিষয় হইয়া থাকে। তজ্জন্য মহাপ্রভুর দর্শনে নীলাচলেও বৃন্দাবন ভাবাদি বিদ্যমান। সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তাৎ শ্লোকে কৃষ্ণের সর্ব্বত্র অবস্থিতির পরিচয় বিদ্যমান এবং যমেবৈশ বৃণুতে শ্লোকে কেবল তাঁহারই অনুগৃহীতের নিকট তদীয় প্রকাশ প্রসিদ্ধ।

রাধা ভাবে গৌর দেখে কৃষ্ণ সর্ব্বস্থানে।
কৃষ্ণ দরশন নহে রাধা ভাব বিনে।।
রমার দৃষ্টিতে নহে কৃষ্ণ দরশন।
রমার দর্শনে রাজে প্রভু নারায়ণ।।
ভাবভেদে রূপগুণ লীলার বিভেদ।
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত বিভেদ।।
ইষ্টভাবে হয় সদা ইষ্ট দরশন।
ইষ্টভাব বিনা নহে ইষ্ট দরশন।।
সর্ব্বব্যাপী কৃষ্ণ তাঁর সর্ব্বস্থানে বাস।
প্রেমনেত্রে দেখে ভক্ত তাঁহার বিলাস।।
ঐশ্বর্য্যনয়নে দেখে দ্বারকার রূপ।
মাধুর্য্যলোচনে দেখে ব্রজের স্বরূপ।।
বাসুদেবভাবে কভু রাধিকার ভাবে।
বিভাবিত হয় গৌর আপন স্বভাবে।।
বাসুদেবভাবে কৃষ্ণে করে অনুরাগ।
রাধাভাবে দীপ্ত করে কৃষ্ণপ্রেমযাগ।।
ভিন্ন ভিন্ন ধামে কৃষ্ণ ভিন্ন রূপে রাজে।
তথাপি তাহাতে কৃষ্ণ স্বরূপ বিরাজে।।
সেস্বরূপ ব্যক্ত হয় প্রেমের প্রভাবে।
প্রেম অনুরূপ রূপ গুণাদি স্বভাবে।।
রাধাভাবে পূর্ণতম কৃষ্ণের দর্শন।
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা গৌর করে আস্বাদন।।
বিপ্রলম্ভক্ষেত্র হয় নীলাচল ধাম।
বিপ্রলম্ভভাবে তথা গৌরের বিশ্রাম।।

---০ঃ০ঃ০ঃ---

শ্রীলশ্রৌতিমহারাজদশকম্

যো বিপ্রবংশে কৃপয়াবিরাসীৎ শ্রীরামগোপালতয়া প্রসিদ্ধঃ।
শ্রীভক্তিভূদেব উপাধিযুক্তস্তং শ্রৌতিরাজং প্রণমামি নিত্যম্।।১

যিনি বঙ্গদেশে বিপ্রবংশে করুণায় আবির্ভূত হইয়া শ্রীরামগোপাল নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।যিনি সন্ন্যাসধর্ম্মে **ভক্তিভূদেব** উপাধি লাভ করেন সেই শ্রীল শ্রৌতি মহারাজকে আমি প্রণাম করি।।১

অধীতবিদ্যো কৃতগার্হধর্ম্ম্যঃ সারঞ্চ বিজ্ঞায় সদারকন্যাম্।
বিহায় গুর্ব্বাত্মগতিং গতো যস্তং শ্রৌতিরাজং প্রণমামি নিত্যম্।।২

যিনি বাল্যকালে বিদ্যাদি অধ্যয়ন, যৌবনে সাংসারিককৃত্য বিবাহাদি করেন, তৎপর সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভজন রূপ সারকৃত্য অবগত হইয়া স্ত্র ীকন্যাদি ত্যাগ করতঃ গুরুতে প্রপত্তি গতি লাভ করিয়াছিলেন সেই শ্রীল শ্রৌতি মহারাজকে আমি প্রণাম করি।।২

সারস্বতাগ্র্যো বহুভাষয়াঢ্যশ্চৈতন্যবার্ত্তাবহসজ্জনাগ্র্যঃ।
সুশীলবান্ যো হরিনামগানে তং শ্রৌতিরাজং প্রণমামি নিত্যম্।।৩

যিনি শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরে অন্যতম শিষ্য ছিলেন, যিনি সংস্কৃত হিন্দী উড়িয়াদি বহু ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন,গৌরবাণী প্রচারে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হরিনাম গানে তৃণাদপি সুনীচাদি সুশীলবান সেই শ্রীল শ্রৌতি মহারাজকে আমি প্রণাম করি।।৩

শ্রুতিস্মৃতীষূত্তমবুদ্ধিমান্ যঃ প্রশান্তচিত্তো ধৃতিধর্ম্মবিত্তঃ।
প্রচারকার্য্যেষু চ মুক্তকণ্ঠস্তং শ্রৌতিরাজং প্রণমামি নিত্যম্।।৪

যিনি শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রে সুতীক্ষ্ম বুদ্ধিমান, প্রশান্তচিত্ত,ধৃতিধর্ম্মাদি সম্পত্তিশালী, জীবকল্যানকর প্রচার কার্য্যে মুক্তকণ্ঠ ও মুক্তহস্ত সেই শ্রীল শ্রৌতি মহারাজকে আমি প্রণাম করি।।৪

গীতার্থসারোপনিষৎসুসার বেদান্তসারাদিপ্রণেতৃবর্য্যঃ।
সম্পাদকো বিষ্ণুসহস্রনাম্নাং তং শ্রৌতিরাজং প্রণমামি নিত্যম্।।৫

যিনি গীতাসার,উপনিষৎসার, বেদান্তসার, সন্দর্ভসারাদির প্রণেতা তথা বিষ্ণুসহস্রনামাদির সম্পাদক সেই শ্রীল শ্রৌতি মহারাজকে আমি প্রণাম করি।।৫

যো গৌরসারস্বতমন্দিরাদীন্ শ্রীগৌরগোবিন্দসরাধিকেশান্।
সংস্থাপয়ামাস পরার্থপার্থস্তং শ্রৌতিরাজং প্রণমামি নিত্যম্।।৬

যিনি রূপানুগধারায় গুর্ব্বানুগত্যে লোকের কল্যাণার্থে শ্রীগৌরসারস্বত মঠাদির সংস্থাপন তথা শ্রীগৌর রাধাগোবিন্দ, রাধাবল্লভাদি বিগ্রহগণের সেবা প্রকাশ করেন সেই শ্রীল শ্রৌতি মহারাজকে আমি প্রণাম করি।।৬

ঔদার্য্যকারুণ্যদয়াদ্রচিত্তঃ সারল্যধৈর্য্যাদিগুণৈর্মহান্ যঃ।
স্বধর্ম্মনিষ্ঠো ভজনে প্রতিষ্ঠস্তং শ্রৌতিরাজং প্রণমামি নিত্যম্।।৭

যাঁহার চিত্ত উদারতা কারুণ্য ও দয়ায় দ্রবীভূত,যিনি সরলতা ধৈর্য্যাদি গুণে মহান্ত, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও গৌরগোবিন্দের ভজনাদিতে প্রতিষ্ঠিত সেই শ্রীল শ্রৌতি মহারাজকে আমি প্রণাম করি।৭

অধ্যক্ষ আসীচ্চ মঠে বিভিন্নে গুর্ব্বানুগত্যেহ পরার্থবেত্তা।
গৌড়ীয়পত্রস্য সহায়কো যস্তং শ্রৌতিরাজং প্রণমামি নিত্যম্।।৮

পরমার্থবেত্তা যিনি গুরুদেবের আদেশে প্রয়াগাদি বিভিন্ন মঠের অধ্যক্ষ এবং গৌড়ীয় পত্রিকার সহায়ক ছিলেন সেই শ্রীল শ্রৌতি মহারাজকে আমি প্রণাম করি।।৮

অজ্ঞাতকৃন্নারদবন্নরাণাং নির্ম্মাণমোহব্যজকুণ্ঠধর্ম্মঃ।
তদীয়সর্ব্বস্বশুভাঙ্ঘ্রিযুগ্মস্তং শ্রৌতিরাজং প্রণমামি নিত্যম্।।৯

যিনি নারদের ন্যায় মনুষ্যের অজ্ঞাত কর্ম্মা ছিলেন, যিনি অভিমান মোহ কপটতাদি কুণ্ঠধর্ম্ম মুক্ত ছিলেন, যাঁহার শ্রীচরণযুগল তদীয় শিষ্যভক্তবৃন্দের সর্ব্বস্ব স্বরূপ সেই শ্রীল শ্রৌতি মহারাজকে আমি প্রণাম করি।।৯

গোবিন্দবাণে জনিতশ্চ বঙ্গে নারায়ণে গৌরদিবাকরাহ্নি।
শ্রীনিত্যলীলাগতিমাপ্তবান্ যস্তং শ্রৌতিরাজং প্রণমামি নিত্যম্।।১০

যিনি মাঘী পঞ্চমীতে আবির্ভূত হন এবং পৌষ শুক্লদ্বাদশীতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন সেই শ্রীল শ্রৌতি মহারাজকে আমি প্রণাম করি।।১০

মাঘকৃষ্ণবাণচন্দ্রবাসরে চ জাতকং সিন্ধুনেত্রনেত্রচন্দ্রদণ্ডিবেশধারকম্।
পৌষশুক্লসূর্যবাসরে তিরোহিতঞ্চ
তং ভক্তিভূমিদেবশ্রৌতিদণ্ডিশেখরং ভজে।।১১

যিনি ১৩০০ বঙ্গাব্দে মাঘী পঞ্চমীতে সোমবারে আবির্ভুত হন,১৩৩৭ বঙ্গাব্দে সন্ন্যাসবেশ ধারণ করেন এবং ১৩৮৯ শালে পৌষ শুক্ল দ্বাদশীতে তিরোধান করেন সেই শ্রীল ভক্তিভূদেব শ্রৌতি মহারাজকে আমি ভজন করি।।১১

সনাতনধর্ম্ম

বর্ত্তমান শঙ্করময় কলিযুগে অধর্ম্মপ্রবণ তত্ত্বমূর্খ অথচ পণ্ডিতাভিমানী ব্যাভিচারধর্ম্মী জীবের ধরণা নানা দেবদেবীদের উপাসনাই সনাতনধর্ম্ম। সংসারাসক্ত মতে সংসারিক জনের সেবাই সনাতনধর্ম্ম। সৎকর্ম্মী সমাজসেবকমতে সমাজের সেবাই সনাতনধর্ম্ম। তর্কমুগ্ধশুষ্কজ্ঞানী মতে ব্রহ্মেহীনতাই সনাতনধর্ম্ম। এই ভাবে গুণধর্ম্মীগণ আপন আপন বিচারে সনাতন ধর্ম্মের সংজ্ঞা করেন। তত্ত্ববিচারে মর্ত্ত্যজীবের মনবুদ্ধি কখনই সনাতনধর্ম্মকে ধারণ করিতে পারে না। কারণ তাহারা ন্যূনাধিকতত্ত্বভ্রমী। তত্ত্বভ্রমীগণ মনোধর্ম্মী। অতএব মনোধর্ম্ম কখনই সনাতন ধর্ম্ম নহে। যাহাদের সনাতন শব্দের ব্যুৎপত্তি জ্ঞান নাই তাহারা সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা মতবাদ প্রকাশ করিলেও প্রকৃত পক্ষে সঠীক সনাতনধর্ম্মকে জানিতে পারে না। যে অন্ধ তাহার দৃষ্টি শক্তি নাই পরন্তু তাহার হস্ত দ্বারা দর্শনাভিলাষ বৃথা চেষ্টা মাত্র। দৃশ্য সম্বন্ধে অন্ধের ধারণা অবাস্তব,অযথার্থ এবং কাল্পনিক তথা আনুমানিক মাত্র। এক সময় সাত জন অন্ধ হাতী দেখিতে চলিল। কোন হিতৈষীর দ্বারা তাহারা হাতীর নিকট উপস্থিত হইয়া হাতড়াআতে লাগিল। যে চরণ ধরিল সে বলিল হাতীটা গাছের গুড়ীর মত, যে শুড় ধরিল সে বলিল হাতী একটি গাছের ডালের মত, যে লেজ ধরিল সে বলিল হাতী একটি সাপের মত, যে কাণ ধরিল সে বলিল ভাই হাতী কুলার মত, যে পেট ধরিল সে বলিল নারে ভাই হাতী একটি জালার মত। এই রূপে তাহারা পরস্পর হস্তি বিষয়ে তর্ক করিতে লাগিল।পরন্তু দূরে থাকিয়া চক্ষুষ্মানগণ হাসিতে লাগিল। বিচার করুণ আদৌ, নেত্রহীনের দর্শনাভিমান কিরূপ ধৃষ্টতা ও মূর্খতার পরিচয়। হস্ত দ্বারা কখনই দর্শন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। তদ্রূপ তত্ত্বমূর্খ ও তত্ত্বভ্রমী কর্ম্মজ্ঞানী যোগী তপস্বী যাজ্ঞিক দানী ধ্যানীগণ সপ্ত অন্ধের ন্যায় মিথ্যা কাল্পনিক মাত্র। তাহাদের আচরিত ও প্রচারিত ও বিচারিত ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম নহে। তাহাদের আচার বিচারে নূন্যাধিক ব্যভিচার ও পাষণ্ডভাব বিদ্যমান। অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের ধারণা সনাতনধর্ম্মের বিপরীত। সর্ব্বকালে যাহা একরূপ, যাহার ব্যয় বিকার বিচ্যুতি বৈগুণ্য নাই তাহাই সনাতন। সর্ব্বকালে সনা প্রোক্তা বিদ্যমানে তনীতি চ। অর্থাৎ যাহা সর্ব্বকালে অবিকৃত একরূপ তাহাই সনাতন ধর্ম্ম। আদৌ বিচার্য্য চতুর্দ্দশ লোক অনিত্য ও মায়িক অতএব অসনাতন। আবিরিঞ্চাদমঙ্গলম্ বিচারে ব্রহ্মলোক

পর্য্যন্ত ধ্বংসশীল। সেই সকল লোক নিবাসীগণও নশ্বর বলিয়া সনাতন বাচ্য নহে এবং তাহাদের উপাসনাও সনাতন ধর্ম্ম নহে। কেবল গণ্ডমূর্খগণই বলেন সংসারধর্ম্ম সবথেকে বড় ধর্ম্ম।একথা বিচার সহ নহে। কারণ যে সংসার অবিদ্যা জাত, সপ্ন মনোরথতুল্য, বহুদুঃখের জন্মভূমি, যাহা বিদ্যাযোগে লয় প্রাপ্ত হয় তাহার সত্যত্ব না থাকায় তাহাও সনাতন নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ জননীকে বলেন, অতএব সংসার অনিত্য বেদে কহে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মও সনাতন ধর্ম্ম নহে। চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণে ব্রজ। তথা আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকাম্। ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত স চসত্তমঃ।।ইত্যাদি শ্লোকোক্ত বর্ণধর্ম্মাদির সনাতনত্ব নাই। অবিদ্যাকামকর্ম্মযোগে যে দেহ নির্ম্মিত সেই দেহধর্ম্মও নিত্য সনাতন নহে। কর্ম্ম স্বরূপের ধর্ম্ম নহে। জীব কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হইলে ধর্ম্মের নামে নানা অধর্ম্ম সেই বহির্মুখতা হইতে জাত হইয়া তাহাকে জন্মকর্ম্মচক্রে পাতিত করিয়া সংসার দুঃখ প্রদান করে। চাক্‌চিক্যময় ধূলিকে মূর্খই স্বর্ণ বলিয়া বঞ্চিত হয়। কাচে কাঞ্চনভ্রমী,গর্দ্দভে অশ্বভ্রমী, রজ্জুতে সর্পভ্রমী মহামূর্খে গণ্য। ফলের রস ত্যজিয়া আটি খোশা ভক্ষক পশুতে মান্য। ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্ সর্ব্ববেদময়ো হরিঃ কিন্তু কে সেই ভগবান্। তাহার নির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্ত ধর্ম্ম নির্ণয় হইতে পারে না। যেরূপ সাধ্য নির্ণিত না হইলে সাধন নির্ণিত হইতে পারে না। ভগবানই সেই সনাতনপুরুষ। তাঁহার উপাসনাই সনাতনধর্ম্ম। সর্ব্ববেদময় হরি এই কথায় যাহারা নানাবৈদিক দেবতার উপাসনা করেন তাহাদের সেই উপাসনা সনাতন বাচ্য নহে। ইন্দ্রচন্দ্রাদি নাম সেই ভগবানেরই। বেদোক্ত ইন্দ্রচন্দ্রাদি স্বর্গীয় দেবতা মাত্র নহেন বাসুদেবপরাবেদা পদ্যে ভাগবত তাহা নিরস্ত করিয়াছেন। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকেই সনাতন ধর্ম্মময় বলিয়াছেন যথা- অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্। যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্মসনাতনম্।। অহো নন্দগোপরাজের ব্রজস্থিত শ্রীদামাদি গোপবালকদের কি সৌভাগ্য কি সৌভাগ্য, যেহেতু পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পরমেশ্বর তাঁহাদের বন্ধু। সৌম্যেদমগ্র আসীৎ নেহ নানাস্তি কিঞ্চন শব্দে হরিই সনাতন অন্যে নহে। তথা চতুঃশ্লোকীর প্রথম অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎসদাসৎপরম্। শ্লোকেও কৃষ্ণের সনাতনত্ব প্রমাণিত।

সনাতনের ধাম সনাতন

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্। সেই মায়ার পরপারে অশোকাভয়ামৃত রূপ ত্রিপাদ বিভূতিময় ধাম সনাতন।

সনাতনের অংশভূত সেবকজীবও সনাতন।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃসনাতনঃ। শ্রীকৃষ্ণ বলেন আমারই অংশভূত জীব সনাতন।

সনাতনের সেবাও সনাতন যেহেতু সেব্য সনাতনধাম।ধর্ম্মান্ বক্ষে সনাতনান্ বলিয়া সূতমহাশয় প্রো জ্ঝিতকৈতব ভাগবতধর্ম্ম বলেন।ভগবৎসন্তোষণ ধর্ম্মই ভাগবত ধর্ম্ম। তাহাই সনাতন ধর্ম্ম। যদি প্রশ্ন হয়, জীবও সনাতন তাহা হইলে তাহার সেবা সনাতন হইবে না কেন? তদুত্তরে বক্তব্য যে, জীব আত্মগত ভাবেই সনাতনপরন্তু দেহগত বিচারে নহে। অতএব দেহারামীদের সেবাধর্ম্ম সনাতন নহে। যদি প্রশ্ন হয় কৃষ্ণ বলিয়াছেন যাহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্যদেবতার উপাসনা করে তাহারাও অবিধিপূর্ব্বক আমারই আরাধনা করে। এই কথায় দেবতাদের উপাসনাও সনাতন ধর্ম্মে গণ্য হয়। কিন্তু তত্ত্ববিচারে অবিধি পূর্ব্বক বলিয়া সেই উপাসনা সনাতন নহে যেহেতু গীতায় কৃষ্ণ বলিয়াছেন দেবযাজীগণ দেবলোকে যায়, পিতৃসেবকগণ পিতৃলোকে যায় এবং ভূতযাজীগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হয়, পরন্তু আমার ভক্তগণ আমারই সনাতনধাম প্রাপ্ত হয়। দেবযাজীদের পতন ও পুনরাগমন আছে কিন্তু আমার ভক্তদের বিনাশ পতন বা পুনরাবর্ত্তন নাই। ন মে ভক্তঃ প্রনশ্যতি । আব্রহ্মভূবনাল্লোকো পুরনরাবর্ত্তিনোঅর্জ্জুন। আমুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে। যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম। একমাত্র সনাতনধর্ম্মেই সনাতনীশান্তি, সনাতনীগতি ও সনাতনীস্থিতি লভ্য হয়। তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাস্যসি শাশ্বতম্।।অতএব সনাতন ভগবদুপাসনাই সনাতনধর্ম্ম।

বিবেক--যাহারা দেবতান্তরে ঈশজ্ঞানী, যাহারা নরে নারায়ণজ্ঞানএবং নারায়ণে নর জ্ঞানযুক্ত,যাহারা পৌত্তলিক তাহারা পাষণ্ড ও অপহৃতজ্ঞানী তাহারা সনাতনধর্ম্মী নহে। কামৈস্তৈস্তৈহৃতজ্ঞানা প্রপদ্যন্তে অন্যদেবতা। অর্থাৎ কামাদীদ দ্বারা যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান চুরি হইয়াছে তাহারাই অন্য দেবতাতে প্রপত্তি করে। তাহাতে তাহারা জন্মান্তরে পতিত হয় এবং অন্যদেবতায় ঈশজ্ঞানহেতু পাষণ্ডগণ কুকুরাদি যোনিতে বহুদুঃখ ভোগ করে। মর্ত্ত্য পতিতে পরমেশ্বরবুদ্ধিও পাষণ্ডবাদ বিশেষ। ইহা আরোপবাদময়। সেখানে সতীর পতিব্রতাধর্ম্মে স্বর্গমাত্রই লভ্য, সনাতনধাম প্রাপ্য নহে। কেহ বলেন, ইহা সনাতনধর্ম্মের শাখা ধর্ম্ম যেহেতু ভগবান্ সর্ব্বময়। তদুত্তরে বক্তব্য যে, সনাতনধর্ম্মের শাখাও সনাতন। যাহা নশ্বর তাহা সনাতনের শাখা হইতে পারেনা। যাহা অনিত্য তাহাই দুঃখ শোক ভয়প্রদ অতএব অসনাতন বাচ্য। অনিত্যে নিত্য, নিত্যে অনিত্য জ্ঞান তমোগুণ মাত্র।তাদৃশ তমোগুণীদের ধর্ম্ম সনাতন নহে। পরন্তু পরমেশ্বরে প্রেম,তদীয় ভক্তজনে মৈত্রী ও জীবে দয়াই সম্পূর্ণতম সনাতনধর্ম্ম। পক্ষে পরমেশ্বরে প্রেম বিনা জীবে দয়া ও ভক্তে মৈত্রী মস্তকহীনদেহ তুল্য, তথা জীবে দয়া ও ভক্তে সমাদর বিনা ঈশ্বরে প্রেমধর্ম্ম অসম্পূর্ণ সনাতন ধর্ম্ম। সনাতন পরমেশ্বরের সম্বন্ধ বিনা দানাদিধর্ম্মের সনাতনধর্ম্ম সংজ্ঞা নাই। মূখ্যতঃ ভদবদ্ভক্তিই সনাতনধর্ম্ম।

ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম্মযোগজ্ঞান এই চৈতন্য বিচারে কর্ম্মযোগজ্ঞানাদি সনাতন পরমেশ্বরের সন্তোষকর না হইলে শ্রম এব হি কেবলম্ হয়। অতএব উপসংহারে বলা যায়, যে ধর্ম্ম ধর্ম্মমূল সনাতনপ্রভু, তদীয় সেবক ও ধামে কামে বিদ্যমান্ তাহাকেই সনাতন ধর্ম্ম বলে। শ্রীমদ্ভাগবতই সনাতনধর্ম্মধাম, সনাতনধর্ম্মের সর্ব্বোত্তম দর্পণ স্বরূপ। অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতালোকেই সনাতনধর্ম্মের পরিচয় সুসম্পূর্ণ ও সুসম্পন্ন। শ্রীমদ্ভাগবতদর্পণেই সনাতনধর্ম্ম প্রতিফলিত। বলিতে কি বেদ পুরাণ তন্ত্রাদিতে সুসম্পূর্ণ, অমল অবিকল সনাতন ধর্ম্মের বিলাস পরিদৃষ্ট হয় না পরন্তু শ্রীমদ্ভাগবতেই তাহা ভাস্করতুল্য স্বপ্রকাশমান্। অলমতিবিস্তরেণ।

সনাতনধর্ম্মো বিজয়তেতমাম্। সনাতনদর্পণং বিজয়তেতরাম্

---ঃ○ঃ○ঃ○ঃ---

কলিতে সন্ন্যাস

সন্ন্যাস একটি আশ্রম ধর্ম্ম। ত্রৈবর্গীয় ধর্ম্মার্থকামাত্মক পুরুষার্থে

বিরক্ত এবং মোক্ষলিপ্সুগণই সন্ন্যাস আশ্রমে অধিকারী। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, **ত্যাগঃ সন্ন্যাস উচ্যতে।** ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলে। অনর্থময় প্রাকৃত বিষয় ও তাহার বাসনা ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন, কাম্যকর্ম্মত্যাগের নামই সন্ন্যাস এবং সমগ্র কর্ম্মফল ত্যাগের নাম ত্যাগ। **কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিধুঃ। সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥** অন্যত্র বলেন, ফলের আশা না করিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম্মকর্ত্তাই প্রকৃত সন্ন্যাসী। **অনাশ্রিত কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ। স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥** প্রকৃতপক্ষে ভোগে দোষদর্শী এবং তাহাতে বিরক্ত মুমুক্ষুই সন্ন্যাসী বাচ্য। নিরুপাধিক কৃষ্ণদাস্যস্বরূপে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে ভোগময় কর্ম্মজ্ঞানাদির কোন প্রকার অস্তিত্ব নাই। কারণ বৈষ্ণবধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে ভোগ ও ত্যাগাতীত। ভোগী ও ত্যাগীগণই কেবল কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গে বিচরণ করেন। তাহাদের সন্ন্যাসকৃত্য মিথ্যাচর মাত্র। ভগবানের বিরাট শরীর হইতেই নিজ নিজ বৃত্তি সহ চারিটি বর্ণ ও চারিটি আশ্রম ধর্ম্ম উদিত হইয়াছে। তাহা পুরুষসূক্তমন্ত্র হইতে জানা যায়। পুনশ্চ ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে তাহা ব্রহ্মার সৃষ্ট বলিয়াও জানা যায়।

যথা-ভাগবত একাদশে–

বিপ্রক্ষত্রিয়বিটশূদ্রা মুখপাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎপুরুষাজ্জাতা য আত্মাচারলক্ষণাঃ॥

উদ্ধব সংবাদে বিভূতিযোগে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, **আশ্রমাণামহং তুর্যো।** আমি আশ্রমদের মধ্যে সন্ন্যাস স্বরূপ। **তথা- ধর্ম্মাণামস্মি সন্ন্যাসঃ।** আমি ধর্ম্মদের মধ্যে সন্ন্যাস স্বরূপ। তিনি আরও বলেন, সত্যযুগে হংস নামে একটি বর্ণ ছিল। ত্রেতামুখে বর্ণাশ্রম ভেদ প্রচারিত হয়। **চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।** এই কৃষ্ণবাক্য হইতে ত্রিগুণচালিত জীবের স্বভাব চরিত্রাদি ত্রিগুণভাবিত বলিয়া তাহাদের সত্ত্বাগত শ্রদ্ধাধর্ম্মাদিও ত্রিবিধ। বৃত্তিভেদে বর্ণভেদ আশ্রমভেদ বিদ্যমান্। এই বৃত্তিভেদ চতুর্যুগীয়। কোন শাস্ত্রে এমত অনুশাসন নাই যে তাহা ত্রিযুগীয়। অতএব কলিতেও সন্ন্যাসধর্ম্ম শাস্ত্রীয়। সন্ন্যাস যদি ধর্ম্মের স্বরূপ হয় তাহা হইলে তাহার সর্ব্বযুগীয় ভাব স্বীকৃত। কলিতে সন্ন্যাসের অধিকারী সকলে নাও হইতে পারেন সত্য তজ্জন্য তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। তাহা কভু অশাস্ত্রীয় নহে। **রাজসিক পুরাণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে মলমাস প্রসঙ্গে কলিতে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ হইয়াছে মাত্র। যথা- অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈত্রিকম্। দেবরেণ সুতোৎপত্তিঃ কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥** কলিতে অশ্বমেধ ও গোমেধ যজ্ঞ, সন্ন্যাস, মাংস দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ তথা দেবর দ্বারা পুত্রোৎপত্তি বর্জ্জন করিবে।। পরন্তু অন্যপুরাণে বিশেষতঃ সাত্ত্বিক পুরাণরাজ শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে যুধিষ্ঠির নারদ সংবাদে তথা শ্রীকৃষ্ণোদ্ধব সংবাদে তাহা প্রসিদ্ধই আছে। কলির সন্ধিক্ষণে বুদ্ধ শাস্ত্রীয় সন্ন্যাস প্রবর্ত্তন করেন। তাহার কিছুকাল পরে শিবাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ শাস্ত্রবিধিতে দশনামী সন্ন্যাস প্রবর্ত্তন করেন। পরবর্ত্তীকালে শাস্ত্রবিধানে চারিজন বৈষ্ণবাচার্য্য সন্ন্যাসাশ্রমে অবস্থান করতঃ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহারা সকলেই পরম শাস্ত্রাদর্শ চরিত্রবান্ ছিলেন। যদি কলিতে সন্ন্যাস নিষিদ্ধই হয় তাহা হইলে শেষাদির অবতার স্বরূপ আচার্য্যগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন না। কেহ বলেন, গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস নাই। ইহা নিতান্ত মূর্খোক্তি মাত্র। কারণ এই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শ্রীগৌরসুন্দরই স্বয়ং সন্ন্যাসাশ্রমী। চৈতন্যচরিতামৃতে প্রেমকল্পতরুর বর্ণনে শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীপাদই সেই প্রেমকল্পতরুর অঙ্কুর স্বরূপ। ঈশ্বরপুরী তাহার পুষ্টাংশ এবং গৌরহরি নিজেই মূলস্কন্ধ স্বরূপী। নয় জন সন্ন্যাসী সেই বৃক্ষের নয়টি মূল স্বরূপ। তাঁহারা প্রেমকল্পবৃক্ষকে নিশ্চল করিয়াছেন। যথা--

জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপুর।
ভক্তিকল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর॥
শ্রীঈশ্বরপুরীরূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্য মালী স্কন্ধ উপজিল॥
নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালী হৈয়া স্কন্ধ হয়।
সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয়॥
পরমানন্দপুরী আর কেশবভারতী।
ব্রহ্মানন্দপুরী, আর ব্রহ্মানন্দভারতী॥
বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, পুরী কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীনৃসিংহতীর্থ, আর পুরী সুখানন্দ॥
এই নবমূল নিকসিল বৃক্ষমূলে।
এই নবমূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে।
মধ্যমূল পরমানন্দপুরী মহাধীর।
এই নব মূলে বৃক্ষ করিল সুস্থির॥

অতএব চৈতন্যচরিতামৃত পড়িয়াও যাঁহারা সন্ন্যাস স্বীকার করেন না তাঁহারা উলুকধর্ম্মী। উপপুরাণেও শ্রীকৃষ্ণ শ্রীব্যাসদেবকে কলিতে তাঁহার অবতার ও সন্ন্যাসের কথা বলিয়াছেন। যথা-**অহমেব ক্বচিদ্ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। গ্রাহয়ামি হরৌ ভক্তিং কলৌ পাপহতান্ নরান্॥** হে ব্রহ্মন্! কোন এক বিশেষ কলিতে আমি সন্ন্যাস আশ্রম স্বীকার করতঃ কলির পাপহত নরদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইব। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণে কলিতে সন্ন্যাস বিধি প্রসিদ্ধ। কোন স্বল্পপ্রজ্ঞ শচীমাতার প্রতি সান্ত্বনাকল্পে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি-- সন্ন্যাসে কি কাজ মোর প্রেম নিজ ধন। যেকালে সন্ন্যাস কৈলু ছন্ন হৈল মন।। ইত্যাদি উক্তি শ্রবণে সন্ন্যাস বোকামীর কৃত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। প্রশ্ন- যদি এই উক্তি সিদ্ধান্ত হয় তাহা হইলে শাস্ত্রযোনি শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস ত্যাগ করতঃ গার্হস্থ্যধর্ম্মে থাকিতে পারিতেন কিন্তু তাহা করেন নাই। কারণ তাঁহার কর্ত্তব্যের নিগূঢ় অভিপ্রায় না বুঝিয়া মূর্খগণ অন্যথা ব্যাখ্যা করতঃ শাস্ত্র ও মহাজন চরণে অপরাধ করিয়া নরকগতি বিস্তার করেন। দেশকালসুপাত্রজ্ঞ শ্রীমন্মহাপ্রভু যথাযোগ্য আচার্য্যশিরোমণি। তিনি কখনও ঈশ্বরভাবে, কখনও ভক্তভাবে, কখনও বা সন্ন্যাসীভাবে ভক্তগণকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। উপরন্তু তিনি সুবিচারযোগেই সন্ন্যাস করিয়াছেন। তিনি অবিবেকী ক্ষণবৈরাগীর ন্যায় সন্ন্যাস করেন নাই।

কেহ বলেন, মহাপ্রভু ঈশ্বর। তিনি সন্ন্যাস করিতে পারেন কিন্তু অন্যের পক্ষে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ। ইহাও পূর্ব্বাপর বিচার শূন্যের উক্তি। কারণ বর্ণাশ্রমবিধি মুখ্যতঃ জীবের জন্যই বিহিত হইয়াছে। ঈশ্বর ধর্ম্মমূল। তাঁহার আচারই ধর্ম্মময়। তাঁহাকে জৈবধর্ম্ম পালন করিতে হয় না। তবে জৈবধর্ম্ম রক্ষা ও শিক্ষার জন্য তিনি বিদ্বান্ আচার্য্যের ন্যায় আচরণ করেন। আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখামু সবারে। আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায় ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যে আচার্য্যত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি জগৎগুরু বলিয়া তাঁহাতে আচার্য্যত্ব স্বতঃসিদ্ধ। তাঁহার আচার সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয়। তিনি সন্ন্যাসাশ্রমে উপস্থিত হইয়াই জীবকে

প্রেমাচার শিক্ষা দিয়াছেন। হরিভক্তি নিরোধরূপা। নিরোধ অর্থ বৈদিক ও লৌলিক বিষয়ে সন্ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ। **নিরোধস্তু লোকবেদব্যাপারসন্ন্যাসঃ**। অতএব হরিভক্তি সর্ব্বদাই বৈরাগ্য লক্ষণময়ী। তজ্জন্য নিতান্ত সংসারাসক্তগণ প্রকৃতপক্ষে হরিভক্তির রহস্য অনুধাবনে অপারগ।

এই সন্ন্যাসবিধি যে কেবল স্মৃতিভাবিতই তাহা নহে, শ্রৌতও বটে। স্মৃতি সর্ব্বদা শ্রুতির অনুগামিনী। শ্রুতির ব্যাখ্যামূলেই স্মৃতি প্রাধান্য ও উপস্থাপনা পরিদৃষ্ট হয়। শ্রুতি সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বজনীন আর স্মৃতিবিধান যথাযোগ্য দেশকালপাত্রানুসারী। শ্রৌতবিধান অপরিবর্ত্তনীয়।

শ্রুতিতে সন্ন্যাসবিধি যথা- যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষদি– স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ। গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ। বনীভুত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ। গৃহাদ্বা বনাদ্বা তথা পুনরব্রতী বা ব্রতী বা স্নাতকো অস্নাতকো বা উৎসন্নাগ্নি র্বনাগ্নিকো বা যদহরেব বিরজ্যেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ ইতি।

সেই যাজ্ঞবল্ক মুনি বলিলেন, ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করতঃ গৃহী হইবে, গৃহী হইয়া পরে বনবাসী হইবে, বনী পরে সন্ন্যাস করিবে। যদি অন্ত বিরক্ত হয় তবে ব্রহ্মচর্য্যান্তে প্রব্রজা করিবে। গৃহ হইতে বা বন হইতেও প্রব্রজা করিবে। তথা পুনরায় বলিলেন, ব্রতী হউক, অব্রতীই হউক, স্নাতক হউক আর অস্নাতকই হউক, সাগ্নিক হউক বা নিরগ্নিক হউক, যখনই বৈরাগ্য জাগিবে তখনই প্রব্রজা অর্থাৎ সন্ন্যাস করিবে। ইহাই অনুশাসন। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির অনুশাসনে কোন নির্দ্দিষ্ট কালের কথা নাই। কেবল বৈরাগ্যকালই ত্যাগের কাল বলিয়া উদ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব সন্ন্যাস কলিতে নাই ইহা অজ্ঞোক্তি মাত্র।

স্মৃতি বিষ্ণুসংহিতায় সন্ন্যাসবিধি যথা-

বিরক্তঃ সর্ব্বকামেষু পরিব্রাজ্যং সমাশ্রয়েৎ।
একাকী বিচরতেন্নিত্যং তজ্ঞা সর্ব্বপরিগ্রহম্।
একদণ্ডী ভবেদ্বাপি ত্রিদণ্ডী বাপি বা ভবেৎ।
ত্রিদণ্ডং কুণ্ডিকা চৈব ভিক্ষাধারং তথৈব চ।
সূত্রং তথৈব গৃহ্নীয়ান্নিত্যমেব বহুদকঃ।
ঈষৎকাষায়বস্ত্রস্য লিঙ্গমাশ্রিত্য তিষ্ঠতা॥

সংসারিক সকল কাম্যকর্ম্মাদিতে বিরক্ত মহাজন সন্ন্যাস আশ্রমকে আশ্রয় করিবেন। সকল প্রকার পরিগ্রহ পরিত্যাগ করতঃ নিত্য একাকী বিচরণ করিবেন। এক দণ্ডী বা ত্রিদণ্ডী হইবেন। বহুদক ন্যাসী ত্রিদণ্ড, ভিক্ষাপাত্র, জলাধার, সূত্র, কুণ্ডিকাদি তথা ঈষৎ কাষায়বস্ত্র ধারণ করতঃ অবস্থান করিবেন।।

হারীতস্মৃতিতে–

ত্রিদণ্ডং বৈষ্ণবং সম্যক্ সততং সমপূর্ব্বকম্।
চেষ্টিতং কৃষ্ণ গোবালরজ্জুমচ্চতুরাঙ্গুলম্।
শৌচার্থমাচমণার্থঞ্চ মুনিভিঃ সমুদাহৃতম্॥
কৌপীনাচ্ছাদনং বাসঃ কন্থা শীতনিবারণীম্।
পাদুকে চাপি গৃহ্নীয়াৎ কুর্য্যান্নান্যথা সংগ্রহঃ।
এতানি তস্য লিঙ্গানি যতেঃ প্রোক্তানি সর্ব্বদা॥

সর্ব্বদা সমভাবে বৈষ্ণব ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিবেন। কৃষ্ণবর্ণগোপুচ্ছ রজ্জুর ন্যায় চতুরাঙ্গলী পরিমিত কৌপীন বস্ত্র, শৌচ ও আচমনার্থে জলপাত্র, কৌপীন আচ্ছাদনার্থে বহির্বাস, শীত নিবারণার্থে কন্থা, পাদরক্ষার্থে পাদুকা ব্যবহার করিবে। এতদ্ব্যতীত অন্য কিছুই সংগ্রহ করিবে না। এই সকলই সন্ন্যাসের চিহ্ন বলিয়া কথিত হয়।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে-

অবধূতাশ্রমো দেবি কলৌ সন্ন্যাস উচ্যতে।
বিধিনা যেন কর্ত্তব্যস্তং সর্ব্বং শৃণু সাম্প্রতম্॥
ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে বিরতে সর্ব্বকর্ম্মণি।
অধ্যাত্মবিদ্যানিপুণঃ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ॥
ব্রাহ্মক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এব চ।
কুলাবধূতসংস্কারে পঞ্চানামধিকারিতা॥
বিপ্রাণামিতরেষাঞ্চ বর্ণানাং প্রবলে কলৌ।
উভয়ত্রাশ্রমে দেবি সর্ব্বেষামধিকারিতা॥

মহাদেব বলিলেন, হে দেবি! কলিতে অবধূত আশ্রমই সন্ন্যাস বলিয়া কথিত হয়। যে বিধিতে তাহা সাধিত হয় তাহা শ্রবণ কর। ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইলে এবং সাংসারিক সকল কর্ম্মে বিরক্তি জাগিলে অধ্যাত্ম বিদ্যায় নিপুণব্যক্তি সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করিবেন।।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও অন্ত্যজাদি সকলেই এই বানপ্রস্থ্য ও সন্ন্যাস আশ্রমের অধিকারী। কলি প্রবল হইলেও বিপ্র তথা অন্য বর্ণী সকলেই সেই বানপ্রস্থ্য ও সন্ন্যাস আশ্রমের অধিকারী। প্রবলে কলৌ উভয়াশ্রমে দেবি সর্ব্বেষামধিকারিতা পদে সন্ন্যাস কলিযুগের সার্ব্ববর্ণিক ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। কারণ বর্ণীদের আজীবন গৃহবাসে অবস্থান ভাগবতে নিন্দনীয়।

যথা- কৃষ্ণোদ্ধব সংবাদে-

যস্ত্বাসক্তমতির্গৃহে পুত্রবিত্তৈষণাতুরঃ।
স্ত্রৈণঃ কৃপণধীর্মূঢ়ো মমহামিতি বধ্যতে॥
অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা বালাত্মজাত্মজা।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ॥
এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।
অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ॥

যে গৃহস্থ স্ত্রৈণ, ক্ষুদ্রবুদ্ধি, বিবেকশূন্য ও পুত্রবিত্তাদি সন্ধানরত হইয়া গৃহে আসক্ত হন, তিনি অহংমম ভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকেন।

অহো আমার বৃদ্ধ পিতা মাতা, শিশুসন্তানবতী স্ত্রী, এবং বালক পুত্রগণ আমা ব্যতীত দীন, দুঃখিত ও ব্যথিত হইয়া কিরূপে জীবিত থাকিবে। অবিবেকী পুরুষ গৃহবাসনায় এইরূপে বিক্ষিপ্তচিত্ত ও অতৃপ্ত হইয়া আত্মীয়গণের চিন্তা করিতে করিতে মৃত্যুর পরে অতিতামসী যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব এইরূপ গৃহব্রতীগণ সন্ন্যাসধর্ম্মকে অস্বীকার করিলেও তাহাদের গৃহাসক্তি যে পতনের কারণ তাহা জানিতে পারে না।

স্কন্দপুরাণে– শিখিযজ্ঞোপবীতী স্যাত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ।
স পবিত্রশ্চ কাষায়ী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদা॥

ত্রিদণ্ডী শিখা সূত্র উপবীত কমণ্ডলুধারী হইবে। তিনি পবিত্র কাষায়বস্ত্র ধারণ করিবেন এবং সদা গায়ত্রী জপ করিবেন।

পদ্মপুরাণে- স্বর্গখণ্ডে আদি ৩২ অধ্যায়ে-

একবাসা দ্বিবাসা বা শিখীযজ্ঞোপবীতবান্।
কমণ্ডলুকরো বিদ্বাংস্ত্রিদণ্ডী যাতি তৎপরম্॥

একবস্ত্রধারী বা দ্বিবস্ত্রধারী শিখা ব্রহ্মসূত্রবান্ কমণ্ডলুধারী ত্রিদণ্ডী পরম পদে গমন করেন। ন্যাসীনাং পরমাগতিঃ।

প্রমাণশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে সন্ন্যাসবিধি–

কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ।

এই প্রমাণে ভাগবতের সকল বিধান কলিযুগীয় জনের জন্যই বিহিত হইয়াছে।

৭ম স্কন্ধে যুধিষ্ঠিরনারদ সংবাদে-

দত্ত্বাবরমনুজ্ঞাতো গুরোঃ কামং যদীশ্বরঃ।

গৃহং বনং বা প্রবিশেৎ প্রব্রজেত্তত্র বা বসেৎ॥

ব্রহ্মচারী অধ্যয়নান্তে দক্ষিণা দান করতঃ গুরুর আজ্ঞায় ব্রহ্মচর্য্য ধারণে অসমর্থ হইলে গৃহস্থাশ্রমে, সমর্থ হইলে বনে গমন বা সন্ন্যাস করিবে। অথবা গুরুগৃহেই বাস করিবে।

তথা কৃষ্ণোদ্ধব সংবাদে ব্রহ্মচর্য্য হইতে সন্ন্যাস বিধি–

গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা স্নায়াদ্‌গুর্ব্বনুমোদিতঃ।

গৃহং বনং বোপবিশেৎ প্রব্রজেদ্বা দ্বিজোত্তমঃ॥

ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী শিষ্য কামী হইলে গৃহে, নিবৃত্তকাম হইলে বনে এবং নিষ্কাম ও নির্ম্মলাত্মা হইলে দ্বিজোত্তম সন্ন্যাস করিবে।

সেখানেই গৃহ হইতে সন্ন্যাসবিধি–

কর্ম্মভির্গৃহমেধীয়ৈরিষ্ট্বা মামেব ভক্তিমান্।

তিষ্ঠেদ্বনং বোপবিশেৎ প্রজাবান্ বা পরিব্রজেৎ॥

আমাতে ভক্তিমান্ গৃহী গৃহস্থ উচিত কর্ম্ম সমূহ দ্বারা আমার আরাধনা করিয়া গৃহে বাস বা বনে প্রবেশ করিবে কিম্বা পুত্রবান্ হইলে সন্ন্যাস স্বীকার করিবে।

সেখানেই– বনবাস হইতেই সন্ন্যাসবিধি–

ইষ্ট্বা যথোপদেশং মাং দত্ত্বা সর্ব্বস্বমৃত্বিজে।

অগ্নীন্ স্বপ্রাণ আবেশ্য নিরপেক্ষঃ পরিব্রজেৎ॥

বানপ্রস্থী যথাবিধি যজ্ঞ দ্বারা আমার অর্চ্চনা, পুরোহিতকে সর্ব্বস্ব দান করতঃ নিজ প্রাণে অগ্নি সমূহের আরোপ পূর্ব্বক নিরপেক্ষভাবে সন্ন্যাস করিবে।

অতএব অমলপুরাণ মহাপ্রামাণিক ভাগবতীয় বিধিতে যাহাদের ধ্যান নাই, যাহারা কেবল রাজসিক পুরাণের বিধি লইয়া তর্কাহত, তাহারা যে নিতান্ত বঞ্চিত ও বঞ্চক ইহাতে সন্দেহ নাই। যাহাদের নিকট সাত্ত্বিকপ্রধান নিরন্তকুহক ধর্ম্মধাম শ্রীমদ্ভাগবতীয় বিধির প্রাধান্য নাই। তাহাদের পাণ্ডিত্য ভেককোলাহল সদৃশ। অপিচ বিচারে পূর্ব্ববিধি অপেক্ষা পরবিধির প্রাধান্য বলিয়া পরবিধিই মান্য ও পাল্য। সেখানে পূর্ব্ববিধিতে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ কিন্তু পরবিধিতে তাহা প্রসিদ্ধ। কিন্তু যাহাদের পরবিধির ধ্যান নাই কেবল পূর্ব্ববিধিতে মত্ততা তাহাদের বিচার অশুদ্ধ ও অমান্য। এতদ্ব্যতীত কেবল গৃহাসক্ত স্ত্রীলম্পটদের পক্ষে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ হইলেও তাহাতে বিরক্ত শ্রেয়ঃপন্থীজন পক্ষে সন্ন্যাস যে প্রসিদ্ধ তাহা মন্দপ্রাজ্ঞ্যগণ বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

মহাশাট্টায়নোপনিষদি–

ত্রিদণ্ডমুপবীতঞ্চ বাসঃ কৌপীনবেষ্টনম্।

শিক্যং পবিত্রমিত্যেতদ্বিভৃয়াদ্ যাবদায়ুষম্॥

ত্রিদণ্ডং বৈষ্ণবং লিঙ্গং বিপ্রাণাং মুক্তিসাধনম্।

নির্ব্বাণং সর্ব্বধর্ম্মাণামিতি বেদানুশাসনম্॥

জ্ঞানযজ্ঞঃ স বিজ্ঞেয় সর্ব্বযজ্ঞোত্তমোত্তমঃ।

জ্ঞানদণ্ডো জ্ঞানশিখা জ্ঞানযজ্ঞোপবীতবান্॥

জ্ঞানশিখাময়ী যস্য উপবীতঞ্চ তন্ময়ম্।

ব্রাহ্মণ্যং সকলং তেষামিতি বেদানুশাসনম্॥

ত্রিদণ্ড, উপবীত, কৌপীনাচ্ছাদন বস্ত্র, শিকা ও পবিত্র যাবজ্জীবন ধারন করিবেন। ত্রিদণ্ড বৈষ্ণবচিহ্ন, তাহা বিপ্রদের মুক্তির সাধন এবং সর্ব্বধর্ম্মের নির্ব্বাণ স্বরূপ। ইহাই বেদের অনুশাসন। জ্ঞান যজ্ঞই সর্ব্বোত্তমোত্তম যজ্ঞ, সেখানে জ্ঞানই দণ্ড, জ্ঞানই শিখা স্বরূপ এবং যজ্ঞোপবীতও জ্ঞানময়। যাঁহার শিখা জ্ঞানময়ী এবং উপবীত ও দণ্ড জ্ঞানময়, তিনিই সকল ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের অধিকারী। ইহাই বেদের অনুশাসন।

সন্ন্যাসনির্ণয়ে--

কর্ম্মমার্গে ন কর্ত্তব্যঃ সুতরাং কলিকালতঃ।

অতঃকলৌ স সন্ন্যাসঃ পশ্চাত্তাপায় নান্যথা॥

পাষণ্ডিত্বং ভবেচ্চাপি তস্মাজ্জ্ঞানে ন সন্ন্যসেৎ।

দুর্ল্লভোঽয়ং পরিত্যাগঃ প্রেম্না সিদ্ধতি নান্যথা।

সন্ন্যাসবরণং ভক্ত্যাবন্যথা পতিতং ভবেৎ॥

কলিকালে কর্ম্মমার্গে সন্ন্যাস বিহিত হয় নাই কারণ কলিতে সন্ন্যাস পশ্চাত্তাপের কারণ। বিবেক- ভগবানে রতির উদয় হইলেই বৈরাগ্য সহজ ও সিদ্ধ হয়, অন্যথা পতনের প্রচুর সম্ভাবনা থাকে। কৃষ্ণরতি বিনা অন্যকারণে অতিরিক্ত কলিসিক্ত দলভুক্ত কামাসক্ত রামারক্তগণ সন্ন্যাস করিয়াও করণাপাটব দোষে বান্তাশী হয়। ইহা পরিতাপের বিষয়। ২য়তঃ পাষণ্ডত্ব নিবন্ধন জ্ঞানমার্গে সন্ন্যাসও করিবে না। কারণ পরিত্যাগ সুদুর্ল্লভ। তাহা প্রেমেই সহজসিদ্ধ, ইহার অন্যথা হয় না। অতএব ভক্তিমার্গেই সন্ন্যাস বরণ সম্ভব অন্যথা পতিত হইবে। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত বিচার হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে যে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহা কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গীয় কিন্তু প্রেমভক্তিমার্গীয় নহে। ভক্তিমার্গে সন্ন্যাস প্রসিদ্ধ। কিন্তু বিচারশূন্য অসারগ্রাহীগণই সন্ন্যাস নাই বলিয়া বৃথা মত্ততা প্রকাশ করেন। **অন্যত্র–**

সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু সন্ন্যাসগ্রহণং সতাম্।

দণ্ডগ্রহণমাত্রেণ পরং নির্ব্বাণকারণম্॥

কলৌ দণ্ডগ্রহণেনৈব পরং নির্ব্বাণকারণম্॥

সত্য ত্রেতা দ্বাপরাদি যুগে সাধুদের সন্ন্যাসগ্রহণ প্রসিদ্ধ। দণ্ডগ্রহণমাত্রই তাহা জন্মান্তর কারণভূত আরব্ধকর্ম্মের নির্ব্বাণ স্বরূপ। কলিতে কিন্তু দণ্ডধারণমাত্রই নির্ব্বাণ কারণ। অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনীষী বৈষ্ণবগণ শাস্ত্রদৃষ্টিতে সন্ন্যাসধর্ম্মাশ্রয় করিয়াছেন। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ বলেন, ঘরপাগ্‌লাগণই কলিতে সন্ন্যাস নাই বলিয়া চীৎকার করে। মন্ত্রজীবী গৃহীগুরুগণ তথা অকালপক্ক ভেকধারীগণ বলেন, সন্ন্যাস বৈষ্ণব কৃত্য নহে। কারণ রক্ত বস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়। কিন্তু বিচার্য্য- কাষায় বস্ত্র ও রক্তবস্ত্র এক নহে। মায়াবাদীগণ রক্তবস্ত্র পরিধান করেন আর বৈষ্ণব ন্যাসীগণ কাষায় বস্ত্র পরিধান করেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী কাষায় বস্ত্রের গর্হণ করেন নাই। কেহ কেহ শাস্ত্র দৃষ্টিতে সন্ন্যাস স্বীকার করিলেও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে তাহার পরম্পরা নাই এবং মহাপ্রভু কাহাকেও সন্ন্যাস দেন নাই বা গ্রহণ করিতে আদেশও করেন নাই এইরূপ উক্তি করেন । ইহা যুক্তিপূর্ণ উক্তি কিন্তু প্রভুর আচরণ কিভাব সূচিত করে তাহা বিচার্য্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধাকুণ্ডের মৃত্তিকায় তিলক করিতে কাহাকেও আদেশ করেন নাই তথাপি তদনুগামীজন সেই মৃত্তিকায় তিলক করেন কেন? দ্বিতীয়তঃ মহাপ্রভু কেবল মাত্র শ্রীল রঘুনাথদাসকেই গোবর্দ্ধনশিলায় পূজার আদেশ করেন। অন্য কাহাকেও তাহা দেন নাই বা তাহার

পূজা করিতেও আদেশ করেন নাই। তথাপি গৌড়ীয়াভিমানী বৈষ্ণবগণ গোবর্দ্ধনশিলা পূজা করেন কেন? তাঁহাদের এই আচরণ কি গৌরানুগত্যের নিদর্শন? যদি বলেন, মহাপ্রভু আদেশ না করিলেও ইহা ধর্ম্মলক্ষণময় শাস্ত্রীয় আচরণ। বেশ, ইহা যদি সিদ্ধান্ত হয় তাহা হইলে শাস্ত্রীয় ও মহাপ্রভুর আচরিত সন্ন্যাসধর্ম্মের আচারে দোষারোপ হইতে পারে না। শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদকে মহাপ্রভু ভেক দেন নাই। তিনি মহাপ্রভুর প্রধানপার্ষদ। তিনি মহাপ্রভুর নিকট বেশ গ্রহণ করিতে পারিতেন। পরন্তু তাহা না করিয়া কেন নিজে নিজেই ধৃতি কাটিয়া ডোর কৌপীন করিয়া পরিলেন? যদি নৈষ্টিক সরস্বতী ঠাকুরের যতিবেশাশ্রয়ে অনানুগত্য দোষ হয় তাহা হইলে সনাতন গোস্বামীর বেশগ্রহণেও সেই দোষ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু আমরা জানি যে সনাতনগোস্বামীর বেশাশ্রয়ে কোন দোষ নাই। কারণ তাহাতে দোষ থাকিলে মহাপ্রভু নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করিতেন। তিনি প্রত্যক্ষেই গুরুতুল্য ব্রহ্মানন্দ ভারতীর স্বেচ্ছাবেশের গর্হণ করিয়াছেন। এখানে অনধিকার চর্চ্চাই দোষের কারণ তাহা জানা যায়। সুতরাং পরম অধিকারীকে অনধিকারীর ভূমিকায় আনিয়া তথা অনধিকারীকে পরমাধিকারীর ভূমিকায় আনিয়া বিচার করিলে বিচার সত্য হয় না। এইরূপ বিচার করাটাই দোষাবহ। তদ্রূপ অনধিকারীকৃত্য মনে করিয়া অবজ্ঞা করিলে ব্রহ্মার কন্যাগমন দর্শনে হাস্যকারী মরীচিপুত্রদের অধঃপতনের ন্যায় অপরাধপঙ্কে পতিত হইতে হয়। শ্রীল সনাতন গোস্বামী যেরূপ স্বাধিকারে শ্রীমহাপ্রভুর সম্মুখে কৌপীন রূপ সন্ন্যাসবেশ আশ্রয় করেন, মহাপুরুষ শ্রীল বিমলাপ্রসাদও স্বাধিকারে শ্রীমহাপ্রভুর সম্মুখে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। অযথোচিত আচারই নিন্দনীয় কিন্তু বিমলাপ্রসাদের কোন আচার অযথোচিত? তিনি কি ভেকাধারীর ন্যায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে নারীসঙ্গী বা প্রসঙ্গী? নবদ্বীপের ভেকধারীগণ শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজীর সমাধি কালে বিমলাপ্রসাদকে অনধিকারী বলিয়া আপত্তি করিলে তাহারাই পরে বিমলাপ্রসাদের বাক্যে ব্যভিচারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন, আপনারা ভেকাশ্রয়ী বলিয়া অভিমান করিতেছেন ঠিক কিন্তু আপনাদের মধ্য থেকে অন্ততঃ তিন দিন স্ত্রীসঙ্গ করেন নাই এমন কেহ যদি থাকেন, তাহা হইলে তিনি আমার গুরুদেবের পবিত্র কলেবর স্পর্শ করিতে পারেন। তখন শত শত লোকের সমক্ষে তাহাদের মধ্য থেকে একজনও অগ্রসর হইলেন না। কারণ তথাকথিত বৃথা অভিমানীগণ গুরু থেকে ভেক লইলেও প্রকৃত পক্ষে ভেকের অধিকারী নহেন। তাহারা যদি অধিকারীই না হইল তাহা হইলে তাহাদের গুরুত্ব ও তৎসম্প্রদায়িত্ব বা কোথায় রহিল? এখন বিচার্য্য- ভেক কাহাকে বলে ও তাহার প্রবর্ত্তক কে? ভেক বলিয়া সনাতন শাস্ত্রে কোন শব্দ নাই। ভিক্ষুবেশই ভেক নামে পরিচিত। ভিক্ষু শব্দের অপভ্রংশই ভেক। ভিক্ষু কে? সন্ন্যাসীর এক নাম ভিক্ষু। অতএব ভেকও সন্ন্যাসবেশ। যাহারা সন্ন্যাসের নিন্দা করেন তাহারাও সন্ন্যাসবেশী। ভেক সন্ন্যাসাচার বিশেষ। কারণ সন্ন্যাসী ব্যতীত ব্রহ্মচারী গৃহস্থ ও বানপ্রস্থীর কৌপীন বহির্ব্বাস পরিধেয় নহে।

কেহ বলেন, সনাতনগোস্বামীই ভেকের প্রবর্ত্তক কিন্তু এই ভেক পদ্ধতিরও কোন পরম্পরা নাই। আর সনাতনগোস্বামী কাহাকেও ভেক দিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই।

বিবেক-সন্ন্যাসী দ্বিবিধ। বিদ্বৎসন্ন্যাসী ও বিবিৎসা সন্ন্যাসী। বিদ্বৎসন্ন্যাসী সহজ পরমহংস ও নিরপেক্ষ। আর বিবিৎসা সন্ন্যাসী সাধক, বিধি ও সম্প্রদায় সাপেক্ষ। শ্রীল সনাতন গোস্বামী স্বতঃসিদ্ধ বিদ্বৎসন্ন্যাসী। তাঁহার সম্প্রদায়ের কোন অপেক্ষা নাই। তিনি **সলিঙ্গান্ আশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ** পর্য্যায়ে অবস্থিত। পরন্তু মহাপ্রভু ঈশ্বর হইয়াও জগৎশিক্ষার জন্য সম্প্রদায় বিধিতে বাহ্যতঃ ব্রাহ্মসন্ন্যাসী থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও তিনি ভাগবতীয় ত্রিদণ্ডীগীত **এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ। অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥** শ্লোকের সমাদর জানাইয়াছেন। যথা- প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুক বচন। মুকুন্দসেবন ব্রত কৈল নির্ধারণ। পরমাত্মা নিষ্ঠা মাত্র বেশ ধারণ। মুকুন্দসেবায় হয় সংসার তারণ।। ইত্যাদি। ইহা দ্বারা ভাগবত বিধানেই সন্ন্যাস কর্ত্তব্য তাহা সূচিত করিয়াছেন। কারণ ভাগবতই সাধন ভজনাদি ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক শাস্ত্র। শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।

কেহ বলেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দণ্ড ভাঙ্গিয়া জানাইয়াছেন যে, কলিতে সন্ন্যাস নাই। এইরূপ উক্তিতে আছে মহামূর্খতার পরিচয় এবং পরোক্ষে মহাপ্রভুকে অবিবেকী ও উন্মত্ত সাবস্ত করা। তাহাদের বক্তব্যে এইভাব প্রকাশ পায় যে, মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া ভূল করিয়াছেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাহার শোধন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজপাদ বলেন, ইঁহো কেনে দণ্ড ভাঙ্গে, তেঁহো কেনে ভাঙ্গায়। ভাঙ্গাঞা ক্রোধে তেঁহো ইঁহাকে দোষায়।। দণ্ডভঙ্গ লীলা এই পরম গম্ভীর। সেই বুঝে, দুঁহার পদে যাঁর ভক্তি ধীর।। গৃহব্রতী ও মর্কটবৈরাগী ইহার মর্ম্ম অনুধাবন করিতে অক্ষম। কারণ তাহারা অধীর। অধীরগণ কখনই ঈশ্বরকৃত্যের মর্ম্ম নিজ মেধায় বুঝিতে পারে না। তাহারা বিকল্পনাপথে নিন্দাপঙ্কে পতিত হয়। দণ্ডভঙ্গ লীলার রহস্য এইরূপ যে, মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্। তিনি শাস্ত্রবিধানে নাম সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তাহাকে মূর্খগণ অস্বীকার করিয়া তাহার নিন্দা করিতে লাগিল। প্রভু তাহাদের চিত্তশোধের জন্য বৈধ পথে সন্ন্যাস করিলেন। কিন্তু রাগধর্ম্মে সেই বিধিযোগ্য দণ্ডধারণের প্রয়োজনীয়তা নাই বলিয়াই সর্ব্বজ্ঞ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাহা ভঞ্জন করেন। রহস্য- রাগই পরম সমর্থ। রাগই সর্ব্ববিধিময়। যেখানের রাগের সাধ্যতা সেখানে বিধির বাধ্যতা থাকে না। আর যেখানে বিধির বাধ্যতা সেখানে রাগের সাধ্যতা থাকে না। বৈদিক বিধিধর্ম্ম রাগের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না। বিধিকৃত্য অনেক সময় রাগের ব্যাঘাতক হইয়া উঠে। প্রেমনৃত্যের বিরোধী বলিয়াই তাহার ধারণ উদ্বেগকর দেখিয়া প্রভু তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অপরপক্ষে প্রভুর দণ্ডভঙ্গ ব্যাপারটি গৌরাভীষ্টপ্রদ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্বেচ্ছাকৃত্য নহে তাহা শ্রীমহাপ্রভুর আন্তরিক অভিপ্রেত বিষয়, ইহা **তেঁহ কেনে ভাঙ্গায়** এই পদে সূচিত হইয়াছে। অপিচ সলিঙ্গান্ আশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ এই কৃষ্ণোক্তি হইতে চিরদিন যে দণ্ডধারণ কর্ত্তব্য নহে তাহাও সূচিত হয়। এই সকল ঘটনার পরিপেক্ষিতে সন্ন্যাস নাই বলা মূর্খতা মাত্র। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে সন্ন্যাসের পরম্পরা নাই কেন? উঃ- ইহা অপ্রিয়সত্য কথা যে, শ্রীমহাপ্রভুর ভজনাদর্শকে অনুসরণ করিয়া অনেকেই ধন্য হইলেও অনুকরণ করিয়া প্রকৃত সত্ত্বের অভাবে অনেকেই বন্য ও জঘন্য হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলকেই হরিনামকীর্ত্তনের উপদেশ করিয়াছেন বটে কিন্তু কাহাকেও মন্ত্র দেন নাই। তিনি রূপসনাতনাদিকে ভাগবতধর্ম্মের রহস্য শিক্ষা দিয়াছেন মাত্র। তাঁহার অনুগত জনের

কেহ বা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বংশ ও শিষ্যপরম্পরায় কেহই শ্রীচৈতন্যের আশ্রমাদর্শ রক্ষা করেন নাই। তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও অদ্বৈত প্রভুর অনুকরণে গৃহে প্রবেশ করিলেও প্রকৃত পক্ষে প্রভুদ্বয়ের আদর্শচ্যুত হইয়া গৃহব্রতী ও গৃহমেধীধর্ম্মে মন্ত্রজীবী ও ভাগবতজীবী হইয়াছেন। যে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মূলে সন্ন্যাস বিদ্যমান্ সেই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রভুসন্তানগণ ও শিষ্যগণের কেহই শ্রীচৈতন্যের আশ্রমাদর্শের পরম্পরা রক্ষা করিলেন না। তাহারা প্রেমধর্ম্মকে কামপরম্পরায় পরিণত করিলেন। কোথায় পার্ষদগণের কৃষ্ণানুরাগ আর কোথায় তদীয় অধস্তনাভিমানীজনের বিষয়ানুরাগ।বিপ্রের অধস্তনদের মধ্যে যদি বিপ্রত্ব না থাকে তাহা হইলে তাদৃশ অভিমান বিফল। মহাপ্রভুর পার্ষদগণ নিত্যসিদ্ধকৃষ্ণপ্রেমিক ছিলেন বলিয়া সাধকের ন্যায় তাঁহাদের সাধনদশায় সন্ন্যাসাদি বিধি পালনের প্রয়োজনীয়তা ছিল না। কিন্তু যাহাদের মধ্যে নিরুপাধিক কৃষ্ণপ্রেমতৎপরতা নাই তাহাদের সাধনের প্রয়োজনীতা থাকায় বিধির বাধ্যতা অবশ্য স্বীকরা করিতে হয়। যাহাদের মধ্যে রাগধর্ম্মের প্রকাশ নাই তাহাদের বিধিসাধ্যতা থাকে। কেবল অধস্তন অভিমানে প্রেমধর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। ভোগীয় চেষ্টা ও প্রেমিকের চেষ্টা বাহ্যতঃ এক হইলেও তাহাতে আকাশ পাতাল ভেদ বর্ত্তমান্। যাহার চরিত্রে চৌর্য্য বর্ত্তমান্ কিন্তু ব্রহ্মণ্য নাই তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। তদ্রূপ প্রেমতৎপরতা না থাকিলে তাহাকে প্রেমিক বলা উচিত নহে। অনেকে সনাতন গোস্বামীর বেশাচারকে সমাদর করেন কিন্তু তাঁহার রচিত হরিভক্তিবিলাসের আচারে উদাসীন। অনেকে অকালপক্ক হইয়া রূপগোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি লইয়া টানাটানি করেন কিন্তু তাঁহার উপদেশামৃতের সন্ধান রাখেন না। এই রূপ বিচারাচার অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়ে বিজ্ঞের উপহাসাস্পদ মাত্র। অনেকে গুরু হইতে ভেকাদি লইয়াছেন সত্য কিন্তু স্ত্রীসঙ্গী বা বিষয়াসক্ত। তাহারা কি সাধু? মহাপ্রভু বলেন, অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রী সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।। ত্যাগীবেশী অসাধুদের পরম্পরারই কি মূল্য? যেহেতু তাহাদের জন্য শ্রীমহাপ্রভুর দ্বার মানা। তাহারা মহাপ্রভুর দ্বারে যাইতেও সমর্থ নহেন। তাহারা মহাপ্রভুর অদৃশ্য। বৈরাগী হৈয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ। দেখিতে না পাঁরো মুঁই তাহার বদন।। পক্ষে শ্রীল প্রভুপাদ স্বতঃসিদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ ও উপসমাত্মা। তাঁহার আচার বিচার ও প্রচারে অশ্রোত্রিয় কিছুই নাই। বিচার্য্য- প্রকৃত কৃষ্ণরতির অভাবে ফল্গুবৈরাগীদের যে ত্যাগীবেশ ধারণাদি তাহা নূন্যাধিক ভণ্ডামী মাত্র। তাহাতে স্বপর বঞ্চনাই বিদ্যমান্। কারণ তাদৃশ জন ও তাহাদের অনুগামীজনও মহাপ্রভুর অদৃশ্য। অদৃশ্যদের আচার বিচারাদি তথা সাম্প্রদায়িক অভিমানাদি সকলই বৃথা। রামানন্দরায়কে ছোট হরিদাসের ভূমিকায় তথা অক্ষান্ত সাধককে পরমক্ষান্ত রামানন্দরায়ের ভূমিকায় বিচার করিলে দুর্বুদ্ধিতারই পরিচয় প্রাপ্তি ঘটে। অনধিকারীর স্বেচ্ছাচার নিন্দিত হইলেও পরমাধিকারীর শিষ্টাচার ও স্বভাব কখনই নিন্দিত নহে। তাহাতে দোষ দৃষ্টিকারীগণই নিন্দিত। বিচারক নিরপেক্ষ না হইলে বিচার কখনই ন্যায্য হয় না। অতএব মহাপুরুষপ্রবর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের আচার বিচার সর্ব্বতাই শাস্ত্রীয় মহাজনোচিত। তিনি শ্রীচৈতন্যানুগত্যেই সন্ন্যাস করতঃ শ্রীরূপানুগধারায় তদীয় মনোঽভীষ্ট প্রচার করিয়াছেন।

---ঃ০ঃ০ঃ০ঃ---

শ্রীগৌড়ীয়মঠপ্রশস্তিকৌমুদী

ভক্তিসর্ব্বস্ব গোবিন্দ মহারাজ

অন্ধ্রপ্রদেশে খলু গুণ্টুরাখ্যে কৃষ্ণাবিভাগে সুধিভক্তবাসে। গৌড়ীয়পূর্ব্বং মঠনামকেন্দ্রে জীয়াজ্জয়ন্তীহ সুবর্ণনামা।।১। অন্ধ্রপ্রদেশে কৃষ্ণাবিভাগে গুণ্টুর নামক সুধি ভক্তনিবাসে গৌড়ীয় মঠ নামক কেন্দ্রে স্বর্ণজয়ন্তী জয়যুক্ত হউক। ১

দিগ্ভ্যঃ স্বদেশাদপি কৃষ্ণনাথা স্তদর্থমেবাত্র সমাগতা যে। তে গৌরসেবাপরমার্থবিজ্ঞা জয়ন্তামদ্ধাহরিকীর্ত্তনে চ।। ২।। সেই স্বর্ণজয়ন্তী মহোৎসব উপলক্ষ্যে নানাদিক থেকে তথা স্বদেশ থেকে সমাগত মানধনভাজী গৌরসেবারূপ পরমার্থ বিজ্ঞ ভক্তগণ তাহারা হরিকীর্ত্তনে সর্ব্বতোভাবে জয় যুক্ত হউন।। ২

জীয়াজ্জগতাং হরিনামগীতং চৈতন্য কৃষ্ণোজ্জ্বলতত্ত্বশাস্ত্রম্। রূপানুগাভক্তিরসপ্রবাহঃ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীচ।।৩।। ইহ জগতে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন জয়যুক্ত হউক, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের উজ্জ্বলতত্ত্ববেদ জয়যুক্ত হউক, শ্রীরূপানুগাভক্তি রসপ্রবাহ জয় যুক্ত হউক এবং রূপানুগ মহাজনপ্রবর শ্রীলভক্ত সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী সুধাকর জয় যুক্ত হউন।।৩

শ্রীগৌরবাণী প্রতিমাস্বরূপঃ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীহ। দেশে বিদেশে হরিগৌরবার্ত্তা প্রচার কেন্দ্রং কৃতবান্ মহান্তঃ।।৪।। শ্রীগৌরবাণীর মূর্ত্তিস্বরূপ মহান্ত শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর দেশে বিদেশে বিশুদ্ধ হরি গৌরবার্ত্তার প্রচার কেন্দ্র রচনা করিয়াছিলেন।।৪

তস্যাদিশিল্পী গুরুপ্রেষ্ঠ নামা মহামনাভক্তিবিলাসতীর্থঃ। সদ্ভক্তদত্তে রঘুনাথপীঠে শ্রীগৌররাধাপরমেশমূর্ত্তিম্।।৫।। সংস্থাপয়ামাস নৃণাং হিতায়। ততশ্চ গৌড়ীয়মঠায়তে স্ম।। সেই গৌড়ীয় মঠ রচনার আদিশিল্পী গুরুপ্রেষ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ মহামনা শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ এখানে সজ্জন দত্ত শ্রীরামমন্দিরে মানবের নিত্য কল্যাণার্থে শ্রীগৌর ও শ্রীরাধাগোবিন্দ মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং অতঃপর ইহা শ্রীগৌড়ীয় মঠে পরিণত হয়।। ৫

তচ্ছিষ্যবর্য্যো গুরুগৌরনিষ্ঠঃ সদ্ধর্ম্মপাল্যমলকীর্ত্তিশালী। শ্রীপদ্মনাভাখ্য যতির্ম্মহান্ যঃ শ্রীবৃদ্ধিমস্যাপি চকার ধীরঃ।।৬।। তাহার প্রধান শিষ্য গুরুগৌরাঙ্গে সেবানিষ্ঠ, সদ্ধর্ম্মপালী অমল কীর্ত্তিশালী মহান্ ধীরমতি শ্রীভক্তিকমল পদ্মনাভ নামক যতিরাজ এই মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন।।৬

ততো মহান্তো মুনিনাম দণ্ডী সেবা সমৃদ্ধিঞ্চ করোতি ভক্ত্যা। এতস্মিনব্দে তু সুবর্ণযাত্রা মহোৎসবে মাধবতুষ্ঠিসিদ্ধ্যৈ।। ভক্তৈকসম্মেলন সাধুকৃত্যৈ স্তস্য প্রচেষ্টা সুধিকীর্ত্তনীয়া।।৭।। অতঃপর মহান্ত শ্রীভক্তি সুহৃৎ মুনি নাম ন্যাসীবর ভক্তদের সহিত ইহার সেবা সমৃদ্ধি করিতেছএন। এই বৎসর মঠের স্বর্ণজয়ন্তী মহো ৎসবে মাধবে তুষ্টি সিদ্ধিকল্পে ভক্ত সম্মেলন এবং সাধু সেবাদি দ্বারা তাঁহার প্রচেষ্টা সুধীগণের প্রশংসনীয় বিষয়।।৭

মঠং ন তদ্যত্র চ নাস্তি ছাত্র শ্ছাত্রো ন সো যস্য চ নাস্তি ভক্তিঃ। ভক্তির্ন সা যা হরিতুষ্টিদা ন হরির্ন সো যো রসকেলিকৃন্ন।। ৮।। তাহা মঠ নহে যেখানে ছাত্র থাকে না। তিনি ছাত্র নহেন যাহার ভক্তিনাই। তাহা ভক্তি নহে, যাহা হরির সন্তো ষদায়িনী নহে এবং তিনি হরি নহেন যিনি রসকেলি করেননা।।৮।।

দয়া ন সা স্যাদ্ধরিভক্তিকৃন্ন যা কীর্ত্তির্ন সা স্যাদ্ধরিভক্তিজা ন যা। ভক্তির্ন সাস্যাদ্ধরিতোষিকা ন যা মুক্তির্ন সা স্যাদ্ধরিদাস্যদা ন যা।। ৯।। তাহা প্রকৃত দয় নহে যাহা হরিভক্তির উদয় করায় না। তাহা কীর্ত্তি নহে যাহা হরিভক্তি হইতে জাত নহে। তাহা ভক্তি নহে যাহা হরিপ্রীতিপ্রদ নহে এবং তাহা মুক্তি নহে যাহা হরিদাস্য দান করেন। কারণ হরিদাস্যই প্রকৃত মুক্তি।।৯

গুরু স একঃ পরমার্থদাতা বন্ধুশ্চ লোকে হরিসৌখ্যধাতা। পতিশ্চ কৃষ্ণেরতিভক্তিরাতা মতির্হি কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিরজঃ প্রমাতা।।১০।। তিনিই একমাত্র গুরু বাচ্য যিনি পরমার্থ দাতা, ইহলোকে তিনিই প্রকৃত বন্ধু যিনি হরিসেবা বিষয়ক সুখ বিধাতা। তিনিই প্রকৃত পতি যিনি কৃষ্ণে রতি ভক্তি পালন করেন এবং তাহাই মতি যাহা কৃষ্ণপাদপদ্মের মতি প্রণেতা।। ১০

দেয়ং জনেভ্যো হরিভক্তিরেকং লভ্যঞ্চ তেভ্যোপি তদানুকূল্যম্। গেয়ং জনেভ্যো হরিভক্তিগীতং শ্রাব্যঞ্চ সদ্ভ্যো হরিগীতমেক মিয়ং হি গৌড়ীয়মঠস্য শিক্ষা।।১১।। জনতাকে হরিভক্তিই একমাত্র দেয়বিষয় এবং তাহাদের নিকট থেকে হরিসেবানুকূল্যমাত্রই লভ্য অন্য কিছু নহে। জন সমাজে হরিভক্তিগীতই একমাত্র গেয়বিষয় এবং সাধুদের থেকে একমাত্র হরিভক্তিগীতই শ্রবণীয়, অন্য কিছু নহে। ইহাই গৌড়ীয় মঠের শিক্ষার বিষয়।।১১

গৌড়ীয় দানং পরমং পবিত্রং গৌড়ীয় সেব্যশ্চ পরাৎ পরো হি। গৌড়ীয় বিদ্যাশ্রুতিসারগর্ভা গৌডীয় পীঠং পরমার্থতীর্থম্।।১২।। গৌড়ীয়দের দান পরম পবিত্র, গৌড়ীয় সেব্য হলেন পরাৎপর তত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। গৌড়ীয় বিদ্যা শ্রুতিসার গর্ভিত এবং গৌড়ীয় মঠ পরমার্থ তীর্থ স্বরূপ।।১২

গৌড়ীয় দীক্ষা পরমা প্রসিদ্ধা গৌড়ীয় শিক্ষা রসদা সমৃদ্ধা।
গৌড়ীয় বাণী জনবোধবধানী গৌড়ীয়কৃত্যং ভজনৈকপথ্যম্।।১৩
গৌড়ীয় দীক্ষা পরম প্রসিদ্ধা, গৌড়ীয় শিক্ষা রসপ্রদ ও সমৃদ্ধা। গৌড়ীয় বাণী জনতার একমাত্র জ্ঞানের রাজধানী স্বরূপ এবং গৌড়ীয় কৃত্য ভজনের একমাত্র পথ্য স্বরূপ।

গৌড়ীয়পত্রং জগতেকমিত্র প্রেমার্থ সত্রং নিরপেক্ষসূত্রম্।
প্রমাদশাত্রং প্রিয়ধামযাত্রং মুকুন্দগোত্রং হ্যপবাদবেত্রম্।।১৪
গৌড়ীয়পত্র জগতের একমাত্র মিত্র স্বরূপ ইহা প্রেম প্রয়োজনের যজ্ঞ স্বরূপ। ইহা নিরপেক্ষ বিচারের সুচনাকারী। ইহা প্রমোদনাশকারী এবং প্রিয়কৃষ্ণের ধামের যাত্রী স্বরূপ। তথা মুকুন্দের গোত্রভূত এবং অপরাধীর প্রশাসনবেত্র স্বরূপ।

শ্রীরাধিকারাধনদর্শ্যসিদ্ধো গৌড়ীয়বাদো হরিণোপদিষ্টঃ।
সংস্থাপিতো রূপ মহো দয়েন গোস্বামি পাদৈরিহ পার্ষদ্যগ্র্যৈঃ।।১৫
আস্বাদিতশ্চাথ বিচারিতো দ্ধা প্রবর্ত্তিতো ভক্তিবিনোদমুখ্যৈঃ।
প্রচিরতশ্চ প্রভুপাদপাদৈঃ তদ্দাসদাসা বয়মাত্র লোকে।। ১৬
গৌড়ীয়বাদ শ্রীরাধিকার আরাধনার আদেশে সিদ্ধ এবং গৌররূপী হরি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট। শ্রীধরগোস্বামী ইহার সংস্থাপনকর্ত্তা। পার্ষদপ্রধান গোস্বামীগণ কর্ত্তৃক ইহা বিচারিত এবং আস্বাদিত। ইহা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক জনসমাজে বিপুলভাবে প্রচারিত ইহলোকে আমরা তাহারই দাসানুদাস।।

প্রোজ্ঝিতকৈতবধর্ম্মনিকেতং সূর্জ্জিতভক্তিবিলাসবিভাতম্।
বাদবিবাদবিষাদবিশাতং গৌরমতং সকলর্দ্ধিনিবীতম্।।১৭
শ্রীগৌরমত প্রোজ্ঝিত বৈষ্ণবধর্ম্মের নিকেতন স্বরূপ, ইহা সুন্দররূপে সমৃদ্ধিমান ভক্তিবিলাসে প্রকাশমান ইহা অপবাদ বিষয়ক বিবাদ জাত বিষাদের বিনাশ কারী তথা সকল প্রকার ধর্ম্ম সমৃদ্ধি দ্বারা সম্বলিত।।
শ্রীকৃষ্ণএব পরমেশ্বর আদিদেবো বেদাদিশাস্ত্রপরিনিশ্চিততত্ত্বধাম।
তৎপাদসেবনমিহোত্তমধর্ম্মকৃত্যং তৎপ্রীতিরেহ হি নৃণাং পরমার্থকন্দঃ।।

এই গৌড়ীয় মতে শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর এবং আদিদেবতা। তিনিই বেদাদি সকল শাস্ত্রের একমাত্র পরিনিশ্চিত তত্ত্বধাম স্বরূপ। তাহার পাদপদ্ম সেবাই ইহা সংসারে সর্ব্বো ত্তম ধর্ম্ম কৃষ্ণ তথা তাহার প্রীতিমাত্রই মনুষ্যদের পরমার্থ কন্দ স্বরূপ।।১৮

রাধাপদাম্ভোজরজোনুগ্রাহ্য স্তস্যাঃ সখীসঙ্গতিমাত্রজীব্যঃ।
গোবিন্দসেবারসপানমত্তো ধন্যাতিধন্যো ভূরিভাগ্যশালী।।

গৌড়ীয়মতে যিনি শ্রীমতী রাধিকার পাদপদ্ম ধূলীদ্বারা অনুগৃহীত তাহার সখী সঙ্গতি যাহার একমাত্র উপজীব্য স্বরূপ, যিনি গোবিন্দের সেবারস পানে মত্ত তিনিই ধন্যাতিধন্য এবং মহাভাগ্যশালী।।

বেদৈর্ন বাদৈর্নহি যোগভাগৈ র্জ্ঞানৈর্ন দানৈর্ন চ যজ্ঞকামৈঃ।
ভক্ত্যৈকয়া কেবলমেব কৃষ্ণো লভ্যস্তু রূপানুগয়া চ সত্যম্।।
শ্রীকৃষ্ণবেদবিচারে লভ্য নহেন, বিবিধ তত্ত্ববাদেও লভ্য নহেন যোগধর্ম্মে, ভোগধর্ম্ম জ্ঞান দান ধর্ম্ম যজ্ঞ তথা কাম্যকর্ম্মাদি দ্বারাও লভ্য নহেন পরন্তু রূপানুগা কেবলাভক্তিদ্বারাই সহজলভ্য।।

গুণো ন সো যেন হরির্ন লভ্যো ন তদ্ধনং যেন হরির্ন সেব্যঃ।
জ্ঞানং তদ্‌যেন হরির্ন বোধ্যঃ প্রাণং ন তদ্‌যেন হরির্ন তুষ্টঃ।।২১
যেইগুণ প্রকৃত গুণ নহে যাহার দ্বারা হরি লভ্য না হয়। সেই ধনও প্রকৃত ধন নহে যদ্দ্বারা হরি সেব্য না হয়। সেই জ্ঞানও প্রকৃত জ্ঞান নহে যদ্দ্বারা হরিতত্ত্ব বোধ না হয় আর সেই প্রাণও প্রকৃত প্রাণ নহে যদ্দ্বারা হরি তুষ্ট না হয়। হরিতোষ দ্বারা গুণ ধন জ্ঞান প্রাণাদির প্রকৃতত্ব প্রসিদ্ধ হয়। ইহাই ভাগবতীয় সিদ্ধান্ত। গৌড়ীয় মঠ ইহারই আচার বিচার ও প্রচার কেন্দ্র।২১

সংসার সিন্ধোর্যদি পারমিচ্ছেৎ প্রেমামৃতৈকাশনমেকমিষ্টম্।
রাধাপদাম্ভোজরতৌমনশ্চে ত্তদৈব গৌড়ীয়মঠং শ্রয়েত।।২২
অহে যদি সংসার সিন্ধুর পার ইচ্ছা থাকে, যদি একমাত্র কৃষ্ণ প্রেমামৃত আস্বাদনই ইষ্ট হয়, যদি রাধাপাদপদ্মের রতিতে মতি থাকে তাহা হইলে গৌড়ীয় মঠকে আশ্রয় করিবে।।

ক্ব কৃষ্ণচন্দ্র ক্ব চ তৎপ্রসাদঃ ক্ব প্রেমধাম ক্ব চ ভক্তরঙ্গঃ।
ক্ব ধর্ম্মনিষ্ঠা ক্ব চ সাধুসঙ্গঃ শ্রৌগৌরদাসে সকলন্তু সিদ্ধম্।।২৩
কোথায় কৃষ্ণচন্দ্র? কোথায় তাহার প্রসাদ? আর কোথায় প্রেমধাম? কোথায় বা ভক্তিরঙ্গ? কোথায় ধর্ম্মনিষ্ঠা? আর কোথায় বা শুদ্ধ সাধুসঙ্গ? শ্রীগৌরদাসে কিন্তু সকলই সুসিদ্ধ।।

গোলোকবাসে হরিভক্তিরাসে রাধানুদাস্যামৃতভূবিলাসে।
মাধুর্য্যপ্রাসে লসতে মনশ্চেদ্ গগৌড়ীয়তত্ত্বে রমতাং রসজ্ঞ।।২৪
অহে রসজ্ঞ যদি সর্ব্বোচ্চ গোলোকধাম বাসে, শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি রাসে, রাধিকার অনুদাস্যামৃত ধরণীবিলাসে তথা আরাধ্যমাধুর্য্য আস্বাদনে তোমার মন বসে তাহা হইলে গৌড়ীয়সিদ্ধান্ত রসে তুমি বিলাস কর।।২৪

সিদ্ধান্তবোধাচ্যুতভক্তিতোষ মাত্মপ্রসাদং ভগবৎপ্রমোদম্।
জন্মাদিসাফল্যমথেচ্ছসি চেদ্ গৌড়ীয়সাধ্যে কুরুতানুরাগম্।। ২৫
অতঃপর যদি ইহ জগতে বিশুদ্ধসিদ্ধান্তপথের সহিত অচ্যুতের ভক্তিবিষয়ক সন্তোষ, আত্মপ্রসাদ, তথা ভগবৎ কেলি প্রমোদ এবং

জন্মাদি সাফল্য ইচ্ছাকর তাহা হইলে সর্ব্বসাকল্যে গৌড়ীয়সাধ্যে অনুরাগ কর।।২৫

জীবনং সার্থকং মাধবারাধনে চেন্দ্রিয়াঃ সার্থকাঃ কৃষ্ণসন্তোষণে।
সাধনং সার্থকং সাধ্যকৃষ্ণাপণে বৈভবঃ সার্থকঃ কৃষ্ণসংসেবনে।।

জীবন সার্থ মাধবের আরাধনায় এবং ইন্দ্রিয়গুলি সার্থক কৃষ্ণের সন্তোষ সেবায়, সাধন সাধ্যকৃষ্ণপ্রাপ্তিতেই সার্থক এবং বৈভব কৃষ্ণের সম্যক্ সেবনাদিতেই সার্থক।।২৬

কীর্ত্তনে নর্ত্তনে সেবনে সাধনে যাজনে যোজনে শিক্ষণে দীক্ষণে
পাবনে পালনে ভাবনে ভাষণে সার্থকো গৌরদাস্যামৃতাস্বাদকঃ।।

শ্রীগৌরদাস্যামৃতের আস্বাদক সর্ব্বতোভাবে কীর্ত্তন নর্ত্তন সেবন সাধন যাজন যোজন (ভক্তসম্মেলন) শিক্ষা দীক্ষা পাবন পালন ও ভাবন ও হরিকথার ভাষণাদিতে সার্থক ও কৃতার্থ।। ২৭

সংসাররোগশমনং কলিকল্মষঘ্নং মায়াবিলাস জনিতাখিলতাপহারম্
বৈমুখ্য দোষদলনং স্মৃতিবর্দ্ধকঞ্চ গৌড়ীয়বৈদ্যবরমাশ্রতাং সুখার্থিন্।

ওহে সুখার্থী সংসার রো গ বিনাসী, কলিকল্মষ সংহারী মায়া ভোগজনিত অখিল তাপহারী, কৃষ্ণবৈমুখ্যদোষ দলনকারী এবং কৃষ্ণস্মৃতি বর্দ্ধনকারী গৌড়ীয় বৈদ্যরাজকে তুমি আশ্রয় কর।। ২৮

সংসারসর্পবিষহারিমহৌষধজ্ঞং লাম্পট্যবুদ্ধিবরকুণ্ঠচিকিৎসকেন্দ্রম্।
কার্পণ্যকর্কটবিনাশি বিধান সিদ্ধং গৌজডীয়বৈদ্যবরমাশ্রয়তা সুবোধ

ওহে সুবুদ্ধিমান্ সংসার সর্প বিষহারি মহৌষধ বিষয়ে পণ্ডিত লাম্পট্য বুদ্ধি রূপ কঠিন কুষ্ঠরো গের মহাচিকিৎসক এবং কার্পণ্য রূপ ক্যান্সার বিনাশের বিধান সিদ্ধ মহাশয় গৌড়ীয় বৈদ্যরাজকে আশ্রয় কর।।২৯।।

আম্নায়তত্ত্ব হৃদয়ং শররাত্রনিষ্ঠং বেদান্তবাদনিপুণং স্মৃতিমর্ম্মবিজ্ঞম্।
বৈয়াসকীয়রসপানবিনোদচিত্তং গৌড়ীয়শক্ষক বরং বৃণুতাং গুণজ্ঞ।

ওহে গুণগ্রাহী তুমি পরমার্থ তত্ত্বানুভূতির জন্য শ্রুতিতত্ত্ব পণ্ডিত, পঞ্চরাত্র, বেদান্তবাদ নিপুণ, স্মৃতি মর্ম্ম বিজ্ঞ, ভাগবতীয় রসপানে বিনোদ চিত্ত গৌড়ীয় শিক্ষকবরকে বরণ কর।।

সঙ্গ

সম্যক্ গম্যতে প্রাপ্যতেনুভাব্যতে বেতি সঙ্গঃ কিমনু ভাবত্য প্রাপ্যতে বা? স্বভাবঃ কস্য স্বভাবঃ? সঙ্গস্য স্বভাব অতএব সঙ্গ এবং কারণং গুণদোষয়োঃ। যস্য যৎসঙ্গতি পুংসঃ স্যাত্তস্য হি তদ্‌গুণঃ। সঙ্গ স্বভামনু বর্ত্ততে। মহতঃ সঙ্গাৎ মহত্বং জায়তে তথা অসতঃ সঙ্গাৎ অসত্ত্বং দুষ্টত্বং বা বিজায়তে। ভক্তিঃ প্রসাদজা অতএবং সঙ্গজা এব। যথা ভাগবতে ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে। তদর্থং ভক্তপ্রসাদায় তৎসঙ্গাদেব চুম্বকত্বং সঞ্চরতি জায়তে বা যথা ভক্তরাজ নারদ সঙ্গাৎ মহাপাতকো ব্যাধো পি মহাভাগবতো বভুব। পরন্তু অসৎপ্রসঙ্গাৎ ভক্তানরকোপি আসুরত্বং গতঃ। অসুর সুতোপি প্রহ্লাদো মাতৃগর্ভতো নারদ সঙ্গাৎ মহাভাগবতঃ বভুব চিত্রকেতু রাজোপি নারদ প্রসাদেন সঙ্গেন সন্তদিব সে ভগবানন্তদর্শনায় যোগ্যতামিয়ায় অর্থাৎ তদ্দর্শনং প্রাপ। যতো ভক্তিঃ সদ্ভক্ত প্রসঙ্গজা এবং তস্মাদ্ভক্তঃ পারম্পর্য্যমিহ প্রজায়তে। তৎপারম্পর্য্যপর্য্যৈব সিদ্ধভক্তি রেব প্রসিদ্ধ্যতে। অতো ভক্তিলিপ্সুনাং সর্ব্বথৈব সাম্পদায়িক ভক্তিসিদ্ধনাৎ সঙ্গ এব করণীয়। যথাগ্নি সঙ্গাৎ লৌহেপি দাহ শক্তি বিশ্যতে। তথা সৎসঙ্গাৎসদ্ভাব এবং সম্পদ্যতে। যতঃ সৎসঙ্গএব নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে। নিঃসঙ্গঃমুক্তিঃ। যে চ সাধন সিদ্ধা ত সর্ব্বএব সিদ্ধসঙ্গসমাসুক্তা বিজানীয়াৎ। কিং সঙ্গকারণং সুকৃতিরেব কা সুকৃতি? যচ্চেষ্টা কৃতির্হি সুকৃতিঃ। অত্র সৎসঙ্গলব্ধয়ে ভক্ত্যোন্মুখী সুকৃতিরেব বিশিষ্যতে। কর্ম্মজ্ঞানোন্মুখীভ্যাং সুকৃতি ভ্যাং। কদাপি নৈব সৎসঙ্গ পরিলভ্যতে। কিদৃশা ভক্ত্যন্মুখী সুকৃতিঃ? অজ্ঞাত বা অজ্ঞান তো ভক্তিক্রিয়া হি সুকৃতিতয়া পোচ্যতে বুধে যথা তুলায়াং কশ্চিন্মুষিকস্তৈল ভক্ষণায় ভগবন্মন্দিরে প্রদত্ত নিষ্প্রভ প্রদীপস্য বর্ত্তিকাং তৈল ভক্ষণে বর্দ্ধনাৎ এব তস্য সুকৃতিরজায়ত যতো পরস্মিন্ জন্মনি সো ভক্তো বভুব। অত্র দীপ শিখাসম্বর্দ্ধন সেবাজ্জাত ভক্তিস্তদেব সুকৃতঃ। অতঃ সঙ্গফলং বিবেচনীয়ম্। সঙ্গফলং হিতেনায়মেব। অর্থাৎ সৎসঙ্গফলং যথা অতুলনীয়ং তথৈবাসৎসঙ্গফলমপি অতুলনীয়মেব। সৎসঙ্গফলং যথা ভাগবতে ক্ষণার্দ্ধমপি সৎসঙ্গমেব ধির্ণৃনাম্। যথা শাঙ্করে ক্ষণমপি সজ্জসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা। কে সন্তঃ? অনাসঙ্গভগবদ্ভক্তাঃ এব। কে সন্ত? স্ত্রীসঙ্গী কৃষ্ণাভক্তাশ্চ অসন্ত এব। যথা সৎসঙ্গঃ সর্ব্বস্বার্থপ্রদঃ তথা সৎসঙ্গ সর্ব্বস্বার্থ বিনাশকঃ অসৎসঙ্গফলং যথা ভাগবতে কাপিলেয়ে সত্যং শৌচং দয়া মৌনং স্ত্র ীবুদ্ধির্হ্রীর্যশোক্ষমা শমদমভগশ্চেতি যৎ সঙ্গাজ্জাতি সংক্ষয়ম্।। পরন্তু স্ত্রী সঙ্গশ্চ পরম মোহ বন্ধন কারণম্। যথা ভাগবতে ন তথাস্য ভবেন্মো হো বন্ধশ্চান্য প্রসঙ্গতঃ। যথা স্ত্রীসঙ্গতঃ পুংসস্তথা তৎসঙ্গী সঙ্গতঃ। অতএব ভাগবত বিধানেন ভক্তাপি স্ত্রীসঙ্গিনঃ অসন্ত এব। কারণাত্র তদ্রসাম্বত ভক্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতি কচিৎ শঙ্কর আপু তত্ত্বে জ্ঞাতে ৰুঃ সংসারঃ? অর্থাৎ ভাগবত্তত্ত্বজ্ঞানাং ন ভবায় কল্পতে। যতঃ সংসারো জ্ঞান সম্ভবস্তস্মাত্তজ্ঞা সংসরন্তি পরন্তু প্রাজ্ঞা রসন্তি ভগবদ্রুমম্। তস্মাৎ সঙ্গশ্চিন্তামণি বৎ সক্রিয়ঃ যথা চিন্তামণিসংস্পর্শাল্লৌহমপি কাঞ্চনত্বং প্রয়াতি তথা সৎসঙ্গতঃ পুংসাং পরম পুরুষার্থো পি প্রলভ্যতে। সৎসঙ্গঃ পরম পাবনং। পানানামপি পাবনমেব। যে পাবনা ইহ জগতি রাজন্তি তেপি সৎসঙ্গতঃ পূতা ভবন্তি। পরন্তু অন্যেভ্যঃ পাবনেভ্যো পি সৎসঙ্গস্য মহত্বমধিকমেব দৃশ্যতে। যথা ভাগবতে ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়া তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ। কিং সঙ্গ লক্ষণং আদানং প্রদানং চৈব ভোজনন্মত্ত। পরস্পরম্ অন্যো ন্য গুহ্যমাখ্যানমেব হি সঙ্গলক্ষণম্। দানঃ প্রতিগৃহীতায় ভোজনঞ্চ পরস্পরম্। অন্যোন্যগুহ্যমাখ্যানমেব হি সঙ্গলক্ষণম্।। গুহ্যপৃচ্ছাখ্যেনেং গুহ্যপৃচ্ছাখ্যে। দান প্রতিগ্রহশ্চৈবপৃচ্ছাখ্যে গুহ্য বিত্তিনাং ভবপরম্ভোজন চ য সঙ্গলক্ষণম্।। যথা শ্রীরূপপাদস্য উপদেশামৃতে দদাতি প্রতি গৃহ্নাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি। ভুঙ্ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্।। রহস্যমত্র যন্ত্রবৎ সঙ্গ কদাচিন্নেব ফলপ্রসুঃ ভবতি পরন্তু প্রীতি সঙ্গোহি পুরুষার্থপ্রদ কল্পতে। কথং সঙ্গেন উপজায়তে? প্রয়োজনস্য সিদ্ধয়ে সঙ্গ এব প্রপঞ্চ্যতে। প্রয়োজনানাং নানাত্বেপি ভগবৎ প্রেমভক্তির্হি প্রয়োজনমেব। তদেব পুরুষার্থ শিরো মণিতিতি তত্ত্ববিন্মতম্। চতুর্ব্বর্গঃ স্বর্গায় কল্পতে তস্মাদস্য অপপুরুষার্থত্বং সিদ্ধ্যতে। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাশ্চতুর্ব্বর্গঃ সিদ্ধান্তমত্র সৎসঙ্গঃ সর্ব্বার্থ প্রদাতমীশোপি ভগবৎ প্রেমাখ্য পুরুষার্থ এব তত্র মুখ্যম্। যত্র প্রীতিরেব প্রবর্ত্ততে তত্রৈব সঙ্গঃ পরিদৃশ্যতে পরিচর্য্যতে চ। অতএব সঙ্গং বিচার্য্য পুংসাং কার্য্যাকার্য্যং বিধেয়মেব। যথা

সঙ্গং নৈব হি কর্ত্তব্যস্ত্রীষু স্ত্রীজিতেষু চ।
যেষাং প্রসঙ্গতঃ পুংসামধঃপাতশ্চজায়তে।।
তস্মাৎসঙ্গংহি কর্ত্তব্যং সৎসুভাগবতেষু চ।
যেষাংক্ষণ প্রসঙ্গেনামৃততত্ত্বং হি জায়তে নৃণাম্।

গোবিন্দ গোকুলানন্দ প্রাণেশ প্রীতি সাগরঃ।
সঙ্গং দেহিয়তোয়ং ত্বৎপদান্তমেতি চাঞ্জসা।।
ভজন কুটির ১।১৫।৯১

বেদের পরিচয় পদ্ধতি

বেদয়তি জ্ঞাপয়তি ইতি বেদঃ যাহা জানাইয়া দেয় তাহাকে বেদ বলে। কি জানাইয়া দেয়? যাহা বেদ্য বস্তু। বেদ্যবস্তু কি? বাস্তবসত্ত্বাবান্ পরমেশ্বর। অতএব বেদের নিরুক্তি হইতে বাস্তব বস্তুজ্ঞান নিরুপিত হয়। বেদের বাদ কি? পরোক্ষ। পরোক্ষ কাহাকে বলে? অক্ষির অগোচরে যাহা তাহাকে পরোক্ষ বলে। অর্থাৎ বেদে বেদ্য পরমেশ্বর পরোক্ষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পরোক্ষবাদ লাক্ষণিক অর্থাৎ লক্ষণাবৃত্তিতেই বেদের তাৎপর্য্য উপলব্ধ হয়। যথা ফল দ্বারা ফল কারণ বৃক্ষের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় তথা বেদকল্পতরুর প্রপক্ক ফল স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত দ্বারা বেদের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল বৃক্ষ দর্শনে যথা বৃক্ষের পরিচয় পাওয়া যায় না তথা বেদ দর্শনে বেদের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না অর্থাৎ বেদের তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায় না। পরন্তু বেদ বেদার্থ প্রতিপাদক শাস্ত্রদ্বারা বেদ তাৎপর্য্য অনুভূত হয়। আকাশে অনেক তারকাদৃষ্ট হয় কিন্তু তাহাদের কাহার কি পরিচয় তাহা যতা জ্যোতির্ব্বিদের মাধ্যমেই পাওয়া যায় তথা বেদবিদের আনুগত্যেই বেদার্থ পরিজ্ঞাত হয়। সূত্র সর্ব্বসাধারণের দুরধিগম্যে পাঠ্য। সেইসূত্রার্থ সামান্যাকারে বৃত্তিতে এবং বিশদ ভাবে পুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতে বলেন বেদের অর্থ আমিই জানি অন্যে জানে না। আমি বেদবিৎ বেদান্তকৃৎ। আমিই সর্ব্ববেদের বেদ্যবস্তু। সর্ব্বৈশ্চ বেদৈরহমেব বেদ্যঃ বেদান্তকৃদ্বেদবিদেচাহম্। বেদ বচনগুলি কাহাকে ধারণ করে কাহাকে বিকল্পনা করে বেদে এতাদৃশ অদ্বয় কেবল আমিই জানি অন্যে জানে না। কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনুদ্য বিকল্পয়েৎ। ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদকশ্চন।। আমি বলিতেছি বেদ বচনগুলি আমাকেই বিধান ও অভিধান করে আমাকেই বিকল্পনা করে। আমিই সর্ব্ববেদ তাৎপর্য্য। বেদ মায়ামাত্রকে বিচার করিয়া সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ করতঃ বিচার হইতে নিবৃত্ত হয়। মাং বিধত্তেভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্। এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্। মায়ামাত্রমনুদ্যান্তে প্রতিশিব্য প্রসীদতি।। এতাদৃশ ভগবদুক্তি হইতে স্পষ্টতঃই জানা যায় যে বৈদিক দেবতা ভগবান্ই, স্বর্গীয় দেবতা নহেন। তিনি বেদে নানারূপে উপাস্যমান ও বর্ণ্যমান। ভগবান্ গৌরসুন্দর বলেন, মুখ্য গৌণ বৃত্তি কিংবা অন্বয় ব্যতিরেকে। বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে। বেদ পরোক্ষবাদী বলিয়া তাহাতে বেদ্য পরমেশ্বরের উল্লেখ নাই। অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র সূর্য্য বিষ্ণু উরুগায় ইত্যাদি গৌণ নাম বেদে প্রকাশিত। পরোক্ষভাবেই কৃষ্ণলীলা বর্ণিত আছে বিষ্ণুসূক্তে। গুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা করেন ভাগ্যবানে। এই উক্তি অনুসারে গুরুতে কৃষ্ণস্বরূপ জ্ঞানই পরমার্থ সাধক। কিন্তু জীবমাত্রজ্ঞানে বেদার্থ অন্তর্দ্ধান করে। কিন্তু পরমেশ্বর জ্ঞানে পরমার্থ সাধিত হয়। যাহারা ভগবদ্ভক্ত বেদের স্বরূপ না জানিয়া বেদাধ্যয়ন করেন তাহা প্রকৃত বেদার্থ নির্ণয় করিতে পারেন না। তাদৃশ পণ্ডিতমন্যগণ বেদ পড়িয়া আধ্যক্ষিকজ্ঞানে নানা দেবদেবীর উপাসক হয়েন।

ত্রিকান্তক বেদে ঈশ্বরের স্থূল পরিচয় পাওয়া যায়। স্থূল পরিচয়ে তিনি বিশ্বরূপ বিরাট্। বিশ্বের কোন পদার্থই তাহা হইতে পৃথক্ নহে। যজ্ঞভোক্তা দেবগণ তাহার অংশ হইতে জাত। দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ বিরাট্ রূপ বর্ণনায় চন্দ্রসূর্য তাহার চক্ষু স্বরূপ ইন্দ্র তাহার বাহু স্বরূপ। অতএব বিরাট রূপের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থানীয় তত্তদেবতার কার্য্যকারিতা তাহারই কারণ কাহারও হস্তের কার্য্য, অন্যের হইতে পারে না। তাহারই বটে। রাজ কর্ম্মচারীর কার্য্যকারিতা রাজকীয়ই। অতএব বেদে বহুরূপে প্রকাশিত এক ঈশ্বরই আরাধ্য। বহ্বীশ্বরবাদ ভ্রান্তবাদ, একেশ্বরবাদই বেদবাদ। ঈশ্বর অনন্তগুণবান্। অনন্তগুণ হইতে তাহার অনন্ত গৌণ নামের প্রকাশ হইয়াছে। ঈশ্বর নামে পৃথক হইলেও সত্ত্বায় এক, তিনি অগ্রভোক্তাত্ব অগ্নি শ্রেষ্ঠত্বে ইন্দ্র, চন্দনাৎ চন্দ্র, জগৎ স্রষ্টৃত্বে সবিতা, ব্যাপ্তিত্বাৎ বিষ্ণু, বিশালকীর্ত্তিহেতু উরুগায় ইত্যাদি। গৌণ নামে বৈদিক দেবতা অপি চ ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণে কথিত হইয়াছে যে পরমেশ্বর নিজনাম দ্বারাই তদঙ্গজাত দেবগণের নাম করণ করিয়াছেন। স্বর্গীয় দেবগণ তাহার অঙ্গজাত তাহার নামে পরিচিত হইয়া তাহারই কার্য্যকারিতায় নিযুক্ত সুতরাং বেদে বহ্বীশ্বর বাদ কখনই স্বীকৃত হয় নাই। বাসুদেব পরা বেদাঃ তথা সর্ব্বে বেদা সৎ পদমামনন্তি ইত্যাদি প্রমাণেও একেশ্বর বাসুদেবই বেদের প্রতিপাদ্য দেবতা। বাসুদেব তত্ত্বানভিজ্ঞগণই বেদের বহ্বীশ্বর কল্পনা করেনমাত্র পরন্তু বৈদিক উপাসনা বাসুদেব পরা। বেদবেদ্য বস্তুর সূক্ষ্মপরিচয় পাওয়া যায় উপনিষদে। সূক্ষ্মত্বাৎ তিনি অবিজ্ঞেয় অব্যক্ত অর্থাৎ নির্বিলাস ব্রহ্মসংজ্ঞক। পরন্তু তাহার স্বরূপ পরিচয়ে তিনি লীলাপুরুষোত্তম পরং ব্রহ্ম সংজ্ঞক। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে যেমন পুরঞ্জন উপাখ্যানচ্ছলে বদ্ধজীবগতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে এ পুরঞ্জন উপাখ্যান পরোক্ষবাদময় তদ্রূপ পরো ক্ষভাবে বেদে পরমেশ্বরেরই নাম রূপ গুণ কীর্ত্তি পরিবৃংহিত হইয়াছে।

২১।৫।৯১ ভজন কুটির

শ্রীকৃষ্ণের পরিচয়

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ০-

১। অদ্বজ্ঞান পরাৎপরতত্ত্ব।
২। স্বয়ংভগবান্, স্বয়ংরূপী, গোপবেশী, বংশীবিনোদ।
৩। সর্ব্বশক্তিমান্।
৪। অখিল রাসামৃতসিন্ধু।
৫। শৃঙ্গার রসরাজ বিগ্রহ, শ্যামসুন্দর, নবকিশোর।
৬। রসিকশেখর।
৭। সর্ব্বরঞ্জন সৎপ্রেম সাদ্গুণ্য সুধাকর।
৮। সর্ব্বাবতার নিদান, সর্ব্বেশ্বর।
৯। লীলাপুরুষোত্তম।
১০। সর্ব্বনায়ক শিরোরত্ন।
১১। অনন্যসিদ্ধ রূপলাবণ্য বর্ণ শোভার্ণব।
১২। গোকুল প্রেম নিবাস।
১৩। রাস রসায়ন।
১৪। অনুপম গুণরত্নাকর।
১৫। জগদানন্দি যশোত্তংস।
১৬। অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য মাঙ্গল্য মন্দির।
১৭। প্রেয়সীপ্রণয় বশ।
১৮। চতুঃষষ্ঠি কলানিধি।

শ্রীরাধিকার পরিচয়

১। শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ শক্তিরূপ।
২। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী।
৩। সর্ব্বকান্তীশ্বরী।
৪। কৃষ্ণময়ী।
৫। কৃষ্ণপ্রিয়াবলিমুখ্যা।
৬। ষোড়শ শৃঙ্গার এবং দ্বাদশাভরণান্বিত দেহা।
৭। সর্ব্বসল্লক্ষণ শোভার্ণবা।
৮। সামর্থ্যারতি সাম্রাজ্ঞী।
৯। অনুপমগুণ রত্নরত্নাকরী।
১০। অনুত্তমপ্রেমামৃত তরঙ্গিনী।
১১। নিখিল নায়িকা বিলাস বৈদগ্ধি প্রিয়ম্ভাবুকা।
১২। অনন্তভাব তরঙ্গরঙ্গিনী।
১৩। মধুস্নেহ সম্পুটিকা।
১৪। ললিত মান-মঞ্জুষা।
১৫। মঞ্জিষ্ঠা রাগামৃতাম্বুধি।
১৬। সুসখ্য প্রণয় পয়োনিধি।
১৭। মহাভাব স্বরূপিণী।
১৮। অপূর্ব্ব সঙ্গীতাচার্য্য চক্রবর্ত্তী চূড়ামণি।
১৯। জগদানন্দ সৌজন্য সৌশীল্য সাদ্‌গুণ্য মাধুর্য-মাঙ্গল্য-মর্য্যাদা-মন্দাকিনী।
২০। মাধবোন্মাদি পঞ্চামৃত পঞ্চালিকা।
২১। কৃষ্ণাখিল সম্ভোগানন্দ সন্দোহ সত্তনুবাগ্বৈভবেশ্বরী।
২২। জগন্মনোমোহন মনোমোহিনী।

শ্রীশ্রীসন্ধ্যাভোগারতি

ভজ পতিতপাবন শ্রীগৌরহরি।
শ্রীগৌরহরি সহ গোকুলবিহারী।।
গোপগোপীগণপ্রাণ মনো নেত্র হারী।
সন্ধ্যারতি দেখি নন্দ যশোদা আহ্বাণে।
ভ্রাতৃপুত্রগণ সঙ্গে বৈসয়ে ভোজনে।।
দক্ষিণে শ্রীউপানন্দ অভিনন্দরায়।
বামে বৈসে সনন্দ নন্দন দুই ভাই।।
সম্মুখেতে রামকৃষ্ণ বৈসে সুখঠামে।
দক্ষিণে মধুমঙ্গল, সুভদ্রাদি বামে।।
যশোদা ইঙ্গিতে তুঙ্গী রোহিণীর সঙ্গে।
পরিবেশন করেন বাৎসল্যতরঙ্গে।।
সুবর্ণথালিকা ভরি সুবাসিত অন্ন।
বিবিধব্যঞ্জন সহ কৈল উপসন্ন।।
প্রসাদ বন্দিয়া সবে ভোজ আরম্ভিল।
ক্রম করি নানাখাদ্য খাইতে লাগিল।
আচার অম্লাদি বড়া রোটিকা মিষ্টান্ন।
পায়স পিষ্টক খায় হয়ে পরসন্ন।।
ক্ষিররস শিখরিণী রসালা মথিত।
আম্ররস পানকাদি খায় রুচিমত।।
যশোদা আগ্রহে শিশু খায় ভালমতে।
বিবিধ কৌতুক করে মধুর সহিতে।।
হাসাহাসি করি সবে রামকৃষ্ণ সঙ্গে।
ভোজন করয়ে গোপ বালকাদি রঙ্গে।।
তাহাদেখি পিতৃগণে আনন্দ অপার।
মাতৃগণ পরানন্দে করেন বিহার।।
ভোজনান্তে সুবাসিত জল করি পান।
হস্তমুখ ধুঁয়া সবে করেন বিশ্রাম।।
উত্তমপালঙ্কে কৃষ্ণ সুখে বিশ্রাময়।
কেহ পাদ চাপে কেহ তাম্বুল যোগায়।।
চামর ঢুলায় কেহ সুমধুর গায়।
পরিহাস করে কেহ আনন্দ হিয়ায়।।
যশোদা নির্দ্দেশে তবে ধনিষ্ঠা গুপতে।
কৃষ্ণভুক্তশেষ দেয় তুলসীর হাতে।।
কস্তুরী তুলসী যশোমতী আজ্ঞালয়ে।
উপস্থিত হয় সুখে জটিলা আলয়ে।।
কৃষ্ণের প্রসাদ রাধা ললিতাদি সনে।
আস্বাদন করে সবে আনন্দিত মনে।।
মঞ্জরীর গণ তবে অবশেষ পায়।
মনঃ সুখে প্রেমে সবে কৃষ্ণগুণ গায়।।
কৃষ্ণলীলামৃতে যার সদা অভিলাষ।
সন্ধ্যাভোগারতি গায় এ গোবিন্দ দাস।।

বৈষ্ণবমহিমা ও কৃষ্ণদাস্যজ্ঞান

বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব, বৈষ্ণব বিষ্ণুদাস।
বিশ্বব্যাপী বলি তারে বিষ্ণুনাম প্রকাশ।।
বৈষ্ণব ধার্ম্মিক, অবৈষ্ণব অধার্ম্মিক।
বৈষ্ণব দয়াল অবৈষ্ণব মাত্র ঠক।।
বৈষ্ণবের সেব্য ধর্ম্মমূল ভগবান্।
অবৈষ্ণব সেব্য বিষ্ণুদাস দেবগণ।।
বিষ্ণু না মানিলে বিষ্ণুদাসের সেবন।
করিয়াও সবে অবৈষ্ণবতে গণন।।
বিষ্ণুদাসে গুরু করি যেই বিষ্ণুভজে।
সেই বিষ্ণুপ্রিয়তম বৈষ্ণব গণে রাজে।।
বিষ্ণুনা মানিলে দেব মনে দুঃখ পায়।
সেই দুঃখে তার পূজা ছারখারে যায়।।
প্রাণ বিনা দেহেন্দ্রিয় যথা অকারণ।
যার পূজা হৈতে সর্ব্বপূজা পূর্ণ হয়।
সেই কৃষ্ণ তার পদ ভজ অমায়ায়।।
যার পূজা বিনা অন্য দেবের পূজনে।
জন্ম ব্যর্থ হয়, ভজ সে হরিচরণে।।
কৃষ্ণদাস্য বিনা যেবা অন্য বাখানে।
বৃথা জন্ম যার তার অসত্য বচনে।।
নয়ন স্বার্থক কৃষ্ণ রূপ দরশনে।
রসনা স্বার্থক কৃষ্ণ নাম গুণ গানে।।
শ্রবণে স্বার্থক কৃষ্ণকথা নিষেবনে।
নাসিকা স্বার্থক কৃষ্ণ সৌরভ আঘ্রাণে।।
মস্তক স্বার্থক কৃষ্ণচরণ বন্দনে।

চরণ স্বার্থক কৃষ্ণবন বিচরণে।।
হস্ত স্বার্থক কৃষ্ণচরণ সেবনে।
জীবন স্বার্থক কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদনে।।
অর্থাদি স্বার্থক কৃষ্ণভজনে পূজনে।
সংসার স্বার্থক কৃষ্ণদাসত্ব পালনে।।
দেবের আরাধ্য কৃষ্ণ মায়ার ঈশ্বর।
কাল যম মৃত্যু সবে তার আজ্ঞাকর।।
ধর্ম্মকর্ম্মমূল কৃষ্ণ তপোযোগ মূল।
বিশ্ব, বেদ, মুক্তি, মূল কৃষ্ণ সে অতুল।।
হেন কৃষ্ণ ভজে যেই সেই ভাগ্যবান্।
কৃষ্ণভক্তি বিনা নহে ভব পরিত্রাণ।।
বাঞ্ছাকল্পতরু কৃষ্ণ সেবক বৎসল।
ভক্ত লাগি করে প্রভু অকার্য্য সকল।।
কৃতজ্ঞ করুণা সাগর দীন দয়াল।।
হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সেই পাপীযান।
কোন জন্মে কালে তার নাহি পরিত্রাণ।।
সর্ব্বমূল কৃষ্ণচন্দ্র সেই সত্যমানে।
সেই ধন্য নরকূলে পূজ্য ত্রিভুবনে।।
যেই কৃষ্ণনাহিমানে না করে বিশ্বাস।
সেই দৈত্য জন্ম জন্ম তার সর্ব্বনাশ।।
ধর্ম্ম কর্ম্ম জন্মবিদ্যা বিফল তাহার।
সেই পাপী দুরাচার শোচ্য সবাকার।।
পিতা না মানিলে পুত্রধর্ম্ম নাহি থাকে।
কৃষ্ণ না ভজলে জীব মরে দুঃখ শোকে।।
মানব হইয়া যেবা কৃষ্ণ নাহি ভজে।
জন্মে জন্মে সেই পাপী নরকেতে মজে।।
ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে জন্ম স্বার্থক তাহার।
কৃষ্ণভজিবার তরে মানব জনম।
সোণায় সোহাগা তাহে সাধুর সঙ্গম।।
ইহা হৈতে বড়ভাগ্য আর নাহি হয়।
ইহাতে যে কৃষ্ণ ভজে সেই মহাশয়।।
সুবর্ণ সুযোগ এই জানিবে নিশ্চয়।
সুযোগ হারালে পস্তাইবে সুনিশ্চয়।।
অতএব কৃষ্ণপদে সঁপি দেহমন।
কৃষ্ণভজি ধন্য কর মানব জীবন।।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদাষ্টকম্

অতিসুন্দর শোভন কান্তিধর অরুণাম্বর বৈষ্ণব বেশধর।
বিমলাকরুণাভর জন্মদিনে প্রভুপাদ দয়া কর দীনজনে।।১
পুরুষোত্তমজোত্তম ধর্ম্মপুর পুরুষার্থ পরাৎপর ভক্তিধুর।
পরমার্থ মঠাধিপ জন্মদিনে প্রভুপাদ দয়া কর দীনজনে।।২
রঘুনাথ গুণে তুমি ধন্যতম প্রভুরূপধনে অতিমান্যতম।
বুধবৃন্দসমাদৃত জন্মদিনে প্রভুপাদ দয়া কর দীনজনে।।৩
কত গৌর কথৌ তুমি গান করি কত দীনজনে ভবপার করি।
কত কীর্ত্তিরসে তুমি পূজ্যগুণে প্রভুপাদ দয়া কর দীনজনে।।৪
হরিনাম রসামৃত পানরত হরিধাম গুণাবলি গানযুত।
হরিকাম পরায়ণ জন্মদিনে প্রভুপাদ দয়া কর দীনজনে।।৫।।
ব্রজগৌড় বনাশ্রিত শুদ্ধমতি ব্রজগৌড় বনোদয় লব্ধগতি।
ব্রজগৌড় জনার্চ্চিত জন্মদিনে প্রভুপাদ দয়া কর দীনজনে।।৬
বৃষভানুসুতাপ্রিয় নেত্রমণি যুগলার্চ্চন ভাগ্যবিধাতৃধনী।
শুভসদ্‌গুণ সাগর জন্মদিনে প্রভুপাদ দয়া কর দীনজনে।।৭
জয় গৌরগুণাকর সৌম্যবর জয় গৌররসামৃত চন্দ্রবর।
জয় ভক্তি বিনোদন জন্মদিনে প্রভুপাদ দয়া কর দীনজনে।।৮
জীয়াজ্জগত্যাং প্রভুপাদ নামা সন্নাসি বর্য্যো হরিগীতধামা।
চৈতন্যবাণী প্রতিভাবিতাত্মা মুক্তপ্রসঙ্গঃ পরমার্থপার্থঃ।।

ভক্তিসর্ব্বস্ব গোবিন্দ গোবিন্দ কুণ্ড গোবর্দ্ধন

শ্রীভক্তিকমল গোবিন্দাষ্টকম্

(খড়গপুর মঠাচার্য্য)

হেমাভসঙ্কাশতনুং প্রশান্তং যতীন্দ্রধর্ম্ম্যং পরুপাদশিষ্যম্।
জনার্দ্দনস্নেহকৃপাতিধন্যং গোবিন্দ সংজ্ঞং গুরুদেবমীজে।।১

স্বর্ণের মত সমুজ্জ্বলকান্তিমান, প্রশান্তমূর্ত্তি, যতিরাজ ধর্ম্মশীল, শ্রীল ভক্তিবৈভব পুরীমহারাজের প্রধানশিষ্য শ্রীল ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজের অতিশয় স্নেহ ও কৃপাধন্য শ্রীল ভক্তিকমল গোবিন্দ নামে গুরুদেবকে অর্চ্চনা করি।।১

শাস্ত্রজ্ঞমাদর্শচরিত্রবন্তং সৌম্যং মহান্তং মৃদুবান্মনোজ্ঞম্।
আরাধ্য মাধুর্যরসানুরক্তং গোবিন্দ সংজ্ঞং গুরুদেবমীজে।।২

শাস্ত্রজ্ঞ, আদর্শ বৈষ্ণব-চরিত্রবান্, সমদর্শন, মহান্ত, মৃদুবচন, ভক্তিরসে মনোজ্ঞ, আরাধ্য মাধুর্য্যাস্বাদনে অনুরক্তমতি শ্রীগোবিন্দসংজ্ঞক শ্রীগুরুদেবকে অর্চ্চনা করি।।

বৈরাগ্যবিদ্যানতিভক্তিদৈন্য দয়ার্য্যতাঢ্যং গুরুদৈবতাত্ম্যম্।
সারস্বতাচার্য্যকুলাবতংসং গোবিন্দ সংজ্ঞং গুরুদেবমীজে।।৩

বিশুদ্ধ বৈরাগ্য বিদ্যা প্রণতি ভক্তি দৈন্য দায়দি গুণে আর্য্যতাসম্পন্ন, গুরুদেবতাত্মা, সারস্বত আচার্য্যকুলের অবতংশস্বরূপ শ্রীগোবিন্দ সংজ্ঞক শ্রীগুরুদেবকে অর্চ্চনা করি।।৩

দেশেবিদেশে বিদুষাং সমাজে শ্রীগৌরবাণীপ্রচারিষ্ণুবর্য্যম্।
নিষ্কিঞ্চনং নৈষ্ঠিকনৈতিকাগ্রং গোবিন্দ সংজ্ঞং গুরুদেবমীজে।।৪

দেশে বিদেশে বিদ্বৎসমাজে শ্রীগৌরবাণী প্রচারকবর্য্য, নিষ্কিঞ্চন, নৈষ্ঠিক ও নৈতিকপ্রধান শ্রীগোবিন্দ সংজ্ঞক শ্রীল গুরুদেবকে অর্চ্চনা করি।।৪

সদ্বংশদ্বীপং বিধিরাগবিজ্ঞং রূপানুগং বৈষ্ণবসেবনাঢ্যম্।
ক্ষমিষ্ণুসম্মানদমুক্তগর্ব্বং গোবিন্দ সংজ্ঞং গুরুদেবমীজে।।৫

সদ্বংশের প্রদীপতুল্য, বিধি ও রাগভজবনে বিষয়ে অভিজ্ঞ, রূপানুগবৈষ্ণবসেবা-সম্পত্তিশালী, ক্ষমাশীল, সম্মানদায়ী, গর্ব্বশূন্য শ্রীগোবিন্দ সংজ্ঞক শ্রীগুরুদেবকে অর্চ্চনা করি।।৫

প্রিয়ম্বদং বৎসলমাশ্রিতানাং সত্যব্রতং পালকমুদ্‌গতীনাম্।
বিজ্ঞানবীর্য্যং ব্রজগৌরনিষ্ঠং গোবিন্দ সংজ্ঞং গুরুদেবমীজে।৬

শত্রুপ্রতিও প্রিয়বাক্য প্রয়োগকারী, আশ্রিতজনের প্রতিবৎসল, সত্যব্রত, উৎপদ্‌গামীদের সৎপথে পালনকারী, বিজ্ঞান-বীর্য্যবান, ব্রজ ও গৌড়ধামনিষ্ঠ শ্রীগোবিন্দ সংজ্ঞক শ্রীগুরুদেবকে অর্চ্চনা করি।।৬

ওঁবিষ্ণুপাদং শমিতাপবাদং প্রসন্নচিত্তং প্রভুপাদগোত্রম্।
রাধাবিনোদৈকগতিং বরেণ্যং গোবিন্দ সংজ্ঞং গুরুদেবমীজে।।৭

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদগোত্রীয়, রূপানুগ বিরুদ্ধ অপবাদ খণ্ডনকারী, শ্রীরাধাবিনোদানন্দৈকগতি, বরেণ্য শ্রীগোবিন্দ সংজ্ঞক শ্রীগুরুদেবকে অর্চ্চনা করি।।৭

প্রসীদ পূজ্য প্রণতেষু নিত্যং মুকুন্দপ্রেষ্ঠাদিশতাং সুভক্তিম্।
পাদাব্জদাস্যং প্রতিজন্মনীশ বিধেহি তুভ্যং গুরুদেব নৌমি।।৮

হে পূজ্য নিত্যকাল প্রণতজনের প্রতি প্রসন্ন হউন হে মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠভক্তি বিষয়ে আদেশ করুন, হে ঈশ আমার প্রতি জন্মে আপনার পাদাব্জদাস্য বিধান করুন, হে গুরুদেব আপনাকে স্তুতিযোগে নমস্কার করি।।৮

কে পণ্ডিতঃ

পণ্ডা অস্যাস্তি ইতি পণ্ডিতঃ। পণ্ড-শাস্ত্রোজ্জ্বলাবুদ্ধিঃ। অর্থাৎ যাহার শাস্ত্রোজ্জ্বলাবুদ্ধি আছে তিনি পণ্ডিত।

পণ্ডা ইতি যস্মাৎ স পণ্ডিতো নিষ্পদ্যতে। পণ্ডা-অজ্ঞানতা, যাহা হইতে অজ্ঞানতা লুপ্ত হয়। তিনি পণ্ডিত। গুরুই পণ্ডিতবাচ্য।

৩। গীতায় ভগবান্ বলেন০- যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কাম সঙ্কল্পবিবর্জ্জিতাঃ। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহু পণ্ডিতং বুধাঃ।।

যাহার সকল প্রকার উদ্‌যোগই কাম সঙ্কল্প বিবর্জ্জিত, যাহার কর্ম্মবাসনা জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধিভূত হইয়াছে বুধগণ তাহাকে পণ্ডিত বলেন।

৪। গীতায় ভগবান্ আরও বলেন বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গোবিহস্তিনি। শুনিচৈব শ্বপাকেচ পণ্ডিতাঋ সমদর্শিনঃ।।

বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ গাভী হস্তি কুকুর ও চণ্ডালে সমদর্শীগণই পণ্ডিত ব্রহ্মদ্রষ্টাই সমদর্শী সমং গুণাতীতং ব্রহ্ম অর্থাৎ পরেশানুভবশীলই পণ্ডিত।

৫। ভাগবতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন বন্ধমোক্ষবিৎ পণ্ডিতঃ যিনি সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত ও মুক্তি বিষয়ে অভিজ্ঞ তিনিই পণ্ডিত অতএব ইহাতে অনুধ্বনি হয় কেবল শাস্ত্রজ্ঞানী প্রকৃত পণ্ডিত নহে। পূর্ব্বোক্ত সংজ্ঞাগুলি বিচার করিলে কেবলমাত্র মহাভাগবতই পণ্ডিত বাচ্য হয়। কারণ

১। তিনি শব্দব্রহ্মে পারঙ্গত অর্থাৎ শাস্ত্রতাৎপর্য্যে অভিজ্ঞ।

২। তিনি ভগবদ্ভক্তিলাভে ধন্য কৃতার্থ অতএব সর্ব্ববিষয়ে উদ্দাম রহিত। নোৎসাহীভবতি। তিনি কাম সঙ্কল্পবর্জ্জিত বলিয়া শান্তাত্মা ভগবদ্দর্শনহেতু তাহার কর্ম্মক্ষীণ হইয়াছে। ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।।

৩। মহাভাগবত পণ্ডিত০-গুরু। কারণ তাহার উপদেশক্রমে প্রণতের অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। যেমন মহাত্মা নারদের ক্ষণ সঙ্গপ্রভাবে দুরাত্মা ব্যাধের অবিদ্যা দুর্বাসনা ধ্বংস হইয়াছিল। ভাগবতে বলেন সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনো ব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ সাধুগণ সদুক্তিদ্বারা তাহার মনঃ কালুষ্য ছেদন করেন।

৪। মহাভাগবত সমদর্শী০-সম অর্থে ব্রহ্ম-আত্মা সমং ব্রহ্মেতি। সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।।

যিনি সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব এবং ভূতগণকে ভগবানে দর্শন করেন তিনিই মহাভাগবত। স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি।। তাৎপর্য্য এই মহাভাগবত মায়ামুক্ত বলিয়া তাহার দৃষ্টিতে মায়িক বৈচিত্র আসে না। তিনি জগতের সর্ব্বত্রই তাহার ইষ্টদেবকে দর্শন করেন।

মহাভাগবত বন্ধমোক্ষবিদ্। তিনি নিজে সংসার বন্ধনমুক্ত এবং অপরকেও মুক্ত করিতে সমর্থ। সিদ্ধাৎ সিদ্ধিঃ সিদ্ধ হইতে সিদ্ধি লভ্য হয়। ব্যাকরণ কাব্যাদিতে অভিজ্ঞদিগকে যে পণ্ডিত বলা হয় তাহা সাধারণ বিচারে প্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ তাহারা প্রকৃত পণ্ডিত নহে কারণ তাহারা সম্বিৎ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ। অভিজ্ঞ হইলেও অনর্থযুক্ত অতএব বন্ধমোক্ষবিদ্ নহে। তাহারা সমদর্শী ও নহে। এককথায় তাহারা পারমার্থিক না হওয়ায় শাস্ত্রের যথার্থ অনুধাবনে অপারগ। পরেশানুভব ব্যতীত জিতেন্দ্রিয় হইলেও তাদৃশ পণ্ডিতমন্যগণ মুক্ত নহে, সিদ্ধ নহে, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত নহে। শৈব, শাক্ত সৌর গাণপরত্য বৌদ্ধ চার্ব্বাক্ পাতঞ্জলাদি সকলেই বিষম দর্শী। পণ্ডিতগণ একান্ত বৈষ্ণবতার অভাবে তাহাদের সমদর্শিতা অপ্রকাশিত। তাহারা পাণ্ডিত্যের প্রকৃত পর্য্যায়ে পৌঁছাইতে পারেন নাই। কারণ যিনি প্রকৃত পণ্ডিত তিনি ভগবৎপরায়ণ বাসুদেবঃ পরং জ্ঞানং এই আদর্শময়। অতএব মহাভাগবতই যে প্রকৃত পণ্ডিত তাহা যুক্তি যুক্তই বটে।

বিদ্যা ভাগবতাবধি অতএব প্রকৃত বিদ্বান্ ভগবদ্ভক্ত হইবেন। শাস্ত্র আলোচনা করিলে জানা যায় যে প্রকৃত পণ্ডিতগণ, ভাগবান্কেই ভজনা করেন। যথা গীতায় কৃষ্ণবাক্য অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে। ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ।।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণবলেন আমি সকলের উৎপত্তির কারণ, আমা হইতেই সমস্ত প্রবত্তিত হয় ইহা জানিয়া বুধগণ দাস্য সখ্যাদি ভাব যোগে আমাকে ভজনা করেন। ভাগবতে বলেন

কঃ পণ্ডিস্ত্বদপরং শরণং সমীয়া দ্ভক্তপ্রিয়াদৃত। গবঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ। সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোভিকামা-নাত্মানমপ্যুপয়া পচ যৌ ন যস্য। অক্রুর বলিলেন হে শ্রীকৃষ্ণ আপনি ভক্তপ্রিয় সত্যবাদী সুহৃদ্ ও কৃতজ্ঞ। কোন পণ্ডিত আপনাকে ত্যাগ করতঃ অন্যের শরণাপন্ন হইবেন? আপনি ভজনকারী সুহৃদের প্রতি সমস্ত কাম্যবিষয় এবং আপনাকে পর্য্যন্ত দান করিয়া থাকেন। তথাপি আপনার উপচয় বা অপচয় নাই। চৈতন্য চরিতামৃতে০-

ভক্তবৎসল কৃতজ্ঞ সমর্থ বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য।।

গীতায়০-

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যন্তে।
বাসুদেব সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ।।

অনেক জন্মের পর সমস্তই বাসুদেবময় এই রূপ জ্ঞানবান্ আমাতেই প্রপন্ন হয়। তাদৃশ মহাত্মা বিরলোপম সুদুর্ল্লভ।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরার্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।।

হে ভরত শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন চতুর্ব্বিধ সুকৃতিবান্ আর্ত্ত অর্থার্থী জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী আমাকে ভজন করে। অতএব প্রকৃত পণ্ডিত ভগবদ্ভক্ত।

শ্রীচৈতন্যের গুরুত্ব ও শ্রীরূপের বিচার

শ্রীচৈতন্যদেব প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গমে দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীরূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। প্রয়াগ মানে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থল। যেখানে রাজা সুদাস ব্রহ্মার আদেশে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। প্রকৃষ্ট যাগ ক্ষেত্রই প্রয়াগ বাচ্য। প্রয়াগ জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তিরূপ ত্রিবেণী সঙ্গমস্থল। সেখানে শ্রীরূপগোস্বামীও সাক্ষাৎ প্রয়াগ স্বরূপ। কারণ তিনিও প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞানবৈরাগ ও ভক্তির প্রতিমাস্বরূপ। রূপ গোস্বামী নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপার্ষদ হইলেও তিনি সেখানে সর্ব্বোত্তম শিষ্য

ভূমিকায় আরুঢ় যিনি স্বপ্নমনোরথতুল্য প্রাকৃত বিষয় সেবা হইতে উপরত ভোগপর মায়িক সংসারে বিরক্ত এবং কৃষ্ণসেবা সমুৎসুক যিনি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত তিনিই উত্তম শিষ্যরূপ। যিনি ১০টি ইন্দ্রিয়রূপী অশ্বদিগকে সংসার মরুতে বৃথা বিচরণ করিতে না দিয়া ইন্দ্রিয়াধিপতি গোবিন্দের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন বা করিবার জন্য চৈতন্য চরণে সমর্পিতাত্মা তিনিই প্রকৃত সাধকরূপ।

যাহার দশ ইন্দ্রিয় কৃষ্ণসেবায় বলি হইয়াছে অর্থাৎ পূজার উপকরণ স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে তিনি উত্তম সাধকরূপ চৈতন্যদেব তাহাতেই শক্তি সঞ্চার করতঃ কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব প্রাপ্ত উপদেশ করেন। পূর্ব্বে যথা কৃষ্ণ ব্রহ্মাতে কৃপা শক্তি সঞ্চার করতঃ চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশ করেন তথৈব চৈতন্যদেবও রূপগোস্বামীকে চতুস্তত্ত্বময় রস ভাগবত উপদেশ করেন। যিনি কৃষ্ণভাবনায় সম্পূর্ণ জাগ্রত কৃষ্ণচেতনায় উদ্বুদ্ধ তথা কৃষ্ণ রস পিপাসায় সতর্ক সাবধান তিনিই চৈতন্যদেব। তিনি উত্তম গুরু ভূমিকায় বিলাসবান্। পক্ষে যাহাতে কৃষ্ণভাবনাস্থাপিত কৃষ্ণচেতনা সুপ্ত এবং কৃষ্ণরস পিপাসা অদৃশ্য তিনি অচৈতন্য গুরু। তিনি সাধকে প্রকৃত সাধন ভজনে অনুপ্রাণীত উদ্বুদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত করিলে পারেন না। চৈতন্যদেবই স্বয়ং কৃষ্ণ ও কৃষ্ণশক্তিতে শক্তিমান্। তাহার শিক্ষা সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণশিত বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন। কৃপা বিনা ব্রাহ্মাদিক জানি বারে নারে কে তারে জানিতে পারে যদি না জানায়। ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়তো যাহারে সেই সে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে।। অসম্পূর্ণ